শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-লীলার আদি-ব্যাস

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-

বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্ত্তক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের

প্রগাঢ় স্নেহধন্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষকাচার্য্যভাস্কর

ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

পরম-প্রিয়পার্ষদ তথা

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রীবিভূষিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

প্রিয়তমপার্ষদ তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

প্রেরণা, কৃপানির্দ্দেশ ও সম্পাদনায়

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-মহামণ্ডলেশ্বর

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তি আনন্দ সাগর মহারাজ কর্ত্তৃক

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

শতবার্ষিকী-পূর্ত্তি-মহামহোৎসব তিথি

ইং ১৮/১০/৯৫

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পিন নং—৭৪১৩০২
ফোন—(০৩৪৭২) ৪০৭৫২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক,
কলিকাতা—৭০০ ০৫৫
ফোন—৫৫১ ৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড্,
গৌরবাটসাহি, পুরী, উড়িষ্যা
পিন নং—৭৫২০০১
ফোন—(০৬৭৫২) ২৩৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়,
উত্তর চব্বিশ পরগনা

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ গোবর্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ
ফোন—(০৫৬৫) ৮১২১৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
১৫ নং গ্লাডিং রোড্, মেনর পার্ক,
লণ্ডন E12 5DD, U.K.
ফোন—(০১৮১) ৪৭৮ ২২৮৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম
২৯০০ নর্থ রোডিও গল্চ্ রোড্,
সোকেল, (ক্যালিফোর্নিয়া)
CA 95073, U.S.A.
ফোন—(৪০৮) ৪৬২ ৪৭১২

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর মিশন
"শ্রীগোবিন্দধাম"
লট্ ২, বেলটানা ড্রাইভ,
টেরানোরা,
N.S.W. 2486,
Australia.
ফোন—(০০৬১-৭৫) ৯০৪৩৭১

Printed by SNP Printing Pte Ltd

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—নিবেদন—

"সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"
"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"
"অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে। গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে॥"
"লাগ্ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে। যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥"
—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

এই প্রকার উচ্ছ্বাসময়ী প্রাঞ্জল কথ্যভাষায় দুরূহ ভাগবত-ভক্তিসিদ্ধান্তের সহজ প্রকাশ-ভঙ্গিমা একমাত্র ব্যাসদেবের পক্ষেই সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের গ্রন্থ-পরিচিতি ও রচনা-শৈলী প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলামৃত-অক্ষয়সরোবরের পরমহংসরাজ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি—

"সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার। বৃন্দাবন-দাস-মুখে অমৃতের ধার॥"
"নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন দাস। চৈতন্য-লীলার তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস'॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

শ্রীচৈতন্যলীলার আদিব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের ও তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাপেক্ষা আর বেশী কিছু বলিবার নাই। ইহার পরে শুধু যে প্রশ্নটির সম্ভাবনা থাকিয়া যায় তাহারও সমাধান তাঁহার লেখনীতেই পাই। প্রশ্ন—কেন তবে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিলেন? উত্তর—"নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥" এবং গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে যে সমস্ত লীলা তিনি সূত্ররূপে প্রদান করিয়া "বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে॥" বলিয়া জানাইয়াছেন, তাহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিস্তার করিয়াছেন। আরও বিশেষতঃ শ্রীরূপরঘুনাথের পরমাণুগচরিত ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীচৈতন্য-দেবের শেষলীলা শ্রবণাকাঙ্ক্ষা ও শ্রীমন্মদনগোপালের আজ্ঞা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। অতএব ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের ভৌমলীলার আদ্যন্ত জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিতে করিতে পতিতপাবন অবতার শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রদান-কারী শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অশেষ করুণায় অভিষিক্ত হইয়া অতিবড় পাষণ্ডীরও হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় এবং "অন্তভক্তিরসেণ পূর্ণসরসঃ" হইয়া উঠে। ইহাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অসমোর্দ্ধদান-বৈচিত্র্য।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের পরমাণুকম্পায় সুদুর্ল্লভ হইলেও সৌভাগ্যাতিশয্যে আজ আমরা সেই সুমধুর শ্রীচৈতন্য-ভগবত প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলাম। এই গ্রন্থরাজের প্রকাশন বিষয়ে মূলতঃ আমরা পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিজজনগণ-দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থলিপি তথা তদীয় সুচিন্তিত ও সুমঞ্জস সিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্যকেই অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থশেষে তাঁহার রচিত গৌড়ীয়-ভাষ্য-শেষ-বিজ্ঞপ্তিটুকুও সংযুক্ত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কেননা তদ্দ্বারা অজ্ঞ শ্রদ্ধালু পাঠকগণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অমন্দোদয়-দয়ার পরিষ্কার ধারণা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

আজ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ও তাঁহার নিজজনগণের অপার করুণায় বঙ্গভাষায় বিরচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ভাষ্যাদি সম্বলিত হইয়া বৃহদাকারে ভারতের প্রতিটি প্রদেশের তথা পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি দেশের ভাগ্যবান্ জনগণের গৃহেগৃহে তৎতৎদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অনুশীলিত ও পূজিত হইতেছেন। আমাদের শ্রীমঠ হইতেও সহজ-বহনযোগ্য সুন্দর অবয়বে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রকাশের পর তাহা শুদ্ধভক্তগণের প্রচুর সমাদর লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ অধমকে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থরত্নটিও প্রকাশের অনুপ্রেরণাময় আজ্ঞা প্রদান করেন। জীবন অনিত্য— কখন কি হয় বলা যায় না, তাই কালবিলম্ব না করিয়া আমি আমার পরম-বান্ধব ও শ্রীল গুরুমহারাজের আশীষ-সম্পুষ্ট মহামণ্ডলেশ্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি আনন্দ সাগর মহারাজকে উক্ত গ্রন্থরাজের প্রকাশসেবার সম্পূর্ণ দায়-দয়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্যারম্ভ করিয়া দেন। আজ মূলতঃ তাঁহারই অক্লান্ত সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীল গুরুমহারাজের শতবার্ষিকী-পূর্ত্তি-মহোৎসব দিনে শ্রীচৈতন্যানুগ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীকরকমলে সমর্পণের সৌভাগ্য লাভ হইল।

এপ্রসঙ্গে সদাহাস্যময় প্রভু অনন্তকৃষ্ণ যিনি হ্যাঙ্গেরির সুপ্রসিদ্ধ "এডেস্যইস্ কিয়াডো" ও "অনন্তপ্রিণ্টিং" নামক প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার এবং প্রভু উদ্ধারণ ও প্রভু সুনীলকৃষ্ণের নেতৃত্বে আমাদের শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের লণ্ডন শাখার মঠবাসী ভক্তগণের সেবা-প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থরাজের প্রকাশে যৌথভাবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ও সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আমাদের পরম বান্ধব এবং "শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী"র সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক স্নেহময় প্রভু শ্রুতশ্রবার প্রুফরিড়িং কার্য্যে বিশেষ সহায়তা লাভ করায় এই গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত হওয়ায় তিনিও বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

সকলেই জানেন শুধু একক প্রচেষ্টায় এই প্রকার বৃহৎসেবা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব,

তাই যেসমস্ত স্নেহময় গুরুভ্রাতা, সুধী, ভক্তবৃন্দ ও পাঠকবৃন্দ যে কোনভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের প্রচারাদি মহান্ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া এই অযোগ্য দীনাতিদীন অধমকে অমায়ায় কৃপাবর্ষন করিয়া চলিয়াছেন—এই স্থলে আমি তাঁহাদের সকলেরই শ্রীচরণ বন্দন করিতেছি। হয়ত একদিন জড়বিজ্ঞানের আনুকূল্যে ভবিষ্যতে ছাপার ভূল-ত্রুটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা সম্ভব হইবে কিন্তু যেহেতু আমরা এখনও সেইস্তরে উন্নীত হইতে পারি নাই তাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভূল-ত্রুটীর জন্য তাঁহাদের সকলেরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে সকাতর কৃপাপ্রার্থনা ও বন্দনামুখে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস-যুগলের শ্রীচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্ব্বপ্রকার কৃতাপরাধের জন্য একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জয়ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক নিবেদন সমাপ্ত করিলাম।

দাস-বৃন্দাবনং বন্দে কৃষ্ণদাস-প্রভুং তথা।
ছন্নাবতার-চৈতন্যলীলা-বিস্তারকারিণৌ ॥
দ্বৌ নিত্যানন্দপাদাব্জ-করুণারেণু-ভূষিতৌ।
ব্যক্ত-চ্ছন্নৌ বুধাচিন্ত্যৌ বাবন্দে ব্যাস-রূপিণৌ ॥
শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাশ্চ গণৈঃ সহ।
জয়ন্তি পাঠকাশ্চাত্র সর্ব্বেষাং করুণার্থিনঃ ॥

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ।
শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভব,
ঝুলন-দ্বাদশী, ইং ৮/৮/৯৫

দীনাধমস্য
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দস্য

আদিখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

মধ্যখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

অন্ত্যখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥

(—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)

"শ্রীচৈতন্যভাগবত, লীলা-মণিমরকত,
চৈতন্য-নিতাই-কথাসার।
শুনে সর্ব্বক্ষণ কর্ণে, সহস্র-মুখেতে বর্ণে,
গ্রন্থরাজ-মহিমা অপার ॥"
"শ্রীচৈতন্যভাগবত, গ্রন্থ-শুদ্ধভক্তিমত,
কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ।
নিরন্তর পাঠফলে, কুবুদ্ধি যাইবে চ'লে,
কৃষ্ণপ্রেমে লভিবে প্রমোদ ॥"

(—শ্রীল প্রভুপাদ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
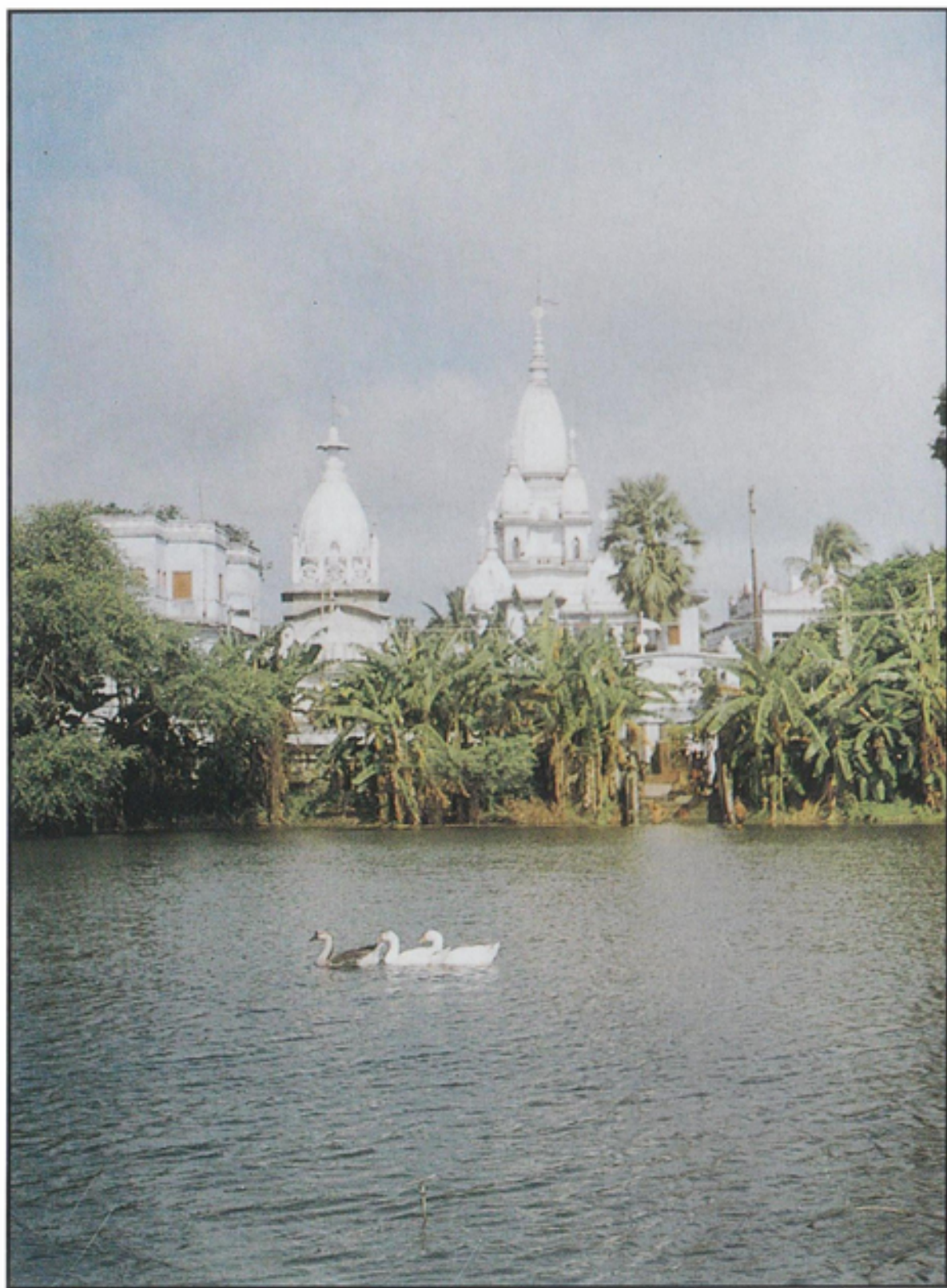
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

**আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥**

যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা—সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগ-ধর্ম্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।

**নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥২॥**

হে প্রভো, আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি—জগন্নাথমিশ্রের নন্দন; আপনার পরি-কর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার পুত্রগণের ('পুত্র' পর্য্যায়ে গৃহীত 'ত্যক্তগৃহ গোস্বামী' প্রভৃতি শিষ্যগণের অথবা 'কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন' নামক অভিধেয়বিশেষের) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে—'ভূ'শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, 'শ্রী'শক্তি-স্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং 'লীলা, নীলা বা 'দুর্গা'শক্তিস্বরূপা শ্রীনবদ্বীপধাম, এবং রুচি-বিচারে — শ্রীগদাধর-দ্বয়-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩॥

করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্যশক্তি-বলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যা-নন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি।

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ
কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্ভুজো
বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ॥৪॥

বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপলাশ-লোচন, সুন্দরজানুপর্য্যন্ত বিলম্বিতষড়্ভুজ-যুক্ত, কীর্ত্তনকালে ভক্তিরস-পরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধপ্রকারে নৃত্যবিলাসশীল শ্রীগৌর-সুন্দর জয়যুক্ত হউন।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥৫॥

লীলাময় স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্ত্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্ব-জগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহ (অথবা, সকল ঈশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

আদ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥৬॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম—'বিশ্বম্ভর' ॥৭॥
'আমার ভক্তের পূজা—আমা' হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥৮॥

তথাহি (ভাঃ ১১/১৯/২১)—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৯॥

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব,) আমার ভক্তের সেবা—আমার পূজা হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠা।

এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ ॥১০॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥১১॥
সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু-বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণযশোধাম ॥১২॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥১৩॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন ॥১৪॥
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু, সকল—উদ্দাম ॥১৫॥
হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর ॥১৬॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥১৭॥
তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁরে পরম সহায় ॥১৮॥
মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী ॥১৯॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা ॥২০॥
পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥২১॥
তান রাসক্রীড়া-কথা—পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার ॥২২॥
দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে ॥২৩॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা-পরীক্ষিতে ॥২৪॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৬৫/১৭-১৮; ২১-২২)—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥২৫॥

শ্রীবৃন্দাবন-ধামে 'চৈত্র' ও 'বৈশাখ', এই দুই মাস, নিশাকালে গোপরামাগণের রতি বর্দ্ধনপূর্ব্বক শ্রীবলদেব অবস্থান করিলেন।

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥২৬॥

পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে-স্থানটী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত, জ্যোৎস্না-বিকসিত কুমুদকদম্বের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া সমীরণ যে-স্থানে স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইত, সেই যামুনপুলিনোপবনে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম ক্রীড়া

করিতে লাগিলেন।

উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বনিতা-শোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মহেন্দ্র ইব বারণঃ॥২৭॥

হস্তিনীযূথপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায় স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত-মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীরাম স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকিলেন; তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল।

নেদুর্দ্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা॥২৮॥

ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে দুন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল, দেবগণ সহর্ষে কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিবৃন্দ শ্রীবল-ভদ্রের বিক্রমসূচক স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন॥২৯॥
যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে॥৩০॥
চারি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব—পুরাণে বিদিত॥৩১॥
মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ॥৩২॥
একঠাঁই দুইভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে॥৩৩॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৩৪/২০-২৩)—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥৩৪॥

অনন্তর (শিবরাত্রি-ব্রতান্তে) কোনও এক জ্যোৎস্নাময়ী হোলিপূর্ণিমা-রজনীতে অদ্ভুত-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম (সখাগণ-সহ) ব্রজবনিতাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ॥৩৫॥

তাঁহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, চন্দনা-নুলেপন, বনমালা ও সুনির্ম্মল-বস্ত্রে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই উত্তম-ললনাগণ তদগতহৃদয়ে মনোহরভাবে তাঁহাদের গুণ গান করিতে লাগিলেন।

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোডুপ-তারকম্।
মল্লিকাগন্ধ-মত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥৩৬॥

তখন রজনীর প্রারম্ভ; (আকাশে) শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ-কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও (মন্দমন্দ) বহিতেছিল; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন।

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥৩৭॥

শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম, উভয়েই যুগপৎ অর্থাৎ একইকালে স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা আলাপ করিতে করিতে নিখিল-প্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে লাগিলেন।

ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন—বর্জ্জিত॥৩৮॥
ভাগবত যে না মানে, সে—যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম॥৩৯॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে,—'বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?'৪০॥
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে॥৪১॥

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই ॥৪২॥
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥৪৩॥
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন ॥৪৪॥
আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে ॥৪৫॥

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় ধরণী-শেষ-সংবাদে ও শ্রীযামুনাচার্য্য বা আলবন্দারু-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪০ শ্লোক)

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো-
পাধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ॥৪৬॥

হে ভগবন্, আপনার শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররূপে অভিন্নাংশত্ব-প্রাপ্ত নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি নানাবিধ মূর্ত্তি-ভেদে যিনি লোকসকলের নিকট 'শেষ' নামে যথার্থই অভিহিত হইয়াছেন, (সেই অনন্তনাগের উপর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত সমাসীন আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব?)

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী ॥৪৭॥
কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর ॥৪৮॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময় ॥৪৯॥
আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥৫০॥
সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল ॥৫১॥
শ্রীনারদ-গোসাঞি তুম্বুরু করি' সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥৫২॥

তথাহি (ভাঃ ৫/২৫/৯-১৩)—

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম-
ন্নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥৫৩॥

এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি 'এক' হইয়াও আপনাতেই (অর্থাৎ নিজ-দেহস্থ রোমকূপে) কার্য্যরূপী বিচিত্র-জড়-প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং অনাদি, মনুষ্য কি-প্রকারে সেই অপ্রাকৃত শ্রীঅনন্তদেবের তত্ত্ব জানিতে পারে?

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥৫৪॥

যাঁহাতে (অধিষ্ঠিত থাকিয়া) কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই (সর্ব্বকারণকারণ) ভগবান্ আমা-দিগের (ন্যায় শুদ্ধভক্তের) প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি—উদারবীর্য্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী; অতএব নিজজন ভক্ত-বর্গের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিত্রলীলার অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন, মৃগপতি সিংহ যাঁহার সেই লীলা

(অনন্তকোট্যংশাভাসমাত্র) শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ-ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিবেন?

অথবা, যাঁহাতে...করিয়াছেন, যেহেতু, (বা যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক) সিংহের ন্যায় মহাবীর্য্যশালী যে-ভগবান্ নিজ-জন ভক্তবর্গের নিমিত্ত স্বীয় স্বরূপগত বীর্য্যগাম্ভীর্য্যময়ী অনিন্দ্য...অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী...করিবেন?

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাদ্
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥৫৫॥

(সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া, অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্ত্ত হইয়া, কিংবা পরিহাসচ্ছলে পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? কেননা, এই শ্রীঅনন্তদেবেই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদি-দ্বারা মানবগণের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীশেষ ব্যতীত আর অপর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন?।

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদবিমিত-বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥৫৬॥

অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাঁহার বিক্রমের পরিমাণ করা যায় না, সেই বিভু সহস্রশীর্ষা ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের একটীমাত্র মস্তকে সমগ্র গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার বীর্য্যসমূহ গণনা করিতে পারেন?

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥৫৭॥

এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন অপরিমেয়বলশালী মহাগুণপ্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থাকিয়া এই পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিতেছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ ॥৫৮॥
অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝে সে তত্ত্ব? ৫৯॥
শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণায়।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥৬০॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।
নিজ-জন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী ॥৬১॥
যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তনে।
যে-তে-মতে কেনে নাহি বোলে যে তে জনে ॥৬২॥
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে ॥৬৩॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্বজীবের উদ্ধার ॥৬৪॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥৬৫॥

সহস্র-ফণার এক-ফণে 'বিন্দু' যেন।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন,—'আছে' হেন॥৬৬॥
সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥৬৭॥
গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত ॥৬৮॥
অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে ॥৬৯॥

শ্রীরাগঃ—

কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে ॥ধ্রু॥৭০॥
লাগ্ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে॥৭১॥

তথাহি (ভাঃ ২/৭/৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়া-বলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥৭২॥

(হে নারদ,) আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ এই সনকাদি-মুনিগণও সেই পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবানের চিচ্ছক্তিবলের দূরে থাকুক, মায়াশক্তিবলেরই অন্ত জানি না; এমন কি, আদিদেব সহস্রবদন শ্রীঅনন্ত-দেবও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়া অদ্যাবধি সীমা প্রাপ্ত হ'ন নাই, সুতরাং প্রাকৃত-জীবগণ আর কিরূপে উহা জানিতে পারিবে?

পালন-নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছেন মহাশক্তিধর নিজ কুতূহলে ॥৭৩॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে ॥৭৪॥
ব্রহ্মাদি—বিহ্বল, এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই' নারদ—পূজিত সর্ব্বস্থানে ॥৭৫॥
কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ ॥৭৬॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥৭৭॥
বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভু-বলরাম ॥৭৮॥
'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব'॥৭৯॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥৮০॥
চৈতন্য-চরিত্র স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায় ॥৮১॥
অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইলুঁ তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব ॥৮২॥
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত।
ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত॥৮৩॥
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে?
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥৮৪॥
চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি, তেন মত লিখি ॥৮৫॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥৮৬॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৮৭॥
মন দিয়া শুন, ভাই, শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা-যথা ॥৮৮॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা—আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড-নাম ॥৮৯॥
'আদিখণ্ডে'—প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
'মধ্যখণ্ডে'—চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥৯০॥

'শেষখণ্ডে' —সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি ॥৯১॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেবপ্রায় তেঁহো—স্বধর্ম্মতৎপর ॥৯২॥
তান পত্নী শচী নাম—মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্মাতা ॥৯৩॥
তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভূষণ ॥৯৪॥
আদিখণ্ডে, ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥৯৫॥
হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি' আগে ॥৯৬॥
আদিখণ্ডে, শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা-মাতা-প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস ॥৯৭॥
আদিখণ্ডে, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পতাকা।
গৃহ-মাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা পিতা-মাতা ॥৯৮॥
আদিখণ্ডে, প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোরে ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥৯৯॥
আদিখণ্ডে, জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরি-বাসরে ॥১০০॥
আদিখণ্ডে, শিশু ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্ব্বমুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন ॥১০১॥
আদিখণ্ডে, লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে ॥১০২॥
আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের চাপল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার ॥১০৩॥
আদিখণ্ডে, করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে ॥১০৪॥
আদিখণ্ডে, জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস,—শচীর দুই শোক ॥১০৫॥
আদিখণ্ডে, বিদ্যা-বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ ॥১০৬॥
আদিখণ্ডে, সকল পড়ুয়াগণ মেলি'।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি ॥১০৭॥
আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয় ॥১০৮॥
আদিখণ্ডে, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই' শ্রীচরণ ॥১০৯॥
আদিখণ্ডে, পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে, রাজ-পণ্ডিতের কন্যা পরিণয় ॥১১০॥
আদিখণ্ডে, বায়ু-দেহমান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥১১১॥
আদিখণ্ডে, সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হঞা ॥১১২॥
আদিখণ্ডে, দিব্য-পরিধান, দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি' চন্দ্রমুখ ॥১১৩॥
আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তাঁর সর্ব্ববন্ধক্ষয় ॥১১৪॥
আদিখণ্ডে, সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া ॥১১৫॥
আদিখণ্ডে, গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায় ॥১১৬॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি-ব্যাস ॥১১৭॥
বাল্যলীলা-আদি করি' যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি 'আদিখণ্ডে'র বিলাস ॥১১৮॥
মধ্যখণ্ডে, বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ ॥১১৯॥
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি' বিষ্ণু-খট্টার উপরে ॥১২০॥
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন ॥১২১॥
মধ্যখণ্ডে, 'ষড়্ভুজ' দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈত দেখিলা 'বিশ্বরঙ্গ' ॥১২২॥

নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥১২৩॥
মধ্যখণ্ডে, হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল-মুষল দিলা নিত্যানন্দ ॥১২৪॥
মধ্যখণ্ডে, দুই অতি পাতকী-মোচন।
'জগাই' 'মাধাই' নাম বিখ্যাত ভুবন ॥১২৫॥
মধ্যখণ্ডে, কৃষ্ণ-নাম—চৈতন্য-নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই ॥১২৬॥
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
'সাতপ্রহরিয়া ভাব' ঐশ্বর্য্য-বিলাস ॥১২৭॥
সেই দিন অ-মায়ায় কহিলেন কথা।
যে-যে-সেবকের জন্ম হৈল যথা যথা ॥১২৮॥
মধ্যখণ্ডে, নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন ॥১২৯॥
মধ্যখণ্ডে, কাজীর ভাঙ্গিলা অহঙ্কার।
নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার ॥১৩০॥
ভক্তি পাইল কাজী প্রভু-গৌরাঙ্গের বরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥১৩১॥
মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া ॥১৩২॥
মধ্যখণ্ডে, মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হঞা কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ ॥১৩৩॥
মধ্যখণ্ডে, শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে, নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ ॥১৩৪॥
মধ্যখণ্ডে, রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন, স্তন পিল সর্ব্ব ভক্তগণ ॥১৩৫॥
মধ্যখণ্ডে, মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গদোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে ॥১৩৬॥
মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভুর নিশায় কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ ॥১৩৭॥
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত কৌতুক।
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ ॥১৩৮॥
মধ্যখণ্ডে, জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান ॥১৩৯॥
মধ্যখণ্ডে, সকল বৈষ্ণব জনে জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে ॥১৪০॥
মধ্যখণ্ডে, প্রসাদ পাইলা হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান—কারুণ্য-বিলাস ॥১৪১॥
মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব করি' সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে ॥১৪২॥
মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে ॥১৪৩॥
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতেরে করি' বহু দণ্ড।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড ॥১৪৪॥
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই—কৃষ্ণ-রাম।
জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্ ॥১৪৫॥
মধ্যখণ্ডে দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক-ঠাঞি ॥১৪৬॥
মধ্যখণ্ডে, শ্রীবাসের মৃতপুত্র-মুখে।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইলা দুঃখে ॥১৪৭॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্রশোক,—জগতে বিদিত ॥১৪৮॥
মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিল তুলিয়া ॥১৪৯॥
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র ॥১৫০॥
মধ্যখণ্ডে, সর্ব্ব জীব উদ্ধার-কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥১৫১॥
কীর্ত্তন করিয়া 'আদি', অবধি 'সন্ন্যাস'।
এই হৈতে কহি 'মধ্যখণ্ডে'র বিলাস ॥১৫২॥
মধ্যখণ্ডে আছে আর কত-কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে-সকল খেলা ॥১৫৩॥
শেষখণ্ডে, বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম তবে পরকাশ ॥১৫৪॥

শেষখণ্ডে, শুনি' প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু-অদ্বৈত ক্রন্দন ॥১৫৫॥
শেষখণ্ডে, শচী-দুঃখ—অকথ্য কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবার রহিল জীবন ॥১৫৬॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, বলরাম পরম প্রচণ্ড ॥১৫৭॥
শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই' রহিলা কুতূহলে ॥১৫৮॥
সার্ব্বভৌম-প্রতি আগে করি' পরিহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ-পরকাশ ॥১৫৯॥
শেষখণ্ডে, প্রতাপরুদ্রেরে পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান ॥১৬০॥
দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী।
শেষখণ্ডে, এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥১৬১॥
শেষখণ্ডে, প্রভু পুনঃ আইলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব বলি' আনন্দ বিশেষে ॥১৬২॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে ত' আইলা প্রভু কুলিয়া-নগরে ॥১৬৩॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্বজীব পাইলা নিস্তারে ॥১৬৪॥
শেষখণ্ডে, মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা ॥১৬৫॥
শেষখণ্ডে, পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে ॥১৬৬॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞা ॥১৬৭॥
শেষখণ্ডে, রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥১৬৮॥
শেষখণ্ডে, সেতুবন্ধে গেলা গৌর-রায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥১৬৯॥
শেষখণ্ডে, রামানন্দ-রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে, মথুরায় অনেক বিহার ॥১৭০॥
শেষখণ্ডে, শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয় ॥১৭১॥
প্রভু চিনি' দুইভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ' 'সনাতন' ॥১৭২॥
শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দক সন্ন্যাসী ॥১৭৩॥
শেষখণ্ডে, পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥১৭৪॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন-রস ॥১৭৫॥
অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর, সর্ব্ব মথুরা বিহরে ॥১৭৬॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পাণিহাটি-গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে ॥১৭৭॥
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-কৃপায় ॥১৭৮॥
শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সম্বৎসর ॥১৭৯॥
শেষখণ্ডে, চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥১৮০॥
যে-তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়, তার নাহি সীমা ॥১৮১॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন ॥১৮২॥
এই ত' কহিলুঁ সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ডে আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥১৮৩॥
আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন এক-চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ॥১৮৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৮৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথপুত্র মহা-মহেশ্বর ॥১॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ ॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥
পুনঃ ভক্ত সঙ্গে প্রভু-পদে নমস্কার।
স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥৪॥
জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥৫॥
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই ভাই আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥৬॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্বশাস্ত্রে, বেদে, ভাগবতে এই গায় ॥৭॥

তথাহি (ভাঃ ২/৪/২২)—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥৮॥

পূর্ব্বে কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-প্রদর্শিনী বেদাত্মিকা বাণী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥৯॥
তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥১০॥
তবে কৃষ্ণকৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি ॥১১॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার? ১২॥
অচিন্ত্য, অগম্য কৃষ্ণ-অবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥১৩॥

তথাহি (ভাঃ ১০/১৪/২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহং কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥১৪॥

হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, কি আশ্চর্য্য! আপনি কখন বা কোথায়, কেন বা কতপ্রকারে স্বীয় স্বরূপ-শক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া যে-সকল ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন, ত্রি-জগতের মধ্যে কে সেই সকল লীলা জানিতে পারে? (অর্থাৎ, কেহই জানিতে পারে না।)

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার? ১৫॥
তথাপি শ্রীভাগবতে, গীতায় যে কয়।
তাহা লিখি, যে-নিমিত্তে 'অবতার' হয় ॥১৬॥

তথাহি (গীঃ ৪/৭-৮)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥১৭॥

হে ভরতবংশ্য অর্জ্জুন, যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥১৮॥

সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে প্রকটিত, অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হই।

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে ॥১৯॥
সাধুজন-রক্ষা, দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় করে বিজ্ঞাপনে ॥২০॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥২১॥
কলিযুগে 'ধর্ম্ম' হয় 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥২২॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
'কীর্ত্তন' নিমিত্ত 'গৌরচন্দ্র-অবতার' ॥২৩॥

তথাহি (ভাঃ ১১/৫/৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥২৪॥

হে নিমিরাজ, দ্বাপরে ভক্তগণ এই বলিয়া (পূর্ব্বোক্তরূপে) চতুর্ব্যূহাত্মক জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও ভক্তগণ যেরূপ নানা-সাত্বততন্ত্রবিধি দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥২৫॥

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কলিকালে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞ-দ্বারাই অকৃষ্ণ (গৌর-বর্ণতনু), অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুদ্বয়), উপাঙ্গ (অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদিভক্তগণ), অস্ত্র (অবিদ্যা-নাশক শ্রীহরিনাম) ও পার্ষদগণের (শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির) সহিত বিদ্যমান, কৃষ্ণ নামোচ্চারণরত শ্রীগৌর-হরির উপাসনা করেন।

কলিযুগে সর্ব্ব-ধর্ম্ম—'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥২৬॥
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে ॥২৭॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব পরিকর।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতর ॥২৮॥
কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণ ॥২৯॥
'ভাগবত'রূপে জন্ম হইল সবার।
কৃষ্ণ সে জানেন,—যাঁর অংশে জন্ম যাঁর ॥৩০॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্রদেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে ॥৩১॥
নানা-স্থানে 'অবতীর্ণ' হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন ॥৩২॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য-স্থানে ॥৩৩॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত, আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর-দেব—ত্রৈলোক্য-পূজিত ॥৩৪॥
ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর।
'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার' ॥৩৫॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্য-বল্লভ দত্ত-বাসুদেব নাম ॥৩৬॥
'চাটিগ্রামে' হৈল ইঁহা-সবার পরকাশ।
'বুঢ়নে' হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥৩৭॥
রাঢ়-মাঝে 'একচাকা' নামে আছে গ্রাম।
যঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥৩৮॥

হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥৩৯॥
কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥৪০॥
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণে কৈলেন তখন ॥৪১॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥৪২॥
ত্রিহুতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস ॥৪৩॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থানসকল থাকিতে।
'বৈষ্ণব' জন্ময়ে কেনে শোচ্য-দেশেতে? ৪৪॥
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদে কেনে জন্মায়েন দূরে? ৪৫॥
যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ ॥৪৬॥
সেসব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥৪৭॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥৪৮॥
শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে ত্রাণ ॥৪৯॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ॥৫০॥
যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেইস্থান হয় অতি-পুণ্যতীর্থময় ॥৫১॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥৫২॥
নানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' সবার হইল মিলন ॥৫৩॥
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ॥৫৪॥

'নবদ্বীপ' হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসঞিঃ ॥৫৫॥
'অবতরিবেন প্রভু' জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা ॥৫৬॥
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥৫৭॥
ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥৫৮॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে ॥৫৯॥
নানা-দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায় ॥৬০॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয় ॥৬১॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব-লোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥৬২॥
কৃষ্ণ-রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥৬৩॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥৬৪॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন ॥৬৫॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥৬৬॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥৬৭॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি' মরে ॥৬৮॥
না বাখানে 'যুগধর্ম্ম' কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো ন করে কথন ॥৬৯॥
যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ'-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥৭০॥

অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥৭১॥
গীতা ভাগবত যে-যে-জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥৭২॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি' ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥৭৩॥
'কেমনে এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার!
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার ॥৭৪॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম!
নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান ॥'৭৫॥
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন ॥৭৬॥
সবে মেলি' জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
'শীঘ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, কর সবারে প্রসাদ' ॥৭৭॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম, সর্ব্ব-লোকে ধন্য ॥৭৮॥
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥৭৯॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বত্র বাখানে,—'কৃষ্ণপদভক্তি সার' ॥৮০॥
তুলসী-মঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতূহলে ॥৮১॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥৮২॥
যে-প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥৮৩॥
অতএব অদ্বৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য ॥৮৪॥
এইমত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি' দুঃখ পায় ॥৮৫॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে ॥৮৬॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥৮৭॥
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥৮৮॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥৮৯॥
স্বভাবে অদ্বৈত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥৯০॥
"মোর প্রভু আসি' যদি করে অবতার।
তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার ॥৯১॥
তবে ত' 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াই।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই ॥৯২॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব, গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ॥"৯৩॥
নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ একচিত্ত হৈয়া ॥৯৪॥
'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার'।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার ॥৯৫॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥৯৬॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান ॥৯৭॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায় ॥৯৮॥
শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥৯৯॥
একে একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার।
কথার প্রস্তাবে নাম লইব, জানি যাঁর ॥১০০॥
সবেই স্বধর্ম্মপর, সবেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বই কেহ না জানয়ে আর ॥১০১॥
সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার।
কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥১০২॥

বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি' সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার ॥১০৩॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেন নাহি জন।
আপনা'-আপনি সবে করেন কীর্ত্তন ॥১০৪॥
দুই-চারি দণ্ড থাকি' অদ্বৈতসভায়।
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায় ॥১০৫॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন ॥১০৬॥
সকল বৈষ্ণব মেলি' আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণিমাত্র কারে কেহ নারে বুঝাইতে ॥১০৭॥
দুঃখ ভাবি' অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥১০৮॥
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন? ১০৯॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে ॥১১০॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥১১১॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে,—"হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥১১২॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥"১১৩॥
কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥১১৪॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥"১১৫॥
এইমত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি' 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে ভাগবতগণ ॥১১৬॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই' সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে বোলে ॥১১৭॥
"শুন, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণে সর্ব্বনয়ন-গোচর ॥১১৮॥
সবা' উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা'-সবা' লৈয়া ॥১১৯॥
যবে নাহি পারোঁ, তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি-ভুজ, চক্র লইমু হাতে ॥১২০॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ—প্রভু মোর,
মুঞি—তাঁর দাস ॥"১২১॥
এইমত অদ্বৈত বলেন অনুক্ষণ।
সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥১২২॥
ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥১২৩॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥১২৪॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে।
কেহ 'কৃষ্ণ' বলি' শ্বাস
ছাড়য়ে কান্দিতে ॥১২৫॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি' পায় দুঃখে ॥১২৬॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্‌যোগ ॥১২৭॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥১২৮॥
মাঘ-মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভ-দিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে ॥১২৯॥
হাড়াইপণ্ডিত-নামে শুদ্ধবিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥১৩০॥
কৃপাসিন্ধু, ভক্তিদাতা, প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম ॥১৩১॥
মহা-জয়জয়-ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥১৩২॥
সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃপুনঃ সুমঙ্গল ॥১৩৩॥

যে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি' ভ্রমিলা জগতে ॥১৩৪॥
অনন্তের প্রকার হইলা হেন মতে।
এবে শুন,—কৃষ্ণ অবতরিলা যেমতে ॥১৩৫॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর ॥১৩৬॥
উদারচরিত্র তেঁহো ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥১৩৭॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রচন্দ্র ॥১৩৮॥
তাঁন পত্নী শচী-নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥১৩৯॥
বহুতর কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥১৪০॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি—যেন অভিন্ন-মদন।
দেখি' হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥১৪১॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইল বিরক্তি।
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্ত্তি ॥১৪২॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥১৪৩॥
ধর্ম্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে।
'ভক্তসব দুঃখ পায়' জানিয়া অন্তরে ॥১৪৪॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥১৪৫॥
জয়-জয়-ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্র শচী শুনে ॥১৪৬॥
মহাতেজো-মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য-জনে ॥১৪৭॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥১৪৮॥
অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা ॥১৪৯॥

ভক্তি করি' ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য-শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥১৫০॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-হেতু অবতার ॥১৫১॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥১৫২॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥১৫৩॥
যে তুমি—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচী-গর্ভে করিলা প্রকাশ ॥১৫৪॥
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র ॥১৫৫॥
সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে।
সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে? ॥১৫৬॥
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা'-সবারে ॥১৫৭॥
এতেকে কে বুঝে, প্রভু, তোমার কারণ?
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥১৫৮॥
তোমার আজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥১৫৯॥
তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতরি'।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি' ॥১৬০॥
সত্য-যুগে তুমি, প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি'।
তপো-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি' ॥১৬১॥
কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি'।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি' ॥১৬২॥
ত্রেতা-যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই' যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম ॥১৬৩॥
স্রুক্-স্রুব-হস্তে যজ্ঞ, আপনে করিয়া।
সবারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া ॥১৬৪॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে-ঘরে ॥১৬৫॥

পীতবাস, শ্রীবৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি'।
পূজা কর, মহারাজরূপে অবতরি' ॥১৬৬॥
কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি' পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ॥১৬৭॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার? ১৬৮॥
মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর'।
কূর্ম্মরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের আধার ॥১৬৯॥
হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদি-দৈত্য দুই মধু-কৈটভে সংহার ॥১৭০॥
শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার।
নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥১৭১॥
বলিরে ছল' অপূর্ব্ব বামনরূপ হই'।
পরশুরামরূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥১৭২॥
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার।
হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥১৭৩॥
বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কীরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥১৭৪॥
ধন্বন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥১৭৫॥
শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি' কর গান।
ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥১৭৬॥
সর্ব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি' সঙ্গে।
কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকুলে বহু-রঙ্গে ॥১৭৭॥
এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি'।
কীর্ত্তন করিবে সর্ব্বশক্তি পরচারি' ॥১৭৮॥
সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈবে প্রেমভক্তি-পরচার ॥১৭৯॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব্ব দাস ॥১৮০॥
যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।
তাঁ'-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥১৮১॥
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
দৃষ্টিমাত্র দশদিক্ হয় সুনির্ম্মল ॥১৮২॥
বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন-নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥১৮৩॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ও
হরিভক্তিসুধোদয়ে ২০/৬৮)—

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসাদ্যতে রাজন্
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥১৮৪॥

হে রাজন্, (ভগবন্নামে) নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণ-ভক্তের অথবা কৃষ্ণভক্তের নৃত্যফলে তাঁহার চরণযুগল পৃথিবীর, নেত্রদ্বয় দিক্-সমূহের এবং বাহুদ্বয় স্বর্গের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করেন।

সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥১৮৫॥
এ মহিমা, প্রভু, বর্ণিবার কার শক্তি?
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি ॥১৮৬॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি'।
আমি-সব যে-নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥১৮৭॥
জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥১৮৮॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্বযজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥১৮৯॥
এই কৃপা কর, প্রভু, হইয়া সদয়।
যেন আমা'-সবার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥১৯০॥
এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির-অভিমত ॥১৯১॥
যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্রামে ॥১৯২॥

নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার॥"১৯৩॥
এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি' ঈশ্বরের করেন স্তবনে॥১৯৪॥
শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব্ব-ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি' হইল প্রকাশ॥১৯৫॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল॥১৯৬॥
সঙ্কীর্ত্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥১৯৭॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়?
চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥১৯৮॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে,—দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥১৯৯॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরি বোল' 'হরি বোল' বলি' সবে ধায়॥২০০॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥২০১॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সবে বলে,—"নিরন্তর হউক গ্রহণ॥"২০২॥
সবে বলে,—"আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥"২০৩॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥২০৪॥
কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সবে 'হরি' 'হরি' বলে দেখিয়া 'গ্রহণ'॥২০৫॥
'হরি বোল' 'হরি বোল' সবে এই শুনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥২০৬॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
'জয়' শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥২০৭॥
হেনই সময়ে সর্ব্বজগৎ-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥২০৮॥

ধানশী রাগঃ

রাহু-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥২০৯॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক- শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥ধ্রু॥২১০॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু-বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গান॥২১১॥

ধানশী রাগঃ

জিনিঞা রবি-কর, শ্রীঅঙ্গ-সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥ধ্রু॥২১২॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আ-ব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ॥২১৩॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আ-জানু বাহু বিশাল॥২১৪॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য-ধন্য,
উঠয়ে জয়জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল হরিষে বিষাদ॥২১৫॥

চারি-বেদ-শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
বৃন্দাবনদাস গানে ॥২১৬॥

পঠমঞ্জরী (একপদী)

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ-দিকে উঠিল আনন্দ ॥ধ্রু॥২১৭॥
রূপ কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ-কীর্ত্তন শুনিঞা ॥২১৮॥
অতি-সুমধুর মুখ-আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥২১৯॥
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।
সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥২২০॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥২২১॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস গুণ গান ॥২২২॥

নটমঙ্গল

চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি',
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ॥ধ্রু॥২২৩॥
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি' যত দেব,
সবেই নররূপ ধরি' রে।
গায়েন 'হরি' 'হরি', গ্রহণ-ছল করি',
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥২২৪॥
দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ 'হরি' 'হরি' রে।
মানুষে দেবে মেলি', একত্র হঞা কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পূরি রে ॥২২৫॥

শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ-অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে ॥২২৬॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে ॥২২৭॥
সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু-নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥২২৮॥

মঙ্গল (পঞ্চম রাগঃ)

দুন্দুভি-ডিণ্ডিম- মঙ্গল-জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে ॥ধ্রু॥২২৯॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,
সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।
বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্য-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মাঝে রে ॥২৩০॥
অন্যোহন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন-ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া-পুরন্দর- জনম-উল্লাসে,
আপন-পর নাহি জানে রে ॥২৩১॥
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য-জয়জয় গান রে ॥২৩২॥

দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটিচান্দ রে।
মানুষ রূপ ধরি', গ্রহণ-ছল করি',
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥২৩৩॥
সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ- চাঁদ-প্রভু জান,
বৃন্দাবনদাস রস গান রে ॥২৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরচন্দ্রজন্ম-বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

(একপদী)

প্রেমধন-রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥ধ্রু॥১॥
হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥২॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি' যায়েন ধাইয়া ॥৩॥
যার মুখ জন্মেহ না বলে হরিনাম।
সেহ 'হরি' বলি' ধায়, করি' গঙ্গাস্নান ॥৪॥
দশ দিক্ পূর্ণ হৈল, উঠে হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি ॥৫॥
শচী-জগন্নাথ দেখি' পুত্রের শ্রীমুখ।
দুইজন হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥৬॥
কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে-ব্যস্তে নারীগণ 'জয়জয়' ফুকারে ॥৭॥
ধাইয়া আইলা সবে, যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥৮॥
শচীর জনক—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখে বিপ্রবর ॥৯॥
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি' চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে ॥১০॥
'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বলে,—"সেই বা, জানিব তাহা পাছে॥"১১॥
মহাজ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্নে অনুরূপ কথা লাগিল কহিতে ॥১২॥
"লগ্নে যত দেখি এই বালক-মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা ॥১৩॥
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে বিদ্যাবান্।
অল্পেই হইবে সর্ব্বগুণের নিধান ॥"১৪॥
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম্ম করয়ে কথন ॥১৫॥
বিপ্র বলে,—"এই শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইঁহা হৈতে সর্ব্বধর্ম্ম হইবে স্থাপন ॥১৬॥
ইঁহা হৈতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিবে সর্ব্ব জগৎ উদ্ধার ॥১৭॥
ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইঁহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন ॥১৮॥
সর্ব্বভূত-দয়ালু, নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্বজগতের প্রীত হইব ইহানে ॥১৯॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥২০॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥২১॥
ভাগবত-ধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর ॥২২॥
বিষ্ণু যেন অবতরি' লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব্বকর্ম্ম ॥২৩॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান? ২৪॥

ধন্য তুমি, মিশ্র-পুরন্দর ভাগ্যবান্।
যাঁর এ নন্দন, তাঁরে রহুক প্রণাম ॥২৫॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাঙ আমি ভাগ্যবান্।
'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম হইবে ইহান ॥২৬॥
ইহানে বলিবে লোক 'নবদ্বীপচন্দ্র'।
এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ ॥"২৭॥
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥২৮॥
শুনি' জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল, বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥২৯॥
কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি' মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥৩০॥
সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পায়ে ধরি'।
আনন্দে সকল-লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥৩১॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি' যত বান্ধব সকল।
জয়-জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল ॥৩২॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বাজয়ে অপার ॥৩৩॥
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥৩৪॥
দেব-মাতা সব্য-হাতে ধান্য-দূর্ব্বা লৈয়া।
হাসি' দেন প্রভু-শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া ॥৩৫॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস ॥৩৬॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী-দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে॥৩৭॥
শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ॥৩৮॥
কিবা সে আনন্দ হইল জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে ॥৩৯॥
লোক দেখে,—শচীগৃহে সর্ব্ব-নদীয়ায়।
যে আনন্দ হইল, তাহা কহন না যায় ॥৪০॥
কি নগরে, কিবা ঘরে, কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি সর্ব্বলোক হরি-ধ্বনি করে ॥৪১॥
জন্মযাত্রা-মহোৎসব, নিশায় গ্রহণে।
আনন্দে করেন, কেহ কর্ম্ম নাহি জানে ॥৪২॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥৪৩॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি ॥৪৪॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥৪৫॥
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পূণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি ॥৪৬॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥৪৭॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥৪৮॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে ॥৪৯॥
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে ॥৫০॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ॥৫১॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥৫২॥
চৈতন্যকথার আদি, অন্ত নাহি দেখি।
তাঁহান কৃপায় যে বোলান, তাহা লিখি ॥৫৩॥
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৫৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌর-চন্দ্রস্য কোষ্ঠীগণন-বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥১॥
হেন শুভ-দৃষ্টি প্রভু কর অ-মায়ায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমায় ॥২॥
হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে-দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥৩॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ ॥৪॥
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥৫॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব-পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি' বালকে আবরে ॥৬॥
'বিষ্ণু-রক্ষা' পড়ে কেহ 'দেবী-রক্ষা' পড়ে।
মন্ত্র পড়ি' ঘর কেহ চারিদিগে বেড়ে ॥৭॥
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥৮॥
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥৯॥
সর্ব্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥১০॥
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ডায়।
ছায়া দেখি' সবে বোলে,—"এই চোর যায়॥"১১॥
'নরসিংহ' 'নরসিংহ' কেহ করে ধ্বনি।
'অপরাজিতার স্তোত্র' কারো মুখে শুনি ॥১২॥
নানা-মন্ত্রে কেহ দশ দিক্ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে ॥১৩॥
প্রভু দেখি' গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বোলে,—"এইমত আসে ও পালায়॥"১৪॥
কেহ বোলে,—"ধর, ধর, এই চোর যায়।"
'নৃসিংহ' 'নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায় ॥১৫॥
কোন ওঝা বোলে,—"আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥"১৬॥
সেইখানে থাকি' দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥১৭॥
বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন ॥১৮॥
বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি' তবে গেলা 'ষষ্ঠীস্থান'॥১৯॥
যথাবিধি পূজি' সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥২০॥
খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, গুয়া, পান।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ॥২১॥
বালকেরে আশিষিয়া সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি' আইর চরণ ॥২২॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়॥২৩॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্ত্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন ॥২৪॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি' করয়ে ক্রন্দন ॥২৫॥
'হরি হরি' বলি' যদি ডাকে সর্ব্বজনে।
তবে প্রভু হাসি' চান শ্রীচন্দ্রবদনে ॥২৬॥
জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজন মেলি'।
সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালি ॥২৭॥
আনন্দে করয়ে সবে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন ॥২৮॥
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে॥২৯॥
যে-সময়, যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে-কিছু থাকয়ে ঘরে, সকল বিথারে ॥৩০॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে ॥৩১॥

'জননী আইসে',—হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু, করেন রোদনে ॥৩২॥
'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মায়।
ঘরে দেখে, সব দ্রব্য গড়াগড়ি' যায় ॥৩৩॥
'কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ?'
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ ॥৩৪॥
সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
'কে ফেলিল?'—হেন কেহ বুঝিতে না পারে ॥৩৫॥
সব পরিজন আসি' মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহ নাহি পায় ॥৩৬॥
কেহ বোলে,—"দানব আসিয়াছিল ঘরে।
'রক্ষা' লাগি' শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে ॥৩৭॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে।
অপচয় করি' পলাইল নিজ-স্থানে ॥"৩৮॥
মিশ্র-জগন্নাথ দেখি' চিত্তে বড় ধন্দ।
'দৈব' হেন জানি' কিছু না বলিল মন্দ ॥৩৯॥
দৈবে অপচয় দেখি' দুইজনে চাহে।
বালকে দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ॥৪০॥
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ ॥৪১॥
নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী-আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥৪২॥
মিলিলা বিস্তর আসি' পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায়-দীপ্তা সবে সিন্দূরভূষণ ॥৪৩॥
নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর ॥৪৪॥
"ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে, তার নাম সে 'নিমাই'॥"৪৫॥
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
"এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥৪৬॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব-দেশে-দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥৪৭॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥৪৮॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥৪৯॥
'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম 'দ্বিতীয়' ডাকিবে সর্ব্বজন ॥"৫০॥
সর্ব্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়ে।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে ॥৫১॥
দেব-নরগণে করয়ে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥৫২॥
ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত সব কৈলা উপনীত ॥৫৩॥
জগন্নাথ বোলে,—"শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর ॥"৫৪॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥৫৫॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত।
সবেই বোলেন,—"বড় হইবে পণ্ডিত ॥"৫৬॥
কেহ বোলে,—"শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্বশাস্ত্রের জানিবে অনুভব ॥"৫৭॥
যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর ॥৫৮॥
যে করয়ে কোলে, সে-ই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভে কোলে করে নারীগণে ॥৫৯॥
প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্কীর্ত্তন ॥৬০॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল-নারী হরিধ্বনি করে ॥৬১॥
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান ॥৬২॥
'তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে'।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে ॥৬৩॥

এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৬৪॥
জানু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥৬৫॥
পরম-নির্ভয়ে সর্ব্ব-অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাই ধরে ॥৬৬॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায় ॥৬৭॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥৬৮॥
আথে-ব্যথে সবে দেখি' 'হায় হায়' করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥৬৯॥
'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে সর্ব্বজন।
পিতামাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥৭০॥
চলিলা 'অনন্ত' শুনি' সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন ॥৭১॥
ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
'চিরজীবী হও' করি'
নারীগণ বোলে ॥৭২॥
কেহ 'রক্ষা' বান্ধে, কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণুপাদোদক আনি' ॥৭৩॥
কেহ বোলে,—"বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল।"
কেহ বোলে,—"জাতি-সর্প,
তেঞি না লঙ্ঘিল।"॥৭৪॥
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া ॥৭৫॥
ভক্তি করি' যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে ॥৭৬॥
এইমত দিনে-দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ ॥৭৭॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে-মুখ ॥৭৮॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল-কেশ।
কমল-নয়ন,—যেন গোপালের বেশ ॥৭৯॥
আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর ॥৮০॥
সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর ॥৮১॥
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি' যায়।
রক্ত পড়ে হেন,—দেখি' মায়ে ত্রাস পায় ॥৮২॥
দেখি' শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন, তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত ॥৮৩॥
কানাকানি করে দোঁহে নির্জ্জনে বসিয়া।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥৮৪॥
হেন বুঝি,—সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥৮৫॥
এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি' হরিধ্বনি ॥৮৬॥
তাবৎ ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে।
বড় করি' হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে ॥"৮৭॥
উষঃকাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালকে বেড়িয়া সবে করে সঙ্কীর্ত্তন ॥৮৮॥
'হরি' বলি' নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥৮৯॥
গড়াগড়ি' যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
উঠি' হাসে জননীর কোলের উপর ॥৯০॥
হেন অঙ্গ-ভঙ্গী করি' নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥৯১॥
হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন ॥৯২॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘরে, বাহিরে।
পরম-চঞ্চল, কেহ ধরিতে না পারে ॥৯৩॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই, কলা, সন্দেশ, যা দেখে, তা চায় ॥৯৪॥

দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন।
যে-জন না চিনে, সেহ দেয় ততক্ষণ ॥৯৫॥
সবেই সন্দেশ-কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥৯৬॥
যে-সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা'-সবারে আনি' সব করেন প্রদান ॥৯৭॥
বালকের বুদ্ধি দেখি' হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ॥৯৮॥
কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥৯৯॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ-ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥১০০॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায় ॥১০১॥
যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥১০২॥
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায়ে ধরি' করে পরিহারে ॥১০৩॥
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার ॥"১০৪॥
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি, সবেই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ, সবে করেন পিরীত ॥১০৫॥
নিজ-পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি হরে ॥১০৬॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায় ॥১০৭॥
একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে,—"কার শিশু বেড়ায় নগরে ॥"১০৮॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার ॥১০৯॥
'বাপ' 'বাপ' বলি' এক চোরে লৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে?"—আর চোর বোলে ॥১১০॥

"ঝাট্ ঘরে আইস, বাপ" বোলে দুই চোরে।
হাসিয়া বোলেন প্রভু,—"চল যাই ঘরে ॥"১১১॥
আথে-ব্যথে কোলে করি' দুই চোরে ধায়।
লোকে বোলে,—"যার শিশু
সে-ই লই' যায় ॥"১১২॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে?
মহা-তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে ॥১১৩॥
কেহ মনে ভাবে,—"মুঞি নিমু তাড়-বালা।"
এইমতে দুই চোরে খায় মনঃকলা ॥১১৪॥
দুই চোর চলি' যায় নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি' যান ভগবানে ॥১১৫॥
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বোলে,—"এই আইলাঙ ঘরে ॥"১১৬॥
এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায় ॥১১৭॥
কেহ কেহ বোলে,—"আইস, আইস, বিশ্বম্ভর।"
কেহ ডাকে 'নিমাই' করিয়া উচ্চস্বর ॥১১৮॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন ॥১১৯॥
সবে সর্ব্বভাবে লৈলা গোবিন্দ-শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন-ভবন ॥১২০॥
বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥১২১॥
চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইল সাবধানে ॥১২২॥
চোর বোলে,—"নাম' বাপ, আইলাঙ ঘর।"
প্রভু বোলে,—"হয় হয়,
নামাও সত্বর ॥"১২৩॥
যেখানে সকল-গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত ॥১২৪॥
মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥১২৫॥

নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি' সবে 'হরি' 'হরি' বোলে ॥১২৬॥
সবার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি' দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥১২৭॥
আপনার ঘর নহে,—দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে ॥১২৮॥
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে?
চারিদিগে চাহি' চোর পলাইল ডরে ॥১২৯॥
'পরম অদ্ভুত!' দুই চোর মনে গণে।
চোর বোলে,—"ভেল্‌কি বা
দিল কোন জনে?" ১৩০॥
"চণ্ডী রাখিলেন আজি"—বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে ॥১৩১॥
পরমার্থে দুই চোর—মহা-ভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান ॥১৩২॥
এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল, দেহ' বস্ত্র
শিরে বান্ধি' তার ॥"১৩৩॥
কেহ বোলে,—"দেখিলাঙ লোক দুইজন।
শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন ॥"১৩৪॥
'আমি আনিঞাছি'—কোন জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে ॥১৩৫॥
সবে জিজ্ঞাসেন,—"বাপ, কহ ত' নিমাই?
কে তোমারে আনিল
পাইয়া কোন্ ঠাঞি?" ১৩৬॥
প্রভু বোলে,—"আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥১৩৭॥
তবে দুই জন আমা' কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া ॥"১৩৮॥
সবে বোলে,—"মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ,
অনাথ আপনি ॥"১৩৯॥
এইমত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে ॥১৪০॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥১৪১॥
বেদ-গোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে।
তাঁর দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে ॥১৪২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
নামকরণ-বালচরিত-চৌরাপহরণ-
বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় ভক্তপ্রিয় প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ মহা-মহেশ্বর ॥১॥
হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে ॥২॥
একদিন ডাকি' বোলে মিশ্র-পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন' বাপ বিশ্বম্ভর ॥"৩॥
বাপের বচন শুনি' ঘরে ধাঞা যায়।
রুণুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায় ॥৪॥
মিশ্র বোলে,—"কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ॥৫॥
'আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর? ৬॥
কি অদ্ভুত!' দুইজনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে ॥৭॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে ॥৮॥

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥৯॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি' অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন ॥১০॥
পাদপদ্ম দেখি' দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে,—"নিস্তারিনু, জন্ম নাহি আর ॥"১১॥
মিশ্র বোলে,—"শুন, বিশ্বরূপের জননী!
ঘৃত-পরমান্ন রান্ধহ আপনি ॥১২॥
ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করামু তানে স্নান ॥১৩॥
বুঝিলাঙ,—তেঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি ॥"১৪॥
এইমতে দুইজনে পরম হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে ॥১৫॥
আর এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত ॥১৬॥
পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥১৭॥
ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রের করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন ॥১৮॥
দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে ॥১৯॥
কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরমব্রহ্মণ্য-তেজ, অতি অনুপম ॥২০॥
নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুইচক্ষু ঢুলে ॥২১॥
দেখি' জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার ॥২২॥
অতিথি-ব্যভার-ধর্ম্ম যেন মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ॥২৩॥
আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন ॥২৪॥
সুস্থ হই' বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—
"কোথা ঘর?" ২৫॥
বিপ্র বোলে,—"আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি ॥"২৬॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
"জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন ॥২৭॥
বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ',—
রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য ॥"২৮॥
বিপ্র বোলে, "কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার।"
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার ॥২৯॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি' ভাল-মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে ॥৩০॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন ॥৩১॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥৩২॥
ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥৩৩॥
ধূলাময় সর্ব্ব-অঙ্গ, মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন, কর-চরণ সুন্দর ॥৩৪॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইলা শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে ॥৩৫॥
'হায় হায়' করি' ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
"অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে ॥"৩৬॥
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ-মিশ্রবর।
ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥৩৭॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে ॥৩৮॥
বিপ্র বোলে,—"মিশ্র, তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য? ৩৯॥

ভাল-মন্দ-জ্ঞান যার থাকে, মারি তারে।
আমার শপথ, যদি মারহ উহারে ॥"৪০॥
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র, বচন না স্ফুরে ॥৪১॥
বিপ্র বোলে,—"মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হবে, তাহা ঈশ্বর সে জানে ॥৪২॥
ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি' দেহ' আজি তাহা করিব আহার॥"৪৩॥
মিশ্র বোলে,—"মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর-বার পাক কর, করি দেও স্থান ॥৪৪॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর, তবে সন্তোষ আমার॥"৪৫॥
বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ।
"আমা'-সবা' চাহি' তবে করহ রন্ধন॥"৪৬॥
বিপ্র বোলে,—"যেই ইচ্ছা তোমা'-সবাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার ॥"৪৭॥
হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে ॥৪৮॥
রন্ধনের সজ্জ আনি' দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে ॥৪৯॥
সবেই বোলেন,—"শিশু পরম চঞ্চল।
আর-বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল ॥৫০॥
রন্ধন, ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর-বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ ॥"৫১॥
তবে শচীদেবী পুত্রে কোলে ত' করিয়া।
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া ॥৫২॥
সব নারীগণ বোলে,—"শুন রে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই?" ৫৩॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
"আমার কি দোষ? বিপ্র ডাকিলা আপনে॥"৫৪॥
সবেই বলেন,—"অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি!
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি?৫৫॥
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে?
তার ভাত খাই' জাতি রাখিবা কেমনে?"৫৬॥
হাসিয়া কহেন প্রভু,—"আমি যে গোয়াল!
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল ॥৫৭॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়?"
এত বলি' হাসিয়া সবারে প্রভু চায় ॥৫৮॥
ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ,—হেন মায়া তান॥৫৯॥
সবেই হাসেন শুনি' প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন ॥৬০॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে-জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বুলে ॥৬১॥
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥৬২॥
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥৬৩॥
মোহিয়া সকল-লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে ॥৬৪॥
অলক্ষিতে এক-মুষ্টি অন্ন লইয়া করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু,—দেখে বিপ্রবরে॥৬৫॥
'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড় ॥৬৬॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া॥৬৭॥
মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক-ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি' তর্জ্জগর্জ্জ করে॥৬৮॥
মিশ্র বোলে,—"আজি দেখ' করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম-অবোধ আমি আর্য্য! ৬৯॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে?"
এত বলি' ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে॥৭০॥
সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে,—"এড়, আজি মারিমু উহারে ॥"৭১॥

সবেই বোলেন,—"মিশ্র তুমি ত' উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার? ৭২॥
ভাল-মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে ॥৭৩॥
মারিলেই কোন্ বা শিখিবে, হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয় ॥"৭৪॥
আথে-ব্যথে আসি' সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন ॥৭৫॥
"বালকের নাহি দোষ, শুন, মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হবে, তাহা হইবারে চায় ॥৭৬॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্মকথা কহিলুঁ তোমারে ॥"৭৭॥
দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ ॥৭৮॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতির্ধাম ॥৭৯॥
সর্ব্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা ॥৮০॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ ॥৮১॥
সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায় ॥৮২॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া একদৃষ্টে চাহে ঘনে-ঘন ॥৮৩॥
বিপ্র বোলে,—"কার পুত্র এই মহাশয়?"
সবেই বলেন,—"এই মিশ্রের তনয় ॥"৮৪॥
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
"ধন্য পিতা মাতা, যার এ-হেন নন্দন ॥"৮৫॥
বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার ॥৮৬॥
"শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে হয় ॥৮৭॥
জগৎ শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই' করহ ভ্রমণ ॥৮৮॥
ভাগ্য বড়,—তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব,—উপাস তোমার ॥৮৯॥
তুমি উপবাস করি' থাক' যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে ॥৯০॥
হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে ॥"৯১॥
বিপ্র বোলে,—"কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥৯২॥
বনবাসী আমি, অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল-মূল মাত্র খাই ॥৯৩॥
কদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপসন্ন ॥৯৪॥
যে সন্তোষ পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
তাহাতেই কোটি-কোটি করিলুঁ ভোজনে ॥৯৫॥
ফল, মূল, নৈবেদ্য যে-কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন' গিয়া, আজি করিব আহারে ॥"৯৬॥
উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত ॥৯৭॥
বিশ্বরূপ বোলেন—"বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয় ॥৯৮॥
পরদুঃখে কাতর স্বভাব সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ ॥৯৯॥
এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর' রন্ধন করিয়া ॥১০০॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ সুখ ॥"১০১॥
বিপ্র বোলে,—"রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥১০২॥
তেঞি বুঝিলাঙ,—আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি,—কেনে করহ যতন? ১০৩॥

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥১০৪॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয় ॥১০৫॥
নিশা দেড় প্রহর, দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়? ১০৬॥
অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল, মূল কিছু মাত্র করিমু আহার ॥"১০৭॥
বিশ্বরূপ বোলেন,—"নাহিক কোন দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ॥"১০৮॥
এত বলি' বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন ॥১০৯॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
'করিব রন্ধন'—বিপ্র বলিলা উত্তর ॥১১০॥
সন্তোষে সবেই 'হরি' বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল ॥১১১॥
ব্যথে ব্যথে স্থান উপস্করি' সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে ॥১১২॥
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন ॥১১৩॥
পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে ॥১১৪॥
সবেই বোলেন,—"বান্ধ' বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর ॥"১১৫॥
মিশ্র বোলে,—"ভাল, ভাল, এই যুক্তি হয়।"
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥১১৬॥
ঘরে থাকি' স্ত্রীগণ বোলেন,—"চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল, আর কিছু না জানে নিমাই॥"১১৭॥
এইমতে শিশু রাখিলেন সর্ব্বজন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন ॥১১৮॥
অন্ন উপস্করি' সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি' কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন॥১১৯॥

জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥১২০॥
নিদ্রা দেবী সবারেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন, সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায় ॥১২১॥
যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥১২২॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে 'হায় হায়'।
সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায়॥১২৩॥
প্রভু বোলে,—"অয়ে বিপ্র, তুমি ত' উদার।
তুমি আমা' ডাকি' আন, কি দোষ আমার?১২৪॥
মোর মন্ত্র জপি' মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'-স্থান॥১২৫॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি॥"১২৬॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—অষ্টভুজ রূপ॥১২৭॥
একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥১২৮॥
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ॥১২৯॥
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে ॥১৩০॥
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ॥১৩১॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥১৩২॥
অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবনে দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে॥১৩৩॥
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দ্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে, তাই দেখে পরতেকে॥১৩৪॥
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ॥১৩৫॥

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥১৩৬॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন ॥১৩৭॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহাকুতূহলে ॥১৩৮॥
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গা-নদী বহে ॥১৩৯॥
ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ-রবেতে ক্রন্দন ॥১৪০॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর ॥১৪১॥
প্রভু বোলে,—"শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর।
অনেক-জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥১৪২॥
নিরবধি ভাব' তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ॥১৪৩॥
আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলুঁ তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি ॥১৪৪॥
যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেহ জন্মে তুমি তীর্থ কর' কুতূহলে ॥১৪৫॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে ॥১৪৬॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই' তোর অন্ন দেখাইলুঁ এই রূপ ॥১৪৭॥
এতেকে আমার তুমি জন্মে-জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ ॥১৪৮॥
কহিলাঙ তোমারে এ সব গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্ব্বথা ॥১৪৯॥
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার ॥১৫০॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥১৫১॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি-ঘরে ঘরে ॥১৫২॥
কত দিন থাকি' তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা ॥"১৫৩॥
হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি' আশ্বাসিয়া গেলা নিজ-ঘর ॥১৫৪॥
পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহ নাহি জাগে ॥১৫৫॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি' সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥১৫৬॥
সর্ব্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥১৫৭॥
নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
'জয় বালগোপাল' বোলয়ে বারবার ॥১৫৮॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা' সম্বরি' বিপ্র কৈলা আচমন ॥১৫৯॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি' সবে সন্তোষ হইলা বহুতর ॥১৬০॥
সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
"ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন ॥১৬১॥
ব্রহ্মা শিব যাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন-প্রভু অবতরি' আছে বিপ্র-ঘরে ॥১৬২॥
সে প্রভুরে লোক-সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি,—সবেই পাউক পরিত্রাণ ॥"১৬৩॥
'প্রভু করিয়াছে নিবারণ'—এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে ॥১৬৪॥
চিনিয়া ঈশ্বরে বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥১৬৫॥
ভিক্ষা করি' বিপ্রবর প্রতি-স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি-দিনে দিনে ॥১৬৬॥
বেদ-গোপ্য এ-সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা ॥১৬৭॥

আদিখণ্ড কথা — যেন অমৃত-শ্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥১৬৮॥
সর্ব্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥১৬৯॥
ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানা-মত লীলা করি' বধিলা রাবণ ॥১৭০॥
হইলা দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
নানা-মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন ॥১৭১॥
'মুকুন্দ' 'অনন্ত' যাঁরে সর্ব্ববেদে কয়
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয় ॥১৭২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে তৈর্থিক-বিপ্রান্নভোজনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি' কাল ॥১॥
শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥২॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ॥৩॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি' যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায় ॥৪॥
দিন দুই-তিনেতে পড়িলা সর্ব্ব 'ফলা'।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥৫॥
রাম, কৃষ্ণ, মুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন, পড়েন কুতূহলী ॥৬॥
শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম-সুকৃতি দেখে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥৭॥
কি মাধুরী করি' প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ' বোলে।
তাহা শুনিতেই মাত্র সর্ব্বজীব ভোলে ॥৮॥
অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখন যে চাহে, সেই পরম দুষ্কর ॥৯॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি' যায়ে ॥১০॥
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ।
হাত-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥১১॥
সান্ত্বনা করেন সভে করি' নিজ-কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর, 'দেও দেও' বোলে ॥১২॥
সবে একমাত্র আছে মহা-প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥১৩॥
হাতে তালি দিয়া সবে বোলে 'হরি হরি'।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি' ॥১৪॥
বালকের প্রীত্যে সবে বোলে হরিনাম।
জগন্নাথগৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥১৫॥
একদিন সবে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥১৬॥
সবেই বোলেন,—"শুন, বাপ রে নিমাই!
ভাল করি' নাচ',—এই হরিনাম গাই॥"১৭॥
না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন।
সবে বলে,—"বোল, বাপ, কান্দ কি কারণ?"১৮॥
সবেই বোলেন,—"বাপ, কি ইচ্ছা তোমার?
সেই দ্রব্য আনি' দিব, না কান্দহ আর॥"১৯॥
প্রভু বোলে,—"যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥২০॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত ॥২১॥
একাদশী-উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার ॥২২॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই' হাঁটিয়া বেড়াঙ ॥"২৩॥

অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
“হেন কথা কহে, যেই নহে লোক বেদ॥”২৪॥
সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
সবে বোলে,—“দিব, বাপ, সম্বর' ক্রন্দন॥”২৫॥
পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন।
জগন্নাথমিশ্র-সহ অভেদ-জীবন॥২৬॥
শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥২৭॥
দুই বিপ্র বোলে,—“মহা-অদ্ভুত কাহিনী!
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥২৮॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমতে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥২৯॥
বুঝিলাঙ,—এ শিশু পরম-রূপবান্।
অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান॥৩০॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন॥”৩১॥
মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব্ব-উপহার।
আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার॥৩২॥
দুই বিপ্র বোলে,—“বাপ, খাও উপহার।
সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার॥”৩৩॥
কৃষ্ণকৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥৩৪॥
ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥৩৫॥
হেন প্রভু বিপ্রশিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি' দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে॥৩৬॥
সন্তোষ হইলা সব পাই' উপহার।
অল্প-অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার॥৩৭॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥৩৮॥
'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্ত্তনে॥৩৯॥
কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কারো গা'য়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায়॥৪০॥
যে প্রভুরে সর্ব্ব-বেদে-পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে॥৪১॥
ডুবিলা চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোঙর॥৪২॥
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥৪৩॥
অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহ পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল॥৪৪॥
প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি' চলে॥৪৫॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥৪৬॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব শিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥৪৭॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ-সঙ্গে করে জল-ফেলাফেলি॥৪৮॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে?
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে॥৪৯॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তঁহি আসি'॥৫০॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে, ক্ষণে ভাসে, নানা ক্রীড়া করে॥৫১॥
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর।
সবাকার গা'য়ে লাগে চরণের নীর॥৫২॥
সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক-স্থানে॥৫৩॥
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয়, কারো অঙ্গে কুল্লোল-প্রদান॥৫৪॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালি বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে॥৫৫॥

"শুন, শুন, ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব!
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥৫৬॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান।"
কেহ বোলে,—"জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান ॥"৫৭॥
আরো বোলে,—"কারে ধ্যান কর, এই দেখ।
কলিযুগে 'নারায়ণ' মুঞি পরতেখ ॥"৫৮॥
কেহ বোলে,—"মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।"
কেহ বোলে,—"মোর লই' পলায় উত্তরী॥"৫৯॥
কেহ বোলে,—"পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন ॥৬০॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই' পরি' তবে করে পলায়নে ॥"৬১॥
আরো বোলে,—"তুমি কেনে দুঃখ ভাব' মনে?
যার লাগি' কৈলা, সেই খাইলা আপনে ॥"৬২॥
কেহ বোলে,—"সন্ধ্যা করি' জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া ॥"৬৩॥
কেহ বোলে,—"আমার না রহে সাজি ধুতি।"
কেহ বোলে,—"আমার চোরায় গীতা-পুঁথি॥"৬৪॥
কেহ বোলে,—"পুত্র অতি-বালক, আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার ॥"৬৫॥
কেহ বোলে,—"মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
'মুঞি রে মহেশ' বলি' ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥"৬৬॥
কেহ বোলে,—"বৈসে মোর পুজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে ॥৬৭॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে ॥৬৮॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল! ৬৯॥
পরম-বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ!
নিত্য এইমত করে, কহিলুঁ তোমা'ত ॥৭০॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমতে ॥"৭১॥
হেন কালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা ॥৭২॥
শচীরে সম্বোধিয়া সবে বোলেন বচন।
"শুন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুত্রের করম ॥৭৩॥
বসন করয়ে চুরি, বোলে অতি-মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব ॥৭৪॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥৭৫॥
স্নান করি' উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে ॥৭৬॥
অলক্ষিতে আসি' কর্ণে বোলে বড় বোল।"
কেহ বোলে,—"মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥৭৭॥
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহ বোলে,—"মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥৭৮॥
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার? ৭৯॥
পূর্ব্বে শুনিলাঙ যেন নন্দের কুমার।
সেইমত সব করে নিমাই তোমার ॥৮০॥
দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইবে তোমা'-সনে ॥৮১॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল ॥"৮২॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী ॥৮৩॥
"নিমাই আইলে আজি বাড়্যামু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া ॥"৮৪॥
শচীর চরণধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥৮৫॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥৮৬॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে।
শুনি' মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ-বচনে ॥৮৭॥

"নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সবারে।
ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে॥৮৮॥
এই ঝাঁট যাঙ তার শাস্তি করিবারে।"
সবে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে॥৮৯॥
ক্রোধ করি' যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥৯০॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥৯১॥
কুমারিকা সবে বোলে,—"শুন বিশ্বম্ভর!
মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর॥"৯২॥
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে॥৯৩॥
সবারে শিখায় মিশ্র-স্থানে কহিবার।
"স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার॥৯৪॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥"৯৫॥
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর॥৯৬॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে।
শিশুগণ-মধ্যে পুত্রে দেখিতে না পায়ে॥৯৭॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—"বিশ্বম্ভর কতি গেলা?"
শিশুগণ বোলে,—"আজি স্নানে না আইলা॥৯৮॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া॥"৯৯॥
চারিদিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া।
তর্জ্জগর্জ্জ করে বড় লাগ্ না পাইয়া॥১০০॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া॥১০১॥
"ভয় পাই' বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি, কিছু বোল পাছে তারে॥১০২॥
আরবার আসি' যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি' দিব তোমার গোচরে॥১০৩॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা'-স্থানে।
তোমা'-বই ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥১০৪॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।
কি করিতে পারে তারে ক্ষুধা-তৃষা-শোকে?১০৫॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য,—যার এ-হেন নন্দন॥১০৬॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাঙ হৃদয়-উপরে॥"১০৭॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্ত এইসব জন।
এ সব উত্তমবুদ্ধি ইহার কারণ॥১০৮॥
অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বুঝিতে॥১০৯॥
মিশ্র বোলে,—"সেহ পুত্র তোমা'-সবাকার।
যদি অপরাধ লহ,—শপথ আমার॥"১১০॥
তা'-সবার সঙ্গে মিশ্র করি' কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হই' কুতূহলী॥১১১॥
আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু-বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥১১২॥
লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর-অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥১১৩॥
'জননী!' বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।
"তৈল দেহ' মোরে, যাই সিনান করিতে॥"১১৪॥
পুত্রের বচন শুনি' শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত॥১১৫॥
তৈল দিয়া শচীদেবী মনে মনে গণে।
"বালিকারা কি বলিল, কিবা দ্বিজগণে॥১১৬॥
লিখন-কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র-পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে॥"১১৭॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্রে দেখি' কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর॥১১৮॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র-দরশনে॥১১৯॥

মিশ্র দেখে সর্ব্ব-অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥১২০॥
মিশ্র বোলে,—"বিশ্বম্ভর, কি বুদ্ধি তোমার?
লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার? ১২১॥
বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার?
'বিষ্ণু' করিয়াও ভয় নাহিক তোমার?"১২২॥
প্রভু বোলে,—"আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে ॥১২৩॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার ॥১২৪॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার ॥"১২৫॥
এত বলি' হাসি' প্রভু যান গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে ॥১২৬॥
বিশ্বম্ভরে দেখি' সবে আলিঙ্গন করি'।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ॥১২৭॥
সবেই প্রশংসে,—"ভাল নিমাই চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর!"১২৮॥
জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে।
হেথা শচী-জগন্নাথ মনে মনে গণে ॥১২৯॥
"যে যে কহিলেন কথা, সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে? ১৩০॥
সেইমত অঙ্গে ধূলা, সেইমত বেশ!
সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ! ১৩১॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর!
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিলা মোর ঘর! ১৩২॥
কোন্ মহাপুরুষ বা,—কিছুই না জানি।"
হেন মতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি ॥১৩৩॥
পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে, কিছু নাহি আর ॥১৩৪॥
যেই দুইপ্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই' থাকে সে দোঁহারে ॥১৩৫॥
কোটি-রূপে কোটি-মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ-দোঁহার ভাগ্যের নাহি সমুচ্চয় ॥১৩৬॥
শচী-জগন্নাথ-পায়ে রহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর ॥১৩৭॥
এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহান মায়ায় ॥১৩৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৩৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বিদ্যারম্ভ-
বালচাপল্য-বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয়ভক্তবৃন্দ ॥১॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র সর্ব্বপ্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর প্রভু সর্ব্ব-জীবে ত্রাণ ॥২॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥৩॥
নিরন্তর চপলতা করে সবা'-সনে।
মায়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে ॥৪॥
শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায়, তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥৫॥
ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মা'য়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥৬॥
আদিখণ্ড-কথা—যেন অমৃত-স্রবণ।
যহিঁ শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥৭॥
পিতা, মাতা, কাহারে না করে প্রভু ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয় ॥৮॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত, সর্ব্বগুণের নিধান ॥৯॥

সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥১০॥
শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর না বোলে, না শুনে॥১১॥
অনুজের দেখি' অতি বিলক্ষণ রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত ॥১২॥
"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে, আচরণে,—যেন শ্রীবালগোপাল॥১৩॥
যত অমানুষি কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি,—খেলেন কৃষ্ণ এ-শিশু-শরীরে॥"১৪॥
এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয় ॥১৫॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা-রঙ্গে ॥১৬॥
জগৎ প্রমত্ত—ধনপুত্রবিদ্যারসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে ॥১৭॥
আর্য্যা-তরজা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥১৮॥
তারে বলি 'সুকৃতি';—যে দোলা, ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যার আগে-পাছে রড়ে ॥১৯॥
এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন! ২০॥
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড়' ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥"২১॥
এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি' মহা-দুঃখ পায় ভাগবতগণে॥২২॥
কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥২৩॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥২৪॥
গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়॥২৫॥
কুতর্ক ঘুষিয়া সব অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥২৬॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥২৭॥
দুঃখে বিশ্বরূপ-প্রভু মনে মনে গণে।
"না দেখিব লোকমুখ, চলি' যাঙ বনে ॥"২৮॥
উষঃকালে বিশ্বরূপ করি' গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি' হয় উপস্থান ॥২৯॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি-সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার ॥৩০॥
পূজা ছাড়ি' বিশ্বরূপে ধরি' করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরি হরি' বোলে ॥৩১॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ ॥৩২॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি' কেহ নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥৩৩॥
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
"তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে ॥"৩৪॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥৩৫॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোঽন্যে করেন কৃষ্ণকথন-মঙ্গল ॥৩৬॥
আপন-প্রস্তাব শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর ॥৩৭॥
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥৩৮॥
দিগম্বর, সর্ব্ব-অঙ্গ—ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ-প্রতি করেন উত্তর ॥৩৯॥
"ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ-বসন ধরি' চলয়ে আপনি ॥৪০॥
দেখি' সে মোহন রূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥৪১॥

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে ॥৪২॥
প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয় ॥৪৩॥
প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য-জনে নাহি পারে ॥৪৪॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিৎ শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥৪৫॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপম ॥৪৬॥
এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু-সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি' বুলে ॥৪৭॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ-পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে ॥৪৮॥
যদ্যপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে ॥৪৯॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ।
শুক-স্থানে জিজ্ঞাসেন হই' পুলকিত ॥৫০॥
"পরম অদ্ভুত কথা কহিলা, গোসাঞি!
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ॥৫১॥
নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি,—স্নেহ কৈল কেমন-প্রকারে?"৫২॥
শ্রীশুক কহেন,—"শুন, রাজা পরীক্ষিৎ!
পরমাত্মা—সর্ব্ব-দেহে বল্লভ, বিদিত ॥৫৩॥
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ ॥৫৪॥
অতএব, পরমাত্মা—সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন ॥৫৫॥
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে॥"৫৬॥
এহো কথা ভক্ত-প্রতি, অন্য-প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে ॥৫৭॥
'কংসাদিহ আত্মা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে?'
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে তাহার কারণে ॥৫৮॥
সহজে শর্করা মিষ্ট,—সর্ব্বজনে জানে।
কেহ তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥৫৯॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি ॥৬০॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপিহ কেহ না জানিল ভক্ত বিনে ॥৬১॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরয়ে নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায় ॥৬২॥
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর ॥৬৩॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ॥"৬৪॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
"কোন্ বস্তু এ বালক,—না জানি নিশ্চিত ॥"৬৫॥
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন ॥৬৬॥
নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত-মন্দিরে ॥৬৭॥
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে ॥৬৮॥
গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে ॥৬৯॥
বিবাহের উদ্‌যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি' বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥৭০॥
"ছাড়িব সংসার",—বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
"চলি' যাঙ বনে",—মাত্র এই মনে জাগে ॥৭১॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কত দিনে ॥৭২॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥৭৩॥

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয়।
শচী-জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয় ॥৭৪॥
গোষ্ঠী-সহ ক্রন্দন করয়ে উভরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥৭৫॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী ॥৭৬॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন ॥৭৭॥
উত্তম, মধ্যম, যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি,—যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায় ॥৭৮॥
জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে 'বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ!'৭৯॥
পুত্রশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু-বান্ধব সকল ॥৮০॥
"স্থির হও, মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্বগোষ্ঠী উদ্ধারিলা সেই মহাজনে ॥৮১॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥৮২॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সম্পূর্ণ তাহার ॥৮৩॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায়।"
এত বলি' সকলে ধরয়ে হাতে-পা'য় ॥৮৪॥
"এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর ॥৮৫॥
ইঁহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।
কোটি-পুত্রে কি করিবে, এ পুত্র যাহার?"৮৬॥
এইমত সবে বুঝায়েন-বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥৮৭॥
যে-তে-মতে ধৈর্য্য ধরে মিশ্র-মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি' ধৈর্য্য পাসরয় ॥৮৮॥
মিশ্র বোলে,—"এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে ॥৮৯॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইব সেই সে ॥৯০॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাই।
দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ, সমর্পিলুঁ তোমা'-ঠাঞি॥"৯১॥
এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির ॥৯২॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ॥৯৩॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ম্মফাঁস ॥৯৪॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ ॥৯৫॥
"যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা'-সবাকার ॥৯৬॥
আমরাও না রহিব, চলি' যাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ লোক-মুখ না দেখি যেখানে ॥৯৭॥
পাষণ্ডীর বাক্যজ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎপথে সর্ব্ব-লোক রত ॥৯৮॥
'কৃষ্ণ' হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি' মরে মিথ্যা সুখে ॥৯৯॥
বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো সে উপহাস করয় ॥১০০॥
"কৃষ্ণ ভজি' তোমার হইল কোন্ সুখ?
মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ে যত দুঃখ॥"১০১॥
যোগ্য নহে এ-সব লোকের সনে বাস।
বনে চলি' যাঙ বলি' সবে ছাড়ে শ্বাস॥১০২॥
প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত-মহাশয়।
"পাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয় ॥১০৩॥
এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি,—'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ ॥'১০৪॥
সবে 'কৃষ্ণ' গাও গিয়া পরম-হরিষে।
এথাই দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে ॥১০৫॥

তোমা'-সবা' লঞা হইবে কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে 'অদ্বৈত' হঙ শুদ্ধকৃষ্ণদাস ॥১০৬॥
কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তোমা'-সবার ভৃত্যেও পাইবে সে প্রসাদ॥"১০৭॥
শুনি' অদ্বৈতের অতি অমৃত-বচন।
পরম-আনন্দে 'হরি' বোলে ভক্তগণ ॥১০৮॥
'হরি' বলি' ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার ॥১০৯॥
শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি' যায় বাড়ীর ভিতর ॥১১০॥
"কি কার্য্য আইলা, বাপ?" বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে,—"তোমরা ডাকিলা
মোরে কেনে?" ১১১॥
এত বলি' প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাঞা যায়।
তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায় ॥১১২॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥১১৩॥
নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥১১৪॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি' পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥১১৫॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥১১৬॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সবেই প্রশংসে।
সবে বোলে,—"ধন্য পিতা-মাতা
হেন বংশে ॥"১১৭॥
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমি ত' কৃতার্থ, মিশ্র, এ-হেন নন্দনে॥১১৮॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে অধ্যয়নে ॥১১৯॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে॥"১২০॥

শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় হয় বিমরিষ ॥১২১॥
শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর॥১২২॥
এইমত বিশ্বরূপ পড়ি' সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিলা,—'সংসার সত্য নহে তিলমাত্র॥'১২৩॥
সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম জানি' বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥১২৪॥
এহো যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান্।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান ॥১২৫॥
এই পুত্র—সবে দুইজনের জীবন।
ইহারে না দেখিলে দুইজনের মরণ ॥১২৬॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।
মূর্খ হঞা ঘরে মোর রহুক নিমাঞি॥"১২৭॥
শচী বোলে,—"মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে?
মূর্খেরে ত' কন্যাও না দিবে কোন জনে॥"১২৮॥
মিশ্র বোলে,—"তুমি ত' অবোধ বিপ্রসুতা!
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা॥১২৯॥
জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্য' পোষয়ে,—
কেবা কহিলা তোমা'ত?১৩০॥
কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ,
সে হইবে আপনে॥১৩১॥
কুল-বিদ্যা-আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—সর্ব্ব-বল॥১৩২॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমা'ত।
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত?১৩৩॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥১৩৪॥
অতএব বিদ্যা-আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ-পালন॥"১৩৫॥

তথাহি—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥১৩৬॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম কখনও আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যুলাভ ও দারিদ্র্যবিহীন জীবন-ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

"অনায়াসে মরণ, জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥১৩৭॥
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি-কোটি ধন॥১৩৮॥
যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ॥১৩৯॥
কিছু বিলসিতে নারে, দুঃখে পুড়ি' মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥১৪০॥
এতেকে জানিহ,—থাকিলেও কিছু নয়।
যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা, সেই সত্য হয়॥১৪১॥
এতেকে না কর চিন্তা পুত্র-প্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র',—কহিলাঙ আমি॥১৪২॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥১৪৩॥
আমা'-সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষয়িতা।
কিবা চিন্তা, তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥১৪৪॥
পড়িয়া নাহিক কার্য্য বলিলুঁ তোমারে।
মূর্খ হই' পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥"১৪৫॥
এত বলি' পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বোলে,—"শুন, বাপ, আমার উত্তর॥১৪৬॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর,—শপথ আমার॥১৪৭॥
যে তোমার ইচ্ছা, বাপ, তাই দিব আমি।
গৃহে বসি' পরম-মঙ্গলে থাক তুমি॥"১৪৮॥
এত বলি' মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥১৪৯॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায়॥১৫০॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে॥১৫১॥
কিবা নিজ-ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে॥১৫২॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥১৫৩॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ, দুই শিশু মেলি'।
বৃষ-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥১৫৪॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি' থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষ-রূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥১৫৫॥
গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায়॥১৫৬॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে॥১৫৭॥
'কে বান্ধিল দুয়ার?'—করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায়॥১৫৮॥
এইমত দিন-রাত্রি ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করেন সর্ব্বদায়॥১৫৯॥
যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥১৬০॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু, ক্রোধিত অন্তর॥১৬১॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্জ্য-হাঁড়ীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥১৬২॥
এ বড় নিগূঢ়-কথা,—শুন এক মনে।
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥১৬৩॥
বর্জ্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি' সিংহাসন।
তথি বসি' হাসে গৌরসুন্দর-বদন॥১৬৪॥

লাগিল হাঁড়ীর কালী সর্ব্ব-গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লেপিয়াছে গন্ধে ॥১৬৫॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে।
"নিমাই বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে॥"১৬৬॥
মায়ে আসি' দেখিয়া করেন 'হায় হায়'।
"এ স্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায়॥১৬৭॥
বর্জ্জ্য-হাঁড়ী, ইহা-সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান?"১৬৮॥
প্রভু বোলে,—"তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমতে?১৬৯॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।
সর্ব্বত্র আমার 'এক' অদ্বিতীয়-জ্ঞান॥"১৭০॥
এত বলি' হাসে বর্জ্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥১৭১॥
মায়ে বোলে,—"তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে?"১৭২॥
প্রভু বোলে,—"মাতা, তুমি বড় শিশুমতি!
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি ॥১৭৩॥
যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান ॥১৭৪॥
আমার সে কাল্পনিক 'শুচি' বা 'অশুচি'।
স্রষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি'॥১৭৫॥
লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়? ১৭৬॥
এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রন্ধন॥১৭৭॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয় ॥১৭৮॥
এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে।
সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে॥"১৭৯॥
বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি' প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বশে॥১৮০॥

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।
"স্নান আসি' কর"—শচী বোলেন তখন॥১৮১॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি' আছে।
শচী বোলে,—"ঝাট আয়,
বাপ জানে পাছে॥"১৮২॥
প্রভু বোলে,—
"যদি মোরে না দেহ' পড়িতে।
তবে মুঞি নাহি যাঙ,—কহিলুঁ তোমাতে॥"১৮৩॥
সবেই ভর্ৎসেন ঠাকুরের জননীরে।
সবে বোলে,—"কেনে নাহি দেহ' পড়িবারে?১৮৪॥
যত্ন করি' কেহ নিজ-বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায়॥১৮৫॥
কোন্ শত্রু হেন-বুদ্ধি দিল বা তোমারে?
ঘরে মূর্খ করি' পুত্র রাখিবার তরে? ১৮৬॥
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেক নাই।"
সবেই বোলেন,—"বাপ, আইস, নিমাঞি!১৮৭॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে॥"১৮৮॥
না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি' হাসে।
সুকৃতি-সকল সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥১৮৯॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র,—যেন ইন্দ্রনীলমণি॥১৯০॥
'তত্ত্ব' কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহ বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥১৯১॥
স্নান করাইলা লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥১৯২॥
মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।
"পড়িতে না পায় পুত্র মনে ভাবে ব্যথা॥"১৯৩॥
সবেই বোলেন,—"মিশ্র, তুমি ত' উদার।
কার কথায় পুত্রে নাহি দেহ' পড়িবার?১৯৪॥
যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়ে।
চিন্তা পরিহরি' দেহ' পড়িতে নির্ভয়ে॥১৯৫॥

ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।
ভাল-দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভাল মতে॥"১৯৬॥
মিশ্র বোলে,—"তোমরা পরম-বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন॥"১৯৭॥
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥১৯৮॥
মধ্যে মধ্যে কোন জন অতি ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি' রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে॥১৯৯॥
"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি' এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে॥"২০০॥
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ-অঙ্গনে বিহরে॥২০১॥
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে॥২০২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥২০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপ-সন্ন্যাসাদি-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের নিধান॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥৩॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
নিগূঢ়ে আছেন, কেহ চিনিতে না পারে॥৪॥
বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে? ৫॥
বেদ-দ্বারে ব্যক্ত হৈবে সকল পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিবে সকল ভাগ্যবানে॥৬॥
এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥৭॥
যজ্ঞ-সূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ-ঘর॥৮॥
পরম-হরিষে সভে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য-কার্য্য করিতে লাগিলা॥৯॥
স্ত্রীগণে 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বা'য়॥১০॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ-অবতার॥১১॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগসকল আইল শচী-ঘর॥১২॥
শুভমাসে, শুভদিনে শুভক্ষণ ধরি'।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥১৩॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে 'শেষ' বা বেড়িলা কলেবর॥১৪॥
হইলা বামনরূপ প্রভু-গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ॥১৫॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি' সর্ব্বগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥১৬॥
হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব সেবকের ঘর॥১৭॥
যার যথাশক্তি ভিক্ষা সবেই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥১৮॥
দ্বিজপত্নীরূপ ধরি' ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥১৯॥
শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥২০॥
প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি' এ-সকল খেলা॥২১॥

জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥২২॥
যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ ॥২৩॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে ॥২৪॥
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥২৫॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি।
গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি ॥২৬॥
ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ॥২৭॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র-সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-দ্বিজ-ঘর ॥২৮॥
মিশ্র দেখি' গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি' এক আসনে বসিলা ॥২৯॥
মিশ্র বোলে,—"পুত্র আমি দিলুঁ তোমা'-স্থানে।
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে ॥"৩০॥
গঙ্গাদাস বোলে,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার ॥"৩১॥
শিষ্য দেখি' পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ ॥৩২॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥৩৩॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥৩৪॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণ ॥৩৫॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি' করিলা পূজিত ॥৩৬॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
সবারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥৩৭॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত-নাম।
কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥৩৮॥
সবারে চালয়ে প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া ॥৩৯॥
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া ॥৪০॥
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে ॥৪১॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোঽন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥৪২॥
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল ॥৪৩॥
কেহ বোলে,—"তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার?"
কেহ বোলে,—"এই দেখ, আমি শিষ্য যার ॥"৪৪॥
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি ॥৪৫॥
তবে হয় মারামারি, যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে ॥৪৬॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে ॥৪৭॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া-সকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল ॥৪৮॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥৪৯॥
পরম-চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটে ঘাটে যায় ॥৫০॥
প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞি ঠাঞি ॥৫১॥
প্রতিঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি'।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি' ॥৫২॥
যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
তারা বোলে,—"কলহ করহ কি কারণ?"৫৩॥

জিজ্ঞাসা করহ,—"বুঝি, কার কোন্ বুদ্ধি।
বৃত্তি-পঞ্জি-টীকার, কে জানে, দেখি, শুদ্ধি॥"৫৪॥
প্রভু বোলে,—"ভাল ভাল, এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয়॥"৫৫॥
কেহ বোলে,—"এত কেনে কর অহঙ্কার?"
প্রভু বোলে,—"জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার॥"৫৬॥
"ধাতুসূত্র বাখানহ"—বোলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বোলে,—"বাখানি যে, শুন মন দিয়া॥"৫৭॥
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান্।
করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ॥৫৮॥
ব্যাখ্যা শুনি' সবে বোলে প্রশংসা-বচন।
প্রভু বোলে,—"এবে শুন, করি যে খণ্ডন॥"৫৯॥
যত ব্যাখ্যা কৈলা, তাহা দূষিলা সকল।
প্রভু বোলে,—"স্থাপ' এবে কার আছে বল?"৬০॥
চমৎকার সবেই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বোলে,—"শুন, এবে করিয়ে স্থাপনে॥"৬১॥
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্ব-মতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ॥৬২॥
যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন॥৬৩॥
পড়ুয়া সকল বোলে,—"আজি ঘরে যাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ॥"৬৪॥
এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে॥৬৫॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি॥৬৬॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ওপারে যায় রঙ্গে॥৬৭॥
বহু মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনায় দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার॥৬৮॥
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য।"
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য॥৬৯॥
যদ্যপিহ গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা॥৭০॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর॥৭১॥
করি' বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥৭২॥
যথাবিধি করি' প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন॥৭৩॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে॥৭৪॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সর্ব্বদেব-মণি॥৭৫॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয়।
রাত্রি-দিনে হরিষে কিছুই না জানয়॥৭৬॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ।
নিতি-নিতি পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ॥৭৭॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
'সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান!'৭৮॥
সাযুজ্য বা কোন্ ঔপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি-সুখ মিশ্র অল্প করি' মানে॥৭৯॥
জগন্নাথমিশ্র-পায় বহু নমস্কার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যাঁর॥৮০॥
এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্রেরে।
নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দ-সাগরে॥৮১॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্।
প্রতি-অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপম॥৮২॥
ইহা দেখি' মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে।
'ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে॥'৮৩॥
ভয়ে মিশ্র পুত্রে সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি' শুনে॥৮৪॥
মিশ্র বোলে,—"কৃষ্ণ, তুমি রক্ষিতা সবার।
পুত্রপ্রতি শুভদৃষ্টি করিবা আমার॥৮৫॥

যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহান মন্দিরে ॥৮৬॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত-অধিষ্ঠান ॥"৮৭॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৬/৩)—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥৮৮॥

যজ্ঞাদি স্ব-স্ব-কর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে প্রবৃত্ত জনগণ যে-স্থানে ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষঃ প্রভৃতি বিঘ্নবিনাশক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করে না, সেস্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভাব বিস্তার করে।

"আমি তোর দাস, প্রভু, যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার ॥৮৯॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট ॥"৯০॥
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
একচিত্তে বর মাগে তুলি' দুই হাত ॥৯১॥
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি' মিশ্রবর।
হরিষে বিষাদ বড় হইল অন্তর ॥৯২॥
স্বপ্ন দেখি' স্তব পড়ি' দণ্ডবৎ করে।
"হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে ॥৯৩॥
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি।
'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি' ॥"৯৪॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত?"৯৫॥
মিশ্র বোলে,—"আজি মুই দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি কর্য়াছে যেন শিখার মুণ্ডন ॥৯৬॥
অদ্ভুত সন্ন্যাসি-বেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বদায় ॥৯৭॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ।
নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীর্ত্তন ॥৯৮॥
কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায় ॥৯৯॥
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন।
সবেই গায়েন,—'জয় শ্রীশচীনন্দন' ॥১০০॥
মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সবে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥১০১॥
কতক্ষণে দেখি,—কোটি কোটি লোক লৈয়া।
নিমাই বুলেন প্রতিনগরে নাচিয়া ॥১০২॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সবে হরিধ্বনি গায় ॥১০৩॥
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব-ভক্তের সংহতি ॥১০৪॥
এই স্বপ্ন দেখি' চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
'বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়' ॥"১০৫॥
শচী বোলে,—"স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি ॥১০৬॥
পুঁথি ছাড়ি' নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যা-রস তার হইয়াছে সর্ব্বধর্ম্ম ॥"১০৭॥
এইমত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে, পুত্র-স্নেহের কারণ ॥১০৮॥
হেনমতে কত দিন থাকি' মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ কলেবর ॥১০৯॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথ-বিজয়ে যেহেন রঘুবর ॥১১০॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন ॥১১১॥
দুঃখ বড়,—এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ হয়,—অতএব কহিলুঁ সংক্ষেপে ॥১১২॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি' ॥১১৩॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র-সেবা বই আর কার্য্য নাই ॥১১৪॥

দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায়ে আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ ॥১১৫॥
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি' আশ্বাস-উত্তর ॥১১৬॥
"শুন, মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।
সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি ॥১১৭॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বরের দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু হেলে॥"১১৮॥
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহস্মৃতিমাত্র নাহি, থাকে কিসে দুঃখ? ১১৯॥
যাঁর স্মৃতিমাত্রে পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম।
সে-প্রভু যাঁহার পুত্ররূপে বিদ্যমান ॥১২০॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিবে শরীরে?
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে ॥১২১॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভব-সুখে ॥১২২॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা,—যেন মহামহেশ্বরের বিলাস ॥১২৩॥
কি থাকুক, না থাকুক,—নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥১২৪॥
ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয়, তাহা নাহি জানে ॥১২৫॥
তথাপিহ শচী, যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে ॥১২৬॥
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥১২৭॥
"দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি' চাণ্ড গঙ্গা পূজিবারে॥"১২৮॥
জননী কহেন,—"বাপ, শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মালা আনি গিয়া॥"১২৯॥
'আনি গিয়া' যেই-মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন ॥১৩০॥
"এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে!"
এত বলি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রবেশিলা ঘরে ॥১৩১॥
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই' ক্রোধবশ ॥১৩২॥
তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই' হাতে ॥১৩৩॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥১৩৪॥
গড়াগড়ি' যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোণ, বড়ী, মুদ্গ ॥১৩৫॥
যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া।
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥১৩৬॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান্-খান্ করি' ছিঁড়ি' ফেলে দুই করে ॥১৩৭॥
সব ভাঙ্গি' আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহপ্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥১৩৮॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে ॥১৩৯॥
ঘর-দ্বার ভাঙ্গি' শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ॥১৪০॥
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥১৪১॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥১৪২॥
ধর্ম্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥১৪৩॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥১৪৪॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥১৪৫॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ॥১৪৬॥

কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই' রহিলেন শয়ন করিয়া ॥১৪৭॥
সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা-প্রতি।
পৃথিবীতে শুই' আছে বৈকুণ্ঠের পতি ॥১৪৮॥
অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন।
লক্ষ্মী যাঁর পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ ॥১৪৯॥
চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে ॥১৫০॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে ॥১৫১॥
ব্রহ্মা-শিব-আদি মত্ত যাঁর গুণধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে ॥১৫২॥
এইমত মহাপ্রভু স্বানুভব-রসে।
নিদ্রা যায় দেখি' সর্ব্বদেবে কান্দে হাসে ॥১৫৩॥
কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া ॥১৫৪॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি' তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া ॥১৫৫॥
"উঠ উঠ, বাপ, মোর, হের, মালা ধর।
আপন-ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর ॥১৫৬॥
ভাল হৈল, বাপ, যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া ॥"১৫৭॥
জননীর বাক্য শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর ॥১৫৮॥
এথা শচী সর্ব্বগৃহ করি' উপস্কার।
রন্ধনের উদ্‌যোগ লাগিলা করিবার ॥১৫৯॥
যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥১৬০॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে।
মা যশোদা সহিলেন গোকুল-নগরে ॥১৬১॥
এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥১৬২॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥১৬৩॥
সকল সহেন আই কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন শচী যেন পৃথিবী আপনে ॥১৬৪॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান্ ॥১৬৫॥
বিষ্ণুপূজা করি' তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥১৬৬॥
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
আচমন করি' করেন তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥১৬৭॥
ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
"এত অপচয়, বাপ, কি কার্য্যে করিলা? ১৬৮॥
ঘর-দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার? ১৬৯॥
পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি,—
কালি কি খাইবা?" ১৭০॥
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বোলে,—"কৃষ্ণ পোষ্টা,
করিবে পোষণ ॥"১৭১॥
এত বলি' পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে ॥১৭২॥
কতক্ষণ বিদ্যা-রস করি' কুতূহলে।
জাহ্নবীর কূলে আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥১৭৩॥
কতক্ষণ থাকি' প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন-মন্দিরে ॥১৭৪॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিলা তান হাতে ॥১৭৫॥
"দেখ, মাতা, কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল ॥"১৭৬॥
এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম-বিস্মিত হই' আই মনে গণে ॥১৭৭॥

"কোথা হইতে স্বুবর্ণ আনয়ে বারেবার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি' আর॥১৭৮॥
যেই-মাত্র সম্বল-সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে॥১৭৯॥
কিবা ধার করে, কিবা কোন সিদ্ধি জানে?
কোন্‌রূপে কার সোণা
আনে বা কেমনে?"১৮০॥
মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বারেবার॥১৮১॥
"দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।"
লোকেরে শিখায় আই
"ভাঙ্গাইবি তবে॥"১৮২॥
হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥১৮৩॥
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক এককক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন॥১৮৪॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ তিলক স্বুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর-কেশ সর্ব্ব-মনোহর॥১৮৫॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দন্ত॥১৮৬॥
কিবা সে অদ্ভুত তুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন॥১৮৭॥
যেই দেখে, সেই একদৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি 'ধন্য ধন্য' বলি' যে না যায়॥১৮৮॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥১৮৯॥
সকল পড়ুয়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব-প্রধান করিয়া॥১৯০॥
গুরু বোলে,—"বাপ, তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি,—বলিলাঙ দঢ়॥"১৯১॥
প্রভু বোলে,—"তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ তুর্ল্লভ তাহারে?"১৯২॥
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরস্বুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥১৯৩॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥১৯৪॥
কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন স্ব-রীতে॥১৯৫॥
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥১৯৬॥
এইমতে আছেন ঠাকুর বিদ্যা-রসে।
প্রকাশ না করে জগতের দীন-দোষে॥১৯৭॥
হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসৎসঙ্গ অসৎপথ বই নাহি আর॥১৯৮॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥১৯৯॥
মিথ্যা স্বুখে দেখি সর্ব্বলোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ তুঃখ ভাবেন অন্তর॥২০০॥
'কৃষ্ণ' বলি' সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর, নারায়ণ॥২০১॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে তুর্গতি! ২০২॥
যে নর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা-স্বুখের বিহারে॥২০৩॥
কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি-কর্ম্মে সে আনন্দ করি' মরে॥২০৪॥
তোমার সে জীব, প্রভো, তুমি সে রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা, তুমি সে সর্ব্বপিতা॥"২০৫॥
এইমত ভক্তগণ সবার কুশল।
চিন্তেন-গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥২০৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥২০৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মিশ্র-পরলোকগমনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥১॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন-ধন-প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের নিধান ॥২॥
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর ॥৩॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই' আছেন লীলায় ॥৪॥
হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা-নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর তথি ॥৫॥
শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম ॥৬॥
সেই হইতে রাঢ়ে হৈল সর্ব্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল ॥৭॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি' হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥৮॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে ॥৯॥
কথো লোক বলিলেক,—"হৈল বজ্রপাত।
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥১০॥
কথো লোক বলিলেক,—"জানিলুঁ কারণ।
গৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন ॥"১১॥
এইমত সর্ব্বলোক নানা-কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥১২॥
হেনমতে আপনা' লুকাই' নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥১৩॥
শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥১৪॥
দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥১৫॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে ঊর্দ্ধরায় ॥১৬॥
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি' বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে ॥"১৭॥
কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া ॥১৮॥
বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥১৯॥
গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥২০॥
কোন শিশু সাজায়েন পূতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি' তার বুকে ॥২১॥
কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥২২॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥২৩॥
তাঁরে ছাড়ি' শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥২৪॥
যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে ॥২৫॥
সবে বোলে,—"নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা?"২৬॥
কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥২৭॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥২৮॥
কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া ॥২৯॥
শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে।
বক-অঘ-বৎসাসুর করি' তাহা মারে ॥৩০॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে ॥৩১॥

কোনদিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি' কোনদিন করে খেলা ॥৩২॥
কোনদিন করে গোপীর বসন-হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন ॥৩৩॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ॥৩৪॥
কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণে কংসের নিদেশে ॥৩৫॥
আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥৩৬॥
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥৩৭॥
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে রঙ্গে ॥৩৮॥
কুব্জা-বেশ করি' গন্ধ পরে তার স্থানে।
ধনুক গড়িয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে ॥৩৯॥
কুবলয়, চাণূর, মুষ্টিক-মল্ল মারি'।
কংস করি' কাহারে পাড়েন চুলে ধরি' ॥৪০॥
কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশুসঙ্গে।
সর্ব্বলোক দেখি' হাসে বালকের রঙ্গে ॥৪১॥
এইমত যত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥৪২॥
কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি-রাজা করি' ছলে তাহান ভুবন ॥৪৩॥
বৃদ্ধ-কাছে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই' চড়ে প্রভু শেষে তান শিরে ॥৪৪॥
কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥৪৫॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি' ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি' 'জয় রঘুনাথ' বোলে ॥৪৬॥
শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি' কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে ॥৪৭॥
"আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয় ॥৪৮॥
মাল্যবান্-পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ?" ৪৯॥
কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাহ সত্বরে॥" ৫০॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥৫১॥
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥৫২॥
"কে তোরা বানরা সব, বুল' বনে বনে।
আমি—রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল মোর স্থানে॥" ৫৩॥
তারা বোলে,—"আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥" ৫৪॥
তা'-সবারে কোলে করি' আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥৫৫॥
ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে ॥৫৬॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে ॥৫৭॥
কোন শিশু বোলে,—"মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল-হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ!" ৫৮॥
এত বলি' পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া ॥৫৯॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে ॥৬০॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥৬১॥
শুনি' পিতা-মাতা ধাই' আইল সত্বরে।
দেখয়ে,—পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥৬২॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি' সর্ব্বলোক আসি' হইলা বিস্মিতে ॥৬৩॥

সকল বৃত্তান্ত তবে কহিল শিশুগণ।
কেহ বোলে,—"বুঝিলাঙ ভাবের কারণ॥৬৪॥
পূর্ব্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর।
'রাম—বনবাসী' শুনি' এড়েন কলেবর॥"৬৫॥
কেহ বোলে,—"কাচ কাচি' আছয়ে ছাওয়াল।
হনূমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥"৬৬॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
"পড়িলে, তোমরা বেড়ি' কান্দিহ আমারে॥৬৭॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনূমান্।
নাকে দিলে ঔষধ, আসিবে মোর প্রাণ॥"৬৮॥
নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি' বড় বিকল হৈলা শিশুগণ॥৬৯॥
ছন্ন হইলেন সবে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
"উঠ ভাই" বলি' মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥৭০॥
লোকমুখে শুনি' কথা হইল স্মরণ।
হনূমান্-কাচে শিশু চলিল তখন॥৭১॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল-মূল দিয়া হনূমানেরে আশংসে॥৭২॥
"রহ, বাপ, ধন্য করি' আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি' মিলে তেমা'-হেন জন॥"৭৩॥
হনূমান্ বোলে,—"কার্য্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব॥৭৪॥
শুনিঞাছ,—রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥৭৫॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহান জীবন॥"৭৬॥
তপস্বী বোলয়ে,—"যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি' কিছু খাই' করহ বিজয়॥"৭৭॥
নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রহে॥৭৮॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি' আর শিশু ধরিল চরণে॥৭৯॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি' যায় জলে লঞা।
হনূমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিয়া॥৮০॥
কথোক্ষণে রণ করি' জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি' দেখে হনূমান্ আর মহাবীর॥৮১॥
আর এক শিশু ধরি' রাক্ষসের কাচে।
হনূমানে খাইবারে যায় তার পাছে॥৮২॥
"কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে?
তোমা' খাঙ, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে?"৮৩॥
হনূমান্ বোলে,—"তোর রাবণা কুক্কুর।
তারে নাহি বস্তুবুদ্ধি, তুই পালা দূর॥"৮৪॥
এইমত দুইজনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি, তবে কিলাকিলি॥৮৫॥
কথোক্ষণ সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি' হইলা প্রবেশে॥৮৬॥
তঁহি গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি' শিশুগণ।
তা'-সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ॥৮৭॥
যুদ্ধে পরাজয় করি' গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি' আনিলেন গন্ধমাদন॥৮৮॥
আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি'।
ঔষধ দিলেন নাকে 'শ্রীরাম' সঙরি'॥৮৯॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি' পিতা-মাতা আদি হাসে সর্ব্বজনে॥৯০॥
কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥৯১॥
সবে বোলে,—"বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা?"
হাসি' বোলে প্রভু,—"মোর এ-সকল লীলা॥"৯২॥
প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥৯৩॥
সর্ব্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বশে॥৯৪॥
হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥৯৫॥

পিতা-মাতা-গৃহ ছাড়ি' সর্ব্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ ॥৯৬॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যাঁর এমত বিহার ॥৯৭॥
এইমত ক্রীড়া করি' নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায় ॥৯৮॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে?
তাঁহান কৃপায় যেন মত স্ফুরে যারে ॥৯৯॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি' ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥১০০॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ॥১০১॥
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে-প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥১০২॥
যে-প্রভু করিলা সর্ব্বজগৎ-উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাঁহা'-বই নাহি আর ॥১০৩॥
যাঁহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব ॥১০৪॥
শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যে-মতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ ॥১০৫॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ-বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥১০৬॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী ॥১০৭॥
গঙ্গা দেখি' বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে, পান করে, আর্ত্তি নাহি যায় ॥১০৮॥
প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্বজন্ম-স্থান ॥১০৯॥
যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি' জলকেলি।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে বুলেন কুতূহলী ॥১১০॥
শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥১১১॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥১১২॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি'।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥১১৩॥
ভক্তস্থান দেখি' প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ ॥১১৪॥
বলরাম কীর্ত্তি দেখি' হস্তিনানগরে।
'ত্রাহি হলধর!' বলি' নমস্কার করে ॥১১৫॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ ॥১১৬॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন-দান ॥১১৭॥
শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি' হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব ॥১১৮॥
কুরুক্ষেত্রে পৃথূদকে বিন্দু-সরোবরে।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবরে ॥১১৯॥
ত্রিতকূপ-মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ-চক্রতীর্থেরে চলিলা ॥১২০॥
প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী-সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥১২১॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি' কান্দিলা বিস্তর ॥১২২॥
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥১২৩॥
গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন ॥১২৪॥
যে-যে-বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি' যায় নিত্যানন্দ ॥১২৫॥
তবে গেলা সরযূ কৌশিকী করি' স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥১২৬॥
গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে স্নান করি'।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্ব্বত-চূড়োপরি ॥১২৭॥

পরশুরামেরে তথা করি' নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার ॥১২৮॥
পম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে, বিপাশায় মজ্জন আচরি' ॥১২৯॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী ॥১৩০॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥১৩১॥
নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজন।
অবধূতরূপে করে তীর্থ-পর্য্যটন ॥১৩২॥
পরম-সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥১৩৩॥
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি' নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে ॥১৩৪॥
কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন ॥১৩৫॥
দেখিয়া ব্যেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী গিয়া সরিদ্বরা গেলেন কাবেরী ॥১৩৬॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান ॥১৩৭॥
ঋষভ-পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা ॥১৩৮॥
মলয়-পর্ব্বত গেলা অগস্ত্য-আলয়ে।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি' মহাশয়ে ॥১৩৯॥
তা'-সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ॥১৪০॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে ॥১৪১॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥১৪২॥
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা ॥১৪৩॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু,—বসি' আছে বৌদ্ধগণ ॥১৪৪॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই' প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥১৪৫॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥১৪৬॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি' গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥১৪৭॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে ॥১৪৮॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কেরলে, ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে ॥১৪৯॥
দ্বৈপায়নী-আর্য্যা দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী ভ্রমেন লীলায় ॥১৫০॥
রেবা, মাহিষ্মতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥১৫১॥
এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায় ॥১৫২॥
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥১৫৩॥
এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥১৫৪॥
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥১৫৫॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥১৫৬॥
যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্য্যবর-গোসাঞি।
কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥১৫৭॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ ॥১৫৮॥
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা' পাসরি' ॥১৫৯॥

'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেবার ॥১৬০॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা'-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে ॥১৬১॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোহন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন ॥১৬২॥
বালু গড়ি' যায় দুইপ্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে ॥১৬৩॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে ॥১৬৪॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি ॥১৬৫॥
নিত্যানন্দ বোলে,—"যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ ॥১৬৬॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥"১৬৭॥
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে।
উত্তর না স্ফুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে ॥১৬৮॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি ॥১৬৯॥
ঈশ্বরপুরী-ব্রহ্মানন্দপুরী-আদি যত।
সর্ব্ব শিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥১৭০॥
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন ॥১৭১॥
সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জ্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া ॥১৭২॥
অন্যোহন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোহন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ ॥১৭৩॥
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥১৭৪॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥১৭৫॥

অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায় ॥১৭৬॥
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্টঅট্ট হাসে ॥১৭৭॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে কীর্ত্তন ॥১৭৮॥
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥১৭৯॥
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥১৮০॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥১৮১॥
মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা ॥১৮২॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥১৮৩॥
যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময় ॥১৮৪॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥১৮৫॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥"১৮৬॥
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি ॥১৮৭॥
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥১৮৮॥
এইমত অন্যোহন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি ॥১৮৯॥
কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥১৯০॥
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে ॥১৯১॥

অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে? ১৯২॥
নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র, দুই-দরশন।
যে শুনয়ে, তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥১৯৩॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥১৯৪॥
ধনুতীর্থে স্নান করি' গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর॥১৯৫॥
মায়াপুরী, অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী॥১৯৬॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান॥১৯৭॥
আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি' মাত্র মূর্চ্ছা হইল শরীরে॥১৯৮॥
দেখিলেন চতুর্ব্যূহ-রূপ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ॥১৯৯॥
দেখি' মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥২০০॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার? ২০১॥
এইমত নিত্যানন্দ থাকি' নীলাচলে।
দেখি' গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥২০২॥
তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে?
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তাঁর কৃপা হৈতে॥২০৩॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি' নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥২০৪॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি॥২০৫॥
আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান॥২০৬॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে॥২০৭॥
"আপন-ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥"২০৮॥
এই মানসিক করি' নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥২০৯॥
নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে॥২১০॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্ব শক্তি।
তথাপিহ কারেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি॥২১১॥
যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তান সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥২১২॥
কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে 'অল্পতা' নাহি পায় প্রভু-গণে॥২১৩॥
কি অনন্ত, কিবা শিব-অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা-কর্ত্তা পালয়িতা॥২১৪॥
ইহাতে যে পাপিগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥২১৫॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে॥২১৬॥
চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥২১৭॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়॥২১৮॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥২১৯॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে
আপদ্ নাহি কতি॥২২০॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥২২১॥
কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বোলে,—
"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"২২২॥

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি॥২২৩॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥২২৪॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥২২৫॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি।
'মন্দ' বোলে, হেন দেখ,—
সে কেবল 'স্তুতি'॥২২৬॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল॥২২৭॥
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥২২৮॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তান পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়॥২২৯॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥২৩০॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁর হইয়া ভজি যেন প্রভু-গৌরচন্দ্র॥২৩১॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ,—
এই অভিমত॥২৩২॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু-নিত্যানন্দ॥২৩৩॥
তথাপিহ এই কৃপা কর, মহাশয়।
তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়॥২৩৪॥
তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায়॥২৩৫॥
বৃন্দাবন-আদি করি' ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবৎ না আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র॥২৩৬॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন॥২৩৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥২৩৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দস্য বাল্যলীলা-তীর্থযাত্রা-
কথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥১॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব-প্রতি কর, প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত॥২॥
জয় জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ॥৩॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর—তোর যশে রহু মন॥৪॥
আদিখণ্ডে শুন, ভাই, চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥৫॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥৬॥
উষঃকালে সন্ধ্যা করি' ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ॥৭॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥৮॥
প্রভু-স্থানে পুঁথি চিন্তে নাহি যে-যে-জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥৯॥
পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে॥১০॥
না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালেন তাহানে॥১১॥

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি' বীরাসন ॥১২॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সু-ভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে দিব্যদশনের জ্যোতিঃ ॥১৩॥
গৌরাঙ্গ সুন্দরবেশ মদনমোহন।
ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন ॥১৪॥
বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য-পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস ॥১৫॥
প্রভু বোলে,—"ইথে আছে কোন্ বড় জন?
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন? ১৬॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা ॥১৭॥
অহঙ্কার করি' লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে, তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥"১৮॥
শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার ॥১৯॥
তথাপিহ প্রভু তাঁরে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥২০॥
প্রভু বোলে,—"বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পড়?
লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড় ॥২১॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥২২॥
মনে মনে চিন্তি' তুমি কি বুঝিবে ইহা?
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া ॥"২৩॥
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি' বিশ্বম্ভর ॥২৪॥
প্রত্যুত্তর দিলা,—"কেনে বড় ত' ঠাকুর?
সবারেই চাল' দেখি' গর্ব্বহ প্রচুর? ২৫॥
সূত্র, বৃত্তি, পাঁজি, টীকা, যত হেন কর।
আমা' জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর? ২৬॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল,—'কি জানিস্ তুই।'
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি, কি বলিব মুঞি!"২৭॥

প্রভু বোলে,—"ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।"
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥২৮॥
গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥২৯॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি' হন হরষিত ॥৩০॥
সন্তোষে দিলেন তাঁর অঙ্গে পদ্মহস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ॥৩১॥
চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে।
"প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥৩২॥
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়?
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥৩৩॥
চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লাজ নাই।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই ॥"৩৪॥
সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে, শুন, বিশ্বম্ভর ॥"৩৫॥
ঠাকুরে সেবকে হেন মতে করি' রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ ॥৩৬॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যা-রসে ঈশ্বর বিহরে ॥৩৭॥
মুকুন্দসঞ্জয় বড় মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁহার আলয়ে বিদ্যা-বিলাসের স্থান ॥৩৮॥
তাহান পুত্রেরে প্রভু আপন পড়ায়।
তাঁহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায় ॥৩৯॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তান ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তঁহি ধরে ॥৪০॥
গোষ্ঠী করি' তাহাঁই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ ॥৪১॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ ॥৪২॥
প্রভু কহে,—"সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে 'ভট্টাচার্য্য' পদবী তাহার ॥৪৩॥

হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার!
তবে জানি 'ভট্ট' 'মিশ্র' পদবী সবার ॥৪৪॥
এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে, চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥৪৫॥
কিছুমাত্র দেখি' আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥৪৬॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ-আচার্য্য নাম—জনকের সম ॥৪৭॥
তান কন্যা আছে,—যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তাঁর চিন্তে যোগ্য পতি ॥৪৮॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে ॥৪৯॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ্ব ॥৫০॥
হেনমতে দোঁহে চিনি' দোঁহে ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা? ৫১॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান ॥৫২॥
নমস্করি' আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥৫৩॥
আইরে বোলেন তবে বনমালী-আচার্য্য।
"পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য? ৫৪॥
বল্লভ-আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥৫৫॥
তান কন্যা—লক্ষ্মীপ্রায় রূপে-শীলে-মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥"৫৬॥
আই বোলে,—"পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক, পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥"৫৭॥
আইর কথায় বিপ্র 'রস' না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া ॥৫৮॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তারে দেখি' আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে ॥৫৯॥

প্রভু বোলে,—"কহ, গিয়াছিলে কোন্ ভিতে?"
দ্বিজ বোলে,—"তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥৬০॥
তোমার বিবাহ লাগি' বলিলাঙ তানে।
না জানি' শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে?"৬১॥
শুনি' তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি' তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥৬২॥
জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।
"আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে?"৬৩॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই' শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আনি' কহিলেন কথা ॥৬৪॥
শচী বোলে,—"বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করাহ,—কহিনু এই আমি ॥"৬৫॥
আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন ॥৬৬॥
বল্লভ-আচার্য্য দেখি' সম্ভ্রমে তাহানে।
বহুমান করি' বসাইলেন আসনে ॥৬৭॥
আচার্য্য বোলেন,—"শুন, আমার বচন।
কন্যা-বিবাহের এবে কর' সু-লগন ॥৬৮॥
মিশ্রপুরন্দর-পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।
পরম-পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের সাগর ॥৬৯॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ এই, কর যদি চিত্তে লয় ॥"৭০॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলে হরিষে।
"সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥৭১॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা-গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে ॥৭২॥
তবে সে সেহেন আসি' মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্ব্বথা ॥৭৩॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই ॥৭৪॥
কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া ॥"৭৫॥

বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি' সর্ব্ব কার্য্য ॥৭৬॥
সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
"সফল হইল কার্য্য কর শুভক্ষণে ॥"৭৭॥
আপ্ত লোক শুনি' সবে হরষিত হৈলা।
সবেই উদ্‌যোগ আসি' করিতে লাগিলা ॥৭৮॥
অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে।
নৃত্য, গীত, নানা বাদ্য বা'য় নটগণে ॥৭৯॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র-সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥৮০॥
ঈশ্বরেরে গন্ধমাল্য দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আপ্ত-বিপ্রগণে ॥৮১॥
দিব্য গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া ॥৮২॥
বল্লভ-আচার্য্য আসি' যথাবিধিরূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥৮৩॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি' স্নান-দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান ॥৮৪॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল।
চতুর্দ্দিকে 'লেহ-দেহ' শুনি কোলাহল ॥৮৫॥
কত বা মিলিল আসি' পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥৮৬॥
খই, কলা, সিন্দূর, তাম্বূল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হঞা ॥৮৭॥
দেবগণ, দেববধূগণ—নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসি' আছেন কৌতুকে ॥৮৮॥
বল্লভ-আচার্য্য এইমত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ-মনে ॥৮৯॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি-সময়ে।
যাত্রা করি' আইলেন মিশ্রের আলয়ে ॥৯০॥
প্রভু আসিলেহ মাত্র, মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে ॥৯১॥

সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম-কৌতুকে ॥৯২॥
শেষে সর্ব্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥৯৩॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিল করিতে।
তুলিলেন সভে লক্ষ্মীরে পৃথ্বী হইতে ॥৯৪॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার।
যোড়-হস্তে রহিলেন করি' নমস্কার ॥৯৫॥
তবে শেষে হৈল পুষ্পমালা-ফেলাফেলি।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥৯৬॥
দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি' করিলেন আত্মসমর্পণে ॥৯৭॥
সর্ব্বদিকে মহা জয়-জয়-হরি-ধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি ॥৯৮॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রসে।
বসিলেন প্রভু, লক্ষ্মী করি' বাম-পাশে ॥৯৯॥
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥১০০॥
কি শোভা, কি সুখ সে হইল মিশ্র-ঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে? ১০১॥
তবে শেষে বল্লভ করিতে কন্যা-দান।
বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিদ্যমান ॥১০২॥
যে-চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর-ব্রহ্মার।
জগৎ সৃজিতে শক্তি হইল সবার ॥১০৩॥
হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিয়া কলেবর ॥১০৪॥
যথাবিধিরূপে কন্যা করি' সমর্পণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ ॥১০৫॥
তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে ॥১০৬॥
সে রাত্রি তথায় থাকি' তবে আর দিনে।
নিজ-গৃহে চলিলেন প্রভু লক্ষ্মী-সনে ॥১০৭॥

লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায় ॥১০৮॥
গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥১০৯॥
সর্ব্ব-লোক দেখি' মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥১১০॥
"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হর-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কতভক্তি করি' ॥১১১॥
অল্প-ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?
এই হর-গৌরী হেন বুঝি"—কেহ বোলে ॥১১২॥
কেহ বোলে,—"ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।"
কোন নারী বোলে,—"এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥"১১৩॥
কোন নারীগণ বোলে,—"যেন সীতা-রাম।
দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম ॥"১১৪॥
এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্টে্য সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥১১৫॥
হেনমতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥১১৬॥
তবে শচীদেবী বিপ্র-পত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥১১৭॥
দ্বিজ-আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।
সবারে তুষিলা ধন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া ॥১১৮॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা ॥১১৯॥
প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম ॥১২০॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে।
পরম অদ্ভুত জ্যোতিঃ লখিতে না পারে ॥১২১॥
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে, না পায় আর দেখা ॥১২২॥
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে পায়।
পরম-বিস্মিত আই চিন্তেন সদায় ॥১২৩॥
আই চিন্তে,—"বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥১২৪॥
অতএব জ্যোতিঃ দেখি, পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাই ॥১২৫॥
এই লক্ষ্মী-বধূ গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে?"১২৬॥
এইরূপ নানা-মত কথা আই কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয় ॥১২৭॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার?
কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার? ১২৮॥
ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।
লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে ॥১২৯॥
এই সব শাস্ত্রে-বেদে-পুরাণে বাখানে।
"যারে তান কৃপা হয়, সেই জানে তানে ॥"১৩০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৩১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
বাল্যলীলায় শ্রীবিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র ॥১॥
এইমতে গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ ॥২॥
জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥৩॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
অধরে তাম্বূল, দিব্য বাস-পরিধান ॥৪॥

সর্ব্বদায় পরিহাস-মূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে ॥৫॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥৬॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥৭॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা-ভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি প্রভু করে বিদ্যার আদান ॥৮॥
সকল 'সংসারী' দেখি' বোলে,—"ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্ দৈন্য?"৯॥
যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদনসমান।
'পাষণ্ডী' দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান ॥১০॥
'পণ্ডিত' সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সবে, যার যেন মতি ॥১১॥
দেখি' বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই' মনে ভাবে সব ॥১২॥
"হেন দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায়, হইলে কালবশ?"১৩॥
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায় ॥১৪॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' কেহ কেহ বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও
কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে? ১৫॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে।
প্রভু বোলে,—"তোমরা
শিখাও মোর ভাগ্যে॥"১৬॥
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবক চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে? ১৭॥
চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায় ॥১৮॥
চাটিগ্রাম-নিবাসীও অনেকে তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥১৯॥
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায় ॥২০॥
অন্যোহন্যে মিলি' সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া ॥২১॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত ॥২২॥
বিকাল হইলে আসি' ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥২৩॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্ ভিত? ২৪॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি' যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে ॥২৫॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে ॥২৬॥
এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥২৭॥
প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে ॥২৮॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে,—"কিছু নহে", আর লাগে দ্বন্দ্ব ॥২৯॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি' প্রভু-সনে লাগে ॥৩০॥
এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া ॥৩১॥
শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন ॥৩২॥
সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে ॥৩৩॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ, শেষে উপহাসে ॥৩৪॥
যদি কেহ দেখে,—প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে ॥৩৫॥

কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥৩৬॥
রাজপথ দিয়া প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-ঔদ্ধত্যের চিন ॥৩৭॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি' আড়ে পলাইলা কথো-দূরে॥৩৮॥
দেখি' প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি' পলাইল কেনে?" ৩৯॥
গোবিন্দ বোলেন,—"আমি না জানি, পণ্ডিত!
আর কোন-কার্য্যে বা চলিল কোন্-ভিত॥"৪০॥
প্রভু বোলে,—"জানিলাঙ, যে লাগি' পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না যুয়ায় ॥৪১॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি, বৃত্তি, টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র ॥৪২॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি' করে পলায়ন ॥"৪৩॥
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥৪৪॥
প্রভু বোলে,—"আরে বেটা কতদিন থাক?
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক? ৪৫॥
হাসি' বোলে প্রভু,—"আগে পড়োঁ কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন ॥৪৬॥
এইমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে ॥৪৭॥
শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব্ব-বিলক্ষণ ॥৪৮॥
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্ত্তি গায় ॥"৪৯॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে ॥৫০॥
এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়?৫১॥

হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে ॥৫২॥
শুনিলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বোলে,—"সব পেট পুষিবার আশ॥"৫৩॥
কেহ বোলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—এ কোন্ ব্যভার?"৫৪॥
কেহ বোলে,—"কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ ॥৫৫॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-চারিভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া ॥৫৬॥
ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে?"৫৭॥
এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণবেরে, করে কু-কথন ॥৫৮॥
শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি' সবেই কাঁদেন ঊর্দ্ধরায় ॥৫৯॥
"কতদিনে এ-সব দুঃখের হবে নাশ।
জগতেরে, কৃষ্ণচন্দ্র, করহ প্রকাশ ॥"৬০॥
সকল বৈষ্ণব মিলি' অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥৬১॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার ॥৬২॥
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর ॥৬৩॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়নগোচর।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর! ৬৪॥
আর দিন-কত গিয়া থাক, ভাই সব!
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব ॥"৬৫॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্ত্তন ॥৬৬॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত-সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥৬৭॥

পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপপুর ॥৬৮॥
অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥৬৯॥
হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি' ॥৭০॥
কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময় ॥৭১॥
তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥৭২॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হৈয়া ॥৭৩॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায় ॥৭৪॥
অদ্বৈত বোলেন,—"বাপ, তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি,—হেন লয় মন॥"৭৫॥
বোলেন ঈশ্বরপুরী,—"আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ॥"৭৬॥
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত ॥৭৭॥
যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি' পৃথিবীতে ॥৭৮॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান ॥৭৯॥
আস্তে-ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলা নিজ-কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥৮০॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি' শ্লোক পড়ে॥৮১॥
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥৮২॥
পাছে সবে চিনিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রেম দেখি' সবেই সঙরে 'হরি-হরি'॥৮৩॥

এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে॥৮৪॥
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর ॥৮৫॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি' প্রভু নমস্করিলা আপনে ॥৮৬॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্বমতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর ॥৮৭॥
যদ্যপি তাহান মর্ম্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্ব্বজনে ॥৮৮॥
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর ॥৮৯॥
জিজ্ঞাসেন,—"তোমার কি নাম, বিপ্রবর?
কি পুঁথি পড়াও, পড়, কোন্ স্থানে ঘর?"৯০॥
শেষে সভে বলিলেন,—"নিমাই-পণ্ডিত।"
"তুমি সে!" বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥৯১॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই' চলিলা আপনে ॥৯২॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি' বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া॥৯৩॥
কৃষ্ণের প্রস্তাবে সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা ॥৯৪॥
অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তোষ।
না প্রকাশে আপনা' লোকের দীন-দোষ॥৯৫॥
মাস-কত গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে ॥৯৬॥
সবে বড় উল্লসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥৯৭॥
গদাধর-পণ্ডিতের দেখি' প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণবসকল ॥৯৮॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥৯৯॥

গদাধর-পণ্ডিতেরে আপনার কৃত ।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত' ॥১০০॥
পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে ।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে ॥১০১॥
প্রভু দেখি' শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত ।
'প্রভু' হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত ॥১০২॥
হাসিয়া বোলেন,—"তুমি পরম-পণ্ডিত ।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥১০৩॥
সকল বলিবা,—কোথা থাকে কোন্ দোষ ?
ইহাতে আমার বড় পরম-সন্তোষ ॥"১০৪॥
প্রভু বোলে,—"ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন ।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন ॥১০৫॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয় ।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয় ॥১০৬॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর ।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥১০৭॥

তথাহি—

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে ।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥১০৮॥

মূর্খব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর প্রণামকালে 'বিষ্ণায়' (নমঃ, এইরূপে ব্যাকরণ-দোষযুক্ত অশুদ্ধ পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণবে' (নমঃ, এইরূপ শুদ্ধপদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন । কিন্তু উভয়েরই প্রণামজনিত পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি-লাভ সমানই হইয়া থাকে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীজনার্দ্দন জীবের হৃদয়গত ভাব অর্থাৎ ভজন-পরিমাণ-তারতম্যমাত্র গ্রহণ অর্থাৎ দর্শন করিয়া তদনুসারে ফল প্রদান করেন (—তাহার মূর্খত্ব বা পাণ্ডিত্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না) ।

ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥১০৯॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন ।
ইহাতে দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন ?"১১০॥
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর ।
অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব-কলেবর ॥১১১॥
পুনঃ হাসি' বোলেন,—"তোমার দোষ নাই ।
অবশ্য বলিবা, দোষ থাকে যেই-ঠাঞি ॥"১১২॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে ।
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে ॥১১৩॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া ।
হাসি' দূষিলেন, "ধাতু না লাগে" বলিয়া ॥১১৪॥
প্রভু বোলে,—"এ ধাতু 'আত্মনেপদী' নয় ।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন-আলয় ॥১১৫॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত ॥১১৬॥
প্রভু গেলে সেই 'ধাতু' করেন বিচার ।
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষপ্রকার ॥১১৭॥
সেই 'ধাতু' করেন 'আত্মনেপদী' নাম ।
আর-দিনে প্রভু গেলে, করেন ব্যাখ্যান ॥১১৮॥
"যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি' গেলা তুমি ।
তাহা এই সাধিলুঁ 'আত্মনেপদী' আমি ॥"১১৯॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম-সন্তোষ ।
ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥১২০॥
'সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয় ।'
এই তান স্বভাব সকল-বেদে কয় ॥১২১॥
এইমত কতদিন বিদ্যারস-রঙ্গে ।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ॥১২২॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল,—একত্র নহে স্থিতি ।
পর্য্যটন চলিলা পবিত্র করি' ক্ষিতি ॥১২৩॥
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা ।
তার বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা ॥১২৪॥

যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥১২৫॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
এমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্ব্বিরোধে ॥১২৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১২৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মিলনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর ॥১॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥২॥
যত অধ্যাপক, প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে ॥৩॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্যপ্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥৪॥
স্বানুভবানন্দে করে নগর ভ্রমণ।
সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ ॥৫॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি' প্রভু তানে বোলেন বচন ॥৬॥
"আমারে দেখিয়া তুমি কি-কার্য্যে পলাও?
আজি আমা' প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও?"৭॥
মনে ভাবে মুকুন্দ,—"আজি জিনিমু কেমনে?
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে ॥৮॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া 'অলঙ্কার'!
মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর!"৯॥

লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে ॥১০॥
মুকুন্দ বোলেন,—"ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ॥১১॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা'-সনে।"
প্রভু কহে,—"বুঝ তোর যেবা লয় মনে॥"১২॥
বিষম-বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে 'অলঙ্কার' ॥১৩॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি' দোষে সব 'অলঙ্কার'॥১৪॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন ॥১৫॥
"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, ঝাট আসিবারে চাহ॥"১৬॥
চলিলা মুকুন্দ লই' চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী ॥১৭॥
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা! ১৮॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥"১৯॥
এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর-দিনে গদাধর ॥২০॥
হাসি' দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
"ন্যায় পড় তুমি, আমা' যাও প্রবোধিয়া॥"২১॥
"জিজ্ঞাসহ",—গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে,—"কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥"২২॥
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলেন,—"ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥"২৩॥
গদাধর বোলে,—"আত্যন্তিক-দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ ॥"২৪॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তার্কিক, যে করিবেক স্থিতি॥২৫॥

হেন জন নাহিক যে প্রভু-সনে বোলে।
গদাধর ভাবে,—"আজি বর্ত্তি পলাইলে!"২৬॥
প্রভু বোলে,—"গদাধর, আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ, তুমি আসিহ সত্বর॥"২৭॥
নমস্করি' গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে-নগরে॥২৮॥
পরম-পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি' সম্ভ্রম অপার॥২৯॥
বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহারঙ্গে॥৩০॥
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥৩১॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥৩২॥
বৈষ্ণবসকলে তবে সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে॥৩৩॥
দূরে থাকি' প্রভুর ব্যাখ্যান সভে শুনে।
হরিষে-বিষাদ সভে ভাবে মনে-মনে॥৩৪॥
কেহ বোলে,—"হেন রূপ, হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার॥"৩৫॥
সবেই বোলেন,—"ভাই, উহানে দেখিয়া।
ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া॥"৩৬॥
কেহ বোলে,—"দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী-প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥"৩৭॥
কেহ বোলে,—"ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয়,—হেন বাসি॥৩৮॥
যদ্যপিহ নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাঙ ইঁহা দেখি'॥৩৯॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।
কৃষ্ণ না ভজেন,—সবে এই দুঃখ পাই॥"৪০॥
অন্যোঽন্যে সবেই সাধেন সবা'-প্রতি।
"সভে বল,—'ইহান হউক কৃষ্ণে রতি'॥"৪১॥
দণ্ডবৎ হই' সভে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব-ভাগবত মেলি' আশীর্ব্বাদ করে॥৪২॥
"হেন কর কৃষ্ণ,—জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ, ছাড়ি' অন্য-মন॥৪৩॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ, কৃষ্ণ! দেহ' আমা'-সবাকারে॥"৪৪॥
অন্তর্যামী প্রভু,—চিত্ত জানেন সবার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥৪৫॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥৪৬॥
কেহ কেহ সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে?"৪৭॥
কেহ বোলে,—"হের দেখ নিমাঞি-পণ্ডিত!
বিদ্যায় কি লাভ?—কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥৪৮॥
পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে?"৪৯॥
হাসি' বোলে প্রভু,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার॥৫০॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয়, সেই ভাগ্যবান্॥৫১॥
কতদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে॥"৫২॥
এত বলি' হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে॥৫৩॥
এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে।
হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে॥৫৪॥
এইমত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেন প্রতি-নগরে নগরে॥৫৫॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি' বন্দেন চরণ॥৫৬॥
নারীগণ দেখি' বোলে,—"এই ত' মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন॥"৫৭॥

পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।
বৃদ্ধ-আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম ॥৫৮॥
যোগিগণে দেখে,—যেন সিদ্ধ-কলেবর।
দুষ্টগণে দেখে,—যেন মহা-ভয়ঙ্কর ॥৫৯॥
দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দিপ্রায় হয় যেন, পরে প্রেম-ফাঁস ॥৬০॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন, তথাপি প্রীতি প্রভুরে সবার ॥৬১॥
যবনেও প্রভু দেখি' করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত ॥৬২॥
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপপুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের দুয়ারে ॥৬৩॥
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন ॥৬৪॥
গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান্।
ভাসয়ে আনন্দে, মর্ম্ম না জানয়ে তান ॥৬৫॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥৬৬॥
একদিন বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥৬৭॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি' যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি' ফেলে॥৬৮॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে, মালসাট পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥৬৯॥
ক্ষণে-ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয়, লোকে দেখি' পায় ভয়॥৭০॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার ॥৭১॥
বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সঞ্জয়।
গোষ্ঠী-সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥৭২॥
বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার, যার যেন স্ফুরে ॥৭৩॥

আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥৭৪॥
সর্ব্ব-অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়া ভয় পায় সর্ব্বজন ॥৭৫॥
প্রভু বোলে,—"মুই সর্ব্ব-লোকের ঈশ্বর।
মুই বিশ্ব ধরোঁ, মোর নাম 'বিশ্বম্ভর' ॥৭৬॥
মুই সেই, মোরে ত' না চিনে কোন জনে।"
এত বলি' লড় দেই ধরে সর্ব্বজনে ॥৭৭॥
আপনা' প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া-বলে ॥৭৮॥
কেহ বোলে,—"হইল দানব অধিষ্ঠান।"
কেহ বোলে,—"হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥"৭৯॥
কেহ বোলে,—"সদাই করেন বাক্য-ব্যয়।
অতএব হৈল 'বায়ু', জানিহ নিশ্চয় ॥"৮০॥
এইমত সর্ব্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর ॥৮১॥
বহুবিধ পাক-তৈল সভে দেন শিরে।
তৈলদ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে ॥৮২॥
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥৮৩॥
এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি'।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি' ॥৮৪॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরি-ধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেয়,—হেন নাহি জানি॥৮৫॥
সর্ব্বলোকে শুনি' হইলা হরষিত।
সবে বোলে,—"জীউ, জীউ এহেন পণ্ডিত ॥"৮৬॥
এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়? ৮৭॥
প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে,—"ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ॥৮৮॥
ক্ষণেকে নাহিক, বাপ, অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাধীর॥"৮৯॥

হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ॥৯০॥
মুকুন্দ-সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥৯১॥
পরম-সুগন্ধি পাক-তৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে ॥৯২॥
চতুর্দ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎজীবন ॥৯৩॥
সে-শোভার মহিমা ত' কহিতে না পারি।
উপমা দিবাঙ কিবা, না দেখি বিচারি' ॥৯৪॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
নারায়ণে বেড়ি' বৈসে বদরিকাশ্রমে ॥৯৫॥
তাঁ'-সবারে লৈয়া যেন প্রভু সে পড়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌর-রায় ॥৯৬॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন ॥৯৭॥
অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥৯৮॥
পড়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ॥৯৯॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি' করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন ॥১০০॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরি হরি' ॥১০১॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খা'ন বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥১০২॥
ভোজন-অন্তরে করি' তাম্বূল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥১০৩॥
কতক্ষণ যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া ॥১০৪॥
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ ॥১০৫॥

যদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্ব্বজনে ॥১০৬॥
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্ল্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন ॥১০৭॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে ॥১০৮॥
"ভাল বস্ত্র আন",—প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥১০৯॥
প্রভু বোলে,—"এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা?"
তন্তুবায় বোলে,—
"তুমি আপনে যে দিবা॥"১১০॥
মূল্য করি' বোলে প্রভু,—"এবে কড়ি নাই।"
তাঁতি বোলে,—"দশে পক্ষে
দিও যে গোসাঞি ॥১১১॥
বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥"১১২॥
তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী ॥১১৩॥
বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে ॥১১৪॥
প্রভু বোলে,—"আরে বেটা! দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইমু মহাদান॥"১১৫॥
গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি' উত্তম আসন ॥১১৬॥
প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি' সবে করয়ে সম্ভাষ ॥১১৭॥
কেহ বোলে,—"চল, মামা ভাত খাই গিয়া।"
কোন গোপ কান্ধে করি' যায় ঘরে লৈয়া ॥১১৮॥
কেহ বোলে,—"যত ভাত ঘরের আমার।
পূর্ব্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমার?"১১৯॥
সরস্বতী সত্য কহে, গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥১২০॥

দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপ দেয় আনি' ॥১২১॥
গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥১২২॥
সম্ভ্রমে বণিক্ করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে,—
"আরে ভাই, ভালগন্ধ আন ॥"১২৩॥
দিব্য-গন্ধবণিক্ আনিল ততক্ষণ।
"কি মূল্য লইবা ?" বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥১২৪॥
বণিক্ বোলয়ে,—"তুমি জান, মহাশয়!
তোমা'-স্থানে মূল্য কি নিতে যুক্ত হয় ? ১২৫॥
আজি গন্ধ পরি' ঘরে যাহ ত' ঠাকুর!
কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥১২৬॥
ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিও মোরে, যেই চিত্তে পড়ে ॥"১২৭॥
এত বলি' আপনে প্রভুর সর্ব্ব-অঙ্গে।
গন্ধ দেয় বণিক্ না জানি কোন্ রঙ্গে ॥১২৮॥
সর্ব্বভূত-হৃদয়ে আকর্ষে সর্ব্ব-মন।
সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন ? ১২৯॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি' বিশ্বম্ভর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর ॥১৩০॥
পরম-অদ্ভুত রূপ দেখি' মালাকার।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥১৩১॥
প্রভু বোলে,—"ভাল মালা দেহ', মালাকার!
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥"১৩২॥
সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখি' মালাকার।
মালী বোলে,—
"কিছু দায় নাহিক তোমার ॥"১৩৩॥
এত বলি' মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে।
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে ॥১৩৪॥
মালাকার-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি'।
উঠিলা তাম্বূলী-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১৩৫॥

তাম্বূলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন।
চরণের ধূলি লই' দিলেন আসন ॥১৩৬॥
তাম্বূলী বোলয়ে,—"বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন্ ভাগ্যে আইলা
আমা' ছারের দুয়ার ॥"১৩৭॥
এত বলি' আপনেই পরম-সন্তোষে।
দিলেন তাম্বূল আনি', প্রভু দেখি' হাসে ॥১৩৮॥
প্রভু বোলে,—"কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা ?"
তাম্বূলী বোলয়ে,—
"চিত্তে হেনই লইলা ॥"১৩৯॥
হাসে প্রভু তাম্বূলীর শুনিয়া বচন।
পরম সন্তোষে করে তাম্বূল চর্ব্বণ ॥১৪০॥
দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অনুকূল।
শ্রদ্ধা করি' দিল, তার নাহি নিল মূল ॥১৪১॥
তাম্বূলীরে অনুগ্রহ করি' গৌর-রায়।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব-নগরে বেড়ায় ॥১৪২॥
মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী।
একো জাতি লক্ষ-লক্ষ কহিতে না পারি ॥১৪৩॥
প্রভুর বিহার লাগি' পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইলেন তথা ॥১৪৪॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥১৪৫॥
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।
দেখি' শঙ্খবণিক্ সম্ভ্রমে নমস্করে ॥১৪৬॥
প্রভু বোলে,—"দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই!
কেমনে বা লৈমু শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাই ॥"১৪৭॥
দিব্য-শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেইক্ষণে।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥১৪৮॥
"শঙ্খ লই' ঘরে তুমি চলহ, গোসাঞি!
পাছে কড়ি দিও, না দিলেও দায় নাই ॥"১৪৯॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু শঙ্খবণিকের বচনে।
চলিলেন হাসি' শুভ-দৃষ্টি করি' তানে ॥১৫০॥

এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥১৫১॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপি নাগরিকগণ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ॥১৫২॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥১৫৩॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজান।
বিনয়-সম্ভ্রম করি' করিলা প্রণাম ॥১৫৪॥
প্রভু বোলে,—"তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি।
বোল দেখি, অন্য-জন্মে কি ছিলাঙ আমি?"১৫৫॥
"ভাল" বলি' সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে।
জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥১৫৬॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বক্ষে মহাজ্যোতির্ধাম ॥১৫৭॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে।
পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ॥১৫৮॥
সেইক্ষণে দেখে,—পিতা পুত্রে লই' কোলে।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥১৫৯॥
পুনঃ দেখে,—মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে।
কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই করে ॥১৬০॥
নিজ-ইষ্টমূর্ত্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেইসকল লক্ষণ ॥১৬১॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র-গীত গায় গোপীগণ ॥১৬২॥
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলে সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান ॥১৬৩॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে,—"শুন, শ্রীবালগোপাল!
কে আছিলা দ্বিজ এই, দেখাও সকাল ॥"১৬৪॥
তবে দেখে,—ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদল-শ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান ॥১৬৫॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে।
অদ্ভুত বরাহ-মূর্ত্তি, দন্তে পৃথ্বী সাজে ॥১৬৬॥

পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার।
মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার ॥১৬৭॥
পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন-রূপ ধরি'।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি' ॥১৬৮॥
পুনঃ দেখে,—মৎস্য-রূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে ॥১৬৯॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে ॥১৭০॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম ॥১৭১॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু,—হেন মায়া তান ॥১৭২॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
"হেন বুঝি,—এই ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিৎ ॥১৭৩॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে বিপ্ররূপে ॥১৭৪॥
অমানুষী তেজ দেখি' বিপ্রের শরীরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা
কদর্থে আমারে?"১৭৫॥
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি, কি দেখ,
কেনে না কহ ভাঙ্গিয়া?"১৭৬॥
সর্ব্বজ্ঞ বোলয়ে,—"তুমি চলহ এখনে।
বিকালে কহিমু মন্ত্র জপি' ভাল-মনে ॥"১৭৭॥
"ভাল ভাল" বলি' প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥১৭৮॥
শ্রীধরেরে প্রভু বড় প্রসন্ন অন্তরে।
নানা-ছলে আইসেন প্রভু তান ঘরে ॥১৭৯॥
বাকোবাক্য-পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড করি' চলে প্রভু রঙ্গে ॥১৮০॥
প্রভু দেখি' শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি' আসন দিলেন বসিবার ॥১৮১॥

পরম-সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥১৮২॥
প্রভু বোলে,—"শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?১৮৩॥
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?"১৮৪॥
শ্রীধর বোলেন,—"উপবাস ত' না করি।
ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ পরি॥"১৮৫॥
প্রভু বোলে,—"দেখিলাঙ গাঁঠি দশ-ঠাঞি।
ঘরে বোল, দেখিতেছি খড়গাছি নাই॥১৮৬॥
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া॥"১৮৭॥
শ্রীধর বোলেন,—"বিপ্র, বলিলা উত্তম।
তথাপি সবার কাল যায় এক-সম ॥১৮৮॥
রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥১৮৯॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥"১৯০॥
প্রভু বোলে,—"তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥১৯১॥
তাহা মুই বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে?"১৯২॥
শ্রীধর বোলেন,—"ঘরে চলহ, পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥"১৯৩॥
প্রভু বোলে,—"আমি তোমা' না ছাড়ি' এমনে।
কি আমারে দিবা', তাহা বোল এইক্ষণে॥"১৯৪॥
শ্রীধর বোলেন,—"আমি খোলা বেচি' খাই।
ইহাতে কি দিমু, তাহা বলহ, গোসাঞি!"১৯৫॥
প্রভু বোলে,—"যে তোমার পোতা ধন আছে।
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে॥১৯৬॥
এবে কলা, মূলা, থোড় দেহ' কড়ি-বিনে।
দিলে, আমি কন্দল না করি তোমা'-সনে॥"১৯৭॥
মনে ভাবে শ্রীধর,—"উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন্ দিন আমারে কিলায় পাছে দড়॥১৯৮॥
মারিলেও ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি?
কড়ি বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি ॥১৯৯॥
তথাপিহ্ বলে-ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে, দিমু প্রতিদিনে॥"২০০॥
চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে,—"শুনহ, গোসাঞি!
কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাই ॥২০১॥
থোড়, কলা, মূলা, খোলা দিমু ভাল-মনে।
তবে আর কন্দল না কর' আমা'-সনে॥"২০২॥
প্রভু বোলে,—"ভাল ভাল, আর দ্বন্দ্ব নাই।
তবে থোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই॥"২০৩॥
শ্রীধরের খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
শ্রীধরের থোড়-কলা-মূলা শ্রীব্যঞ্জন ॥২০৪॥
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ-মরিচের ঝালে ॥২০৫॥
প্রভু বোলে,—"আমারে কি বাসহ, শ্রীধর!
তাহা কহিলেই আমি চলি' যাই ঘর ॥২০৬॥
শ্রীধর বোলেন,—"তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।"
প্রভু বোলে,—"না জানিলা,
আমি—গোপ-বংশ ॥২০৭॥
তুমি আমা' দেখ,—যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যেহেন গোয়াল॥"২০৮॥
হাসেন শ্রীধর শুনি' প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ ॥২০৯॥
প্রভু বোলে,—"শ্রীধর, তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা' হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥"২১০॥
শ্রীধর বোলেন,—ওহে পণ্ডিত-নিমাঞি!
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই? ২১১॥
বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য
আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে ॥"২১২॥

এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি'।
আইলেন নিজ-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২১৩॥
বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর ॥২১৪॥
দেখি' প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল হৃদয় ॥২১৫॥
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বই আর কেহ না পায় শুনিতে ॥২১৬॥
ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি' আই।
আনন্দ-মগনে মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি ॥২১৭॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' স্থির করি' মন।
অপূর্ব্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ ॥২১৮॥
যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সেইদিকে শুনিলেন বংশী মনোহর ॥২১৯॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখে,—পুত্র বসিয়াছে
বিষ্ণুর দুয়ারে ॥২২০॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ ॥২২১॥
পুত্র-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারিভিতে ॥২২২॥
গৃহে আসি' বসি' আই লাগিলা চিন্তিতে।
কি হেতু,—নিশ্চয় কিছু
না পারে করিতে ॥২২৩॥
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাই ॥২২৪॥
কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত, বাদ্য-যন্ত্র বা'য় কতশত জনে ॥২২৫॥
বহুবিধ মুখবাদ্য, নৃত্য, পদতাল।
যেন মহা-রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল ॥২২৬॥
কোনদিন দেখে সর্ব্ব-বাড়ী ঘর-দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু না দেখেন আর ॥২২৭॥
কোনদিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী-প্রায় সবে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ॥২২৮॥
কোনদিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি' পুনঃ আর নাহি পায় দরশন ॥২২৯॥
আইর এ-সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে ॥২৩০॥
আই যারে সকৃৎ করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে ॥২৩১॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী ॥২৩২॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে।
তথাপিহ চিনিতে না পারে
কোন দাসে ॥২৩৩॥
হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে ॥২৩৪॥
যখন যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, তার নাহিক সোসর ॥২৩৫॥
যুদ্ধ-লীলা-প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে তেমন ॥২৩৬॥
কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয় ॥২৩৭॥
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময় ॥২৩৮॥
এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর এখনে।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লইবে যখনে ॥২৩৯॥
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা কোথা ত্রিভুবনে?
অন্যে কি সম্ভবে তাহা?
—ব্যক্ত সর্ব্বজনে ॥২৪০॥
এইমত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম ॥২৪১॥
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
পাঁচ সাত পড়ুয়া প্রভুর চারিভিতে ॥২৪২॥

ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান ॥২৪৩॥
অধরে তাম্বূল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে,—"মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন?"২৪৪॥
ললাটে তিলক-ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্ব্ব-পাপ হরে ॥২৪৫॥
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ-সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে ॥২৪৬॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি' মাত্র তান হৈল মহা-হাস ॥২৪৭॥
তানে দেখি' প্রভু করিলেন নমস্কার।
"চিরজীবী হও" বোলে শ্রীবাস উদার ॥২৪৮॥
হাসিয়া শ্রীবাস বোলে,—"কহ দেখি, শুনি?
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি? ২৪৯॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি-কার্য্য গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও? ২৫০॥
পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? ২৫১॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত', এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥"২৫২॥
হাসি' বোলে মহাপ্রভু,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত॥"২৫৩॥
এত বলি' মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি' শিষ্য-সহিতে মিলিলা ॥২৫৪॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ ॥২৫৫॥
কোটি-মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে ॥২৫৬॥
চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নয়।
সকলঙ্ক,—তার কলা ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় ॥২৫৭॥
সর্ব্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক, তেঞি সে উপমা দূরে গেলা ॥২৫৮॥
বৃহস্পতি-উপমাও দিতে না যুয়ায়।
তেঁহো একপক্ষ,—দেবগণের সহায় ॥২৫৯॥
এ প্রভু—সবার পক্ষ, সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার ॥২৬০॥
কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নয়।
তেঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয় ॥২৬১॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয় ॥২৬২॥
এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখিয়া চিত্তে লয় ॥২৬৩॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার।
গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি' করিলা বিহার ॥২৬৪॥
সেই গোপবৃন্দ লই' সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি,—দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ ॥২৬৫॥
গঙ্গাতীরে যে-যে-জনে দেখে প্রভু-মুখ।
সেই পায় অতি-অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥২৬৬॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কানাকানি করে সর্ব্বজন ॥২৬৭॥
কেহ বোলে,—"এত তেজ মানুষের নয়।"
কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু-অংশ হয়॥"২৬৮॥
কেহ বোলে,—"বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই বুঝি,—এই কথন না নড়ে ॥২৬৯॥
রাজ-চক্রবর্ত্তী-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি-বল ॥২৭০॥
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া ॥২৭১॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয় ॥২৭২॥
প্রভু বোলে,—"তারে আমি বলি যে 'পণ্ডিত'।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥২৭৩॥
সেই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যান করিয়া আর-বার।
আমা' প্রবোধিবে,—হেন শক্তি আছে কার?"২৭৪॥

এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনঞি সবার ॥২৭৫॥
কত বা প্রভুর শিষ্য, তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই' পড়ে ঠাঞি ঠাঞি ॥২৭৬॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার।
আসিয়া প্রভুর পা'য় করে নমস্কার ॥২৭৭॥
"পণ্ডিত, আমরা পড়িবাঙ তোমা'-স্থানে।
কিছু জানি,—
হেন কৃপা করিবা আপনে ॥"২৭৮॥
"ভাল ভাল",—হাসি' প্রভু বোলেন বচন।
এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ ॥২৭৯॥
গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া ॥২৮০॥
চতুর্দ্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব-নবদ্বীপে প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥২৮১॥
সে আনন্দ যে-যে-ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন্ জন আছে,—
তা'র ভাগ্য বলিবেক?২৮২॥
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও, খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥২৮৩॥
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে!
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে! ২৮৪॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র!
সে-লীলা-স্মৃতি মোর হউক জন্ম জন্ম॥২৮৫॥
স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা।
লীলা কর',—মুই যেন ভৃত্য হঙ তথা॥২৮৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরাঙ্গস্য নগর ভ্রমণাদি-বর্ণনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ ॥১॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব-প্রতি কর, প্রভু, শুভদৃষ্টি-পাত ॥২॥
জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ ॥৩॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
বৈসেন সবার করি' বিদ্যা-গর্ব্ব-পাত ॥৪॥
যদ্যপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্ররাজ ॥৫॥
ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য ॥৬॥
যদ্যপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবার জয়।
শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেহ নাহি সয় ॥৭॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরস্পরা, সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন ॥৮॥
তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি॥৯॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সবেই যায়েন একদিকে নম্র হৈয়া ॥১০॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেইজন হয় যেন অতি বড় দাস ॥১১॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সবেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল-মতে ॥১২॥
কোনরূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সবার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে ॥১৩॥
প্রভু দেখি' স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি' সবে হয় বশ ॥১৪॥
তথাপিহ হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তানে,—হেন জন নাই॥১৫॥

তেঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত ॥১৬॥
তেঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্ব-রীতে।
তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে ॥১৭॥
হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ ॥১৮॥
হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই' ॥১৯॥
সরস্বতী-মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি' সরস্বতী করিলেক বশ ॥২০॥
বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা,—সরস্বতী জগন্মাতা ॥২১॥
ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
'ত্রিভুবন দিগ্বিয়ী' করি' বর দিলা ॥২২॥
যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
'দিগ্বিজয়ী' বর বা তাহান কোন্ শক্তি? ২৩॥
পাই' সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।
সংসার জিনিয়া বিপ্র বুলে স্থানে-স্থান ॥২৪॥
সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।
হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥২৫॥
যার কক্ষা-মাত্র নাহি বুঝে কোন-জনে।
দিগ্বিজয়ী হই' বুলে সর্ব্ব স্থানে-স্থানে ॥২৬॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিত-সমাজ যত, তার নাহি সীমা ॥২৭॥
পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই'।
সবা' জিনি' নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥২৮॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥২৯॥
"সর্ব্ব-রাজ্য-দেশ জিনি' জয়-পত্র লই'।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী ॥৩০॥
সরস্বতীর বর-পুত্র" শুনি' সর্ব্বজনে।
পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে ॥৩১॥

"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবা' জিনি' নবদ্বীপ জগতে বাখান ॥৩২॥
হেনস্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিঞা।
সংসারে এই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিঞা ॥৩৩॥
যুঝিতে বা কার শক্তি আছে তান সনে?
সরস্বতী বর যাঁরে দিলেন আপনে? ৩৪॥
সরস্বতী বক্তা যাঁর জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তান সনে?" ৩৫॥
সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য।
সবেই চিন্তেন মনে, ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥৩৬॥
চতুর্দ্দিকে সবেই করেন কোলাহল।
"বুঝিবাঙ এইবার যত বিদ্যাবল ॥" ৩৭॥
এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে ॥৩৮॥
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি'।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি' ॥৩৯॥
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, লোক, অনেক সংহতি।
সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি ॥৪০॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায় ॥" ৪১॥
শুনি' শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী ॥৪২॥
"শুন, ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥৪৩॥
যে-যে-গুণে মত্ত হই' করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥৪৪॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥৪৫॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে-যে-জন ॥৪৬॥
বুঝ দেখি, কার গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়?
সর্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয় ॥৪৭॥

এতেকে তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার ॥"৪৮॥
এত বলি' হাসি' প্রভু শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥৪৯॥
গঙ্গাজল স্পর্শ করি', গঙ্গা নমস্করি'।
বসিলেন শিষ্য-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৫০॥
অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে পরম-শোভন ॥৫১॥
ধর্ম্মকথা, শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে ॥৫২॥
কাহারে না কহি' মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাঙ কেমন প্রকারে? ৫৩॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার।
'জগতে মোহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর'॥৫৪॥
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥৫৫॥
বিপ্রেরে লাঘব করিবেক সর্ব্ব-লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব, বিপ্র মরিবেক শোকে ॥৫৬॥
দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ব্ব হৈবে ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাঙ দিগ্বিজয়ী জয় ॥"৫৭॥
এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই-স্থানে ॥৫৮॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী ॥৫৯॥
শিষ্য-সঙ্গে গঙ্গা-তীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব মনোহর ॥৬০॥
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥৬১॥
মুক্তা জিনি' শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়ামর সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর ॥৬২॥
শ্রীমস্তকে সুবলিত চাঁচর শ্রীকেশ।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥৬৩॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তঁহি অনন্ত-বিজয় ॥৬৪॥
শ্রীললাটে উর্দ্ধ-সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥৬৫॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু-মাঝে-থুই' দক্ষিণ চরণ ॥৬৬॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ ॥৬৭॥
অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥৬৮॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে,—"এই বুঝি নিমাইপণ্ডিত?"৬৯॥
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি' দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে একদৃষ্টি হই' ॥৭০॥
শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা,—"কি নাম ইহান?"
শিষ্য বোলে,—"নিমাইপণ্ডিত-খ্যাতি যান।"৭১॥
তবে গঙ্গা নমস্করি' সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥৭২॥
তানে দেখি' প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥৭৩॥
পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তাঁর ॥৭৪॥
ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তানে, সাধ্বস জন্ময় ॥৭৫॥
সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি' বিপ্রসঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে॥৭৬॥
প্রভু কহে,—"তোমার কবিত্বের নাহি সীমা।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা ॥৭৭॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন ॥"৭৮॥
শুনি' সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥৭৯॥

দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বোলে, তার কে করিবে সীমা? ৮০॥
কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গর্জ্জন।
এইমত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য-পঠন ॥৮১॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী-অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে, সে-ই হয় অত্যন্ত-প্রমাণ ॥৮২॥
মনুষ্যের শক্ত্যে তাহা দূষিবেক কে?
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি,—বুঝিবেক যে ॥৮৩॥
সহস্র-সহস্র যত প্রভু শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিঞা বর্ণন ॥৮৪॥
'রাম রাম অদ্ভুত!' স্মরেন শিষ্যগণ।
'মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন?' ৮৫॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ-অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥৮৬॥
সর্ব্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে-যে-জন।
হেন শব্দ তাঁ'-সবারও বুঝিতে বিষম ॥৮৭॥
এইমত প্রহর-খানেক দিগ্বিজয়ী।
অদ্ভুত সে পড়য়ে, তথাপি অন্ত নাই ॥৮৮॥
পড়ি' যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি' বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥৮৯॥
"তোমার যে-শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায় ॥৯০॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি, সেই সুপ্রমাণ॥"৯১॥
শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥৯২॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥৯৩॥
প্রভু বোলে,—"এ সকল শব্দ-অলঙ্কার।
শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥৯৪॥
তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি'।
বোল দেখি?" কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৯৫॥

এত বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু, বুদ্ধি গেল কহিঁ॥৯৬॥
সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।
যেই বোলে, তাই দোষে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥৯৭॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে॥৯৮॥
প্রভু বোলে,—"এ থাকুক, পড় কিছু আর।"
পড়িতেও পূর্ব্বমত শক্তি নাহি আর ॥৯৯॥
কোন্ চিত্র তাহান সম্মোহ প্রভু-স্থানে?
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে ॥১০০॥
আপনে অনন্ত, চতুর্ম্মুখ, পঞ্চানন।
যাঁ'-সবার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন ॥১০১॥
তাঁরাও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
কোন্ চিত্র,—সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে?১০২॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে যাঁ'-সবার ছায়া॥১০৩॥
তাহারা পায়েন মোহ, যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥১০৪॥
বেদকর্ত্তা শেষও মোহ পায় যাঁর স্থানে।
কোন্ চিত্র,—দিগ্বিজয়ী-মোহ বা তাহানে?১০৫॥
মনুষ্যে এ সব কার্য্য অসম্ভব বড়।
তেঞি বলি,—তাঁর সকল কার্য্য দড়॥১০৬॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকলি—নিস্তার-হেতু দুঃখিত-জীবেরে ॥১০৭॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা ॥১০৮॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥১০৯॥
"আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥১১০॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া॥"১১১॥

এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন, সেহ দুঃখ নাহি পায়॥১১২॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিয়াও সবারে তোষেন প্রভু পাছে॥১১৩॥
"চল আজি ঘরে গিয়া বসি' পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি' তাহা বলিবারে চাহ॥"১১৪॥
জিনিয়াও কারে না করেন তেজভঙ্গ।
সবেই হয়েন প্রীত,—হেন তান রঙ্গ॥১১৫॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥১১৬॥
শিষ্যগণ-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর॥১১৭॥
দুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে মনে-মনে।
"সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥১১৮॥
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।
বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন॥১১৯॥
হেন জন না দেখিলুঁ সংসার-ভিতরে।
জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে!১২০॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোরে জিনিল,—হেন বিধির ঘটন!১২১॥
সরস্বতীর বরে অন্যথা দেখি হয়।
এহো মোর চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥১২২॥
দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ?
অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ?১২৩॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।"
এত বলি' মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥১২৪॥
মন্ত্র জপি' দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা॥১২৫॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী॥১২৬॥
সরস্বতী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্রবর!
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥১২৭॥
কারো স্থানে কহ যদি এ-সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥১২৮॥
যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥১২৯॥
আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥১৩০॥

তথাহি (ভাঃ ২/৫/১৩
নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি-দুর্দ্ধিয়ঃ॥১৩১॥

'তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন', এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হন এবং যাঁহার ঐ মায়াশক্তি-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া আমাদের ন্যায় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ 'আমি', 'আমার' এইরূপ অহঙ্কার করিয়া থাকে, (সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি)।

আমি সে বলিয়ে, বিপ্র, তোমার জিহ্বায়।
তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়॥১৩২॥
আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্।
সহস্র-বদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥১৩৩॥
অজ-ভব-আদি যাঁর উপাসনা করে।
হেন 'শেষ' মোহ মানে যাঁহার গোচরে॥১৩৪॥
পরব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, অখণ্ড, অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই' বৈসে সবার হৃদয়॥১৩৫॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শুভ-অশুভাদি যত।
দৃশ্যাদৃশ্য,—তোমারে বা কহিবাঙ কত॥১৩৬॥
সকল প্রলয় (প্রবর্ত্ত) হয়, শুন, যাঁহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥১৩৭॥
আব্রহ্মাদি যত, দেখ, সুখ-দুঃখ পায়।
সকল, জানিহ, বিপ্র, ইহান আজ্ঞায়॥১৩৮॥

মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত, শুন, অবতার।
এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর ॥১৩৯॥
এই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা।
এই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা ॥১৪০॥
এই সে বামন-রূপে বলির জীবন।
যাঁর পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥১৪১॥
এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায় ॥১৪২॥
উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী ॥১৪৩॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার?
জানাইলে জানয়ে, অন্যথা শক্তি কার? ১৪৪॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ী-পদ-ফল না হয় তাহার ॥১৪৫॥
মন্ত্রে যে ফল, তাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥১৪৬॥
যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহান চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে ॥১৪৭॥
স্বপ্ন-হেন না মানিহ এ-সব বচন।
মন্ত্র-বশে কহিলাঙ বেদ-সঙ্গোপন ॥"১৪৮॥
এত বলি' সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান্ ॥১৪৯॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষঃকালে প্রভুস্থানে ॥১৫০॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা ॥১৫১॥
প্রভু বোলে,—"কেনে ভাই, একি ব্যবহার?"
বিপ্র বোলে,—"কৃপা-দৃষ্টি যেহেন তোমার॥"১৫২॥
প্রভু বোলে,—"দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর' কেনে?"১৫৩॥
দিগ্বিজয়ী বোলেন,—"শুনহ, বিপ্ররাজ!
তোমা' ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাজ ॥১৫৪॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন? ১৫৫॥
তখনি মোর চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে, মোর বাক্য না স্ফুরয় ॥১৫৬॥
তুমি যে অগর্ব্ব প্রভু,—সর্ব্ববেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিলুঁ, অন্যথা কভু নহে ॥১৫৭॥
তিনবার আমারে করিলা পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলা গৌরব ॥১৫৮॥
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়?
অতএব, তুমি—নারায়ণ সুনিশ্চয় ॥১৫৯॥
গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, কাশী-আদি করি'।
গুজরাত, বিজয়-নগর, কাঞ্চীপুরী ॥১৬০॥
অঙ্গ, বঙ্গ, তৈলঙ্গ, ওড্র, দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥১৬১॥
দূষিবে আমার বাক্য,—সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে ॥১৬২॥
হেন আমি তোমা'-স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু, সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে? ১৬৩॥
এই কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
'সরস্বতী পতি তুমি',—দেবী মোরে কহে॥১৬৪॥
বড়-শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা' দেখিলাঙ ডুবিয়া যে ভব-কূপে॥১৬৫॥
অবিদ্যা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি' তত্ত্ব আপনা' বঞ্চিয়া ॥১৬৬॥
দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
এবে কৃপা-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে॥১৬৭॥
পর-উপকার-ধর্ম্ম—স্বভাব তোমার।
তোমা'-বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর ॥১৬৮॥
হেন উপদেশ মোরে কহ, মহাশয়!
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয় ॥"১৬৯॥
এইমত কাকুবাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি-নম্র হৈয়া ॥১৭০॥

শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥১৭১॥
"শুন, দ্বিজবর, তুমি—মহা-ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥১৭২॥
'দিগ্বিজয় করিব',—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥১৭৩॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥১৭৪॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি' ॥১৭৫॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র, সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল ॥১৭৬॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥১৭৭॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়' ॥১৭৮॥
মহা-উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে'॥"১৭৯॥
এত বলি' মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥১৮০॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন ॥১৮১॥
প্রভু বোলে,—"বিপ্র, সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি' ॥১৮২॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাঁহা'-প্রতি ॥১৮৩॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥"১৮৪॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥১৮৫॥
পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই' চলিলা ব্রাহ্মণ ॥১৮৬॥

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥১৮৭॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র ॥১৮৮॥
হস্তী, ঘোড়া, দোলা, ধন, যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার ॥১৮৯॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেনমত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ ॥১৯০॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥১৯১॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্যপদ ছাড়ি' যাঁর অরণ্যে বিলাস ॥১৯২॥
যে-বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥১৯৩॥
তাবৎ রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি' মানে।
ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানে ॥১৯৪॥
রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ-সুখো 'অল্প' মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥১৯৫॥
ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে ॥১৯৬॥
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌরসুন্দরের অদ্ভুত কথন ॥১৯৭॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া-নগরে ॥১৯৮॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
"নিমাই-পণ্ডিত হয় মহা-বিদ্যাবান্ ॥১৯৯॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিলা যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই॥২০০॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাই-পণ্ডিত।
এবে সে তাহান বিদ্যা হইল বিদিত ॥"২০১॥
কেহ বোলে,—"এ ব্রাহ্মণ যদি ন্যায় পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে ॥"২০২॥

কেহ কেহ বোলে,—"ভাই, মিলি' সর্ব্বজনে।
'বাদিসিংহ' বলি' পদবী দিব তানে ॥২০৩॥
হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই ॥২০৪॥
এইমত সর্ব্ব-নবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সংকীর্ত্তি সবে ঘোষে সর্ব্বগণে ॥২০৫॥
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ-সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার ॥২০৬॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয় ॥২০৭॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অনুচর ॥২০৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২০৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-পরাজয়ো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥১॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণ-ধন ॥২॥
জয় জয় সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্ব্বজীবে ত্রাণ ॥৩॥
আদিখণ্ডকথা, ভাই, শুন একমনে।
বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে ॥৪॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লই' শিষ্যগণ ॥৫॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে প্রতি-নগরে নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যারসে ক্রীড়া করে ॥৬॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি।
'নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি' ॥৭॥
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে ॥৮॥
প্রভু দেখি' মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাহি,—যে না হয় বশ ॥৯॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে।
ভোজ্য-বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥১০॥
প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥১১॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ॥১২॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে ॥১৩॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ ॥১৪॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥১৫॥
ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে।
'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে?' ১৬॥
চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি' দেয় সেইক্ষণে ॥১৭॥
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে ॥১৮॥
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥১৯॥
এইমত যতেক অতিথি আসি' হয়।
সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ॥২০॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম ॥২১॥

গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে ॥২২॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥২৩॥

তথাহি (মনুসংহিতায়াং ৩/১০, হিতোপদেশে চ)—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥২৪॥

(অতিথি-পরায়ণ) ধার্ম্মিকব্যক্তিগণের গৃহে (দারিদ্র্যাদি-নিবন্ধন অন্নাদির অভাব হইতে পারে, কিন্তু আতিথ্য-বিধানার্থ) আসনের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদ-প্রক্ষালনাদির জন্য জল এবং শ্রুতি-মধুর সুমধুর বাক্য,—এসকল বস্তুর কখনও অভাব হয় না।

সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার।
তথাপি আতিথ্য-শূন্য না হয় তাহার ॥২৫॥
অকৈতবে চিত্ত সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি' ॥"২৬॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥২৭॥
সেই সব অতিথি—পরম-ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান ॥২৮॥
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত, তাহা খায় যে-তে জন ॥২৯॥
কেহ কেহ ইতোমধ্যে কহে অন্য কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্যে না হয় সর্ব্বথা ॥৩০॥
ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি করি'।
সুর-সিদ্ধ-আদি যত স্বচ্ছন্দ-বিহারী ॥৩১॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি' সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥৩২॥
অন্যথা সে-স্থানে যাইবার শক্তি কার?
ব্রহ্মা-আদি বিনা কি সে অন্ন পায় আর?"৩৩॥
কেহ বলে,—"দুঃখিতে তারিতে অবতার।
সর্ব্বমতে দুঃখিতেরে করেন নিস্তার ॥৩৪॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যার অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
সর্ব্বথা তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ ॥৩৫॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
'ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে' ॥৩৬॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥"৩৭॥
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন ॥৩৮॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ-বিশেষে বাড়ে অতি ॥৩৯॥
ঊষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব,—এই তাঁর ধর্ম্ম ॥৪০॥
দেব-গৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী।
শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥৪১॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।
ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল ॥৪২॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোঽধিক শচীর সেবায় তাঁর মন ॥৪৩॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অন্তর ॥৪৪॥
কোনদিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ ॥৪৫॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে।
মহাজ্যোতির্ম্ময়ে অগ্নিপুঞ্জশিখা জ্বলে ॥৪৬॥
কোনদিন মহা-পদ্মগন্ধ শচী আই।
ঘরে-দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন, অন্ত নাই ॥৪৭॥
হেনমতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে ॥৪৮॥

তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥৪৯॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
"কতদিন প্রবাস করিব, মাতা, আমি॥"৫০॥
লক্ষ্মী-প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
"মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর ॥"৫১॥
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥৫২॥
যে যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥৫৩॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বলে,—"হেনপুত্র যার।
ধন্য তার জন্ম, তার পায়ে নমস্কার ॥৫৪॥
যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥"৫৫॥
এইমত পথে দেখে যত স্ত্রী-পুরুষে।
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে॥৫৬॥
দেবেও করেন কাম্য যে-প্রভু দেখিতে।
যে-তে-জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে॥৫৭॥
হেনমতে গৌরসুন্দর ধীরে-ধীরে।
কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥৫৮॥
পদ্মাবতী-নদীর তরঙ্গ-শোভা অতি।
উত্তম পুলিন,—যেন উপবন তথি ॥৫৯॥
দেখি' পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতূহলে।
গণ-সহ স্নান করিলেন তার জলে ॥৬০॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈল সর্ব্বলোক পবিত্র করিতে ॥৬১॥
পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর ॥৬২॥
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
সেইস্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥৬৩॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ-সহিত পরম-কুতূহলে ॥৬৪॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি ॥৬৫॥
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ ॥৬৬॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি' সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥৬৭॥
"নিমাই-পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন";—সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি॥৬৮॥
ভাগ্যবন্ত যত আছে, সকল-ব্রাহ্মণ।
উপায়ন-হস্তে আইলেন সেইক্ষণ ॥৬৯॥
সবে আসি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি' পরিহার ॥৭০॥
"আমা'-সবাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি' হৈল এ-দেশেতে॥৭১॥
অর্থ-বৃত্তি লই' সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ॥৭২॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা'-সবার দুয়ারে ॥৭৩॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥৭৪॥
বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি,—হেন মনে লয় ॥৭৫॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু,—লয় চিত্ত-বিত্ত ॥৭৬॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যা দান কর' কিছু আমা'-সবাকারে ॥৭৭॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই' পড়ি, পড়াই শুনহ, দ্বিজমণি! ৭৮॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা'-সবাকারে।
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল-সংসারে॥"৭৯॥
হাসি' প্রভু সবা'-প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কতদিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস ॥৮০॥

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব্ব-বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥৮১॥
মধ্যে-মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥৮২॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে ॥৮৩॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ' ॥৮৪॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার? ৮৫॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥৮৬॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন 'শিয়াল' ॥৮৭॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে সেই ছার শোচ্যতর ॥৮৮॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি 'সত্য' করি'।
"অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৮৯॥
যাঁর নাম-স্মরণেই সমস্ত বন্ধ-ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয় ॥৯০॥
সকল-ভুবনে, দেখ, যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায় ॥"৯১॥
হেনমতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ॥৯২॥
মহা-বিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু বুলিলেন রঙ্গে ॥৯৩॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি,—কি পড়য়ে কোন্ ঠাঞি ॥৯৪॥
শুনি' সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
'নিমাইপণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া' ॥৯৫॥
হেন কৃপা-দৃষ্টে প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান্ ॥৯৬॥
কত শতশত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥৯৭॥
এইমতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥৯৮॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥৯৯॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥১০০॥
নামে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥১০১॥
একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥১০২॥
ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥১০৩॥
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলক্ষিতে ॥১০৪॥
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয় ॥১০৫॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাষ্ঠ দ্রব্যে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে ॥১০৬॥
সে-সকল দুঃখ-রস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাঙ সূত্রমতে ॥১০৭॥
সাধুগণ শুনি' বড় হইলা দুঃখিত।
সবে আসি' কার্য্য করিলেন যথোচিত ॥১০৮॥
ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে ॥১০৯॥
'তবে গৃহে প্রভু আসিবেন',—হেন শুনি'।
যার যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি' ॥১১০॥
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল, বহুপ্রকার বসন ॥১১১॥
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দিলেন প্রভুরে ॥১১২॥

প্রভুও সবার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করি'।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১১৩॥
সন্তোষে সবার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥১১৪॥
অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে ॥১১৫॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি-সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥১১৬॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যাঁরে ॥১১৭॥
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রি-দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে ॥১১৮॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিলা দ্বিজ নিজ-ভাগ্যবশে ॥১১৯॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥১২০॥
"শুন, শুন, ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর!
চিন্তা না করিহ আর, মন কর' স্থির ॥১২১॥
নিমাইপণ্ডিত-পাশ করহ গমন।
তেঁহো কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন ॥১২২॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো—নর-নারায়ণ।
নর-রূপে লীলা তার জগৎ-কারণ ॥১২৩॥
বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥"১২৪॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব, ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥১২৫॥
'অহো ভাগ্য' মানি' পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া ॥১২৬॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ-সহিত পরম-মনোহর ॥১২৭॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥১২৮॥

বিপ্র বোলে,—"আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর' মোর সংসার মোচন ॥১২৯॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা'-প্রতি কহিবা আপনি ॥১৩০॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়!"১৩১॥
প্রভু বোলে,—"বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা ॥১৩২॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥১৩৩॥
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥১৩৪॥

তথাহি (গীতায়াং ৪/৮)—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥১৩৫॥*

তথাহি (ভাঃ ১০/৮/১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥১৩৬॥

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে-যুগে শ্রী-মূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক শুক্ল, রক্ত ও পীত, এই বর্ণত্রয় ধারণ করিয়াছেন; অধুনা এই দ্বাপর-যুগের শেষাংশে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন (অতএব ইঁহার কৃষ্ণনামকরণ সম্পাদিত হউক)। অথবা, প্রতিযুগে অব-তরণকারী তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে যদিও শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ এবং অন্যান্য দ্বাপর-যুগে শুকপক্ষীয় ন্যায় বর্ণ প্রকটিত হইয়া-ছিল, তথাপি সেই শুক্ল, রক্ত, পীত এবং তদুপলক্ষণে অন্য যাবতীয় প্রাভব-বৈভব-প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাত্ম-যুগ-মন্বন্তরাদি সমস্ত অবতারই সম্প্রতি কৃষ্ণত্ব

*আদি, ২য় অঃ ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপর-তত্ত্ব ভগবান্।

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥১৩৭॥

তথাহি (ভাঃ ১২/৩/৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥১৩৮॥

সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং দ্বাপর-যুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনে যে হরিতোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তনপ্রভাবে সেই সমস্ত ফল-লাভ হয়।

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥১৩৯॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥১৪০॥
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥১৪১॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥১৪২॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥১৪৩॥

তথাহি (বৃহন্নারদীয়ে)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥১৪৪॥

কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই সার। কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই-ই, নাই-ই নাই-ই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥১৪৫॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥১৪৬॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥"১৪৭॥
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি' বিপ্রবর।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর ॥১৪৮॥
মিশ্র কহে,—"আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি।"
প্রভু কহে,—"তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী॥১৪৯॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিমু সকলতত্ত্ব সাধ্য-সাধন ॥"১৫০॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ॥১৫১॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দ-সুখ পাইলা ব্রাহ্মণ তখন ॥১৫২॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ॥১৫৩॥
শুনি' প্রভু কহে,—"সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ-সব চরিত ॥"১৫৪॥
পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ-লগ্ন পাঞা ॥১৫৫॥
হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি'।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১৫৬॥
ব্যবহারে অর্থ-বৃত্তি অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥১৫৭॥
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বৃত্তি সকল দিলেন তান স্থানে ॥১৫৮॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে ॥১৫৯॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা, লঞা সর্ব্ব-পরিজন॥১৬০॥

শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্বগণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহুমতে ॥১৬১॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি' জলখেলা।
স্নান করি' গঙ্গা দেখি' গৃহেতে আইলা ॥১৬২॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি'।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥১৬৩॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া ॥১৬৪॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিভিতে ॥১৬৫॥
সবার সহিত প্রভু হাস্য-কথা-রঙ্গে।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে ॥১৬৬॥
বঙ্গদেশী-বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া-হাসিয়া ॥১৬৭॥
দুঃখরস হইবেক জানি' আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন ॥১৬৮॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেল, যার যে ভবন ॥১৬৯॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল চর্ব্বণ।
নানা-হাস্য-পরিহাস করেন কথন ॥১৭০॥
শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই' ঘরে।
কাছে না আইসেন পুত্রের গোচরে ॥১৭১॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।
দুঃখিত-বদনা প্রভু জননীরে দেখে ॥১৭২॥
জননীরে বলে প্রভু মধুর বচন।
"দুঃখিতা তোমারে, মাতা, দেখি কি-কারণ? ১৭৩॥
কুশলে আইনু আমি দূর-দেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল-মতে ॥১৭৪॥
আর তোমা' দেখি অতি-দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি, মাতা, ইহার কারণ?" ১৭৫॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধোমুখে।
কান্দে মাত্র, উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥১৭৬॥
প্রভু বোলে,—"মাতা, আমি জানিনু সকল।
তোমার বধূর কিছু বুঝি অমঙ্গল?"১৭৭॥
তবে সবে কহিলেন,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥"১৭৮॥
পত্নীর বিজয় শুনি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেঁট মাথা করি' ॥১৭৯॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই' রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার ॥১৮০॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজে ধীর-চিত্ত হৈয়া॥১৮১॥

তথাহি (ভাঃ ৮/১৬/১৯)—

কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥১৮২॥

এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র, বান্ধব? অর্থাৎ কেহই কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধযুক্ত নহে, পরন্তু স্বরূপ-বিস্মৃতিজনিত মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানই ঐরূপ প্রতীতির কারণ।

প্রভু বোলে,—"মাতা, দুঃখ ভাব' কি-কারণে?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে?১৮৩॥
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥১৮৪॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার।
সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর? ১৮৫॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়? ১৮৬॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী?" ১৮৭॥
এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া ॥১৮৮॥

শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন।
সবার হইল সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন ॥১৮৯॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি' ॥১৯০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৯১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-
বিজয়ো লক্ষ্মীদেবী-তিরোধানং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥১॥
গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥২॥
হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে, কারে না করে প্রকাশে ॥৩॥
সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি' ঊষঃকালে।
নমস্করি' জননীরে পড়াইতে চলে ॥৪॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
পুরুষোত্তমদাস হয় যাঁহার তনয় ॥৫॥
প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥৬॥
চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥৭॥
ইতোমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে ॥৮॥
ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥৯॥
হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি' বিনে ॥১০॥
প্রভু বলে,—"কেনে ভাই, কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার? ১১॥
'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান-সদৃশ'—বেদে বলে ॥১২॥
বুঝিলাঙ,—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি, ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥১৩॥
চল, সন্ধ্যা কর' গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার ॥"১৪॥
এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥১৫॥
এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি,—যারে না চালেন নানারূপে ॥১৬॥
সবে পর-স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি' দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥১৭॥
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি' শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥১৮॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে,—"অয় অয়।
তুমি কোন্-দেশী, তাহা কহ ত' নিশ্চয়? ১৯॥
পিতা-মাতা-আদি করি' যতেক তোমার।
কহ দেখি,—শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার? ২০॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর,—কোন্ যুক্তি ইথে হয়?"২১॥
যত যত বলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সে-দেশী-বচনে ॥২২॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥২৩॥
মহা-ক্রোধে কেহ লই' যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥২৪॥
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিক্‌দার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেওয়ানে ॥২৫॥
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেইক্ষণে ॥২৬॥

কোন দিন থাকি' কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়ন ডরে ॥২৭॥
এইমত চাপল্য করেন সবা'-সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥২৮॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে ॥২৯॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥৩০॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে ॥৩১॥
হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে ॥৩২॥
চতুর্দ্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী ॥৩৩॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষপ্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে ॥৩৪॥
উষঃকাল হৈতে দুইপ্রহর-অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি ॥৩৫॥
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ॥৩৬॥
অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া ॥৩৭॥
হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥৩৮॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥৩৯॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম ॥৪০॥
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত ॥৪১॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত', সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥৪২॥
ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ ॥৪৩॥
তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা ॥৪৪॥
শচীদেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে।
এই কন্যা পুত্রযোগ্যা,—বুঝিলেন মনে ॥৪৫॥
শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বিনে নাহি আন ॥৪৬॥
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি-দিনে দিনে।
নম্র হই' নমস্কার করেন চরণে ॥৪৭॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥"৪৮॥
গঙ্গস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥"৪৯॥
রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে ॥৫০॥
দৈবে শচী কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে আনি'।
বলিলেন তাঁরে,—"বাপ, শুন এক বাণী ॥৫১॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ,—ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা দান ॥"৫২॥
কাশীনাথপণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি' রাজপণ্ডিত-ভবনে ॥৫৩॥
কাশীনাথে দেখি' রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি' দিলেন সম্ভ্রমে ॥৫৪॥
পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা, ভাই?" জিজ্ঞাসে পণ্ডিত ॥৫৫॥
কাশীনাথ বলেন,—"আছয়ে এক কথা।
চিত্ত লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা ॥৫৬॥
বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥৫৭॥

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী ॥৫৮॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞিপণ্ডিত ॥"৫৯॥
শুনি' বিপ্রপত্নী-আদি আপ্তবর্গ-সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, দেখি, কে কি কহে॥৬০॥
সবে বলিলেন,—"আর কি কার্য্য বিচারে?
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে ॥"৬১॥
তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥৬২॥
"বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা,—বিপ্র, ইথে নাহি আন॥৬৩॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব-বংশের আমার।
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইবে কন্যার ॥৬৪॥
চল তুমি, তথা যাই' কহ সর্ব্ব-কথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইলুঁ, করিব সর্ব্বথা ॥"৬৫॥
শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি' শচীর গোচর ॥৬৬॥
কার্য্যসিদ্ধি শুনি' আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্‌যোগ তবে করিতে লাগিলা ॥৬৭॥
প্রভুর বিবাহ শুনি' সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥৬৮॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত-মহাশয়।
"মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥"৬৯॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে,—"শুন, সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই?"৭০॥
বুদ্ধিমন্ত-খান বলে,—"শুন, সখা ভাই!
বামনিঞা সজ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥৭১॥
এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥"৭২॥
তবে সবে মিলি' শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে ॥৭৩॥
বড়-বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া ॥৭৪॥
পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার ॥৭৫॥
সকল একত্রে আনি' করি' সমুচ্চয়।
সর্ব্বভূমি করিলেন আলিপনাময় ॥৭৬॥
যতেক বৈষ্ণব, আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন ॥৭৭॥
সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে।
"অধিবাসে গুয়া আসি' খাইবা বিকালে॥"৭৮॥
অপরাহ্ণ কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি' করিতে লাগিল বাজনিয়া ॥৭৯॥
মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল ॥৮০॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার ॥৮১॥
বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি' বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুল-মণি॥৮২॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী ॥৮৩॥
তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, দিব্য-মালা।
ব্রাহ্মণগণের সবে দিবারে আনিলা॥৮৪॥
শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
একবাটা তাম্বূল সে দেন একো জনে ॥৮৫॥
বিপ্রকুল নদীয়া,—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই॥৮৬॥
তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে ॥৮৭॥
আরবার আসি' মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক, মালা নিয়া নিয়া চলে ॥৮৮॥
সবেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে?
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥৮৯॥

"সবারে চন্দন-মালা দেহ' তিন-বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছা যাহার॥"৯০॥
একবার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥৯১॥
পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি' নিলে॥৯২॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
'তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা॥'৯৩॥
তিনবার পাই' সবে হরষিত-মন।
শাঠ্য করি' আর নাহি লয় কোন জন॥৯৪॥
এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে।
হইলা অনন্ত, মর্ম্ম কেহ নাহি জানে॥৯৫॥
মনুষ্যে পাইল যত, সে থাকুক দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত, দিতে মনুষ্যেরে॥৯৬॥
সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তান পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥৯৭॥
সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে,—"ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥৯৮॥
লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥৯৯॥
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া-পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে দান॥"১০০॥
তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া॥১০১॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি' নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে॥১০২॥
বেদবিধিপূর্ব্বক পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরের গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥১০৩॥
ততক্ষণে মহা-জয়জয় হরি ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী॥১০৪॥
পতিব্রতাগণে দেয় জয়জয়কার।
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ অবতার॥১০৫॥

হেনমতে করি' অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন-বিপ্ররাজ॥১০৬॥
এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে॥১০৭॥
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে॥১০৮॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র ভগবান্॥১০৯॥
তবে শেষে সর্ব্ব-আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ-কর্ম্মাদি করিতে॥১১০॥
বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিকে জয়জয় উঠিল মঙ্গল॥১১১॥
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥১১২॥
চতুর্দ্দিকে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলী রোপিয়া বান্ধিলেন আম্র-শাখা॥১১৩॥
তবে আই পতিব্রতাগণ লই' সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥১১৪॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে॥১১৫॥
ষষ্ঠী পূজি' তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে॥১১৬॥
তবে খই, কলা, তৈল, তাম্বূল, সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥১১৭॥
ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ-সাত॥১১৮॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব-নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে॥১১৯॥
এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥১২০॥
শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি' মহানন্দে ভাসে॥১২১॥

সর্ব্ব-বিধিকর্ম্ম করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥১২২॥
তবে সব-ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য-বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম-নম্র হৈয়া ॥১২৩॥
যে যেমত পাত্র, যার যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সবারে সম্মান ॥১২৪॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি' বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥১২৫॥
অপরাহ্ন বেলা আসি' লাগিল হইতে।
সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে ॥১২৬॥
চন্দনে লেপিত করি' সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ ॥১২৭॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি' ললাটে চন্দন।
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন ॥১২৮॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধিমালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥১২৯॥
দিব্য সূক্ষ্মপীতবস্ত্র, ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥১৩০॥
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ ॥১৩১॥
সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে দোলে।
নানা-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে ॥১৩২॥
এইমত যে-যে-শোভা করে যে-যে-অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে ॥১৩৩॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি' যত নর-নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা' পাসরি' ॥১৩৪॥
প্রহরেক বেলা আছে, হেনই সময়।
সবেই বলেন,—"শুভ করাহ বিজয় ॥১৩৫॥
প্রহরেক সর্ব্ব-নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা-গৃহে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥"১৩৬॥
তবে দিব্য দোলা করি' বুদ্ধিমন্ত-খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥১৩৭॥
বাদ্য-গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল ॥১৩৮॥
ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্বদিকে হইল আনন্দ-অবতার ॥১৩৯॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি'।
বিপ্রগণে নমস্করি' বহু মান্য করি' ॥১৪০॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয়-জয় ॥১৪১॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভধ্বনি বিনা কোনদিকে নাহি আর ॥১৪২॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে ॥১৪৩॥
সহস্র-সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥১৪৪॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমান্ত-খাঁর।
চলিলা দুইসারি হই' যত পাটোয়ার ॥১৪৫॥
নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে ॥১৪৬॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি' যায় ॥১৪৭॥
জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল ॥১৪৮॥
বরঙ্গ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী-বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে,—বাদ্যভাণ্ড বাজি' যায় কত? ১৪৯॥
লক্ষ-লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি' হাসেন ঈশ্বরে ॥১৫০॥
সে মহা-কৌতুক দেখি' শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি' নাচি' যায় ॥১৫১॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন ॥১৫২॥
তবে পুষ্পবৃষ্টি করি' গঙ্গা নমস্করি'।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরী ॥১৫৩॥

দেখি' অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্ব্বলোক-চিত্তে মহা পায় চমৎকার ॥১৫৪॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" —লোকে বলে।
"এমত সমৃদ্ধি নাহি দেখি কোন-কালে॥"১৫৫॥
এইমত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি' সুকৃতি নদীয়া॥১৫৬॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেইসব বিপ্র সবে বিমরিষ করে ॥১৫৭॥
"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমতে?"১৫৮॥
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার ॥১৫৯॥
এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে-নগরে।
ভ্রমেন কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপপুরে ॥১৬০॥
গোধূলী-সময় আসি' প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে ॥১৬১॥
মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ॥১৬২॥
পরম-সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হইতে কোলে করি' বসাইলা লৈয়া॥১৬৩॥
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥১৬৪॥
তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥১৬৫॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার।
যথা-বিধি দিয়া কৈলা বরণ-ব্যভার ॥১৬৬॥
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি' লাগিলা করিতে॥১৬৭॥
ধান্য-দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে ॥১৬৮॥
খই কড়ি ফেলি' করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি' লোকাচার ॥১৬৯॥

তবে সর্ব্ব-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া॥১৭০॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে।
প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥১৭১॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি' লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে ॥১৭২॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥১৭৩॥
তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ॥১৭৪॥
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি ॥১৭৫॥
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥১৭৬॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥১৭৭॥
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা ইহ মহা-কুতূহলী ॥১৭৮॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিতরূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥১৭৯॥
আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি' বর-কন্যা তোলে হর্ষ মনে॥১৮০॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি' হাসি' প্রভুরে বোলয় সর্ব্বজনে॥১৮১॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি' সর্ব্বলোক ভাসে পরানন্দ-সুখে॥১৮২॥
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে॥১৮৩॥
মুখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয়-ধ্বনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে পশিলেক,—হেন শুনি॥১৮৪॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে ॥১৮৫॥

তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে ॥১৮৬॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় যথা-বিধিমতে।
ক্রিয়া করি' লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে ॥১৮৭॥
বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা ॥১৮৮॥
তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥১৮৯॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে ॥১৯০॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি' বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে ॥১৯১॥
বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই' বসিলেন শেষে ॥১৯২॥
ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে ॥১৯৩॥
সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে? ১৯৪॥
নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্ব্বে তাঁরা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত ॥১৯৫॥
সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ ॥১৯৬॥
তবে রাত্রি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্বভুবনের সার ॥১৯৭॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য, গীত, নৃত্য হৈতে লাগিল বিশাল ॥১৯৮॥
চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণ জয়কার লাগিলেন দিতে ॥১৯৯॥
বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে ॥২০০॥
ঢাক, পটহ, সানাঞি, বড়ঙ্গ, করতাল।
অন্যোহন্যে বাদ করি' বাজায় বিশাল ॥২০১॥

তবে প্রভু নমস্করি' সর্ব্ব-মান্যগণ।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ ॥২০২॥
'হরি হরি' বলি' সবে করি' জয়ধ্বনি।
চলিলেন লৈয়া তবে দ্বিজ-কুলমণি ॥২০৩॥
পথে যত লোক দেখে, চলিয়া আসিতে।
'ধন্যধন্য' সবেই প্রশংসে বহুমতে ॥২০৪॥
স্ত্রীগণ দেখিয়া বলে,—"এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্ব্বতী॥" ২০৫॥
কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হর-গৌরী।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥" ২০৬॥
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥" ২০৭॥
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বলে যত সুকৃতি-বনিতা ॥২০৮॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার ॥২০৯॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে ॥২১০॥
নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইলেন সর্ব্ব-পথে ॥২১১॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে ॥২১২॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥২১৩॥
গৃহে আসি' বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন ॥২১৪॥
কি আনন্দ হৈল, সে অকথ্য কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন? ২১৫॥
যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥২১৬॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞি তান নাম—'দয়াময়' 'দীননাথ' ॥২১৭॥

তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুকগণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সবারে ॥২১৮॥
বিপ্রগণে, আপ্তগণে, সবারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে ॥২১৯॥
বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন ॥২২০॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ ॥২২১॥
দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে,—হেন আছে? ২২২॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা ধরি' শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে ॥২২৩॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে, যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে ॥২২৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২২৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শ অধ্যায়

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর ॥১॥
জয় জয় ভক্তরক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্ব্বকাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার ॥২॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥
আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।
যহিঁ গৌরাঙ্গের সর্ব্বমোহন বিহার ॥৪॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে ॥৫॥
প্রেমভক্তিপ্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার ॥৬॥
অতি পরমার্থশূন্য সকল সংসার।
তুচ্ছরস-বিষয়ে সে আদর সবার ॥৭॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-যে-জন।
তারাও না বলে, না বলায় সঙ্কীর্ত্তন ॥৮॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা'-আপনি মেলি' করেন কীর্ত্তন ॥৯॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চস্বরে ॥১০॥
আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি-কারণ?" ॥১১॥
সংসারী-সকল বলে,—"মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে ॥"১২॥
"এ-গুলার ঘর-দ্বারে ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া ॥১৩॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব-ভক্তগণে।
সম্ভাষা করেন, হেন না পায়েন জনে ॥১৪॥
শূন্য দেখি' ভক্তগণ সকল-সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥১৫॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি যাঁর বিগ্রহে প্রকাশ ॥১৬॥
এবে শুন হরিদাস-ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্ব্বথা ॥১৭॥
বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্ত্তন-প্রকাশ ॥১৮॥
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে ॥১৯॥
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই ॥২০॥

হরিদাস-ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥২১॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে॥২২॥
বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য ॥২৩॥
ক্ষণেক গোবিন্দ-নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি ॥২৪॥
কখনো করেন নৃত্য আপনা'-আপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥২৫॥
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট-অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন ॥২৬॥
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্চ্ছিত হই' থাকেন পড়িয়া ॥২৭॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাই বাখানেন উত্তম করিয়া ॥২৮॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥২৯॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে ॥৩০॥
হেন সে আনন্দ-ধারা, তিতে সর্ব্ব-অঙ্গ।
অতি-পাষণ্ডীও দেখি' পায় মহারঙ্গ ॥৩১॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মা-শিবও দেখিয়া হয়েন কুতূহলী ॥৩২॥
ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণসকল।
সবেই তাহানে দেখি' হইলা বিহ্বল ॥৩৩॥
সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস ॥৩৪॥
গঙ্গা-স্নান করি' নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি' লইয়া বুলেন সর্ব্বস্থান ॥৩৫॥
কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক তাহান সকল বিবরণে ॥৩৬॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার ॥"৩৭॥
পাপীর বচন শুনি' সেহ পাপমতি।
ধরি' আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি ॥৩৮॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয় ॥৩৯॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুকপতির আগে দিলা দরশনে ॥৪০॥
হরিদাস-ঠাকুরের শুনিঞা গমন।
হরিষে বিষাদ হৈলা যত সুসজ্জন ॥৪১॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দীঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে ॥৪২॥
"পরম-বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তানে দেখি' বন্দি-দুঃখ হইবেক ক্ষয় ॥"৪৩॥
রক্ষক-লোকেরে সবে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ একদৃষ্টি হৈয়া ॥৪৪॥
হরিদাস-ঠাকুর আইলা সেইস্থানে।
বন্দী সবে দেখি' কৃপা-দৃষ্টি হৈল মনে ॥৪৫॥
হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ প্রণতি করিয়া ॥৪৬॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-নয়ন।
সর্ব্ব-মনোহর মুখ-চন্দ্র অনুপম ॥৪৭॥
ভক্তি করি' সবে করিলেন নমস্কার।
সবার হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার ॥৪৮॥
তা'-সবার ভক্তি দেখে প্রভু-হরিদাস।
বন্দী সব দেখি' তান হৈল কৃপা-হাস ॥৪৯॥
"থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে।"
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ করি' হাসেন কৌতুকে॥৫০॥
না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দী সব হৈল কিছু বিষাদিত-মন ॥৫১॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই' হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥৫২॥

"আমি তোমা'-সবারে যে কৈলুঁ আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ ॥"৫৩॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি' ॥৫৪॥
এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা'-সবাকার মন।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ ॥৫৫॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ ॥৫৬॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥৫৭॥
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে।
সবে ইহা পাসরিবে, গেলে দুষ্ট-মেলে ॥৫৮॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥৫৯॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব 'কাল' ॥৬০॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৬১॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই,—শুন কথা-সার ॥৬২॥
'বন্দী থাক',—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি ॥'৬৩॥
ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥৬৪॥
সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা'-সবাকার ॥৬৫॥
"চিন্ত নাহি,—দিন দুই-তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিলুঁ তোমারে ॥৬৬॥
বিষয়েতে থাক, কিবা, থাক যথা-তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা ॥"৬৭॥
বন্দী সকলের করি' শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান ॥৬৮॥
অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান ॥৬৯॥
আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুলুকের পতি।
"কেনে, ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি? ৭০॥
কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন? ৭১॥
আমরা হিন্দুরে দেখি' নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড়' হই' তুমি মহা-বংশ-জাত ॥৭২॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার? ৭৩॥
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি' কল্মা উচ্চার ॥"৭৪॥
শুনি' মায়া-মোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণুমায়া" বলি' হৈল মহা-হাস ॥৭৫॥
বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥৭৬॥
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে ॥৭৭॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥৭৮॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেইমত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥৭৯॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে ॥৮০॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয় ॥৮১॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন।
লওয়াইয়াছেন চিত্তে, করি আমি তেন ॥৮২॥
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥৮৩॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম ॥৮৪॥

মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার॥"৮৫॥
হরিদাস-ঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন ॥৮৬॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা,—"শাস্তি করহ ইহারে॥৮৭॥
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবন-কুলেতে অমহিমা আনিবেক ॥৮৮॥
এতেকে ইহার শাস্তি কর' ভালমতে।
নহে বা আপন-শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥"৮৯॥
পুনঃ বলে মুলুকের পতি,—"আরে ভাই!
আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই ॥৯০॥
অন্যথা করিবে শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে, আর লঘু হৈবা কেনে॥"৯১॥
হরিদাস বলেন,—"যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥৯২॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে,—ইহা জানিহ কেবল॥৯৩॥
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"৯৪॥
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল,—"এবে কি করিবা ইহা'-প্রতি?"৯৫॥
কাজী বলে,—"বাইশ বাজারে বেড়ি' মারি'।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি' ॥৯৬॥
বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি,—জ্ঞানী-সব সাচ্চা কথা কহে॥"৯৭॥
পাইকসকলে ডাকি' তর্জ্জ করি' কহে।
"এমত মারিবি,—যেন প্রাণ নাহি রহে॥৯৮॥
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হৈলে শেষে এ পাপ হৈতে তরে॥"৯৯॥
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি' হরিদাসেরে ধরিল ॥১০০॥

বাজারে-বাজারে সব বেড়ি' দুষ্টগণে।
মারে সে নির্জ্জীব করি' মহা-ক্রোধ-মনে॥১০১॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ ॥১০২॥
দেখি' হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজনসকল দুঃখ ভাবেন অপার ॥১০৩॥
কেহ বোলে,—"উচ্ছন্ন হইবে সর্ব্বরাজ্য।
সে-নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥"১০৪॥
রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥১০৫॥
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
"কিছু দিব, অল্প করি' মারহ উহারে॥"১০৬॥
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপিগণে।
বাজারে-বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে॥১০৭॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে॥১০৮॥
অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।
কোন দুঃখ না জানিল,—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥১০৯॥
এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।
দুঃখ না জন্ময়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥১১০॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা॥১১১॥
সবে যে-সকল পাপিগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে॥১১২॥
"এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥"১১৩॥
এইমত পাপিগণ নগরে-নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥১১৪॥
দৃঢ় করি' মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনঃস্মৃতি নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥১১৫॥
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে? ১১৬॥

দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ-বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে ॥১১৭॥
মরেও না, আরো দেখি,—হাসে ক্ষণে ক্ষণে।"
"এ পুরুষ পীর বা?"—সবেই ভাবে মনে॥১১৮॥
যবনসকল বলে,—"ওহে হরিদাস!
তোমা' হৈতে আমা'-সবার হইবেক নাশ॥১১৯॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা'-সবাকার॥"১২০॥
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে তোমা'-সবার মন্দ যদি হয়॥১২১॥
তবে আমি মরি,—এই দেখ বিদ্যমান।"
এত বলি' আবিষ্ট হইলা করি' ধ্যান ॥১২২॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু-হরিদাস।
হইলেন অচেষ্ট, কোথাও নাহি শ্বাস ॥১২৩॥
দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল।
মুলুকপতির দ্বারে লৈয়া ফেলাইল ॥১২৪॥
"মাটি দেহ' নিঞা" বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে,—"তবে ত'
পাইবে ভাল-গতি ॥১২৫॥
বড় হই' যেন করিলেক নীচ-কর্ম্ম।
অতএব ইহারে যুয়ায় হেন ধর্ম্ম ॥১২৬॥
মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল,—যেন
দুঃখ পায় চিরকাল॥"১২৭॥
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে॥১২৮॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবনসকল।
বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল ॥১২৯॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি' হৈলা পরকাশ ॥১৩০॥
বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে?১৩১॥

মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিকে ঠেলে।
মহা-স্তম্ভপ্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে ॥১৩২॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু-মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হই' আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ॥১৩৩॥
কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায় ॥১৩৪॥
প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি।
সেইমত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি ॥১৩৫॥
হরিদাসে এই সব কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহান হৃদয়ে ॥১৩৬॥
রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হনূমান্।
আপনে লইলা করি' ব্রহ্মার সম্মান ॥১৩৭॥
এইমত হরিদাস যবন-প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি' করিলা স্বীকার॥১৩৮॥
"অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥"১৩৯॥
অন্যথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে?১৪০॥
হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা॥১৪১॥
সত্য সত্য হরিদাস—জগৎ-ঈশ্বর।
চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অনুচর ॥১৪২॥
হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥১৪৩॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস-মহাশয়।
তীরে আসি' উঠিলেন পরানন্দময় ॥১৪৪॥
সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৪৫॥
দেখিয়া অদ্ভুত-শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন ॥১৪৬॥
'পীর' জ্ঞান করি' সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥১৪৭॥

কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুকপতিরে চাহি' হৈল কৃপা-হাস ॥১৪৮॥
সম্ভ্রমে মুলুকপতি যুড়ি' দুই কর।
বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর ॥১৪৯॥
"সত্য সত্য জানিলাঙ,—তুমি মহা-পীর।
'এক' জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥১৫০॥
যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে ॥১৫১॥
তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এথারে।
সব দোষ, মহাশয়! ক্ষমিবা আমারে ॥১৫২॥
সকল তোমার সম,—শত্রু-মিত্র নাই।
তোমা' চিনে,—হেন জন ত্রিভুবনে নাই ॥১৫৩॥
চল তুমি, শুভ কর' আপন-ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন-গোফায় ॥১৫৪॥
আপন-ইচ্ছায় তুমি থাক যথা-তথা।
যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহ সর্ব্বথা ॥"১৫৫॥
হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি' ভুলে ॥১৫৬॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
'পীর' জ্ঞান করি' আরো পায়ে পাছে ধরে ॥১৫৭॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস ॥১৫৮॥
উচ্চ করি' হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে ॥১৫৯॥
হরিদাসে দেখি' ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥১৬০॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥১৬১॥
অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার ॥১৬২॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥১৬৩॥
স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি' চারিপাশ ॥১৬৪॥
হরিদাস বলেন,—"শুনহ বিপ্রগণ!
দুঃখ না ভাবিহ কিছু আমার কারণ ॥১৬৫॥
প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ॥১৬৬॥
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিলেন বড়-দোষ ॥১৬৭॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে ॥১৬৮॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার ॥"১৬৯॥
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্ত্তন মহারঙ্গে ॥১৭০॥
তাহানেও দুঃখ দিল যে-সব যবনে।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কতদিনে ॥১৭১॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি'।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি' ॥১৭২॥
তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন ॥১৭৩॥
মহা-নাগ বৈসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণি-মাত্রে সহিতে না পারে ॥১৭৪॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে।
যতেক আইসে, কেহ না পারে রহিতে ॥১৭৫॥
পরম-বিষের জ্বালা সবেই পায়েন।
হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন ॥১৭৬॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ববিপ্রগণে।
"হরিদাস-আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে ॥"১৭৭॥
সেই ফুলিয়ায় বৈসে মহা-বৈদ্যগণ।
তারা আসি' জানিলেক সর্পের কারণ ॥১৭৮॥
বৈদ্য বলিলেক,—"এই গোফার তলায়।
এক মহা-নাগ আছে, তাহার জ্বালায় ॥১৭৯॥

রহিতে না পারে কেহ,—কহিলুঁ নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুন অন্যাশ্রয় ॥১৮০॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়।
চল সবে কহি' গিয়া তাহান আশ্রয় ॥"১৮১॥
তবে সবে আসি' হরিদাস-ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে ॥১৮২॥
"মহা-নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে ॥১৮৩॥
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি' তুমি করহ আশ্রয় ॥"১৮৪॥
হরিদাস বলেন,—"অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালা-বিষ এ গোফায় নাহি বাসি ॥১৮৫॥
সবে দুঃখ,—তোমরা যে না পার' সহিতে।
এতেকে চলিমু কালি আমি যে-সে-ভিতে ॥১৮৬॥
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তেঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয় ॥১৮৭॥
তবে-আমি কালি ছাড়ি' যাইমু সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি, তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা ॥"১৮৮॥
এইমত কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-কীর্ত্তনে।
থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে ॥১৮৯॥
'হরিদাস ছাড়িবেন' শুনিঞা বচন।
মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইক্ষণ ॥১৯০॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি' সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সবেই দেখেন,—চলিলেন অন্য-দেশে ॥১৯১॥
পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল বর্ণ—পরম-সুন্দর ॥১৯২॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক-উপরে।
দেখি' ভয়ে বিপ্রগণ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরে ॥১৯৩॥
সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥১৯৪॥
দেখি' হরিদাস ঠাকুরের মহা-শক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি ॥১৯৫॥

হরিদাস-ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।
যাঁর বাক্যমাত্রে স্থান ছাড়িলেক নাগ ॥১৯৬॥
যাঁর দৃষ্টিমাত্রে ছাড়ে অবিদ্যা-বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন ॥১৯৭॥
আর এক, শুন, তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজ যে কহিলা মহিমা তাহান ॥১৯৮॥
একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥১৯৯॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত—তার মন্ত্র ঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি' সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে ॥২০০॥
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ ॥২০১॥
মনুষ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে ॥২০২॥
কালিয়দহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চ-স্বরে ॥২০৩॥
শুনি' নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' কোথা নাহি শ্বাস ॥২০৪॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥২০৫॥
হরিদাস-ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
একভিত হই' ডঙ্ক রহিলেন গিয়া ॥২০৬॥
গড়াগড়ি' যায়েন ঠাকুর-হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ ॥২০৭॥
রোদন করেন হরিদাস-মহাশয়।
শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তন্ময় ॥২০৮॥
হরিদাসে বেড়ি' সবে গায়েন হরিষে।
যোড়-হস্তে রহি' ডঙ্ক দেখে একপাশে ॥২০৯॥
ক্ষণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি' ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ ॥২১০॥
হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ ॥২১১॥

যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবেই লেপেন অঙ্গে হই' কুতূহলী ॥২১২॥
আর এক ঢঙ্গ-বিপ্র থাকি' সেইখানে।
"মুঞিও নাচিমু আজি"
—গণে মনে-মনে ॥২১৩॥
"বঝিলাঙ,—নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম-ভক্তি করে॥"২১৪॥
এত ভাবি' সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িল যেহেন মহা-অচেষ্ট হইয়া ॥২১৫॥
যেই-মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা-ক্রোধ-মনে॥২১৬॥
আশে-পাশে ঘাড়ে-মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর ॥২১৭॥
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া ॥২১৮॥
তবে ডঙ্ক নিজ-সুখে নাচিলা বিস্তর।
সবার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর ॥২১৯॥
যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে।
"কহ দেখি,—এ-বিপ্রেরে
মারিলা বা কেনে? ২২০॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে।
রহিলা,—এ সব কথা কহ ত' আপনে?"২২১॥
তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব ॥২২২॥
"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা,—এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য, তবু কহিমু অবশ্য ॥২২৩॥
হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥২২৪॥
তাহা দেখি' ও-ব্রাহ্মণ ঢাঙ্গাতি করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥২২৫॥
আমার নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
মাৎসর্য্য-বুদ্ধ্যে কোন্ জনে শক্তি ধরে? ২২৬॥
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি' করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে ॥২২৭॥
'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।'
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে ॥২২৮॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥২২৯॥
এই যে দেখিলা,—নাচিলেন হরিদাস।
ও-নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধ হয় নাশ ॥২৩০॥
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও-নৃত্য-দর্শনে ॥২৩১॥
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস' নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান ॥২৩২॥
সর্ব্বভূতবৎসল, সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতারী ॥২৩৩॥
উঁহি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে ॥২৩৪॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে-জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় ॥২৩৫॥
ব্রহ্মা-শিবো হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥২৩৬॥
'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥২৩৭॥
'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥২৩৮॥
'উত্তম-কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥'২৩৯॥
এই সব বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে ॥২৪০॥
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥২৪১॥
হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥২৪২॥

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥২৪৩॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥২৩৪॥
শত-বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥২৪৫॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা'-সবা' হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥২৪৬॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস-নাম।
সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম॥"২৪৭॥
এত বলি' মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি' সজ্জন-সমাজ॥২৪৮॥
হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-নাগ॥২৪৯॥
সবার পরম-প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
নাগ-মুখে শুনি' হরষিত হৈল অতি॥২৫০॥
হেনমতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥২৫১॥
সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন॥২৫২॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥২৫৩॥
আপনা'-আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥২৫৪॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্গিয়াই মরে॥২৫৫॥
"এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা' হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥২৫৬॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥২৫৭॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?২৫৮॥
নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—
ইথে দ্বিধা নাই॥"২৫৯॥
কেহ বলে,—"যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি'
কিলাইমু ঘাড়ে॥"২৬০॥
কেহ বলে,—"একাদশী-নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥২৬১॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ?"
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥২৬২॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসঙ্কীর্ত্তন॥২৬৩॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥২৬৪॥
তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈ-স্বর করি'।
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি'॥২৬৫॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তন॥২৬৬॥
হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন॥২৬৭॥
"অয়ে হরিদাস! একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার?২৬৮॥
মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়?২৬৯॥
কার শিক্ষা,—হরিনাম ডাকিয়া লইতে?
এই ত' পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে॥"২৭০॥
হরিদাস বলেন,—"ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান' হরিনামের মহত্ত্ব॥২৭১॥
তোমরা-সবার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥২৭২॥
উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পূণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥"২৭৩॥

তথাহি—

"উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ" ইতি ॥২৭৪॥

উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ করিলে জপ এবং স্মরণাদি অপেক্ষা শতগুণ-ফল-লাভ হইয়া থাকে।

বিপ্র বলে,—"উচ্চ-নাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্যফল হয়, কি হেতু ইহার?"২৭৫॥
হরিদাস বলেন,—"শুনহ, মহাশয়!
যে তত্ত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥"২৭৬॥
সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥২৭৭॥
"শুন বিপ্র! সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥২৭৮॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৩৪/১৭ সুদর্শনবাক্যম্)—

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্
শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়-
স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥২৭৯॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত জীবকুল সদ্যই পবিত্রতা লাভ করেন সেই আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে সুপবিত্র যে ব্যক্তি, সে যে সকলকেই সর্ব্বতো-ভাবে পবিত্র করিবে,— ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥২৮০॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥২৮১॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥২৮২॥

তথাহি (শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যম্)—

জপতো হরিনামানি
স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈ-
র্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥২৮৩॥

যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে; যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃগণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥২৮৪॥
শুন, বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥২৮৫॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পাই বিমোচন ॥২৮৬॥
জিহ্বা পাইঞাও নর-বিনা সর্ব্ব-প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি॥২৮৭॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে?২৮৮॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥২৮৯॥
দুইতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে ॥"২৯০॥
সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন ॥২৯১॥
"দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস!
কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি' নাশ॥২৯২॥
'যুগশেষে শূদ্র বেদ করিবে বাখানে'।
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে?২৯৩॥

এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া ॥২৯৪॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি' তোর আগে॥"২৯৫॥
শুনি' বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি' ঈষৎ হইল কিছু হাস ॥২৯৬॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্ত্তন গাইয়া ॥২৯৭॥
যেবা পাপী সভাসদ, সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি ॥২৯৮॥
এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥২৯৯॥
কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥৩০০॥

তথাহি (বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)—
রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য
জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে
বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥৩০১॥

রাক্ষসগণ কলিযুগে আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল শ্রৌতপথজ্ঞ-ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন (হরিভজনের প্রতি-কূল আচরণ) করিয়া থাকে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার ॥৩০২॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে মহেশ-বাক্যম্)—
কিমত্র বহুনোক্তেন
ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং
প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥৩০৩॥

এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; পরন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ—অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না।

তথাহি (পদ্মপুরাণে)—
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥৩০৪॥

জগতে কুক্কুরভোজী-চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণববিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। বৈষ্ণব (ব্রাহ্মণগুরু) বর্ণ-নিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ যে-কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয় ॥৩০৫॥
সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া ॥৩০৬॥
হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন ॥৩০৭॥
বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'
ছাড়েন নিঃশ্বাস॥৩০৮॥
কতদিনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে ইচ্ছা করি'।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী ॥৩০৯॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন ॥৩১০॥
আচার্য্য-গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া ॥৩১১॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস-প্রতি।
হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি ॥৩১২॥
পাষণ্ডীসকলে যত দেয় বাক্য-জ্বালা।
অন্যোহন্যে সবে তাহা কহিতে লাগিলা ॥৩১৩॥

গীতা-ভাগবত লই' সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোহন্যে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥৩১৪॥
যে-জনে পড়য়ে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
তাহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৩১৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩১৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমা-বর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥১॥
জয় জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন-প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর', প্রভু, সর্ব্বজীবে ত্রাণ ॥২॥
আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে ॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস ॥৪॥
চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ' নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর ॥৫॥
মিথ্যা-রসে দেখি' অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ॥৬॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই' আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত-সব দুঃখ পায়,—দেখেন আপনে ॥৭॥
নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে, তাহা শুনেন আপনে ॥৮॥
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন—
'আগে আসি' গিয়া গয়া হৈতে ॥'৯॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥১০॥
শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি' চলিলা অনেক শিষ্য লৈয়া ॥১১॥
জননীর আজ্ঞা লই' মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥১২॥
সর্ব্ব-দেশ-গ্রাম করি' পুণ্যতীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥১৩॥
ধর্ম্ম-কথা, বাকো-বাক্য, পরিহাস-রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতেক দিবসে ॥১৪॥
দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত স্বলীলায় ॥১৫॥
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥১৬॥
প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ॥১৭॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে ॥১৮॥
পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর,—
হেন ইচ্ছা তাঁর ॥১৯॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে ॥'২০॥
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥২১॥
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ॥২২॥
ঈশ্বরে যে করে বিপ্রপাদোদক পান।
এ তান স্বভাব,—বেদ-পুরাণে প্রমাণ ॥২৩॥

তথাহি (শ্রীগীতায়াং ৪/১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৪॥

হে পার্থ, যাহারা যে-ভাবে অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই (তাহাদের স্ব-স্ব-প্রতীরির অনুরূপ) ভজন করিয়া থাকি।

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥২৫॥
অতএব নাম তান 'সেবক-বৎসল'।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল ॥২৬॥
সর্ব্বত্র রক্ষক—হেন প্রভুর চরণ।
বল দেখি,—কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ ? ২৭॥
হেনমতে করি' প্রভু জ্বরের বিনাশ।
পুন্‌পুনা-তীর্থে আসি' হইলা প্রকাশ ॥২৮॥
স্নান করি' পিতৃ-দেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥২৯॥
গয়া তীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া ॥৩০॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি' প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃ-দেবের সম্মান ॥৩১॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে ॥৩২॥
বিপ্রগণ বেড়িয়াছে শ্রীচরণস্থান।
শ্রীচরণে মালা,—যেন দেউল-প্রমাণ ॥৩৩॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে,—লেখা-জোখা নাহি তার ॥৩৪॥
চতুর্দ্দিকে দিব্য রূপ ধরি' বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব বর্ণন ॥৩৫॥
"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে-চরণ।
যে-চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥৩৬॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন! ৩৭॥
তিলার্দ্ধেকো যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার-পাত্র ॥৩৮॥
যোগেশ্বর-সবার দুর্ল্লভ যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন! ৩৯॥
যে-চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥৪০॥
অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন!" ৪১॥
চরণ-প্রভাব শুনি' বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে ॥৪২॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ-কম্প হৈল চরণ-দর্শনে ॥৪৩॥
সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥৪৪॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম-অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ॥৪৫॥
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥৪৬॥
ঈশ্বরপুরীরে দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর ॥৪৭॥
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ॥৪৮॥
দোঁহাকার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে ॥৪৯॥
প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥৫০॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন ॥৫১॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥৫২॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান ॥৫৩॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥৫৪॥

'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥"৫৫॥
বলেন ঈশ্বরপুরী,—"শুনহ, পণ্ডিত!
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ,—জানিনু নিশ্চিত॥৫৬॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার।
সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর? ৫৭॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাঙ।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাঙ॥৫৮॥
সত্য কহি, পণ্ডিত! তোমার দরশনে।
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥৫৯॥
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥৬০॥
সত্য এই কহি,—ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা' দেখি পাই॥"৬১॥
শুনি' প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"মোর বড় ভাগ্য॥"৬২॥
এইমত কত আর কৌতুক-সম্ভাষ।
যত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥৬৩॥
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥৬৪॥
ফল্গু-তীর্থে করি' বালুকার পিণ্ড দান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান॥৬৫॥
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি' শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥৬৬॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তর্পিয়া।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া॥৬৭॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায়।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥৬৮॥
এহো অবতারে সেইস্থানে শ্রাদ্ধ করি'।
তবে যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি॥৬৯॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীত্যে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥৭০॥

চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সবে পড়ান বচন॥৭১॥
শ্রাদ্ধ করি' প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি-ব্রাহ্মণ সব ধরি' ধরি' গিলে॥৭২॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে-সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বন্ধন॥৭৩॥
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি'।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥৭৪॥
শিবগয়া-ব্রহ্মগয়া-আদি যত আছে।
সব করি' ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে॥৭৫॥
ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধা-যুক্ত হৈয়া॥৭৬॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি' স্নান।
গয়া-শিরে আসি' করিলেন পিণ্ড দান॥৭৭॥
দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া।
বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজিলেন হর্ষ হৈয়া॥৭৮॥
এইমত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥৭৯॥
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥৮০॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল, হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥৮১॥
প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে।
আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে॥৮২॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সম্ভ্রমে।
নমস্করি' তানে বসাইলেন আসনে॥৮৩॥
হাসিয়া বলেন পুরী,—"শুনহ, পণ্ডিত!
ভালই সময়ে হইলাঙ উপনীত॥"৮৪॥
প্রভু বলে,—"যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর' মহাশয়॥"৮৫॥
হাসিয়া বলেন পুরী,—"তুমি কি পাইবে?"
প্রভু বলে,—"আমি অন্ন রান্ধিবাঙ এবে॥"৮৬॥

পুরী বলে,—"কি-কার্য্যে করিবে আর পাক?
যে অন্ন আছয়ে, তাহা কর' দুইভাগ ॥"৮৭॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"যদি আমা' চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও ॥৮৮॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি॥"৮৯॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে সে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥৯০॥
হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য-মতি ॥৯১॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন ॥৯২॥
সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি-অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে ॥৯৩॥
তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া ॥৯৪॥
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৯৫॥
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব-অঙ্গে।
আপন-শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে ॥৯৬॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে? ৯৭॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥৯৮॥
প্রভু বলে,—"কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার ॥"৯৯॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাহি 'ঈশ্বরপুরী' বিনে॥১০০॥
সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি'।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি' এক ঝুলি ॥১০১॥
প্রভু বেলে,—"ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা—আমার জীবন ধন-প্রাণ॥"১০২॥

হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥১০৩॥
প্রভু বলে,—"গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ॥"১০৪॥
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে ॥১০৫॥
পুরী বলে,—"মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা॥"১০৬॥
তবে তান স্থানে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ ॥১০৭॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে,—"দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥১০৮॥
হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥"১০৯॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি' ॥১১০॥
দোঁহার নয়নজলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে, কেহ নহে স্থির ॥১১১॥
হেনমতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি'।
কতদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি ॥১১২॥
আত্মপ্রকাশের আসি' হইল সময়।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয় ॥১১৩॥
একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥১১৪॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥১১৫॥
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিকে গেল মোর প্রাণ করি' চুরি?১১৬॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"
শ্লোক পড়ি' প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥১১৭॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর ॥১১৮॥

আর্ত্তনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
"কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ,
ছাড়িয়া মোহরে?"১১৯॥
যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥১২০॥
গড়াগড়ি' যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥১২১॥
তবে কতক্ষণে আসি' সর্ব্ব-শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি' অশেষ যতনে ॥১২২॥
প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥১২৩॥
মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"১২৪॥
নানা-রূপে সর্ব্বশিষ্যগণ প্রবোধিয়া।
স্থির করি' রাখিলেন সবাই মিলিয়া ॥১২৫॥
ভক্তিরসে মগ্ন হই' বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে স্বাস্থ্য না পায়েন, রহিবেন কতি ॥১২৬॥
কাহারে না বলি' প্রভু কত-রাত্রি-শেষে।
মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥১২৭॥
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর!
পাইমু কোথায়?"
এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায় ॥১২৮॥
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি! ১২৯॥
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ॥১৩০॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে ॥১৩১॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন ॥১৩২॥
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি যে-রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু 'অনন্ত' গায়েন যে মঙ্গল ॥১৩৩॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ,—জানহ আপনে ॥১৩৪॥
সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার ॥১৩৫॥
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কভু ॥১৩৬॥
অতএব, মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি' মথুরানগর ॥"১৩৭॥
শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবর্ত্ত হইলা প্রভু হরিষ-অন্তর ॥১৩৮॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্বশিষ্যের সহিতে।
নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥১৩৯॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির উদয় ॥১৪০॥
আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে ॥১৪১॥
যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয় ॥১৪২॥
কৃষ্ণযশ শুনিতে সে কৃষ্ণসঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই ॥১৪৩॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥১৪৪॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা ॥১৪৫॥
কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥১৪৬॥
চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥১৪৭॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥১৪৮॥
এইমত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
যারে যত শক্তি-কৃপা, সভে তত গাই ॥১৪৯॥

তথাহি (ভাঃ ১/১৮/২৩)—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ-

স্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥১৫০॥

পক্ষিগণ যেরূপ নিজশক্তি-অনুসারে আকাশে যতদূর উড্ডীন হইতে পারে, ততদূরই উড্ডীন হয়, সেইরূপ পণ্ডিতগণও নিজ-বুদ্ধি-অনুসারে ভগবানের লীলা যতদূর অবগত হইয়া থাকেন, সেই পর্য্যন্তই বর্ণন করিয়া থাকেন।

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥১৫১॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥১৫২॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥১৫৩॥
কেহ বলে,—"প্রভু-নিত্যানন্দ—বলরাম।"
কেহ বলে,—
"চৈতন্যের মহা-প্রিয়-ধাম॥"১৫৪॥
কেহ বলে,—"মহা-তেজীয়ান্ অধিকারী।"
কেহ বলে,—
"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"১৫৫॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী।
যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥১৫৬॥
যে-সে-কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ-ধন মোর রহুক হৃদয়ে ॥১৫৭॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥১৫৮॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ ॥১৫৯॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে-জন্মে যেন তোমা'-সংহতি বেড়াঙ॥১৬০॥
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিবে সর্ব্বথা ॥১৬১॥
ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥১৬২॥
শুনি' সর্ব্ব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি' দেহে যেন হৈল উপনীত॥১৬৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
আদিখণ্ডে গয়া-গমন-বর্ণনং
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি আদিখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥*
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥২॥†
জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ ॥৩॥
গৌরচন্দ্র জয় ধর্ম্মসেতু মহা-ধীর।
জয় সঙ্কীর্ত্তনময় সুন্দর শরীর ॥৪॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥৫॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর-কাশীশ্বরের হৃদয় ॥৬॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু, শুভ-দৃষ্টিপাত ॥৭॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥৮॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিত্তে।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে ॥৯॥
গয়া করি' আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া-নগর ॥১০॥
ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে, কেহ মাঝে, কেহ অতি পাছে॥১১॥
যথাযোগ্য কৈলা প্রভু সবারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি' সবে হইলা উল্লাস ॥১২॥
আগুবাড়ি' সবে আনিলেন নিজ-ঘরে।
তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বম্ভরে ॥১৩॥
প্রভু বলে,—"তোমা'-সবাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে॥"১৪॥
পরম-সুনম্র হই' প্রভু কথা কয়।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি' প্রভুর বিনয় ॥১৫॥
শিরে হস্ত দিয়া কেহ 'চিরজীবী' করে।
সর্ব্ব-অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে ॥১৬॥
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥"১৭॥
হইলা আনন্দময়ী শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি' হরিষে না জানে আছে কতি॥১৮॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥১৯॥
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা॥২০॥
সবাকারে করি' প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সবে, গেলা নিজবাস ॥২১॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি-দুই-চারি-জন লইয়া।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥২২॥
প্রভু বলে,—"বন্ধু সব শুন, কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিলুঁ যথা যথা॥২৩॥

*আদি ১ম অঃ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য
†আদি ১ম অঃ ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য

গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাঙ মঙ্গল বিশেষ ॥২৪॥
সহস্র-সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি।
'দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থ-খানি ॥'২৫॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন।
সেইস্থানে রহি' প্রভু ধুইলা চরণ ॥২৬॥
যাঁর পাদোদক লাগি' গঙ্গার মহত্ত্ব।
শিরে ধরি' শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব ॥২৭॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান।
জগতে হইল 'পাদোদক-তীর্থ' নাম ॥"২৮॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝোরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান ॥২৯॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥৩০॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে।
মহা-শ্বাস ছাড়ি' প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ॥৩১॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর ॥৩২॥
শ্রীমান্‌পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ॥৩৩॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥৩৪॥
মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর ॥৩৫॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে ॥"৩৬॥
বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা'-সনে ॥৩৭॥
প্রভু কহে,—"বন্ধু সব, আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি' তথা আসিবারে চাহ ॥৩৮॥
তোমা'-সবা' সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥৩৯॥
কালি সবে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে ॥"৪০॥
সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।
যথা-কার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায় ॥৪১॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥৪২॥
বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি' মহা-আনন্দিত ॥৪৩॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে,—অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন ॥৪৪॥
"কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ",—বলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥৪৫॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥৪৬॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ॥৪৭॥
'প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।'
ধ্বনি শুনি' যায় যথা ভাগবতবৃন্দ ॥৪৮॥
যে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।
সম্ভাষা করিলা প্রভু তাঁ'-সবার সনে ॥৪৯॥
"কালি শুক্লাম্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া ॥"৫০॥
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্‌পণ্ডিত।
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা-হরষিত ॥৫১॥
যথা-কৃত্য করি' উষঃ-কালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া ॥৫২॥
এক কুন্দ-গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতরে ॥৫৩॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে ॥৫৪॥
উষঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি' হইলা মিলন ॥৫৫॥

সবেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে।
গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাসে॥৫৬॥
হেনই সময়ে আসি' শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি' হইলা বিদিত॥৫৭॥
সবেই বলেন,—"আজি বড় দেখি হাস্য?"
শ্রীমান্ কহেন,—"আছে কারণ অবশ্য॥"৫৮॥
"কহ দেখি"—বলিলেন ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বলে,—"শুনহ কারণ॥৫৯॥
পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
'নিমাইপণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥'৬০॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি' আমি সম্ভাষিতে গেলাঙ বিকালে॥৬১॥
পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ॥৬২॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণকথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥৬৩॥
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥৬৪॥
সর্ব্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিতে॥৬৫॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধাতু নাহি, হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত॥৬৬॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি,—গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা॥৬৭॥
যে ভক্তি দেখিলুঁ আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥৬৮॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে॥৬৯॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত-মুরারি।
তোমা'-সবা'-স্থানে দুঃখ করিব গোহারি॥'৭০॥
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥"৭১॥

শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে।
'হরি' বলি' মহাধ্বনি করিলা তখনে॥৭২॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা'-সবাকার॥"৭৩॥

তথাহি—

"গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্", ইতি॥৭৪॥

আমাদের বংশ বা গোষ্ঠী বৃদ্ধি লাভ করুক।

আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি পরমমোহন॥৭৫॥
'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলে ভাগবতগণ।
"সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥"৭৬॥
হেনমতে পুষ্প তুলি' ভাগবতগণ।
পূজা করিবারে সবে করিলা গমন॥৭৭॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে॥৭৮॥
শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥৭৯॥
'কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।'
থাকিলেন শুক্লাম্বর-গৃহে লুকাইয়া॥৮০॥
সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥৮১॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ॥৮২॥
পরম-আনন্দে সবে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টি-পরকাশ॥৮৩॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ॥৮৪॥
"পাইলুঁ, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"
এত বলি' স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥৮৫॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কোথা কৃষ্ণ", বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে॥৮৬॥

প্রভু পড়িলেন মাত্র 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া।
ভক্তসব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া ॥৮৭॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর।
কে বা কোন্ দিকে পড়ে, নাহি পরাপর ॥৮৮॥
সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী-দেবী হইয়া বিস্মিত ॥৮৯॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥৯০॥
"কৃষ্ণ রে, প্রভু রে মোর! কোন্ দিকে গেলা?"
এত বলি' প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ॥৯১॥
কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' কান্দে ভাগবতগণ ॥৯২॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঙ্গে ॥৯৩॥
উঠিল কীর্ত্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন ॥৯৪॥
স্থির হই' ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর ॥৯৫॥
প্রভু বলে,—"কোন্ জন গৃহের ভিতর?"
ব্রহ্মচারী বলেন,—"তোমার গদাধর ॥"৯৬॥
হেঁট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৯৭॥
প্রভু বলে,—"গদাধর! তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি ॥৯৮॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে।
পাইনুঁ অমূল্য নিধি, গেল দৈব-দোষে ॥"৯৯॥
এত বলি' ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব-সেব্য-কলেবর ॥১০০॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে ॥১০১॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে।
সবে এক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বলে ॥১০২॥
ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা?—ভাই সব, বলহ সত্বর ॥"১০৩॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারো মুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন ॥১০৪॥
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি' দেহ' মোরে নন্দগোপেন্দ্র-নন্দন ॥"১০৫॥
এত বলি' শ্বাস ছাড়ি' পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে ॥১০৬॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণপ্রায়।
কথঞ্চিৎ সবা'-প্রতি হইলা বিদায় ॥১০৭॥
গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্ পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর-আদি সবে হইলা বিস্মিত ॥১০৮॥
যে যে দেখিলেন প্রেম, সবেই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ॥১০৯॥
বৈষ্ণবসমাজে সবে, আইলা হরিষে।
আনুপূর্ব্বিক কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥১১০॥
শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।
'হরি হরি' বলি' সবে করেন ক্রন্দন ॥১১১॥
শুনিঞা অপূর্ব্ব প্রেম সবেই বিস্মিত।
কেহ বলে,—"ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥"১১২॥
কেহ বলে,—"নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥"১১৩॥
কেহ বলে,—"হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি, জানিহ অবশ্য ॥"১১৪॥
কেহ বলে,—"ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে ॥"১১৫॥
এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা-জনে নানা-কথা করেন কথন ॥১১৬॥
সবে মেলি' করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
"হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ ॥"১১৭॥
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন।
কেহ গায়, কেহ নাচে, করয়ে ক্রন্দন ॥১১৮॥

হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর-আবিষ্ট হই' আছেন নিজ-রসে॥১১৯॥
কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর ॥১২০॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥১২১॥
গুরু বলে,—"ধন্য বাপ, তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন ॥১২২॥
তোমার পড়ুয়া সব—তোমার অবধি।
পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ব্রহ্মা বলে যদি॥১২৩॥
এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।
কালি হৈতে পড়াইবা আজি যাহ বাস॥"১২৪॥
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর ॥১২৫॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥১২৬॥
গোষ্ঠী-সঙ্গে মুকুন্দসঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত ॥১২৭॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয়েরে প্রভু কৈলা কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥১২৮॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥১২৯॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি' সবাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥১৩০॥
আসিয়া বসিলা বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি' বিদায় দিলেন সবাকারে॥১৩১॥
যে-যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥১৩২॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্তপ্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥১৩৩॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি' গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে॥১৩৪॥

"স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র! নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে-মাত্র আছে একজন ॥১৩৫॥
অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ! এই দেহ' বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥"১৩৬॥
লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥১৩৭॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি' করয়ে রোদন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!"
বলে অনুক্ষণ ॥১৩৮॥
কখনো কখনো যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় ॥১৩৯॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য,
উঠে, পড়ে, বৈসে॥১৪০॥
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষঃকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন ॥১৪১॥
আইলেন মাত্র প্রভু করি' গঙ্গাস্নান।
পড়ুয়ার বর্গ আসি' হৈল উপস্থান ॥১৪২॥
'কৃষ্ণ' বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥১৪৩॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে।
পড়ুয়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥১৪৪॥
'হরি' বলি' পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥১৪৫॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিধ্বনি।
শুভদৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥১৪৬॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥১৪৭॥
প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥১৪৮॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥১৪৯॥

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥১৫০॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥১৫১॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥১৫২॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥১৫৩॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র, তাহার দুর্গতি ॥১৫৪॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥১৫৫॥
এইমত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায় ॥১৫৬॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে ॥১৫৭॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥১৫৮॥
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥১৫৯॥
পূতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান ॥১৬০॥
অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন? ১৬১॥
যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥১৬২॥
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি' নৃত্য-গীতে করে অমঙ্গল ॥১৬৩॥
অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে ॥১৬৪॥
শুন, ভাই-সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ॥১৬৫॥
যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে-চরণ সেবিঞা শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥১৬৬॥
যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম, ভাই! সবে কর আশ ॥১৬৭॥
দেখি,—কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে?" ১৬৮॥
পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়।
যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥১৬৯॥
মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।
প্রভুও বিহ্বল হই' সত্য সে বাখানে ॥১৭০॥
সহজেই শব্দমাত্রে 'কৃষ্ণ সত্য' কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিবে,—কিছু চিত্র নহে ॥১৭১॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ॥১৭২॥
"আজি আমি কেমত সে সূত্র বাখানিলুঁ?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"কিছু না বুঝিলুঁ ॥১৭৩॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ 'কৃষ্ণ' মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা
কেবা আছে পাত্র?" ১৭৪॥
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"শুন সব ভাই!
পুঁথি বান্ধ' আজি চল
গঙ্গাস্নানে যাই ॥" ১৭৫॥
বান্ধিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন বিশ্বম্ভর-সনে ॥১৭৬॥
গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ॥১৭৭॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায়।
পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায় ॥১৭৮॥
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্ররূপে খেলে সে জলেতে ॥১৭৯॥
গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন।
সবাই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন ॥১৮০॥

অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জন কহয়ে বচন।
"ধন্য পিতা মাতা,—
যাঁর এ-হেন নন্দন॥"১৮১॥
গঙ্গার বাড়িল প্রভু-পরশে উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥১৮২॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী ॥১৮৩॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা ॥১৮৪॥
বেদে মাত্র এ-সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥১৮৫॥
স্নান করি' আইলেন গৃহে বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যাঁর ঘর ॥১৮৬॥
বস্ত্র পরিবর্ত্ত' করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥১৮৭॥
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥১৮৮॥
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন ॥১৮৯॥
বিশ্বক্সেনেরে তবে করি' নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥১৯০॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥১৯১॥
মায়ে বলে,—
"আজি বাপ! কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?"১৯২॥
প্রভু বলে,—"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম ॥১৯৩॥
সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন ॥১৯৪॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥১৯৫॥

তথাহি (জৈমিনিভারতে
আশ্বমেধিকে পর্ব্বণি)—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা
হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং
যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥১৯৬॥

যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তিই মুখ্যতাৎপর্য্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ চতুর্ম্মুখও যদি সেই শাস্ত্র বর্ণন করিয়া শুনাইতে আসেন, তাহা হইলেও কখনই কোনপ্রকারেই তাহা কাহারও শ্রবণ করা উচিত নহে।

"চণ্ডাল 'চণ্ডাল' নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে॥"১৯৭॥
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিলা, তাই প্রভু কহয়ে এখানে॥১৯৮॥
"শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥১৯৯॥
কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥২০০॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥২০১॥
জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥২০২॥
চিত্ত দিয়া শুন' মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥২০৩॥
মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব্ব-পাপের প্রকাশ ॥২০৪॥
কটু, অম্ল, লবণ—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায়॥২০৫॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায় ॥২০৬॥

নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে ॥২০৭॥
কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ॥২০৮॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥২০৯॥
তখনে সে স্মরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥২১০॥
"রক্ষ, কৃষ্ণ! জগৎ-জীবের প্রাণনাথ।
তোমা'-বই দুঃখ—
জীব নিবেদিবে কা'ত ॥২১১॥
যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।
সহজ-মৃতেরে, প্রভু! মায়া কর' কিসে ॥২১২॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥২১৩॥
যে-পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে ॥২১৪॥
এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার?
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার ॥২১৫॥
এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু শরণ ॥২১৬॥
তুমি-হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥২১৭॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত' এবে কৃপা কর, মহাশয়! ২১৮॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে
না জন্মি, না মরি ॥২১৯॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥২২০॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥২২১॥

তথাহি (ভাঃ ৫/১৯/২৪)—
ন যত্র বৈকুণ্ঠ কথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥২২২॥

যেস্থানে হরিকথামৃত-কল্লোলিনী প্রবাহিতা হন ন, যেস্থানে সেই হরিকথামৃত-প্রবাহিনীর আশ্রিত সাধু-ভাগবতগণ অবস্থান করেন না, যেস্থানে কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বাদন-কীর্ত্তনাদি মহোৎসবময়ী যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই, সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে।

"গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥২২৩॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥২২৪॥
এইমত দুঃখ প্রভু, কোটি-কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম্ম ॥২২৫॥
সে দুঃখ-বিপদ্ প্রভু, রহু বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-বেদ-সার ॥২২৬॥
হেন কর' কৃষ্ণ, এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥২২৭॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা'-বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর ॥"২২৮॥
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥২২৯॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায় ॥২৩০॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেয়ান ॥২৩১॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥২৩২॥

কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায় ॥২৩৩॥
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সে-ই ভাগ্যবান্॥২৩৪॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত মায়া-পাপে ডুবি' মরে॥২৩৫॥

তথাহি (ভাঃ ৩/৩১/৩২)—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥২৩৬॥

মানব যদি সৎপথে অবস্থিত হইয়াও, উদরোপস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে অর্থাৎ গলদেশে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

তথাহি—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥২৩৭॥*

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥২৩৮॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা! মুখে বল 'হরি'॥২৩৯॥
ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন,—পরহিংসা যায়॥"২৪০॥
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনি' সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥২৪১॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ-বিনু প্রভু আর কিছু না বাখানে॥২৪২॥
আপ্তমুখে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ।
সর্ব্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনে-মন॥২৪৩॥
"কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে?
কিবা সাধু-সঙ্গে, কিবা পূর্ব্বের সংস্কারে?২৪৪॥

এইমত মনে সবে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার॥২৪৫॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ, পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥২৪৬॥
বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর॥২৪৭॥
অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।
বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণচন্দ্র' অবিরাম॥২৪৮॥
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা-বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ-বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥২৪৯॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি ঊষঃকালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে॥২৫০॥
পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়।
কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥২৫১॥
"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায়?" বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—"সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"২৫২॥
শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"২৫৩॥
শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত! উচিত ব্যাখ্যা কর'।"
প্রভু বলে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সঙর॥২৫৪॥
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥"২৫৫॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহো বলে,—"হেন বুঝি বায়ুর কারণ॥"২৫৬॥
শিষ্যবর্গ বলে,—"এবে কেমত বাখান'?"
প্রভু বলে,—"যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥"২৫৭॥
প্রভু বলে,—"যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥২৫৮॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি' পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই একঠাঁই॥"২৫৯॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি' করিলা গমন॥২৬০॥

* আদি ৭ম অঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সর্ব্ব-শিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে ॥২৬১॥
“এবে যত বাখানেন নিমাঞি-পণ্ডিত।
শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত ॥২৬২॥
গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি স্ফুরে ॥২৬৩॥
সর্ব্বদা বলেন ‘কৃষ্ণ’ —পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে হাস্য, হুঙ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ ॥২৬৪॥
প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥২৬৫॥
এবে তান বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব?—বলহ পণ্ডিত!”২৬৬॥
উপাধ্যায়-শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস ॥২৬৭॥
ওঝা বলে,—“ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।
আজি আমি শিক্ষাইব তাঁহারে বিকালে॥২৬৮॥
ভাল মত করি’ যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে সব তাঁহার সংহতি॥”২৬৯॥
পরম-হরিষে সবে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে সবে বিকালে আইলা ॥২৭০॥
গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।
“বিদ্যালাভ হউ”—গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥২৭১॥
গুরু বলে,—“বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য ॥২৭২॥
মাতামহ যাঁর—চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যাঁর—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর ॥২৭৩॥
উভয়-কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম-যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার ॥২৭৪॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ-মাতামহ কি তোমার ‘ভক্ত’ নয়?২৭৫॥
ইহা জানি’ ভালমতে কর’ অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ॥২৭৬॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিবে কেমনে?
ইহা জানি’ ‘কৃষ্ণ’ বল, কর’ অধ্যয়নে॥২৭৭॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর’,—মোর মাথা খাও॥”২৭৮॥
প্রভু বলে,—“তোমার দুই-চরণ-প্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে॥২৭৯॥
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন?২৮০॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি,—কার্ শক্তি আছে, দূষুক আসিয়া?”২৮১॥
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি’ চরণ বন্দন ॥২৮২॥
গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতীপতি—শিষ্য যাঁর ॥২৮৩॥
আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য?
যাঁর শিষ্য—চতুর্দ্দশভুবন-আরাধ্য ॥২৮৪॥
চলিলা পড়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥২৮৫॥
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাঁহার চরণ—লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে ॥২৮৬॥
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥২৮৭॥
প্রভু বলে,—“সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ‘ভট্টাচার্য্য’ পদবী তাহার ॥২৮৮॥
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত’ প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥২৮৯॥
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন।
দেখি,—তাহা অন্যথা করুক কোন্ জন?”২৯০॥
এইমত বলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক, হেন শক্তি কা’ত?২৯১॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া, সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ॥২৯২॥

কার্ শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক,—হেন আছে নবদ্বীপে? ২৯৩॥
এইমত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি-দণ্ড রাত্রি, তবু নাহি অবসর ॥২৯৪॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥২৯৫॥
'রত্নগর্ভ-আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম—এক গ্রাম॥২৯৬॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥২৯৭॥
ভাগবত পরম আদরে দ্বিজবর।
ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর ॥২৯৮॥

তথাহি (ভাঃ ১০/২৩/২২)—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্ ॥২৯৯॥

যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নী দেখিলেন,—কৃষ্ণের বর্ণ শ্যামল, পরিধানে হেমাভ পীতবসন; তিনি—বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালাদি-দ্বারা নটবরবেষে সজ্জিত হইয়া এক (বাম)-হস্ত প্রিয়সখার স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য (দক্ষিণ)-হস্তে লীলা-কমল সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে পদ্ম-যুগল, গণ্ডদ্বয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছে।

ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিল প্রবেশে॥৩০০॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া।
সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া ॥৩০১॥
সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেক-অন্তরে প্রভু বাহ্য-প্রকাশিলা ॥৩০২॥
বাহ্য পাই' "বল বল" বলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি' যায় প্রভু ধরণী-উপর ॥৩০৩॥
প্রভু বলে,—"বল বল", বলে বিপ্রবর।
উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥৩০৪॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু-কম্প-পুলক-সকল সুবিদিত ॥৩০৫॥
দেখে বিপ্রবর, তাঁর পরম-আনন্দ।
পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-সনে করি' রঙ্গ॥৩০৬॥
দেখিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
তুষ্ট হই' প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন ॥৩০৭॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন ॥৩০৮॥
প্রভুর চরণ ধরি' রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেম-ফান্দে॥৩০৯॥
পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।
"বল বল" বলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া ॥৩১০॥
দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।
নগরিয়া সব দেখি' করে পরণাম ॥৩১১॥
"না পড়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সবে বসিলেন বেড়ি' প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥৩১২॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি গৌর-রায়।
"কি বল, কি বল"—প্রভু জিজ্ঞাসে সদায় ॥৩১৩॥
প্রভু বলে,—"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ আমি?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"কৃতকৃত্য তুমি॥৩১৪॥
কি বলিতে পারি আমা'-সবার শকতি।"
আপ্তগণে নিবারিল,—"না করিহ স্তুতি।"৩১৫॥
বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর আপনা' সম্বরে।
সর্ব্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥৩১৬॥
গঙ্গা নমস্করি' গঙ্গাজল নিলা শিরে।
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥৩১৭॥
যমুনার তীরে যেন বেড়ি' গোপগণ।
নানা-ক্রীড়া করিলেন নন্দের নন্দন ॥৩১৮॥

সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে ॥৩১৯॥
কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন-মন্দিরে ॥৩২০॥
ভোজন করিয়া সর্ব্বভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥৩২১॥
পোহাইল নিশা,—সর্ব্ব-পড়ুয়ার গণ।
আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥৩২২॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি' গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান ॥৩২৩॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক আন।
শব্দ-মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥৩২৪॥
পড়ুয়া সকলে বলে,—"ধাতু-সংজ্ঞা কার্?"
প্রভু বলে,—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥"৩২৫॥
ধাতুসূত্র বাখানি,—শুনহ ভাইগণ!
দেখি, কার্ শক্তি আছে, করুক খণ্ডন? ৩২৬॥
যত দেখ রাজা—দিব্যদিব্য-কলেবর।
কনকভূষিত, গন্ধ-চন্দনে সুন্দর ॥৩২৭॥
'যম লক্ষ্মী যাহার বচনে' লোকে কয়।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয় ॥৩২৮॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কারে ভস্ম করে, কারে এড়েন পুঁতিয়া ॥৩২৯॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি ॥৩৩০॥
ভ্রম-বশে অধ্যাপক ন বুঝয়ে ইহা।
'হয়' 'নয়' ভাইসব! বুঝ মন দিয়া ॥৩৩১॥
এবে যাঁরে নমস্করি' করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে, তাঁরে পরশিলে করি স্নান ॥৩৩২॥
যে-বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥৩৩৩॥
ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি,—ইহা দূষুক,—আছয়ে শক্তি কার্? ৩৩৪॥

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে, ভাই সব! কর' দৃঢ়ভক্তি ॥৩৩৫॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান ॥৩৩৬॥
যাঁহার চরণে দূর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥৩৩৭॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥৩৩৮॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥৩৩৯॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর।
যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥৩৪০॥
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পায় ॥৩৪১॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥৩৪২॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন' ॥"৩৪৩॥
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা।
হইল প্রহর দুই, তবু নাহি সীমা ॥৩৪৪॥
মোহিত পড়ুয়া-সব শুনে একমনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে ॥৩৪৫॥
সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যাঁরে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৪৬॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সবার মুখ—লজ্জিত-অন্তর ॥৩৪৭॥
প্রভু বলে,—"ধাতু-সূত্র বাখানিলুঁ কেন?"
পড়ুয়া-সকল বলে,—"সত্য অর্থ যেন ॥৩৪৮॥
যে-শব্দে যে অর্থ তুমি করিলা বাখান।
কার্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন? ৩৪৯॥
যতেক বাখান' তুমি,—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয় ॥"৩৫০॥

প্রভু বলে,—"কেহ দেখি আমারে সকল?
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল॥৩৫১॥
সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান?"
শিষ্যবর্গ বলে,—"সবে এক হরিনাম॥৩৫২॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র? ৩৫৩॥
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি' হয়ে।
তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে॥"৩৫৪॥
প্রভু বলে,—"কোন্‌রূপ দেখহ আমারে?"
পড়ুয়া সকলে বলে—"যত চমৎকারে॥৩৫৫॥
যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার।
আমরা ত' কোথা কভু নাহি দেখি আর॥৩৫৬॥
কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তাহ নগরে।
তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥৩৫৭॥
ভাগবত-শ্লোক শুনি' হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত॥৩৫৮॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলা ক্রন্দন।
গঙ্গা যেন আসিয়া হইল মিলন॥৩৫৯॥
শেষে যে বা কম্প আসি' হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥৩৬০॥
আপাদমস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা-ঘর্ম্ম-ধূলায় ব্যাপিত গৌরমূর্ত্তি॥৩৬১॥
অপূর্ব্ব ভাবয়ে সব,—দেখে যত জন।
সবেই বলেন,—'এ পুরুষ নারায়ণ॥'৩৬২॥
কেহ বলে,—'ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
তাঁ'-সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ॥'৩৬৩॥
সবে মেলি' ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি' বাহ্য হৈল মতি॥৩৬৪॥
এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান'।
আর কথা কহি,—তাহা চিত্ত দিয়া শুন॥৩৬৫॥
দিন দশ ধরি' কর' যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম॥৩৬৬॥
দশ দিন ধরি' আজি পাঠ-বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সবে বাসি বড় ভয়॥৩৬৭॥
শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর।
যে বাখান' হাসি' তাহা কে দিবে উত্তর?"৩৬৮॥
প্রভু বলে,—"দশ দিন পাঠ বাদ যায়।
তবে ত' আমারে সবে কহিতে যুয়ায়?"৩৬৯॥
পড়ুয়া-সকল বলে,—"বাখান উচিত।
সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥৩৭০॥
অধ্যয়ন এই সে—সকলশাস্ত্র-সার।
তবে যে না লই'—দোষ আমা'-সবাকার॥৩৭১॥
মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্মদোষে॥"৩৭২॥
পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর॥৩৭৩॥
প্রভু বলে,—"ভাই সব! কহিলা সুসত্য।
আমার এ-সব কথা—অন্যত্র অকথ্য॥৩৭৪॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্ব্বথায়॥৩৭৫॥
যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥৩৭৬॥
তোমা'-সবা'-স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥৩৭৭॥
তোমা'-সবাকার—যাঁর স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর স্থানে পড়'—আমি দিলাঙ নির্ভয়॥৩৭৮॥
কৃষ্ণ-বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥"৩৭৯॥
এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥৩৮০॥
শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার॥৩৮১॥
তোমার স্থানে যে পড়িলাঙ আমি সব।
আন-স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব?"৩৮২॥

গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন ॥৩৮৩॥
"তোমার মুখেতে যত শুনিলুঁ ব্যাখ্যান।
জন্মে-জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥৩৮৪॥
কার স্থানে গিয়া আর কিবা পড়িবাঙ ?
সেই ভাল,—তোমা' হৈতে যত জানিলাঙ॥"৩৮৫॥
এত বলি' প্রভুরে করিয়া হাত-যোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥৩৮৬॥
'হরি' বলি' শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সবা' কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥৩৮৭॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে ॥৩৮৮॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৩৮৯॥
"দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হউ তোমা'-সবার অভিলাষ॥৩৯০॥
তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥৩৯১॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ তোমা'-সবাকার ধন-প্রাণ ॥৩৯২॥
যে পড়িলা, সে-ই ভাল, আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি' 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই॥৩৯৩॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।
তুমি-সব—জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার॥"৩৯৪॥
প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি' শিষ্যগণ।
পরম-আনন্দমন হইল ততক্ষণ ॥৩৯৫॥
সে-সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যাঁর ॥৩৯৬॥
সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অন্য হয়? ৩৯৭॥
সে বিদ্যাবিলাস দেখিলেন যে-যে-জন।
তাঁরেও দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥৩৯৮॥
হইলুঁ পাপিষ্ঠ,—জন্ম না হইল তখনে।
হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ॥৩৯৯॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' মহাশয়!
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয় ॥৪০০॥
পড়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব্ব-নদীয়ায় ॥৪০১॥
চৈতন্য-লীলার আদি-অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥৪০২॥
এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥৪০৩॥
চতুর্দ্দিকে অশ্রুকণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন ॥৪০৪॥
"পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি'।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি' ॥"৪০৫॥
শিষ্যগণ বলেন,—"কেমন সঙ্কীর্ত্তন?"
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৪০৬॥

(কেদার-রাগঃ)

"(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"৪০৭॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥৪০৮॥
আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥৪০৯॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে।
গড়াগড়ি' যায় প্রভু ধূলায় আবেশে ॥৪১০॥
'বল বল' বলি' প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥৪১১॥
গণ্ডগোল শুনি' সর্ব্ব নদীয়া-নগর।
ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর ॥৪১২॥
নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর ॥৪১৩॥

প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম-অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে-মন ॥৪১৪॥
পরম-সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে।
"এবে সে কীর্ত্তন হৈল নদীয়া-নগরে ॥৪১৫॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে?
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ॥৪১৬॥
যত ঔদ্ধত্যের সীমা—এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাঙ নারদাদিরো দুষ্কর ॥৪১৭॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা,—এ বা কিবা হয় ॥"৪১৮॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর-রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলয়ে সদায় ॥৪১৯॥
বাহ্য হইলেও বাহ্য-কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয় ॥৪২০॥
সবে মিলি' ঠাকুরের স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণব-সব মহানন্দ হৈয়া ॥৪২১॥
কোন কোন পড়ুয়া-সকল প্রভু-সঙ্গে।
উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে ॥৪২২॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥৪২৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৪২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় জগন্মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥১॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥২॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পরম-বিস্মিত হৈল সবাকার মন ॥৩॥
পরম-সন্তোষে সবে অদ্বৈতের স্থানে।
সবে কহিলেন যত হৈল দরশনে ॥৪॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে প্রভু' —জানেন সকল ॥৫॥
তথাপি অদ্বৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায় ॥৬॥
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম-আবিষ্ট হই' কহিতে লাগিলা ॥৭॥
"মোর আজিকার কথা শুন, ভাই-সব!
নিশিতে দেখিলুঁ আমি কিছু অনুভব ॥৮॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাঙ দুঃখ ভাবি' উপাস করিয়া ॥৯॥
কথো রাত্রে আসি' মোরে বলে একজন।
'উঠহ আচার্য্য! ঝাট করহ ভোজন ॥১০॥
এই পাঠ, এই অর্থ কহিলুঁ তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর', পূজহ আমারে ॥১১॥
আর কেন দুঃখ ভাব' পাইলা সকল।
যে লাগি' সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সফল ॥১২॥
যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন।
যতেক করিলা কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন ॥১৩॥
যা আনিতে ভুজ তুলি' প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে-প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা ॥১৪॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে অনুক্ষণ ॥১৫॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে যতেক।
তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক ॥১৬॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদিরো দুর্ল্লভ দেখিবে অনুভব ॥১৭॥
ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায়।
আর-বার আসিবাঙ ভোজন-বেলায় ॥'১৮॥

চক্ষু মেলি' চাহি' দেখি,—এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর ॥১৯॥
কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন্ রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে? ২০॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে—'বিশ্বরূপ' নাম।
আমার সঙ্গে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান॥২১॥
এই শিশু—পরম মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥২২॥
চিত্তবৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া ॥২৩॥
আভিজাত্যে হয় বড়-মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী,—তাঁহার দৌহিত্র ॥২৪॥
আপনেও সর্ব্বগুণে পরম পণ্ডিত।
ইঁহার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত ॥২৫॥
বড় সুখী হইলাঙ এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর' সবে 'তথাস্তু' বলিয়া ॥২৬॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে।
কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল-সংসারে ॥২৭॥
যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এইখানে।
সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥"২৮॥
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম-হুঙ্কার।
সকল-বৈষ্ণব করে জয়জয়কার ॥২৯॥
'হরি হরি' বলি' ডাকে বদন সবার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার ॥৩০॥
কেহ বলে,—'নিমাঞি-পণ্ডিত ভাল হৈলে।
তবে সঙ্কীর্ত্তন করি' মহা-কুতূহলে ॥৩১॥
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি' হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥৩২॥
প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি' সবে সম্ভাষয় ॥৩৩॥
প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে ॥৩৪॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥৩৫॥
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে 'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' শুনহ শ্রবণে ॥৩৬॥
কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিদ্যা কিছু নয় ॥৩৭॥
কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি' ভজ, বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥"৩৮॥
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সবারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥৩৯॥
"তোমরা সে কহ সত্য, করি' আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেনে আন করিবা প্রসাদ? ৪০॥
তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥৪১॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি,—আমার উত্তম আছে কর্ম্ম ॥৪২॥
তোমা'-সবা' সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি' কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥৪৩॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধূতিবস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে ॥৪৪॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥৪৫॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
"কি কর, কি কর?" তবু করে বিশ্বম্ভরে ॥৪৬॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর ॥৪৭॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে?
সেবকের লাগি' নিজ-ধর্ম্ম পরিহরে ॥৪৮॥
"সকলসুহৃৎ কৃষ্ণ" সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে ॥৪৯॥
তাহো পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন-বংশের মরণে ॥৫০॥

কৃষ্ণের করয়ে সেবা—ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল-অনুভাব ॥৫১॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা—দ্বারকা-নিবাসে॥৫২॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥৫৩॥
চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার।
যা'-সবার লাগিয়া হইলা অবতার ॥৫৪॥
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥৫৫॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥৫৬॥
সাজি বহে, ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি' ধরে ॥৫৭॥
দেখি' বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতব আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বক্ষণ ॥৫৮॥
"ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥৫৯॥
বলহ বলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ ॥৬০॥
কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'-সবাকার॥৬১॥
যে-সব অধম লোক কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে ॥৬২॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলা সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজি' কর পাষণ্ডী সংহার ॥৬৩॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥"৬৪॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ।
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি' নিবেদন ॥৬৫॥
"এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় 'বক'! ৬৬॥

কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥৬৭॥
কেহ না বাখানে, বাপ! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
নাহি করে ব্যাখ্যা, আর নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥৬৮॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণ-জ্ঞান কেহ আমা'-সবারে না করে॥৬৯॥
সন্তাপে পোড়য়ে, বাপ! দেহ সবাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচার ॥৭০॥
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হইলা সবারে।
এ-পথে প্রবিষ্ট করি' দিলেন তোমারে॥৭১॥
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয় ॥৭২॥
চিরজীবী হও তুমি, লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥"৭৩॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥৭৪॥
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর ॥৭৫॥
প্রভু কহে,—"তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥৭৬॥
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল॥৭৭॥
কোন্ ছার হয়, পাপ-পাষণ্ডীর গণ?
সুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন ॥"৭৮॥
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি' সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অবতারে ॥৭৯॥
"এবে বুঝি তোমরা আনাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।
নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আনন্দ ॥৮০॥
তোমা'-সবা' হৈতে হবে জগৎ-উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥৮১॥
সেবক করিয়া মোরে সবেই জানিবা।
এই বর—'মোরে কভু না পরিহরিবা'॥"৮২॥

সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥৮৩॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সবে ঘর।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর ॥৮৪॥
আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥৮৫॥
"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার ॥৮৬॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥৮৭॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ ॥৮৮॥
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার ॥৮৯॥
"বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥৯০॥
তাহারো কিরূপ মতি, বুঝন না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥৯১॥
আপনে-আপনে কহে মনে-মনে কথা।
ক্ষণে বলে,—'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা' ॥৯২॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে ॥৯৩॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি' যায়, কিছু বচন না স্ফুরে ॥"৯৪॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু-জ্ঞান করি' লোক বলে বান্ধিবার ॥৯৫॥
শচীমুখে শুনি' যে যে দেখিবারে যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি' সবে হাসিয়া পলায় ॥৯৬॥
আস্তে-ব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বলে,—"পূর্ব্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ॥"৯৭॥
কেহ বলে,—"তুমি ত' অবোধ ঠাকুরাণী!
আর বা ইহান বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি? ॥৯৮॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি' জন্মিল শরীরে।
দুই-পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥৯৯॥
খাইবারে দেহ' ডাব-নারিকেল-জল।
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥"১০০॥
কেহ বলে,—"ইথে অল্প-ঔষধে কি করে?
শিবাঘৃত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিস্তরে ॥১০১॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান ॥"১০২॥
পরম উদার শচী—জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা ॥১০৩॥
চিন্তায় ব্যাকুল আই কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে ॥১০৪॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব—সবার স্থানে-স্থানে।
লোক-দ্বারা শচী করিলেন নিবেদনে ॥১০৫॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি' নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত ॥১০৬॥
ভক্ত দেখি' প্রভুর বাড়িল ভক্তিভাব।
লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ ॥১০৭॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি' প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে ॥১০৮॥
বাহ্য পাই' কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহা-কম্প কভু স্থির না পারে হইতে ॥১০৯॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
"মহা-ভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন্ জনে?"১১০॥
বাহ্য পাই' প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।
"কি বুঝ, পণ্ডিত! তুমি মোর এ-বিধানে? ১১১॥
কেহ বলে,—মহা-বায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?"১১২॥
হাসি' বলে শ্রীবাসপণ্ডিত,—"ভাল বাই!
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥১১৩॥
মহা-ভক্তিযোগ দেখি' তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥"১১৪॥

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে ॥১১৫॥
"সবে বলে,—'বায়ু', সবে আশংসিলা তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥১১৬॥
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥"১১৭॥
শ্রীবাস বলেন,—"যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ-ভোগ ॥১১৮॥
সবে মিলি' একঠাঁই করিব কীর্ত্তন।
যে-তে কেনে না বলে পাষণ্ডী-পাপিগণ॥"১১৯॥
শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
"চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥১২০॥
'বায়ু নহে,—কৃষ্ণভক্তি' বলিলুঁ তোমারে।
ইহা কভু অন্য-জন বুঝিবারে নারে ॥১২১॥
ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥"১২২॥
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥১২৩॥
তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনে ভয় ॥১২৪॥
এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়? ১২৫॥
একদিন প্রভু-গদাধর করি' সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে ॥১২৬॥
অদ্বৈত দেখিলা গিয়া প্রভু-দুইজন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী-সেবন ॥১২৭॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে 'হরি হরি'।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, আপনা' পাসরি' ॥১২৮॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি,—যেন মহারুদ্র-অবতার॥১২৯॥
অদ্বৈতে দেখিবা-মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' পৃথিবী-উপর ॥১৩০॥

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিলা সকল ॥১৩১॥
'কতি যাবে চোরা আজি?'—ভাবে মনে-মনে।
"এতদিন চুরি করি' বুল' এইখানে! ১৩২॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই!
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই!"১৩৩॥
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্বপূজা-সজ্জ লই' নামিলা তখনে ॥১৩৪॥
পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয় লই' সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্য-গোসাঞি ॥১৩৫॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি' নমস্করে ॥১৩৬॥

তথাহি (বিষ্ণু-পুরাণে ১/১৯/৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥১৩৭॥

(প্রহ্লাদ কহিলেন,—) হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার; হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি' পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥১৩৮॥
পাখালিলা দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি' দাণ্ডাইলা পদতলে ॥১৩৯॥
হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই'।
"বালকেরে, গোসাঞি! এমত না যুয়ায়॥"১৪০॥
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর! বালকে জানিবা কথো-দিনে॥"১৪১॥
চিত্তে বড় বিস্মিত হইলা গদাধর।
"হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥"১৪২॥
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য ॥১৪৩॥
আপনারে লুকায়েন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি' দুই কর ॥১৪৪॥

নমস্কার করি' তাঁর পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয় ॥১৪৫॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয়॥১৪৬॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥১৪৭॥
তুমি সে করিতে পার' ভববন্ধ নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥"১৪৮॥
নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে॥১৪৯॥
মনে বলে অদ্বৈত,—"কি কর' ভারি-ভূরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥"১৫০॥
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সবা' হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বম্ভর! ১৫১॥
কৃষ্ণকথা-কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই।
নিরন্তর তোমা' যেন দেখিবারে পাই ॥১৫২॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে ॥"১৫৩॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম-হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে ॥১৫৪॥
জানিলা অদ্বৈত,—হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর-বাস ॥১৫৫॥
"সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাশ॥"১৫৬॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার?
যাঁর শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥১৫৭॥
এ-সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
সদ্যঃ অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥১৫৮॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি-দিনে দিনে।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥১৫৯॥
সবে বড় আনন্দিত দেখি' বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহ আপন-ঈশ্বর ॥১৬০॥
সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ।
দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥১৬১॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'॥১৬২॥
শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শতশত-নদী-ধারে ॥১৬৩॥
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
ক্ষণে-ক্ষণে অট্ট-অট্ট হাসে বহু রঙ্গ ॥১৬৪॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বলেন কৃষ্ণ-ব্যতিরেক ॥১৬৫॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তান অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে ॥১৬৬॥
সর্ব্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে-ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ॥১৬৭॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে।
নর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ॥১৬৮॥
কেহ বলে,—"এ পুরুষ অংশ-অবতার।"
কেহ বলে,—"এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥"১৬৯॥
কেহ বলে,—"কিবা শুক, প্রহ্লাদ, নারদ।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥"১৭০॥
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁরা বলে,—'কৃষ্ণ আসি' জন্মিলা আপনি॥'১৭১॥
কেহ বলে,—"এই বুঝি প্রভু-অবতার।"
এইমত মনে সবে করেন বিচার ॥১৭২॥
বাহ্য হইলে ঠাকুর সবার গলা ধরি'।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥১৭৩॥

তথাহি (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥১৭৪॥

"ওগো গোপীজনের চিতচোরা, ওগো

অবলার বান্ধব, ওগো দয়ার সাগর শ্যাম, হায় হায়, তোমায় না দেখে' এই বিশ্রী দিনগুলো আমি কি কোরে কাটাই? বল!"

"কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন!"
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন ॥১৭৫॥
স্থির হই' প্রভু সব-আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বলে,—"মোর দুঃখ করোঁ নিবেদনে॥"১৭৬॥
প্রভু বলে,—"মোর সে দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইনু জীবন-কানাই ॥"১৭৭॥
সবার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি' সবে বসিলেন চারিভিতে॥১৭৮॥
"কানাঞির নাটশালা-নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥১৭৯॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা-সহিত কুন্তল মনোহর ॥১৮০॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ,—লখিতে না পারি ॥১৮১॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম-সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥১৮২॥
নীলস্তম্ভ জিনি' ভুজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥১৮৩॥
কি কহিব সে পীত-ধটীর পরিধান।
মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান ॥১৮৪॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হাসিতে।
আমা' আলিঙ্গিয়া
পলাইলা কোন্ ভিতে॥"১৮৫॥
কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তান কৃপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে?১৮৬॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেলা বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ!' বলি' পৃথিবী-উপর॥১৮৭॥
আথে-ব্যথে ধরে সব 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
স্থির করি' ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি॥১৮৮॥

স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়।
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয়॥১৮৯॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতিনম্র-কলেবর ॥১৯০॥
পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥১৯১॥
সবে বলে,—"আমরা-সবার বড় পুণ্য।
তুমি-হেন-সঙ্গে সবে হইলাঙ ধন্য ॥১৯২॥
তুমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে?
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে॥১৯৩॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সর্ব্বজন।
সবার নায়ক হই' করহ কীর্ত্তন ॥১৯৪॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
তোমার এ প্রেমজলে করহ শীতল ॥"১৯৫॥
সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্তসিংহ-প্রায় নিজ-বাস ॥১৯৬॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব ॥১৯৭॥
কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে ॥১৯৮॥
'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' মাত্র প্রভু বলে।
আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥১৯৯॥
যে-বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন,—"কৃষ্ণ কোন্ খানে?"২০০॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যেমত, সেইমত প্রবোধয় ॥২০১॥
একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর।
হরিষে হইলা আসি' প্রভুর গোচর ॥২০২॥
গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?"২০৩॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিবে,—হেন বচন না স্ফুরে॥২০৪॥

সম্ভ্রমে বলেন গদাধর-মহাশয়।
"নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥"২০৫॥
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥২০৬॥
আথে-ব্যথে গদাধর দুই হাতে ধরি'।
নানা-মতে প্রবোধি' রাখিলা স্থির করি'॥২০৭॥
"এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে।"
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে॥২০৮॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
"এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥২০৯॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে।
শিশু হই' কেমন প্রবোধিল ভালমতে॥"২১০॥
আই বলে,—"বাপ! তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥"২১১॥
অদ্ভুত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি' আই।
পুত্র-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই॥২১২॥
মনে ভাবে আই,—"এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে! ২১৩॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।"
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥২১৪॥
সর্ব্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে-অল্পে মিলে॥২১৫॥
ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয়।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়॥২১৬॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি।
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥২১৭॥
'হরি বোল' বলি' প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে॥২১৮॥
ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব-ভাব দিলা দরশন॥২১৯॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥২২০॥
সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়॥২২১॥
এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশিদিসি করেন কীর্ত্তন॥২২২॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখি' নাশ॥২২৩॥
'হরি বোল' বলি' ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন-ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥২২৪॥
নিদ্রা-সুখ-ভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেনমত ইচ্ছা বল্‌গিয়া মরয়॥২২৫॥
কেহ বলে,—"এ-গুলার হইল কি বাই?"
কেহ বলে,—"রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥"২২৬॥
কেহ বলে,—"গোসাঞি রুষিবে বড় ডাকে।
এ-গুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥"২২৭॥
কেহ বলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত-হেন সবার ব্যভার॥"২২৮॥
কেহ বলে,—"কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে॥২২৯॥
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই॥২৩০॥
মনে-মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়?"২৩১॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ॥২৩২॥
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥২৩৩॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥২৩৪॥
যে-তে-দিকে পলাইবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
আমা'-সবা' লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥২৩৫॥
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
'শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥'২৩৬॥

তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে ॥"২৩৭॥
কেহ বলে,—"আমরা-সবার কোন্ দায়?
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যেবা আসি' চায়॥"২৩৮॥
এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
'রাজনৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥'২৩৯॥
বৈষ্ণবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা।
'গোবিন্দ' সঙরি' সবে ভয় নিবারিলা ॥২৪০॥
"যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই 'সত্য' হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়?"২৪১॥
শ্রীবাসপণ্ডিত—বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে, সেই প্রত্যয় তাঁহার ॥২৪২॥
যবনের রাজ্য দেখি' মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥২৪৩॥
প্রভু অবতীর্ণ,—নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন ॥২৪৪॥
নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর ॥২৪৫॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ॥২৪৬॥
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥২৪৭॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বূল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল॥২৪৮॥
যতেক সুকৃতি হয় দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী, সব হয় বিমরিষ ॥২৪৯॥
"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়।
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায় ॥"২৫০॥
আর-জন বলে,—"ভাই! বুঝিলাঙ, থাক'।
যত দেখ এই সব—পলাবার পাক ॥"২৫১॥
নির্ভয়ে চাহেন চারিদিকে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর ॥২৫২॥

গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হম্বারব করি' আইসে জল খাইবারে॥২৫৩॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি' কেহ চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে, কেহ শুয়ে, কেহ জল খায়॥২৫৪॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করে হুহুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার॥২৫৫॥
এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস্ শ্রীবাসিয়া?" বলয়ে হুঙ্কারে॥২৫৬॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥২৫৭॥
"কাহারে পূজিস্, করিস্ কার্ ধ্যান?
যাঁহারে পূজিস্ তাঁরে দেখ্ বিদ্যমান॥"২৫৮॥
জ্বলন্ত-অনল দেখে শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি-ভঙ্গ, চাহে চারিভিত ॥২৫৯॥
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥২৬০॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্তসিংহ-সার।
বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥২৬১॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈলা শ্রীনিবাস, কিছুই না স্ফুরে॥২৬২॥
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু—"আরে শ্রীনিবাস!
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ? ২৬৩॥
তোর উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে, নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব্ব পরিবারে॥২৬৪॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি মোরে না জানিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥২৬৫॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়' মোর স্তব ॥"২৬৬॥
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁন্দে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস ॥২৬৭॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি' দুই কর ॥২৬৮॥

সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাই' স্তুতি করে যেন অভিমত ॥২৬৯॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্ম-মোহাপনোদন।
সেই শ্লোক পড়ি' স্তুতি করেন প্রথম ॥২৭০॥

তথাহি (ভাঃ ১০/১৪/১)—
নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥২৭১॥

হে নিত্যপূজ্য বিভো! নবমেঘের ন্যায় তোমার শ্যাম তনু, বিদ্যুদ্দামের ন্যায় তোমার পীত বসন, গুঞ্জা নির্ম্মিত কর্ণ-ভূষণদ্বয় ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত-চূড়ায় তোমার মুখমণ্ডল শোভমান; তোমার গলদেশে বনমালা, দধিসিক্ত-অন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ ও বেণু,—এইসকল অপ্রাকৃত-লক্ষণেই তোমার বিশেষ শোভা, তোমার পদদ্বয় অতি-কোমল; তুমি—গোপরাজ শ্রীনন্দের তনয়, তোমাকে প্রণাম করি।

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার।
নব-ঘন বর্ণ, পীত বসন যাঁহার ॥২৭২॥
শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥২৭৩॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পায়ে মোর নমস্কার।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার ॥২৭৪॥
জগন্নাথপুত্র-পায়ে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার ॥২৭৫॥
শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু—চিহ্ন-ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥২৭৬॥
চারি-বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার'।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥"২৭৭॥

ব্রহ্মস্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে—যত আইসে বদনে ॥২৭৮॥
"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক—গঙ্গা তীর্থবর ॥২৭৯॥
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি—তব চরণের ভৃঙ্গ ॥২৮০॥
তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥২৮১॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সবার কারণ ॥২৮২॥
তোমার মায়ায় কার্ নাহি হয় ভঙ্গ?
কমলা না জানে—যাঁর সনে একসঙ্গ ॥২৮৩॥
সঙ্গী, সখা, ভাই—সর্ব্বমতে সেবে যে।
হেন প্রভু মোহ মানে—অন্য জনা কে?২৮৪॥
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা' না জানিয়া মোর জন্ম গেল হেলে ॥২৮৫॥
নানা মায়া করি' তুমি আমারে বঞ্চিলা!
সাজি-ধুতি-আদি করি' সকলি বহিলা!২৮৬॥
তাতে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ!
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥২৮৭॥
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥২৮৮॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল ॥২৮৯॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥২৯০॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা ॥"২৯১॥
বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ-বাহু করি' কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥২৯২॥
গড়াগড়ি' যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ ॥২৯৩॥

কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে ॥২৯৪॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥২৯৫॥
"স্ত্রী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির ॥২৯৬॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ'—যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥"২৯৭॥
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত।
সর্ব্বপরিকর-সঙ্গে আইলা ত্বরিত ॥২৯৮॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল ॥২৯৯॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥৩০০॥
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকল লইয়া।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া ॥৩০১॥
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর ॥৩০২॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সবার।
হাসি' বলে,—"মোতে চিত্ত হউ সবাকার ॥"৩০৩॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাসে সম্বোধিয়া বলেন উত্তর ॥৩০৪॥
"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি,—তোমা' ধরিতে আইসে রাজ-নাও?৩০৫॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥৩০৬॥
মুই যদি বোলাঙ সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিবে সেহ ধরিবার তরে ॥৩০৭॥
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বলে, তবে মুঞি চাঙ ইহা॥৩০৮॥
মুঞি গিয়া সর্ব্ব-আগে নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু ॥৩০৯॥
মোরে দেখি' রাজা কি রহিবে নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া যে পাড়িমু সেইখানে ॥৩১০॥
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিবে মোরে।
সেহো মোর অভীষ্ট শুন কহি তোরে॥৩১১॥
'শুন শুন, ওহে রাজা! সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন'॥৩১২॥
হস্তী, ঘোড়া, পশু, পক্ষী, যত তোর আছে।
সকল আনহ, রাজা! আপনার কাছে॥৩১৩॥
এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল-কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি' কান্দাউ সবারে॥'৩১৪॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥৩১৫॥
'সঙ্কীর্ত্তন মানা কর এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি, এই দেখিলি সকলে॥৩১৬॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।'
এত বলি' মত্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥৩১৭॥
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী, একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া ॥৩১৮॥
রাজার যতেক গণ, রাজার সহিতে।
সবা' কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি' ভাল-মতে॥৩১৯॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ,—
দেখ আপন-নয়নে॥"৩২০॥
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'॥৩২১॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥৩২২॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চান্দ।
আজ্ঞা কৈলা,—
"নারায়ণী! 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দ'॥৩২৩॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত॥৩২৪॥

অঙ্গ বহি' পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে ॥৩২৫॥
হাসিয়া-হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?" ৩২৬॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব্ব-তত্ত্ব জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে ॥৩২৭॥
"কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে ॥৩২৮॥
তখন না করি ভয় তোর নাম বলে।
এখন কিসের ভয়?—তুমি মোর ঘরে ॥" ৩২৯॥
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥৩৩০॥
চারি-বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস ॥৩৩১॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র ॥৩৩২॥
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে ॥৩৩৩॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার ॥৩৩৪॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস।
তান বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস ॥৩৩৫॥
অনুভবে যাঁরে স্তুতি করে বেদ মুখে।
শ্রীবাসের দাস-দাসী তাঁরে দেখে সুখে ॥৩৩৬॥
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায় ॥৩৩৭॥
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"ন কহিও, এ-সব কথা কাহারো গোচর ॥" ৩৩৮॥
বাহ্য পাই' বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর ॥৩৩৯॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত।
পত্নী-বধূ-ভাই-দাস-দাসীর সহিত ॥৩৪০॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস ॥৩৪১॥
অন্তর্যামিরূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥৩৪২॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর ॥৩৪৩॥
'নরসিংহ' 'যদুসিংহ'—যেন নাম-ভেদ।
এইমত জানি,—'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥৩৪৪॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে 'অবধূতচন্দ্র' করি' যাঁরে গাই ॥৩৪৫॥
মধ্যখণ্ড-কথা, ভাই! শুন একচিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেনমতে ॥৩৪৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩৪৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ-বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥১॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তি-দান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥২॥
এইমত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব-পরিকর ॥৩॥
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে গলা ধরিয়া সবার ॥৪॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব-দাসগণ।
চতুর্দ্দিকে প্রভু বেড়ি' করয়ে ক্রন্দন ॥৫॥

আছুক দাসের কার্য্য, সে-প্রেম দেখিতে।
শুষ্ককাষ্ঠ-পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥৬॥
ছাড়ি' ধন, পুত্র, গৃহ, সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥৭॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময়।
যখন যেরূপ শুনে, সেইমত হয় ॥৮॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন ॥৯॥
যবে হাসে, তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে—প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥১০॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব,—দম্ভ করি' বৈসে।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই"—ইহা বলি' হাসে॥১১॥
"কোথা গেলা নাড়া বুড়া,—যে আনিল মোরে?
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরে ঘরে॥"১২॥
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ রে! বাপ রে!' বলি' কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে ॥১৩॥
অক্রূর-যানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৪॥
হইলেন মহাপ্রভু যেহেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে, বাহ্য গেল দূর ॥১৫॥
"মথুরায় চল, নন্দ! রাম-কৃষ্ণে লৈয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া॥"১৬॥
এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয়।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয় ॥১৭॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥১৮॥
অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম।
হনূমান্-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥১৯॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥২০॥
"শূকর শূকর" বলি' প্রভু চলি' যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায় ॥২১॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর ॥২২॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥২৩॥
গর্জ্জে 'যজ্ঞ-বরাহ'—প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে,—"মোর স্তুতি করহ মুরারি!"২৪॥
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে।
কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে ॥২৫॥
প্রভু বলে,—"বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি॥"২৬॥
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু! তোমার যে স্তুতি॥২৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্রবদন হই' যারে স্তুতি করে ॥২৮॥
তবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়? ২৯॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার ॥৩০॥
যত দেখি শুনি প্রভু! অনন্ত ভুবন।
তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন ॥৩১॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥৩২॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র॥৩৩॥
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন্ অধিকার।"
এত বলি' কান্দে গুপ্ত, করে নমস্কার ॥৩৪॥
গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর ॥৩৫॥
"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥৩৬॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥৩৭॥

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥৩৮॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র ॥৩৯॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে? ৪০॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥৪১॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥৪২॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার ॥৪৩॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥৪৪॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত! শুন মন দিয়া ॥৪৫॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥৪৬॥
হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল ॥৪৭॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন ॥৪৮॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট-সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ ॥৪৯॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে ॥৫০॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে ॥"৫১॥
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥৫২॥
মুরারি সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।
জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥৫৩॥

এই মত সর্ব্ব-সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥৫৪॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার ॥৫৫॥
পষণ্ডীরে আর কেহ ভয় নাহি করে।
হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥৫৬॥
প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্ত্তন ॥৫৭॥
মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ।
তাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥৫৮॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ—অনন্ত ঈশ্বর ॥৫৯॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান ॥৬০॥
রাঢ়দেশ একচাকা-নামে আছে গ্রাম।
যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥৬১॥
'মৌড়েশ্বর' নামে দেব আছে কত দূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥৬২॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥৬৩॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা ॥৬৪॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥৬৫॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥৬৬॥
তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥৬৭॥
এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায় ॥৬৮॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী তাত দুঃখের কারণ ॥৬৯॥

তিলমাত্র নিত্যানন্দে না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে, ততোঽধিক পিতা ॥৭০॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥৭১॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে ॥৭২॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥৭৩॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলী যন মিলায় শরীরে ॥৭৪॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ॥৭৫॥
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ-ধর্ম্ম পালি' আছে পিতা-সনে ॥৭৬॥
দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর ॥৭৭॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা ॥৭৮॥
সর্ব্বরাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥৭৯॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা ঊষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি ন্যাসিবর বলে ॥৮০॥
ন্যাসী বলে,—"এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।"
নিত্যানন্দ-পিতা বলে,—"যে ইচ্ছা তোমার ॥"৮১॥
ন্যাসী বলে,—"করিবাঙ তীর্থ পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥৮২॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ নন্দন তোমার।
কতদিন লাগি' দেহ' সংহতি আমার ॥৮৩॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥"৮৪॥
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥৮৫॥

"প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও 'সর্ব্বনাশ হয়' হেন বাসি ॥৮৬॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ-সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥৮৭॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥৮৮॥
যদ্যপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে ॥৮৯॥
সেই ত' বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ-ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ! রক্ষা কর' মোরে ॥৯০॥
দৈবে সে-ই বস্তু, কেনে নহিব সে মতি?
অন্যথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি?" ৯১॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্বে কহিলেন সব বিবরণে ॥৯২॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা ॥"৯৩॥
আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা ॥৯৪॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥৯৫॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত ॥৯৬॥
সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্ জনে?
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥৯৭॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইল বিহ্বল।
লোকে বলে,—"হাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥"৯৮॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥৯৯॥
প্রভু কেনে ছাড়ে, যার হেন অনুরাগ?
বিষ্ণুবৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥১০০॥
স্বামিহীনা দেবহূতি-জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥১০১॥

ব্যাস-হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি' শুক।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥১০২॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি ॥১০৩॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥১০৪॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে, যেন ইহার শ্রবণে ॥১০৫॥
যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥১০৬॥
হেন মতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায়।
স্বানুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥১০৭॥
গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥১০৮॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয় ॥১০৯॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয় ॥১১০॥
গোমতী, গণ্ডকী গেলা সরযূ, কাবেরী।
অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি' ॥১১১॥
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা-নগরী ॥১১২॥
রেবা, মাহিষ্মতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার।
যঁহি পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার ॥১১৩॥
এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায় ॥১১৪॥
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি' পূর্ব্ব-জন্মস্থান ॥১১৫॥
নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥১১৬॥
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি' যায় ॥১১৭॥

কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার ॥১১৮॥
কদাচিৎ কোন দিন করে দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥১১৯॥
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥১২০॥
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন—পরম-আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥১২১॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি' করে বৃন্দাবনে বাস ॥১২২॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপপুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥১২৩॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম ॥১২৪॥
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর ॥১২৫॥
অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥১২৬॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার ॥১২৭॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগতজীবন হাস্য সুন্দর অধর ॥১২৮॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন সুভাতি ॥১২৯॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর দক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥১৩০॥
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ম্মবন্ধ নাশ ॥১৩১॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায়।
সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায় ॥১৩২॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড।
যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥১৩৩॥

বণিক্ অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর ॥১৩৪॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া ॥১৩৫॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন।
ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥১৩৬॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥১৩৭॥
পূর্ব্ব-ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্ম্ম নাহি জানে ॥১৩৮॥
"আরে ভাই, দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এথারে ॥"১৩৯॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ ॥১৪০॥
সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
"আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপনে ॥১৪১॥
তালধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার দুয়ার ॥১৪২॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির ॥১৪৩॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে ॥১৪৪॥
বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধরভাব হেন বুঝি যে চরিত্র ॥১৪৫॥
'এই বাড়ী নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়?'
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয় ॥১৪৬॥
মহা-অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড ॥১৪৭॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি, 'কোন্ মহাজন তুমি?'১৪৮॥
হাসিয়া আমারে বলে,—'এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয় ॥'১৪৯॥
হরিষ বাড়িল শুনি' তাহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই-সম ॥"১৫০॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধরভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥১৫১॥
"মদ আন' মদ আন'" বলি' প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥১৫২॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বলে,—"শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥১৫৩॥
তুমি যারে বিলাও, সেই সে তাহা পায়।"
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি' চায় ॥১৫৪॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
"অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ ॥"১৫৫॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সঙ্কর্ষণ ॥১৫৬॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র।
স্বপ্ন-অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র ॥১৫৭॥
"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥১৫৮॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা'-সবার স্থানে।
'কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে ॥'১৫৯॥
চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত!
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত ॥"১৬০॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপ চাহি' বুলয়ে হরিষে ॥১৬১॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
"এ বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ ॥"১৬২॥
আনন্দে বিহ্বল দুঁহে চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥১৬৩॥
সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া ॥১৬৪॥
নিবেদিল আসি' দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥১৬৫॥

কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি—দেখিলুঁ সকল ॥১৬৬॥
চাহিলাম সর্ব্ব-নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিলুঁ প্রভু! গিয়া অন্য গ্রাম॥"১৬৭॥
দোঁহার বচন শুনি' হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল 'বড় গূঢ় নিত্যানন্দ' ॥১৬৮॥
এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি' উঠিয়া পলায় ॥১৬৯॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর ॥১৭০॥
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে॥১৭১॥
না বুঝি' যে নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥১৭২॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে॥১৭৩॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া॥"১৭৪॥
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব-ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি' সবে করিলা গমন ॥১৭৫॥
সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর।
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥১৭৬॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন।
সবে দেখিলেন যেন কোটীসূর্য্যসম ॥১৭৭॥
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ॥১৭৮॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার ॥১৭৯॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া ॥১৮০॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ—প্রাণের ঈশ্বর ॥১৮১॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যেন মদনসমান।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥১৮২॥
কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে ॥১৮৩॥
মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ রায়।
ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥ধ্রু॥১৮৪॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশবন্ধন দেখি' না রহে গেয়ান ॥১৮৫॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥১৮৬॥
সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥১৮৭॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর ॥১৮৮॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥১৮৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৯০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নিত্যানন্দমিলনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় জগৎজীবন গৌরচন্দ্র।
অনুক্ষণ হউ স্মৃতি তব পদদ্বন্দ্ব ॥ধ্রু॥
নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥১॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
একদৃষ্টি হই' বিশ্বম্ভর-রূপ চায় ॥২॥

রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ ॥৩॥
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত ॥৪॥
বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণনাথ গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিলা উপায় ॥৫॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস-প্রতি বলিল ঠাকুরে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥৬॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িল ত্বরিত ॥৭॥

তথাহি (ভাঃ ১০/২১/৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥৮॥

তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখি-পুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত-বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃত দ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

শুনি' মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা—নাহিক চেতন ॥৯॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায়।
"পড়, পড়" শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায় ॥১০॥
শ্লোক শুনি' কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১১॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি' বাড়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি' সিংহনাদ ॥১২॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে, কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥১৩॥
অন্যের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" সবে সঙরয় ॥১৪॥
গড়াগড়ি' যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥১৫॥
বিশ্বম্ভর-মুখ চাহি' ছাড়ে ঘনশ্বাস।
অন্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস ॥১৬॥
ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে নত, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে যোড়-যোড়-লম্ফ দেই দেখি ভাল ॥১৭॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥১৮॥
পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সবাই—কেহ নারে ধরিবার ॥১৯॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণব-সকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে ॥২০॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ ॥২১॥
যার প্রাণ, তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥২২॥
ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে-হেন রাম-কোলে ॥২৩॥
প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি' কাঁদে গৌরচন্দ্র ॥২৪॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥২৫॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরামলক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা ॥২৬॥
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব্ব-গণে ॥২৭॥
নিত্যানন্দ কোলে করি' আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর ॥২৮॥

"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ—কোলের ভিতর॥"২৯॥
নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা—গদাধর।
নিত্যানন্দ—জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥৩০॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সবাকার মন ॥৩১॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি'।
কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র আঁখি॥৩২॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা ॥৩৩॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার ॥৩৪॥
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর ॥৩৫॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে॥৩৬॥
বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥৩৭॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র ॥৩৮॥
তোমা' দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥৩৯॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয় ॥৪০॥
বুঝিলাম—কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।
তোমা' হেন সঙ্গ আনি' দিলেন আমার॥৪১॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।
তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন॥"৪২॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে—নাহি অবসর ॥৪৩॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ॥৪৪॥
প্রভু বলে,—"জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন্ দিক্ হইতে শুভ করিলে বিজয়?"৪৫॥
শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল ॥৪৬॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি' বলে হই' বড় নম্র ॥৪৭॥
প্রভু করে স্তুতি, শুনি' লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া ॥৪৮॥
নিত্যানন্দ বলে,—"তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥৪৯॥
স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঞি॥৫০॥
'সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব, কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত?'৫১॥
তারা বলে,—'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে।
গয়া করি' গিয়াছেন কতেক দিবসে ॥'৫২॥
নদীয়ায় শুনি' বড় হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে,—'এথায় জন্মিলা নারায়ণ॥'৫৩॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইলুঁ মুঞি পাতকী এথায় ॥"৫৪॥
প্রভু বলে,—"আমরা-সকল ভাগ্যবান্।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান ॥৫৫॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারিধারা॥"৫৬॥
হাসিয়া মুরারি বলে,—"তোমরা তোমরা।
উহা ত' না বুঝি কিছু আমরা-সবারা ॥"৫৭॥
শ্রীবাস বলেন,—"উহা আমরা কি বুঝি?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"৫৮॥
গদাধর বলে,—"ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রামলক্ষ্মণ-চরিত ॥"৫৯॥
কেহ বলে,—"দুইজন যেন দুই কাম।"
কেহ বলে,—"দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম॥"৬০॥

কেহ বলে,—“আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেন
'শেষ' আইলা আপনি ॥”৬১॥
কেহ বলে,—“দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহপরিপূর্ণ ॥”৬২॥
কেহ বলে,—“দুইজনে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারেঠোরে কয় ॥”৬৩॥
এই মত হরিষে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন ॥৬৪॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন ॥৬৫॥
সঙ্গী, সখা, ভাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন ॥৬৬॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সেই জন পায় ॥৬৭॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥৬৮॥
না জানিয়া নিন্দে তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥৬৯॥
চৈতন্যের প্রিয় দেহ—নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ—এই মনস্কাম ॥৭০॥
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥৭১॥
'রঘুনাথ', 'যদুনাথ'—যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ—
'নিত্যানন্দ', 'বলদেব' ॥৭২॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥৭৩॥
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
সগোষ্ঠীরে তারে বর-দাতা বিশ্বম্ভর ॥৭৪॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য—সবার ধনপ্রাণ ॥৭৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৭৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নিত্যানন্দমিলনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

জয় নবদ্বীপ-নবপ্রদীপ-
প্রভাবঃ পাষণ্ডগজৈকসিংহঃ।
স্বনামসঙ্খ্যাজপসূত্রধারী
চৈতন্যচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ ॥১॥

যিনি নবদ্বীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি পাষণ্ডরূপ কুঞ্জরগণের দমনে অদ্বিতীয় সিংহসদৃশ এবং যিনি “হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপ-সঙ্খ্যা রক্ষার নিমিত্ত সঙ্খ্যানির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যচন্দ্র নামক ভগবান্ মুরারি জয়যুক্ত হউন।

জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥২॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দেহ' প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥৩॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে ॥৪॥
সবে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হুঙ্কার ॥৫॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি'।
বহয়ে আনন্দ-ধারা সবাকার-আঁখি ॥৬॥

দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥৭॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞিঃ।
ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞিঃ? ৮॥
কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বল, যারে লয় মন ॥"৯॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি' আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ॥১০॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর ॥১১॥
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥"১২॥
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব—ঘরেই আমার ॥১৩॥
বস্ত্র, মুদ্গ, যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
বিধিযোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান ॥১৪॥
পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব ॥"১৫॥
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে ॥১৬॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন শ্রীপাদ গোঁসাই।
শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥"১৭॥
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই' করিলা গমনে ॥১৮॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি' যেন গোকুলকিঙ্কর ॥১৯॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সবার শরীরে ॥২০॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥২১॥
কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি, বাহ্য গেল দূর ॥২২॥
ব্যাস-পূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে, বেড়ি' গায় ভক্তগণ ॥২৩॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি' নাচে এক ঠাঞিঃ ॥২৪॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জ্জন।
কেহ বা মূর্চ্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥২৫॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥২৬॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন।
ক্ষণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন ॥২৭॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায় ॥২৮॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি' যায়।
আপনা' না জানে দোঁহে আপন-লীলায় ॥২৯॥
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায় ॥৩০॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥৩১॥
'বোল, বোল' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব-কলেবর ॥৩২॥
চিরদিনে নিত্যানন্দ পাই' অভিলাষে।
বাহ্য নাহি, আনন্দ সাগর-মাঝে ভাসে ॥৩৩॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥৩৪॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে ॥৩৫॥
এইমত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কা'ত ॥৩৬॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর ॥৩৭॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
'মদ আন, মদ আন', বলি' ঘন ডাকে ॥৩৮॥

নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ' মোরে হল-মুষল সত্বর ॥৩৯॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা, কর পাতি' লৈলা গৌরচন্দ্র ॥৪০॥
কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে ॥৪১॥
যারে কৃপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে ॥৪২॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব্ব-জন-স্থানে ॥৪৩॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
'বারুণী' 'বারুণী' প্রভু ডাকে মত্ত হঞা ॥৪৪॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে, ন বুঝে উপায়।
অন্যোহন্যে সবার বদন সবে চায় ॥৪৫॥
যুকতি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥৪৬॥
সর্ব্বগণে দেয় জল, প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পিয়ে, হেন জ্ঞান ॥৪৭॥
চতুর্দ্দিকে রাম-স্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
'নাড়া', 'নাড়া', 'নাড়া' প্রভু বলে অনুক্ষণ ॥৪৮॥
সঘনে ঢুলায় শির 'নাড়া' 'নাড়া' বলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে ॥৪৯॥
সবে বলিলেন,—"প্রভু, 'নাড়া' বল কারে?"
প্রভু বলে,—"আইলুঁ মুঞি যাহার হুঙ্কারে ॥৫০॥
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি' কথা কহ যার।
সেই 'নাড়া' লাগি' মোর এই অবতার ॥৫১॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা ॥৫২॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার ॥৫৩॥
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে ॥৫৪॥
সে অধম সবারে না দিমু প্রেমযোগ।
নগরিয়া-প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ ॥"৫৫॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্বভক্তগণ।
ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥৫৬॥
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ" — প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্তসব বলে,—"কিছু উপাধিক নয় ॥"৫৭॥
সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ ॥"৫৮॥
হাসে সর্ব্বভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি' যায় ॥৫৯॥
সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ' ॥৬০॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥৬১॥
কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদি-মূল ॥৬২॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥৬৩॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ-মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥৬৪॥
"স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস ॥৬৫॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥৬৬॥
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজদণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥৬৭॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু-দণ্ড ॥৬৮॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড-কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥৬৯॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বলেন,—"যাও ঠাকুরের স্থানে" ॥৭০॥

রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥৭১॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈঞা ॥৭২॥
শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥৭৩॥
চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন ॥৭৪॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর-শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়' ॥৭৫॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির ॥৭৬॥
নিত্যানন্দ-প্রতি ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি' ঝাট করহ সত্বর ॥"৭৭॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥৭৮॥
আসিয়া মিলিলা সব-ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন ॥৭৯॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব-কার্য্য ॥৮০॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন ॥৮১॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত ॥৮২॥
দিব্য-গন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥৮৩॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর' ॥৮৪॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা ॥"৮৫॥
যত শুনে নিত্যানন্দ—করে, 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয় ॥৮৬॥
কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি' পুনঃ চারি দিকে চায় ॥৮৭॥
প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥"৮৮॥
শ্রীবাসের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥৮৯॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া কর ঝাট ব্যাসের পূজন ॥"৯০॥
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি' দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥৯১॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥৯২॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥৯৩॥
ষড়্ভুজ দেখি' মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু-মাত্র নাই ॥৯৪॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ", করেন স্মরণ ॥৯৫॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দেই' ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥৯৬॥
মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া ॥৯৭॥
"উঠ উঠ নিত্যানন্দ, স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত ॥৯৮॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর? ৯৯॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি, তুমি প্রেমময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয় ॥১০০॥
আপনা' সম্বরি' উঠ, নিজ-জন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥১০১॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥"১০২॥

পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে ॥১০৩॥
যে অনন্ত-হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান নিত্যানন্দ ॥১০৪॥
ছয়ভুজদৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক ॥১০৫॥
রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা ॥১০৬॥
সে যদি অদ্ভুত, তবে এহো অদভুত।
নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কৌতুক ॥১০৭॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেক দাস্যভাব না হয় অন্যথা ॥১০৮॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতাবল্লভের দাস্য মন-প্রাণ-ধন ॥১০৯॥
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ ॥১১০॥
যদ্যপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগন্ময় ॥১১১॥
সর্ব্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখনো অনন্তরূপ 'সত্য' বেদে কয় ॥১১২॥
তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেম-দাস্যভাবে অনুরাগ ॥১১৩॥
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাঁহার দাস্য, বুঝহ বিচারে ॥১১৪॥
শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত, দাস্য পাইয়া ॥১১৫॥
অন্ন-পানি-নিদ্রা ছাড়ি' শ্রীরামচরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥১১৬॥
জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥১১৭॥
'স্বামী করি' শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ-প্রতি।
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি ॥১১৮॥
সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥১১৯॥
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম-প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি ॥১২০॥
সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার ॥১২১॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁরে স্বভাব চরণসেবা-খেলা ॥১২২॥
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত 'শেষ' ভগবান্।
তথাপি স্বভাবধর্ম্ম, সেবা সে তাহান ॥১২৩॥
অতএব তাঁহার যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে ॥১২৪॥
ঈশ্বরের স্বভাব—কেবল ভক্তবশ।
বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ ॥১২৫॥
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাবচরিত ॥১২৬॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ প্রমাণে ॥১২৭॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য-মন।
"চৈতন্য—ঈশ্বর, মুঞি তাঁর একজন ॥"১২৮॥
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর, সেহ মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা ॥১২৯॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে ॥"১৩০॥
আপনে করিয়াছেন ষড়্ভুজ দর্শন।
তার প্রীতে কহি তান এ সব কথন ॥১৩১॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয় ॥১৩২॥
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ-খেলা।
করেন ঈশ্বরসেবা, কে বুঝিবে লীলা ॥১৩৩॥
সেহ যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে ॥১৩৪॥

যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু, সেই হয় 'বেদ'।
তাহি গায় সর্ব্ববেদে ছাড়ি' সর্ব্বভেদ ॥১৩৫॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন-কত গৌরচন্দ্রের কৃপায় ॥১৩৬॥
নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল ॥১৩৭॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি-নাশ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, যাইবেক নাশ॥১৩৮॥

তথাহি নারদীয়ে—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্ জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি ॥১৩৯॥

কোন মূঢ় ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পদযুগল পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহারই মস্তকে প্রহার করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদ্রূপ যিনি প্রতিমাতে বিষ্ণুর পূজা করিয়া নিখিল-প্রাণি-হৃদয়স্থ সেই সর্ব্বগত বিষ্ণুরই অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥১৪০॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।
পূজাও নিষ্ফলে যায়, আর দুঃখে মরে॥১৪১॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥১৪২॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায়, কপালে॥১৪৩॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে, হইবেক? বুঝ ভাবি' মনে ॥১৪৪॥
যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে ॥১৪৫॥
শ্রদ্ধা করি' মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে দয়া নাহি করে॥১৪৬॥
এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥১৪৭॥
বলরাম-শিব-প্রতি প্রীত নাহি করে।
'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে॥১৪৮॥

তথাহি (ভাঃ ১১/২/৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥১৪৯॥

যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া মিশ্র ভক্ত্যাভাস-সহকারে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে পূজা করেন, ভক্ততারতম্যজ্ঞানা-ভাবহেতু হরিজনের পূজা করেন না; পরন্তু হরিবিমুখ সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনি 'প্রাকৃত', 'কনিষ্ঠ', বা 'বৈষ্ণব-প্রায়' ভক্ত-নামে কথিত হন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন।

প্রসঙ্গে কহিল ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্ভুজদর্শনে ॥১৫০॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে, তার বন্ধবিমোচন ॥১৫১॥
বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমল নয়নে ॥১৫২॥
সবা'-প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন॥"১৫৩॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত ॥১৫৪॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই, কারো বাহ্য নাই ॥১৫৫॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল ॥১৫৬॥

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
সবেই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥১৫৭॥
চৈতন্য-প্রভুর মাতা—জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই ॥১৫৮॥
বিশ্বম্ভর-নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
'দুই জন মোর পুত্র' হেন বাসে মনে ॥১৫৯॥
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥১৬০॥
সূত্র করি' কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে-তে-মতে কৃষ্ণ গাহিলেই হয় হিত ॥১৬১॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজারঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে ॥১৬২॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া
সবে করেন ক্রন্দন ॥১৬৩॥
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বগণ লৈয়া ॥১৬৪॥
ঠাকুর পণ্ডিত-প্রতি বলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর ॥"১৬৫॥
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব-উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥১৬৬॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই' ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥১৬৭॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে ॥১৬৮॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে ॥১৬৯॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য
কে বলিতে পারে ॥১৭০॥
এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্ব্বলোকে ॥১৭১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
ব্যাসপূজা-বর্ণনং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়াণাম্ ॥১॥*
জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥২॥
জয় জয় জগৎমঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥৩॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন ॥৪॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥৫॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬॥
হেনমতে নিত্যানন্দসঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গ ॥৭॥
এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যে-মতে হইল দরশন ॥৮॥
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণরসে ॥৯॥

*আদি ১ম অধ্যায় ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য

"চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ ॥১০॥
যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।
যাঁর লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ॥১১॥
যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে-প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ॥১২॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন ॥১৩॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।
যে কিছু দেখিলা, তাঁরে কহিও কথন ॥১৪॥
আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া॥"১৫॥
শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সেইক্ষণে চলিলা সঙরি' 'হরি হরি' ॥১৬॥
আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই' গেলা সেই ঠাঞি॥১৭॥
আচার্য্যেরে নমস্করি' রামাই পণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত ॥১৮॥
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে॥১৯॥
রামাই দেখিয়া হাসি' বলেন বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা' নিবার কারণ॥"২০॥
করযোড় করি' বলে রামাই পণ্ডিত।
"সকল জানিয়া আছ, চলহ ত্বরিত ॥"২১॥
আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি॥২২॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র-গহন।
জানিয়াও নানা মত করয়ে কথন ॥২৩॥
"কোথা বা গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ায় অবতরে? ২৪॥
মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥"২৫॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে ॥২৬॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥২৭॥
পুনঃ বলে,—"কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত?"২৮॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥২৯॥
"যাঁর লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন ॥৩০॥
যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।
সে-প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ॥৩১॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন ॥৩২॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥৩৩॥
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥৩৪॥
তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু॥"৩৫॥
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥৩৬॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিস্মিত ॥৩৭॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
'আনিলুঁ', 'আনিলুঁ' বলে 'প্রভু আপনার'॥৩৮॥
"মোর লাগি' প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি' কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া॥৩৯॥
অদ্বৈত-গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি' কান্দে আনন্দিতা ॥৪০॥
অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥৪১॥

কান্দেন অদ্বৈত-পত্নী পুত্রের সহিতে।
অনুচর সব বেড়ি' কাঁদে চারি ভিতে ॥৪২॥
কেবা কোন্ দিকে কাঁদে নাহি পরাপর।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥৪৩॥
স্থির হয় অদ্বৈত, হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥৪৪॥
রামাইরে বলে,—"প্রভু কি বলিলা মোরে?"
রামাই বলেন,—"ঝাট চলিবার তরে॥"৪৫॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হন, তবে মোহার প্রতীত ॥৪৬॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি' দেই মোহার মাথায় ॥৪৭॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিলুঁ তোমা'ত॥"৪৮॥
রামাই বলেন,—"প্রভু মুঞি কি কহিমু।
যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দখিমু ॥৪৯॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার॥"৫০॥
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভযাত্রা-উদ্‌যোগ করিলা ততক্ষণে॥৫১॥
পত্নীরে বলিলা,—"ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥"৫২॥
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ, মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধানে॥৫৩॥
ক্ষীর, দধি, সর, ননী, কর্পূর, তাম্বূল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল ॥৫৪॥
সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামা'য়ে নিষেধে, "ইহা না কহিবা কভু॥৫৫॥
'না আইলা আচার্য্য', তুমি বলিবা বচন।
দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন ॥৫৬॥
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
'না আইলা' বলি' তুমি করিবা গোচরে॥"৫৭॥
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥৫৮॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে।
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে ॥৫৯॥
প্রায় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥৬০॥
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সবে নীরব হইয়া ॥৬১॥
হুঙ্কার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায় ॥৬২॥
'নাড়া আইসে, নাড়া আইসে'—
বলে বারে বারে।
"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে॥"৬৩॥
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত ॥৬৪॥
গদাধর বুঝি' দেয় কর্পূর তাম্বূল।
সর্ব্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল ॥৬৫॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি' রামাই-গোচরে ॥৬৬॥
নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে।
"মোরে পরীক্ষিতে
নাড়া পাঠাইল তোরে॥"৬৭॥
'নাড়া আইসে' বলি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়॥৬৮॥
এথাই রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে 'নাড়া' পাঠাইল তোরে॥৬৯॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥"৭০॥
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈতস্থানে করিলা বিদিত ॥৭১॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত-আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥৭২॥

দূরে থাকি' দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥৭৩॥
পাইয়া নির্ভয়-পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥৭৪॥

শ্রীরাগঃ

জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর ॥৭৫॥
প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥৭৬॥
দুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'।
তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥৭৭॥
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে ॥৭৮॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥৭৯॥
কিবা নখ, কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥৮০॥
কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥৮১॥
দেখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ।
মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি-শুক ॥৮২॥
মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড-পরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা ॥৮৩॥
তবে দেখে—স্তুতি করে সহস্র-বদন।
চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ ॥৮৪॥
উলটি' আচার্য্য দেখে চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বলে ॥৮৫॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিগে চরণের তলে ॥৮৬॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড-পরণাম ছাড়ি'।
উঠিলা অদ্বৈত—অদ্ভুত দেখি' বড়ি ॥৮৭॥
দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি' সব ফণ ॥৮৮॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥৮৯॥
কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে।
'কৃষ্ণ' বলি' স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে ॥৯০॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে ॥৯১॥
মহা-ঠাকুরাল দেখি' পাইলা সম্ভ্রম।
পতি-পত্নী কিছু বলিবার নহে ক্ষম ॥৯২॥
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা উত্তর ॥৯৩॥
"তোমার সঙ্কল্প লাগি' অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥৯৪॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥৯৫॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥৯৬॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥৯৭॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা' হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥"৯৮॥

রামকিরি রাগঃ

এতেক প্রভুর বাক্য অদ্বৈত শুনিয়া।
ঊর্দ্ধবাহু করি' কান্দে সস্ত্রীক হইয়া ॥৯৯॥
"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ ॥১০০॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণযুগল ॥১০১॥
ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি' হৈলা পরতেকে ॥১০২॥

মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা'-বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা॥"১০৩॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য।
প্রভু বলে,—"আমার পূজার কর কার্য্য॥"১০৪॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে।
চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥১০৫॥
প্রথমে চরণ ধুই' সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥১০৬॥
চন্দনে ডুবাই' দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি॥১০৭॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ-উপচারে।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে॥১০৮॥
পঞ্চশিখা জ্বালি' পুনঃ করেন বন্দনা।
শেষে 'জয়-জয়' ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥১০৯॥
করিয়া চরণপূজা ষোড়শোপচারে।
আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে॥১১০॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করি' পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি' করে দণ্ড-পরণামে॥১১১॥

তথাহি—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥১১২॥*

এই শ্লোক পড়ি' আগে নমস্কার করি'।
শেষে স্তুতি করে নানা-শাস্ত্র অনুসারি'॥১১৩॥
"জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥১১৪॥
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥১১৫॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ বিভূষণ॥১১৬॥
জয় জয় 'হরে-কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥১১৭॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ॥১১৮॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥১১৯॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥১২০॥
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন॥১২১॥
তুমি সে প্রহ্লাদ-লাগি' কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া 'নরসিংহ' নাম যার॥১২২॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাঝ॥১২৩॥
তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া।
তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া॥১২৪॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর।
ভক্তজনে তোমা' ধরি' করয়ে বাহির॥১২৫॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা'-বই নাহি আর॥১২৬॥
এই তোর দুইখানি চরণ-কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥১২৭॥
এই সে চরণ রমা সেবে একমনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে॥১২৮॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায়॥১২৯॥
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥১৩০॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিলা শিরে মহাবেগ যার॥"১৩১॥
কোটি বৃহস্পতি জিনি' অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥১৩২॥
বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে।
পড়িলা দীঘল হই' চরণের তলে॥১৩৩॥

মধ্য ২/১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য

সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥১৩৪॥
চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন ।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন ॥১৩৫॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইলা বিহ্বল ।
'হরি, হরি' বলি' সবে করে কোলাহল ॥১৩৬॥
গড়াগড়ি' যায় কেহ, মালসাট মারে ।
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩৭॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব-অভিমত ॥১৩৮॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
"আরে নাড়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর ॥"১৩৯॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত-গোসাঞি ।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥১৪০॥
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর ।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর ॥১৪১॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর ।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ ধরয়ে প্রচুর ॥১৪২॥
ক্ষণে ঘুরে, উঠে, ক্ষণে পড়ি' গড়ি' যায় ।
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি' ক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ॥১৪৩॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয় ।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয় ॥১৪৪॥
অবশেষে আসি' সবে রহে দাস্যভাবে ।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে ॥১৪৫॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে ।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রূকুটি করি' হাসে ॥১৪৬॥
হাসি' বলে,—"ভাল হৈল আইলা নিতাই ।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥১৪৭॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া ।"
ক্ষণে বলে প্রভু, ক্ষণে বলে মাতালিয়া ॥১৪৮॥
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায় ।
এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ—কৃষ্ণের লীলায় ॥১৪৯॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে ।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥১৫০॥
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান ।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান ॥১৫১॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ করি' জান ।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান্ ॥১৫২॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার ।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার ॥১৫৩॥
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর ।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥১৫৪॥
যে না বুঝি' দোঁহার কলহ, পক্ষ ধরে ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, সেই জন মরে ॥১৫৫॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি' বৈষ্ণবসকল ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥১৫৬॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে ।
ততক্ষণে রহিলেন,—আজ্ঞা করি' শিরে ॥১৫৭॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া ।
'বর মাগ', 'বর মাগ'—বলেন হাসিয়া ॥১৫৮॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর ।
'মাগ' 'মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর ॥১৫৯॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি মাগিমু বর?
যে বর চাহিলুঁ, তাহা পাইলুঁ সকল ॥১৬০॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি' আপনে নাচিলুঁ ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলুঁ ॥১৬১॥
কি চাহিমু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর ।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ প্রভু, তোর অবতার ॥১৬২॥
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে ।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে ॥"১৬৩॥
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর ॥১৬৪॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার ।
মোর যশে নাচে যেন সকল-সংসার ॥১৬৫॥

ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু, বলিলুঁ তোমারে॥"১৬৬॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥১৬৭॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি
যে-যে-জন বাধে॥১৬৮॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি' মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা॥"১৬৯॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বলে,—"সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥"১৭০॥
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার।
মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার॥১৭১॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥১৭২॥
গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥১৭৩॥
অদ্বৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে॥১৭৪॥
চৈতন্য-অদ্বৈত যত হৈল প্রেমকথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা॥১৭৫॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশঃ গায়॥১৭৬॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥১৭৭॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি।
অভিমত পাই' রহিলেন সেই ঠাঞি॥১৭৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈতমিলনং নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়

নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি॥ধ্রু॥১॥
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥২॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥৩॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥৪॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥৫॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥৬॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে॥৭॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায়॥৮॥
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম॥৯॥
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে॥১০॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস॥১১॥
নৃত্য করি' উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায়॥১২॥
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা' দেখিব আরে রে বাপরে॥"১৩॥
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি॥১৪॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা॥১৫॥

সবে বলে 'পুণ্ডরীক' বলেন কৃষ্ণেরে।
'বিদ্যানিধি' নাম শুনি' সবেই বিচারে ॥১৬॥
'কোন প্রিয়-ভক্ত' ইহা সবে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সবে বলিলেন ॥১৭॥
"কোন্ ভক্ত লাগি' প্রভু, করহ ক্রন্দন?
সত্য আমা'-সবা'-প্রতি করহ কথন ॥১৮॥
আমা'-সবার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তাঁর জন্ম-কর্ম্ম কোথা? কহ প্রভু শুনি॥"১৯॥
প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে ভাগ্যবান্।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যান ॥২০॥
পরম অদ্ভুত তাঁর সকল চরিত্র।
তাঁর নাম-শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥২১॥
বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব।
চিনিতে না পারে কেহ, তিঁহো যে বৈষ্ণব॥২২॥
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম-পণ্ডিত।
পরম-স্বধর্ম্ম সর্ব্ব-লোক-অপেক্ষিত ॥২৩॥
কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥২৪॥
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥২৫॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার ॥২৬॥
এসকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা ॥২৭॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল পান ॥২৮॥
তবে সে করেন পুজা-আদি-নিত্য-কর্ম্ম।
ইহা সর্ব্ব-পণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম ॥২৯॥
চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেন সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে॥৩০॥
তাঁরে ঝাট কেহই চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে 'বিষয়ী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা॥৩১॥
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকর্ষিয়া আনহ এথাই ॥"৩২॥
কহি' তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দিতে লাগিলা ॥৩৩॥
মহা উচ্চৈঃস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিঁহো সে জানেন ॥৩৪॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে॥৩৫॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল মতি ॥৩৬॥
অনেক সেবক-সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ-সঙ্গে শিষ্য-ভক্ত তাঁর ॥৩৭॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে ॥৩৮॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে-মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে ॥৩৯॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥৪০॥
বিদ্যানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে আনন্দ হইল, তাহার অন্ত নাই ॥৪১॥
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ি-প্রায় হৈয়া ॥৪২॥
যত কিছু তাঁর প্রেমভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত ॥৪৩॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥৪৪॥
যথাকার যে বার্ত্তা, কহেন আসি' সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥৪৫॥
গদাধর পণ্ডিত, শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে ॥৪৬॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে ॥"৪৭॥

শুনি' গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি' দেখিতে চলিলা ॥৪৮॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥৪৯॥
গদাধর পণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার ॥৫০॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইঁহার, থাকেন কোন্ গ্রামে? ৫১॥
বিষ্ণুভক্তি-তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি, প্রকৃতি—দুই পরম সুন্দর ॥"৫২॥
মুকুন্দ বলেন,—" 'শ্রীগদাধর' নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্ ॥৫৩॥
'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীতি বাসেন ইঁহারে ॥৫৪॥
ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে ॥"৫৫॥
শুনি' বিদ্যানিধি বড় সন্তোষ হইলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা ॥৫৬॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয় ॥৫৭॥
দিব্য-খট্টা হিঙ্গুলে, পিতলে শোভা করে।
দিব্য-চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥৫৮॥
তহিঁ দিব্য-শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্ম-বাসে।
পট্ট-নেত-বালিশ শোভয়ে চারি পাশে ॥৫৯॥
বড় ঝারি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য-পিতলের বাটা, পাকা পান তা'ত ॥৬০॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি' দেখি' হাসে ॥৬১॥
দিব্য-ময়ূরের পাখা লই' দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥৬২॥
চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে ॥৬৩॥
কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার।
দিব্য-গন্ধ আমলকী বহি নাহি আর ॥৬৪॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ—মদন-সমান।
যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান ॥৬৫॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহবান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥৬৬॥
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর ॥৬৭॥
আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয়।
বিদ্যানিধি-প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥৬৮॥
ভাল ত' বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ ॥৬৯॥
শুনিয়া ত' ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে ॥৭০॥
বুঝি' গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥৭১॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি অবেদ্য, কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥৭২॥
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমা-বর্ণন ॥৭৩॥
"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥৭৪॥
তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে ॥"৭৫॥

তথাহি (ভাঃ ৩/২/২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৭৬॥

অহো কি আশ্চর্য্য! বকাসুর-ভগিনী দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিতা হইয়া যাঁহাকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান

করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য (কৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী অম্বিকা-কিলিম্বার প্রাপ্য গোলোকে) গতি লাভ করিয়াছিল, সেই পরমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আর কাহারই বা শরণাপন্ন হইব?

(ভাঃ ১০/৬/৩৫)—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥৭৭॥

রক্তপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায়ও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ করিয়াছিল।

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥৭৮॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥৭৯॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সবার অবতার ॥৮০॥
'বোল, বোল' বলি' মহা লাগিলা গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে॥৮১॥
লাথি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর॥৮২॥
কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান॥৮৩॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে ॥৮৪॥
কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটা'য়ে করে ক্রন্দন অপার ॥৮৫॥
"কৃষ্ণরে ঠাকুর মোর, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান॥"৮৬॥
অনুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
"মুই সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে॥"৮৭॥
মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
সবে মনে ভাবে,—"কিবা চূর্ণ হৈল হাড়॥"৮৮॥
হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥৮৯॥
বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটী—সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥৯০॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন ॥৯১॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' থাকিলা পড়িয়া ॥৯২॥
তিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগর ॥৯৩॥
দেখি' গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত ॥৯৪॥
"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥"৯৫॥
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে ॥৯৬॥
"মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকার্য্য।
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য ॥৯৭॥
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে ॥৯৮॥
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কটে।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকটে ॥৯৯॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
'বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান ॥১০০॥
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয় ॥১০১॥
যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥১০২॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজনে ॥১০৩॥

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ ধরি ॥১০৪॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥"১০৫॥
এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥১০৬॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
'ভাল ভাল' বলি' বড় শ্লাঘিতে লাগিলা ॥১০৭॥
প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই' বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥১০৮॥
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ তিতিল সকল ॥১০৯॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি মহাশয়।
কোলে করি' থুইলেন আপন হৃদয় ॥১১০॥
পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর ॥১১১॥
"ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত-দোষ জন্মিল উঁহার ॥১১২॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে ॥১১৩॥
বিষ্ণুভক্ত, বিরক্ত, শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত ॥১১৪॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু-শিষ্য যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর ॥১১৫॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে ॥"১১৬॥
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
"আমারে ত' মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥১১৭॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥১১৮॥
এই যে আইসে শুক্ল-পক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিবকে আসি' ॥১১৯॥
ইহাতে সংকল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।"
শুনি' গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার ॥১২০॥
সেদিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায় ॥১২১॥
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি' বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ॥১২২॥
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিত-রূপে।
রাত্রি করি' আইলেন প্রভুর সমীপে ॥১২৩॥
সর্ব্ব-সঙ্গ ছাড়ি' একেশ্বর-মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখি' মাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা হৈয়া ॥১২৪॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥১২৫॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই' করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার ॥১২৬॥
"কৃষ্ণেরে, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ' তাপ ॥১২৭॥
সর্ব্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥"১২৮॥
'বিদ্যানিধি' হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সবেই কান্দেন-মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে ॥১২৯॥
নিজ প্রিয়তম জানি' শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর ॥১৩০॥
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর ॥"১৩১॥
তখন সে জানিলেন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন ॥১৩২॥
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন।
পরম অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥১৩৩॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর ॥১৩৪॥
'প্রিয়তম প্রভুর' জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীত, ভয়, আপ্তুতা সবার হইল তানে ॥১৩৫॥

বক্ষঃ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে॥১৩৬॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই' ডাকি 'হরি' বলে॥১৩৭॥
"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা-সিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্ব-মনোরথ-পার॥"১৩৮॥
সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন।
পুণ্ডরীক লইয়া সবে করেন কীর্ত্তন॥১৩৯॥
"ইঁহার পদবী—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥"১৪০॥
এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' বলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥১৪১॥
প্রভু বলে,—"আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার॥১৪২॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম 'প্রেমনিধি' সাক্ষাৎ নয়নে॥"১৪৩॥
শ্রীপ্রেমনিধির আসি' হৈল বাহ্যজ্ঞান।
তখনে সে প্রভু চিনি' করিলা প্রণাম॥১৪৪॥
অদ্বৈতদেবের আগে করি' নমস্কার।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবার॥১৪৫॥
পরানন্দ হৈলেন সর্ব্ব ভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক দরশনে॥১৪৬॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ॥১৪৭॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥১৪৮॥
"না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥১৪৯॥
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য॥"১৫০॥
গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
'শীঘ্র কর, শীঘ্র কর' বলিতে লাগিলা॥১৫১॥
তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥১৫২॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর-শিষ্য যাঁর, ভক্তের সেই সীমা॥১৫৩॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাঙ তান॥১৫৪॥
যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥১৫৫॥
পুণ্ডরীক, গদাধর—দুইর মিলন।
যে পড়ে, যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন॥১৫৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বপ্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম॥১॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥২॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥৪॥
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল॥৫॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি স্ফুরে॥৬॥

আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥৭॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুত্র-মাতা ॥৮॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥৯॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর? ১০॥
কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি,—বলিলাম আমি ॥১১॥
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥"১২॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত॥১৩॥
দিনেক যে তোমা' ভজে, সেই মোর প্রাণ।
নিত্যানন্দ—তোর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ॥১৪॥
মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে ॥১৫॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা ॥"১৬॥
এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥১৭॥
প্রভু বলে,—"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস?
নিত্যানন্দ-প্রতি তোর এতই বিশ্বাস? ১৮॥
'মোর গোপ্য নিত্যানন্দ', জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিয়ে আমি ॥১৯॥
'যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥'২০॥
বিড়াল-কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥২১॥
নিত্যানন্দে সমর্পিলুঁ আমি তোমা'-স্থানে।
সর্ব্বমত সংবরণ করিবা আপনে ॥"২২॥
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া-নগর ॥২৩॥
ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই' যায়, সন্তোষ অপার ॥২৪॥
বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস মুরারির ঘরে ॥২৫॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥২৬॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥২৭॥
একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর-স্থানে ॥২৮॥
"নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥২৯॥
বৎসর-পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি' দোঁহে বেড়াও ধাইয়া ॥৩০॥
দুইজনে সান্ধাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম-কৃষ্ণ লই' দোঁহে হইলা বাহিরে ॥৩১॥
তার হতে কৃষ্ণ, তুমি লই' বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান ॥৩২॥
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
'কে তোরা ঢাঙ্গাতি, দুই বাহিরাও গিয়া॥৩৩॥
এ বাড়ী, এ ঘর, সব আমা'-দোঁহাকার।
এ সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ যত উপহার ॥'৩৪॥
নিত্যানন্দ বলয়ে,—'সে-কাল গেল বয়ে।
যে-কালে খাইলে দধি-নবনী লুটিয়ে ॥৩৫॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা' চিনিয়া ছাড় সব উপহার ॥৩৬॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা,খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?'৩৭॥
রাম-কৃষ্ণ বলে,—'আজি মোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি ॥৩৮॥

দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি করোঁ আন ।'
নিত্যানন্দ-প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম ॥৩৯॥
নিত্যানন্দ বলে,—'তোর কৃষ্ণেরে কি ডর ।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর—আমার ঈশ্বর ॥'৪০॥
এইমতে কলহ করয়ে চারি জন ।
কাড়াকাড়ি করি' সব করয়ে ভোজন ॥৪১॥
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি' লই' খায় ।
কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥৪২॥
'জননী' বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে ।
'অন্ন দেহ' মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে ॥'৪৩॥
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি, তোমারে কহিলুঁ ॥"৪৪॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন ।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥৪৫॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা ।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥৪৬॥
আমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেক বড় ।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড় ॥৪৭॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে ।
আধা-আধি না থাকে, না কহোঁ কারে লাজে ॥৪৮॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল ।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥"৪৯॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে ।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে ॥৫০॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"মাতা, শুনহ বচন ।
নিত্যানন্দে আনি' ঝাট করাহ ভোজন ॥"৫১॥
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা ।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥৫২॥
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর ॥৫৩॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা ।
চঞ্চলতা না করিবা"—করাইলা শিক্ষা ॥৫৪॥

কর্ণ ধরি' নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু, বিষ্ণু' বলে ।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥৫৫॥
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল ।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥"৫৬॥
এত বলি' দুইজনে হাসিতে হাসিতে ।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কহি' আইলা বাড়ীতে ॥৫৭॥
হাসিয়া বসিলা একঠাঁই দুইজন ।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ ॥৫৮॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥৫৯॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন ।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥৬০॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন ।
সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুইজন ॥৬১॥
পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে ।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে ॥৬২॥
আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে ।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে ॥৬৩॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর ।
দুই জন চতুর্ভজ, দুই দিগম্বর ॥৬৪॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মুষল ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ দেখে মকর-কুণ্ডল ॥৬৫॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে ।
সকৃৎ দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে ॥৬৬॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে ।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে ॥৬৭॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে ।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে ॥৬৮॥
আথেব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি' ।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি' ॥৬৯॥
"উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত ।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ?"৭০॥

বাহ্য পাই' আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে ॥৭১॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব্ব-গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥৭২॥
ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার।
যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥৭৩॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥৭৪॥
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥৭৫॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের ভাণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর পাষণ্ড ॥৭৬॥
এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব ভকত-সমাজে ॥৭৭॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সবে নবদ্বীপেরে আইলা ॥৭৮॥
সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৭৯॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অভয় পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥৮০॥
প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান।
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥৮১॥
বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥৮২॥
নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥৮৩॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥৮৪॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥৮৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥৮৬॥

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ ॥৮৭॥
কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলে 'রাত্রি-দিন'—নাহিক স্মরণ ॥৮৮॥
কোনদিন উদ্ধব-অক্রূর-ভাব হয়।
কোনদিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয় ॥৮৯॥
কোনদিন চতুর্ম্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্ম-স্তব পড়ি' পড়ে পৃথিবী উপর ॥৯০॥
কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥৯১॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী-জগন্মাতা।
'বাহিরায় পুত্র পাছে'—এই মনঃকথা ॥৯২॥
আই বলে,—"বাপ, গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বলে,—"বল মাতা, 'জয় কৃষ্ণ রাম'॥"৯৩॥
যত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বলে বিশ্বম্ভর ॥৯৪॥
অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয়, সেই অপূর্ব্ব দেখায় ॥৯৫॥
একদিন আসি' এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায়, গায় শিবের কথন ॥৯৬॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাহয়ে শিবের গীত, বেড়ি' নৃত্য করে ॥৯৭॥
শঙ্করের গুণ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর ॥৯৮॥
এক লম্ফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বলে—"মুঞি সে শঙ্কর॥"৯৯॥
কেহ দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বলয়ে সদায় ॥১০০॥
সে মহাপুরুষ যত শিব-গীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥১০১॥
সেই ত' গাইল গীত নিরপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা তার কান্ধে॥১০২॥

বাহ্য পাই' নামিলেন প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর ॥১০৩॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
'হরিধ্বনি' সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল ॥১০৪॥
জয় পাই' উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব-দাসের বিলাস ॥১০৫॥
প্রভু বলে,—"ভাই-সব, শুন মন্ত্রসার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা'-সবাকার ॥১০৬॥
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সবে কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥১০৭॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥১০৮॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি' কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধন-প্রাণ ॥"১০৯॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥১১০॥
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥১১১॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥১১২॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ ॥১১৩॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম, গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই ॥১১৪॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান্, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাম্বর ॥১১৫॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত ॥১১৬॥
সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি ॥১১৭॥
প্রভুর হুঙ্কার, আর নিশা হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥১১৮॥

শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল্গিয়া।
নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া ॥১১৯॥
এগুলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি' মন্ত্র জপি' পঞ্চকন্যা আনে ॥১২০॥
চারি প্রহর নিশা—নিদ্রা যাইতে না পাই।
'বোল বোল' হুহুঙ্কার, শুনিয়ে সদাই ॥১২১॥
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥১২২॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে ॥১২৩॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে নিরন্তর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সবে পায় ডর ॥১২৪॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি'।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই মুদি' দুই আঁখি ॥১২৫॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে ॥১২৬॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বলে কাকু করিয়া অপার ॥১২৭॥
"কৃপা করি' কৃষ্ণ, মোরে দেহ' এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর ॥১২৮॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥১২৯॥
যদ্যপিহ পরনন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ ॥"১৩০॥
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি' গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ ॥১৩১॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ ॥১৩২॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি-দিনে বেড়ি' গায় সব অনুচর ॥১৩৩॥
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥১৩৪॥

কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে, বলে 'মুঞি দাস'॥১৩৫॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥১৩৬॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥১৩৭॥
শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥১৩৮॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥১৩৯॥
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥১৪০॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়।
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায়॥১৪১॥
লইয়া গোবিন্দ ঘোষ আর কত-জন।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন॥১৪২॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥১৪৩॥
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥১৪৪॥
শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন॥১৪৫॥

ভাটিয়ারী রাগঃ

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ-সঙ্গে॥১৪৬॥

হরি ও রাম॥ধ্রু॥

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥১৪৭॥
সে ক্রন্দন দেখি' হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে॥১৪৮॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥১৪৯॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বলি' উঠে ঘনে ঘনে॥১৫০॥

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্‌যুক্তো।
বদতি তদনুকরণং করোতি
জিতং জিতমিতি॥১৫১॥

মহাপ্রভু অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া 'জিতং জিতং' বলিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও 'জিতং জিতং' রবে তদীয় ধ্বনির অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥১৫২॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর॥১৫৩॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥১৫৪॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই' করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥১৫৫॥
যখনে যা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সবে 'হরি' বলে অতি ভীত॥১৫৬॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥১৫৭॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥১৫৮॥
কখন বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥১৫৯॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ॥১৬০॥
ক্ষণে যায় সবার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে॥১৬১॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি' হাসে॥১৬২॥

বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ-ধূলি অপূর্ব্ব রতন ॥১৬৩॥
আচার্য্য গোসাঞি বলে,—"আরে আরে চোরা!
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা॥"১৬৪॥
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি' যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥১৬৫॥
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ডর ॥১৬৬॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥১৬৭॥
কখনো বা করে কোটি সিংহের হুঙ্কার।
কর্ণ-রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥১৬৮॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহ বা দেখয়ে, কেহ দেখিতে না পায়॥১৬৯॥
ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পাঞা সেই হাসিয়া পলায় ॥১৭০॥
ভাবাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর ॥১৭১॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়।
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায় ॥১৭২॥
ক্ষণে যার গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥১৭৩॥
ক্ষণে হয় বাল্য-ভাবে পরম চঞ্চল।
মুখে বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল-সকল ॥১৭৪॥
চরণ নাচায় ক্ষণে, খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥১৭৫॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বম্ভর ॥১৭৬॥
ক্ষণে ধ্যান করি' করে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥১৭৭॥
বাহ্য পাই' দাস্য ভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি' চাহে চরণ-সেবন ॥১৭৮॥
চক্রাকৃতি হই' ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে ॥১৭৯॥
যখন যে ভাব হয়, সেই অদভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত ॥১৮০॥
ঘন ঘন হুঙ্কারয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে॥১৮১॥
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি ॥১৮২॥
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে, তাও প্রভু ভাষে॥১৮৩॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি' 'প্রভু' করি' বলে।
"এ বেটা আমার দাস", ধরে তার চুলে॥১৮৪॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি' ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি' করে চরণ অর্পণ ॥১৮৫॥
প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ।
অন্যোহন্যে গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥১৮৬॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা॥১৮৭॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥১৮৮॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥১৮৯॥
এ কোন্ অদ্ভুত—যার সেবকের নৃত্য ॥
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়, জগত পবিত্র ॥১৯০॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে? ১৯১॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥১৯২॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে॥১৯৩॥
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন ॥১৯৪॥

যার নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি' কলিযুগে নাচে ॥১৯৫॥
যার নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন-প্রভু যার গুণ গায় ॥১৯৬॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥১৯৭॥
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥১৯৮॥
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি' ব্যাসসুতে ॥১৯৯॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥২০০॥
ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায় ॥২০১॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥২০২॥
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি' করয়ে রোদন ॥২০৩॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্য-সুখে সব সুখ পাসরিল তার ॥২০৪॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি' বাহু-মুখ ॥২০৫॥
শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি' ভ্রমে দাস হঞা ॥২০৬॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি'।
দাস্য-যোগে মাগে সব-সুখ পরিহরি' ॥২০৭॥
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি' ধায় ॥২০৮॥
সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায় ॥২০৯॥
শাস্ত্রের না জানি' মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥২১০॥
এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ-অধম বাখানে ॥২১১॥
বেদে ভাগবতে কহে,—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন ॥২১২॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ॥২১৩॥
দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর ॥২১৪॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মূরছিত।
তৃণ-করে তখনে অদ্বৈত উপনীত ॥২১৫॥
আপাদমস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজ শিরে থুই' নাচে ভ্রূকুটি করিয়া ॥২১৬॥
অদ্বৈতের ভক্তি দখি' সবার তরাস।
নিত্যানন্দ-গদাধর—দুই জনে হাস ॥২১৭॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগৎজীবন।
আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন ॥২১৮॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে ॥২১৯॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি ॥২২০॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমতে হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥২২১॥
কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ দুই-তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥২২২॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি' ঢুলি' যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায় ॥২২৩॥
সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি' একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব নাম ধরি' ধরি' ডাকে ॥২২৪॥
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ ॥২২৫॥
এই মত সবা' দেখি' নানা-মত বলে।
যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥২২৬॥

অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য ॥২২৭॥
পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই-মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে॥২২৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার ॥২২৯॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে লোক, দ্বারে রহে গিয়া॥২৩০॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব,—ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥"২৩১॥
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্ত্তন-আবেশে।
না জানে আপন দেহ, অন্য জন কিসে॥২৩২॥
যতেক পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥২৩৩॥
কেহ বলে,—"এগুলা-সকল মাগি' খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥"২৩৪॥
কেহ বলে,—"সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর॥"২৩৫॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।
সবে রাত্রি করি' খায় লোক লুকাইয়া॥"২৩৬॥
কেহ বলে,—"ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
আর কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥"২৩৭॥
কেহ বলে,—"হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।"
কেহ বলে,—"সঙ্গদোষ হইল তাহার॥২৩৮॥
নিয়ামক বাপ নাহি,—তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি॥"২৩৯॥
কেহ বলে,—"পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥"২৪০॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল ॥২৪১॥
রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা'-সবার সনে॥২৪২॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা'-সবা'-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥২৪৩॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"২৪৪॥
কেহ বলে,—"কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥২৪৫॥
যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥২৪৬॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥২৪৭॥
খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করোঁ দেখোঁ অদ্বৈত-আচার্য্য॥২৪৮॥
কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ॥"২৪৯॥
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয় ॥২৫০॥
কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের নহে নিত্য-ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এগুলা করয়ে হেন কর্ম্ম ॥"২৫১॥
কেহ বলে,—"এগুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল-কীর্ত্তি যায় ॥২৫২॥
ও নৃত্য-কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহ এই মত হয়, দেখ পরতেকে ॥২৫৩॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥"২৫৪॥
কেহ বলে,—"আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥২৫৫॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥"২৫৬॥
কেহ বলে,—"কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সবে ঘর যাই, কি কার্য্য দেখিয়া॥"২৫৭॥
কেহ বলে,—"না দেখিল নিজ কর্ম্ম-দোষে।
সে সব সুকৃতি, তা'-সবারে বলি কিসে?"২৫৮॥

সকল পাষণ্ডী—তারা এক চাপ হঞা।
"এহো সেই গণ" হেন বুঝি যায় ধাঞা ॥২৫৯॥
"ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাদ্বন্দ্ব ॥২৬০॥
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি' নিজ কর্ম্ম-ধ্যান ॥২৬১॥
চাল-কলা-দুগ্ধ-দধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া ॥"২৬২॥
পরিহাসে আসি' সবে দেখিবার তরে।
"দেখি, ও পাগল-গুলা কোন্ কর্ম্ম করে॥"২৬৩॥
এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি' বাজায় দুয়ারে॥২৬৪॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য় ॥২৬৫॥
পুনঃ ধরি' লই' যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে॥২৬৬॥
কেহ বলে,—"ভাই, এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল ॥২৬৭॥
দর্দ্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি॥২৬৮॥
'হই হই, হায় হায়'—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা' হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী॥২৬৯॥
মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ঢাঙ্গাইত-গুলা বসে নদীয়ায় ॥২৭০॥
শ্রীবাস বামনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে॥২৭১॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥"২৭২॥
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥২৭৩॥
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে।
দেখিলেক, শুনিলেক সে সব বিধানে॥২৭৪॥
চৈতন্যের গণ-সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥২৭৫॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী ॥২৭৬॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো, সবে সত্ত্ব-কলেবর॥২৭৭॥
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥২৭৮॥
যেন মহা-রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক-হেন সব গোপিকা মানিল॥২৭৯॥
এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥২৮০॥
এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষ মাত্র সে এক প্রহর ॥২৮১॥
শালগ্রামশিলা-সব নিজ কোলে করি'।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥২৮২॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥২৮৩॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥২৮৪॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন ॥২৮৫॥
"কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান্ দেবকীনন্দন ॥২৮৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে মুই নাথ।
যত গাও, সেই মুঞি, তোরা মোর দাস॥২৮৭॥
তো'-সবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ', সেই আমার আহার॥২৮৮॥
আমারে সে দিয়াছ সব উপহার।"
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু সকল তোমার॥"২৮৯॥
প্রভু বলে,—"মুঞি ইহা খাইমু সকল।"
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু বড়ই মঙ্গল॥"২৯০॥

করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥২৯১॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন"—বলয়ে সদায়॥২৯২॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত।
মিশ্রি, নারিকেল জল শস্যের সহিত॥২৯৩॥
কদলক, চিপিটক, ভর্জ্জিত-তণ্ডুল।
"আর আন" পুনঃ বলে খাইয়া বহুল॥২৯৪॥
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বলে,—"কি আছয়ে আর?"২৯৫॥
প্রভু বলে,—"আন আন, এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই' সঙরে গোসাঞি॥২৯৬॥
করযোড় করি' সব কয় ভয়-বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি? ২৯৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে?"২৯৮॥
প্রভু বলে,—"ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন, ঝাট আন, কি আছয়ে আর॥"২৯৯॥
"কর্পূর তাম্বূল আছে, শুনহ গোসাঞি।"
প্রভু বলে,—"তাই দেহ' কিছু চিন্তা নাঞি॥"৩০০॥
আনন্দ হইল, ভয় গেল সবাকার।
যোগায় তাম্বূল সবে যার অধিকার॥৩০১॥
হরিষে তাম্বূল যোগায়েন সর্ব্বদাসে॥
হস্ত পাতি' লয় প্রভু সবা' চাহি হাসে॥৩০২॥
দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হুঙ্কার।
'নাড়া নাড়া নাড়া' প্রভু বলে বার বার॥৩০৩॥
কিছুই না বলে কেহ, মৌন করি' বসে।
সকল ভক্তের চিত্তে লাগয়ে তরাসে॥৩০৪॥
মহাশাস্তিকর্ত্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কারো, হইবে সম্মুখে॥৩০৫॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে ছাতি।
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥৩০৬॥
মহাভয়ে যোড়হাতে সব-ভক্তগণ।
হেঁট মাথা করি' চিন্তে চৈতন্য-চরণ॥৩০৭॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
সেই অবশ্য দেখিব চৈতন্য-শ্রীমুখ॥৩০৮॥
যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা-বিনে॥৩০৯॥
'বর মাগ' বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি'।
"তোর লাগি' অবতার মোর এই ঠাঞি॥"৩১০॥
এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
'মাগ, মাগ' বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥৩১১॥
এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি' ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥৩১২॥
অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি' পুনঃ মূর্চ্ছা পায়॥৩১৩॥
বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥৩১৪॥
গলা ধরি' কান্দে সব-বৈষ্ণব দেখিয়া।
সবারে সম্ভাষে 'ভাই', 'বান্ধব' বলিয়া॥৩১৫॥
লখিতে না পারে কেহ, হেন মায়া করে।
ভৃত্য বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পরে? ৩১৬॥
প্রভুর চরিত্র দেখি' হাসে ভক্তগণ।
সবাই বলেন,—"অবতীর্ণ নারায়ণ॥"৩১৭॥
কতক্ষণ থাকি' প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥৩১৮॥
ধাতু-মাত্র নাহি,—পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি' সব পারিষদ লাগিলা কান্দিতে॥৩১৯॥
সর্ব্ব-ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা'-সবা' ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥৩২০॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর-ভাব করে।
আমরাহ এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥৩২১॥
এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি।
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা-হরিধ্বনি॥৩২২॥

সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল।
না জানি কে কোন্‌দিগে হইল বিহ্বল॥৩২৩॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥৩২৪॥
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ।
ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র রহু তার মন॥৩২৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥৩২৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী।
অখিল-ভুবন-অধিকারী॥১॥
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন ধন্য॥২॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন॥৩॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম॥৪॥
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥৫॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥৬॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যে-মতে॥৭॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যঁহি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধি-অভিলাষ॥৮॥
'সাত-প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যার।
যঁহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার॥৯॥
অদ্ভুত ভোজন যঁহি, অদ্ভুত প্রকাশ।
যারে তারে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস॥১০॥
রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥১১॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর॥১২॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥১৩॥
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর-রায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি' চতুর্দ্দিগে চায়॥১৪॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কীর্ত্তন॥১৫॥
অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে॥১৬॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥১৭॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥১৮॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥১৯॥
যোড় হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥২০॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সবাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস॥২১॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেক মায়া-মাত্র নাহিক কোথা'ত॥২২॥
আজ্ঞা হৈল,—"বল মোর অভিষেক-গীত।"
শুনি' গায় ভক্তগণ হই' হরষিত॥২৩॥
অভিষেক শুনি' প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥২৪॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সবার হৈল মন॥২৫॥

সর্ব্ব-ভক্তগণে বহি' আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল ॥২৬॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম-আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥২৭॥
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি শুনি' চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে ॥২৮॥
সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি'।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী ॥২৯॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥৩০॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিৎ।
মন্ত্র পড়ি' জল ঢালে হই' হরষিত ॥৩১॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে, কেহ নাচে আনন্দে বিহ্বল ॥৩২॥
পতিব্রতাগণ করে 'জয়-জয়কার'।
আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৩৩॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভক্তগণে জল ঢালে শিরের উপর ॥৩৪॥
নামমাত্র অষ্টোত্তরশত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল ॥৩৫॥
দেবতা-সকলে ধরি' নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে, যে হয় সুকৃতি ॥৩৬॥
যাঁর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেহ ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র? ৩৭॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয় ॥৩৮॥
শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে,—ভক্ত-সেবার এই ফল ॥৩৯॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি' বলে,—'আন আন' ॥৪০॥
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি'।
'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন 'সুখী' ॥৪১॥

নানা বেদমন্ত্র পড়ি' সর্ব্ব-ভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥৪২॥
পরিধান করাইলা নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন ॥৪৩॥
বিষ্ণুখট্টা পাতিলেন উপস্কার করি'।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি ॥৪৪॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায় ॥৪৫॥
পূজার সামগ্রী লই' সর্ব্বভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ-প্রভুর চরণ ॥৪৬॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, যথা অনুরূপ ॥৪৭॥
যজ্ঞসূত্র যথাশক্তি বস্ত্র-অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার ॥৪৮॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি ॥৪৯॥
দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি' সবে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥৫০॥
অদ্বৈতাদি করি' যত পার্ষদ-প্রধান।
পড়িলা চরণে করি' দণ্ড-পরণাম ॥৫১॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সবে, প্রভু অমায়ায় শুনে ॥৫২॥
"জয় জয় জয় সর্ব্ব-জগতের নাথ।
তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥৫৩॥
জয় আদিহেতু, জয় জনক সবার।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ অবতার ॥৫৪॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম সাধুজনত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল-প্রাণ ॥৫৫॥
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম শরণ দিনবন্ধু ॥৫৬॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গোপবাসী।
জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ॥৫৭॥

জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥৫৮॥
জয় জয় বিপ্রকুলপাবন-ভূষণ।
জয় বেদধর্ম্ম-আদি সবার জীবন ॥৫৯॥
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন।
জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥৬০॥
জয় জয় অদোষ-দরশি রমাকান্ত।"
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৬১॥
পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি' পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব-দাস ॥৬২॥
সর্ব্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন, পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥৬৩॥
দিব্য গন্ধ আনি' কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসীকমলে মেলি' পূজে কোন জনে ॥৬৪॥
কেহ রত্ন-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥৬৫॥
পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুপীত বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন ॥৬৬॥
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি' পড়ে শ্রীচরণে ॥৬৭॥
যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা।
অজ, রমা, শিব করে যে লাগি' কামনা ॥৬৮॥
বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে ॥৬৯॥
দূর্ব্বা, ধান্য, তুলসী লইয়া সর্ব্বজনে।
পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে ॥৭০॥
নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে।
গন্ধপুষ্প, চন্দন, শ্রীচরণে কেহ ঢালে ॥৭১॥
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গ-মতে, যেন স্ফুরে যারে ॥৭২॥
কস্তুরী, কুঙ্কুম, শ্রীকর্পূর, ফাগুধূলি।
সবে শ্রীচরণে দেই হই' কুতূহলী ॥৭৩॥
চম্পক, মল্লিকা, কুন্দ, কদম্ব, মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখপাঁতি ॥৭৪॥
পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
"কিছু দেহ' খাই"—প্রভু চাহেন আপনি ॥৭৫॥
হস্ত পাতে প্রভু, দেখে সর্ব্ব ভক্তগণ।
যে-যে-মত দেয়, সব করেন ভোজন ॥৭৬॥
কেহ দেই কদলক, কেহ দিব্য মুদ্গ।
কেহ দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহ দুগ্ধ ॥৭৭॥
প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥৭৮॥
ধাইল সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে ॥৭৯॥
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি'।
শর্করা-সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি ॥৮০॥
নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি'।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি ॥৮১॥
কেহ দেয় মোয়া, জম্বু, কর্কটিকা ফল।
কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেয় গঙ্গাজল ॥৮২॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেই কোন দাস ॥৮৩॥
শত শত জনে বা কতেক দেই জল।
মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল ॥৮৪॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা, কত মুদ্গ ॥৮৫॥
কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল-মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বূল ॥৮৬॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন, নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥৮৭॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম্ম কহে শেষে ॥৮৮॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।
সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥

শ্রীবাসেরে বলে,—"আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দ-স্থানে ॥৯০॥
পদে পদে ভাগবত—প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয় ॥৯১॥
উচ্চৈঃস্বর করি' তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে ॥৯২॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্‌গিয়া কান্দয়ে কেনে,—না বুঝিল ইহা ॥৯৩॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে ॥৯৪॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ ॥৯৫॥
বাহির দুয়ারে তোমা' এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥৯৬॥
দুঃখ পাই' মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥৯৭॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হৈতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে ॥৯৮॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইলুঁ সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া ॥৯৯॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি' ভাগবত।
সব তিতি' স্থান হৈল বরিষার মত ॥"১০০॥
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি' যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস ॥১০১॥
এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥১০২॥
আনন্দসাগরে মগ্ন সব-ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূল ভোজন ॥১০৩॥
কোন ভক্ত নাচে, কেহ করে সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ বলে 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন' ॥১০৪॥
কদাচিৎ যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি' প্রভু তারে আনান আপনে ॥১০৫॥

"কিছু দেহ' খাই" বলি' পাতেন শ্রীহস্ত।
যেই যাহা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত ॥১০৬॥
খাইয়া বলেন প্রভু,—"তোর মনে আছে?
অমুক নিশায় আমি বসি' তোর কাছে ॥১০৭॥
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।"
শুনিয়া বিহ্বল হই' পড়ে সেই দাস ॥১০৮॥
গঙ্গদাসে দেখি' বলে,—"তোর মনে জাগে?
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে? ১০৯॥
সর্ব্বপরিবার-সনে আসি' খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা, পড়িলা সঙ্কটে ॥১১০॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥১১১॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥১১২॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥১১৩॥
তবে তুমি নৌকা দেখি' সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি' কহিতে লাগিলা ॥১১৪॥
'আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার।
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ—সকল তোমার ॥১১৫॥
রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা, এক জোড় বখশীশ্ তোমার ॥'১১৬॥
তবে তোমা'-সঙ্গে পরিকর করি' পার।
তবে নিজ-বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার ॥"১১৭॥
শুনি' ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে ॥১১৮॥
"গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে, পার আমি করিল তোমারে ॥"১১৯॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি' যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥১২০॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥১২১॥

কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥১২২॥
তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য।
কেহ বামে, কেহ বা সম্মুখে করে নৃত্য ॥১২৩॥
এই মত সকল দবিস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি' পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥১২৪॥
ধূপ-দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥১২৫॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ, উঠে নানা রঙ্গ ॥১২৬॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ ॥১২৭॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া।
'ত্রাহি প্রভু' বলি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥১২৮॥
কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দ-ক্রন্দনমাত্র শুনি ॥১২৯॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ॥১৩০॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
যোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব্ব দাস ॥১৩১॥
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি'।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী ॥১৩২॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥১৩৩॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে ॥১৩৪॥
আজ্ঞা হৈল,—"শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান ॥১৩৫॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া ॥১৩৬॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া ॥"১৩৭॥
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই' গেলা ত্বরা শ্রীধরভবনে ॥১৩৮॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসার করি' রাখে নিজ-প্রাণ ॥১৩৯॥
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয়।
খানি খানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয় ॥১৪০॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গায় নৈবেদ্য লাগি' যায় ॥১৪১॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ-প্রাণ-রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা ॥১৪২॥
মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির ॥১৪৩॥
মধ্যে-মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে ॥১৪৪॥
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি' কেহ না চিনয় ॥১৪৫॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে।
সর্ব্বরাত্রি 'হরি' বলে দীর্ঘল আহ্বানে ॥১৪৬॥
যতেক পাষণ্ডী বলে,—"শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥১৪৭॥
মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে ॥"১৪৮॥
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি'।
নিজ-কার্য্য করয়ে শ্রীধর-কুতূহলী ॥১৪৯॥
'হরি' বলি' ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধর।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর ॥১৫০॥
অর্দ্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া ॥১৫১॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥১৫২॥
"চল চল মহাশয়, প্রভু দেখ গিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা' পরশিয়া ॥"১৫৩॥

শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমি'ত ॥১৫৪॥
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর-আগে নিল আলগ করিয়া ॥১৫৫॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
"আইস, আইস, বলি' ডাকিতে লাগিলা ॥১৫৬॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥১৫৭॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর ॥১৫৮॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইনু বিস্তর।
পাসরিলা আমা'-সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥"১৫৯॥
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ ॥১৬০॥
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে ॥১৬১॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া।
থোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ॥১৬২॥
প্রতিদিন চারি-দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া ॥১৬৩॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে।
অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে ॥১৬৪॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এই মত শ্রীধর-ঠাকুরের হুড়াহুড়ি ॥১৬৫॥
প্রভু বলে,—"কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥১৬৬॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা ॥"১৬৭॥
পরমব্রহ্মণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নাহি হয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি' লয় ॥১৬৮॥
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ মনোহর ॥১৬৯॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল ॥১৭০॥
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে ॥১৭১॥
অধরে তাম্বূল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥১৭২॥
শ্রীধর বলেন,—"শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে, মুঞি তোমার কুক্কুর ॥"১৭৩॥
প্রভু বলে,—"জানি তুমি পরম চতুর।
খোলাবেচা-অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর ॥"১৭৪॥
"আর কি পসার নাহি"—শ্রীধর যে বলে।
"অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন' পাত-খোলে ॥"১৭৫॥
প্রভু বলে,—"যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড়-কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥"১৭৬॥
রূপ দেখি' মুগ্ধ হই' শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম সন্তোষে ॥১৭৭॥
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহ' ত' কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥১৭৮॥
যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥"১৭৯॥
কর্ণে হস্ত দেই' শ্রীধর 'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' বলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে ॥১৮০॥
এই মত প্রতিদিন করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞান—'বিপ্র পরম চঞ্চল' ॥১৮১॥
শ্রীধর বলেন,—"মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে ॥১৮২॥
একখণ্ড খোলা দিব একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা-মূল আরো দোষ' মোর?"১৮৩॥
প্রভু বলে,—"ভাল ভাল, আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায় ॥১৮৪॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়।
কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায় ॥১৮৫॥

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥১৮৬॥
এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা॥১৮৭॥
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা সঙরণে॥১৮৮॥
প্রভু বলে,—"শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি-দান আজি করি' দেঙ তোর॥"১৮৯॥
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥১৯০॥
হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥১৯১॥
কমলা তাম্বূল দেই হাতের উপরে।
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥১৯২॥
মহাফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক দেখে স্তুতি করে॥১৯৩॥
প্রকৃতিস্বরূপা সব যোড়হস্ত করি'।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী॥১৯৪॥
দেখি' মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেই মত ঢলিয়া পড়িলা পৃথিবী'ত॥১৯৫॥
'উঠ উঠ শ্রীধর'—প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুবাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল॥১৯৬॥
প্রভু বলে,—"শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।"
শ্রীধর বলয়ে,—"প্রভু মুঞি মূঢ়মতি॥১৯৭॥
কোন্ স্তুতি জানোঁ মুঞি কি মোর শকতি।"
প্রভু বলে,—"তোর বাক্য-মাত্র মোর স্তুতি॥"১৯৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি॥১৯৯॥
"জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ-পুরন্দর॥২০০॥
জয় জয় অনন্তব্রহ্মাণ্ডকোটি-নাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভজাত॥২০১॥
জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল' করি নানা সাজ॥২০২॥
গূঢ়রূপে সাম্ভাইল নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥২০৩॥
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্বধ্যান॥২০৪॥
তুমি সিদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ॥২০৫॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল॥২০৬॥
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।
তুমি বা হইবে কেন, তোমারই যে সব॥২০৭॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ-সলিলা॥'২০৮॥
তবু মোর পাপ-চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ॥২০৯॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর।
এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর॥২১০॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥২১১॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা' জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥২১২॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা॥২১৩॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে॥২১৪॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয়॥২১৫॥
ভক্তি লাগি' সর্ব্বস্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥২১৬॥
সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥২১৭॥

সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা' সর্ব্ব জনে জনে॥"২১৮॥
মহা শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি'।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণব-আগনী ॥২১৯॥
প্রভু বলে,—"শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥"২২০॥
শ্রীধর বলেন,—"প্রভু আরো ভাঁড়াইবা?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা॥"২২১॥
প্রভু বলে,—"দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয় ॥"২২২॥
'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে,—"প্রভু, দেহ' এই বর ॥২২৩॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলা-পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥২২৪॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল ॥"২২৫॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি' কান্দে মহা-উচ্চৈঃস্বরে॥২২৬॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোহন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥২২৭॥
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥"২২৮॥
শ্রীধর বলয়ে,—"মুঞি কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ॥"২২৯॥
প্রভু বলে,—"শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেক দেখিল তুমি আমার প্রকাশ॥২৩০॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥"২৩১॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণব মণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর, শুনিল সকলে ॥২৩২॥
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥২৩৩॥
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥২৩৪॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা॥২৩৫॥
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥২৩৬॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ-কর্ম্মদোষে॥২৩৭॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি ॥২৩৮॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥২৩৯॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥২৪০॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥২৪১॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥২৪২॥
শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥২৪৩॥
প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥২৪৪॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ॥২৪৫॥
অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥২৪৬॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হউক প্রাণ মোর॥২৪৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীধরচরিত-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণনিধিয়া ॥ধ্রু॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি ঈশ্বর ॥১॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
'নাড়া নাড়া নাড়া' বলে মস্তক ঢুলাইয়া ॥২॥
প্রভু বলে,—"আচার্য্য! মাগহ নিজ কার্য্য।"
"যে মাগিলুঁ, তা' পাইলুঁ" বলয়ে আচার্য্য ॥৩॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন ॥৪॥
মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বূল, প্রভু খায় ॥৫॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সম্মুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র ॥৬॥
মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—"মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥৭॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর ॥৮॥
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥৯॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥১০॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁন্দে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥১১॥
ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—"আরেরে বানরা।
পাসরিলি, তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥১২॥
তুই তার পুরী পুড়ি' কৈলি বংশ-ক্ষয়।
সেই প্রভু আমি, তোরে দিল পরিচয় ॥১৩॥
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি প্রাণ।
আমি—সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি—হনূমান্ ॥১৪॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি' সে গন্ধমাদন ॥১৫॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি' তুমি কান্দিলা অপার ॥"১৬॥
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিলা ॥১৭॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি' গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ ॥১৮॥
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত, মাগি' লহ বর ॥"১৯॥
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু, আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ ॥২০॥
যে-তে-ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর ॥২১॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু—দাস।
তা'-সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥২২॥
তুমি প্রভু, মুঞি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা ॥২৩॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥"২৪॥
প্রভু বলে,—"সত্য সত্য এই বর দিল।"
মহা-মহা-জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল ॥২৫॥
মুরারির প্রতি সব-বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা—মুরারিচরিত ॥২৬॥
যে-তে-স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥২৭॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বল্লভ—প্রভু সর্ব্ব অবতার ॥২৮॥
ঠাকুর চৈতন্য বলে—"শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেইজন ॥২৯॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরি-নামে তারে করিব সংহার ॥৩০॥

'মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারিগুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥"৩১॥
মুরারিরে কৃপা দেখি' ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে 'কৃষ্ণ' বলি' করেন রোদন॥৩২॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায়।
ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায়॥৩৩॥
মুরারি-শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥৩৪॥
হরিদাস-প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস"—বলে ডাক দিয়া॥৩৫॥
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥৩৬॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা' যত দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥৩৭॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি' বেড়ায় যবনে॥৩৮॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি' করে।
নামিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে॥৩৯॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা' মারে যে-সকল।
তুমি মনে চিন্ত' তাহা সবার কুশল॥৪০॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি দেখ।
তখনও তা'-সবারে ভাল মনে দেখ॥৪১॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না কারোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা' লাগি' হইল বিফল॥৪২॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দখিয়া॥৪৩॥
তোহার মারণ নিজ-অঙ্গে করি লঙ।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কঙ॥৪৪॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে॥৪৫॥
তোমারে চিনিল মোর 'নাড়া' ভাল মতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥"৪৬॥

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে॥৪৭॥
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥৪৮॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥৪৯॥
হেন কৃষ্ণভক্তনামে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈবদোষ॥৫০॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি'।
কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি॥৫১॥
প্রভুমুখে শুনি' মহাকারুণ্য-বচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥৫২॥
বাহ্য দূরে গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥৫৩॥
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি' দেখ আমার প্রকাশ॥"৫৪॥
বাহ্য পাই' হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে॥৫৫॥
সকল অঙ্গনে পড়ি' গড়াগড়ি' যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥৫৬॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করায়ে স্থির—তবু নহে স্থিরে॥৫৭॥
"বাপ বিশ্বম্ভর, প্রভু, জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমা'ত॥৫৮॥
নির্গুণ অধম সর্ব্বজাতিবহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত? ৫৯॥
দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান? ৬০॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে॥৬১॥
কীটতুল্য হয় যদি—তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড়॥৬২॥

এই বল নাহি মোর—স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥৬৩॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন-দুঃশাসন ॥৬৪॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা' সঙরিলা।
স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥৬৫॥
স্মরণপ্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত ॥৬৬॥
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥৬৭॥
স্মরণপ্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥৬৮॥
হেন তোমা'-স্মরণবিহীন-মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ' বাপ ॥৬৯॥
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥৭০॥
প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ-স্মরণ।
স্মরণপ্রভাবে সর্ব্ব দুঃখবিমোচন ॥৭১॥
কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কারো তেজোনাশ।
স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥৭২॥
পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥৭৩॥
'চিন্তা নাহি যুধিষ্টির, হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি ॥'৭৪॥
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে।
সন্তোষে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে ॥৭৫॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মত সব ঋষি পলাইলা ডরে ॥৭৬॥
স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণকারণ ॥৭৭॥
অখণ্ড স্মরণ—ধর্ম্ম, ইঁহা'-সবাকার।
তেঞি চিত্র নহে, ইঁহা'-সবার উদ্ধার ॥৭৮॥

অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার।
সর্ব্বধর্ম্মহীন তাহা বই নাহি আর ॥৭৯॥
দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ।
সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ ॥৮০॥
সেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ্।
তেঞি চিত্র নহে ভক্তস্মরণ-সম্পদ্ ॥৮১॥
হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥৮২॥
তোমা' দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার?
এক বই প্রভু কিছু না চাহিব আর ॥"৮৩॥
প্রভু বলে,—"বল বল—সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥"৮৪॥
করযোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস।
"মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ ॥৮৫॥
তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥৮৬॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম্ম ॥৮৭॥
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর ॥৮৮॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহোঁ, যে মোহার যোগ্য নয় ॥৮৯॥
প্রভুরে, নাথরে, মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি, মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥৯০॥
শচীর নন্দন, বাপ, কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥"৯১॥
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু,—না পূরয়ে আশ ॥৯২॥
প্রভু বলে,—"শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস ॥৯৩॥
তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা' পাবে, নাহিক অন্যথা ॥৯৪॥

তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে ॥৯৫॥
তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি মোরে হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল ॥৯৬॥
মোর স্থানে, মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥"৯৭॥
হরিদাস-প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন ॥৯৮॥
জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥৯৯॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥১০০॥
এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ ॥১০১॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥১০২॥
হরিদাসস্তুতি-বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১০৩॥
এ বচন মোর নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥১০৪॥
মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয়।
হরিদাস সঙরণে সর্ব্ব-পাপক্ষয় ॥১০৫॥
কেহ বলে,—"চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।"
কেহ বলে,—"প্রহ্লাদের যেন পরকাশ॥"১০৬॥
সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যাহার বিলাস ॥১০৭॥
ব্রহ্মা, শিব, হরিদাস-হেন ভক্তসঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥১০৮॥
হরিদাসস্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন ॥১০৯॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব-জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥১১০॥
প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনূমান্।
এই মত হরিদাস 'নীচজাতি' নাম ॥১১১॥
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি-শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বূল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥১১২॥
বসি' আছে মহাজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতিঃ নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে॥১১৩॥
অদ্বৈতের ভিতে চাহি' হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া ॥১১৪॥
"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে?১১৫॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার॥১১৬॥
গীতাশাস্ত্র পড়াও, বাখান' ভক্তিমাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥১১৭॥
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকের না দেহ' দোষ, ছাড় সর্ব্বভোগ॥১১৮॥
দুঃখ পাই' শুতি' থাক করি' উপবাস।
তবে আমি তোমা'-স্থানে হই পরকাশ॥১১৯॥
তোমারি উপাসে মুঞি মানো উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ', সেই মোর গ্রাস॥১২০॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আসি' তোমার সহিত কথা কহি॥১২১॥
'উঠ উঠ আচার্য্য, শ্লোকের অর্থ শুন।
এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥১২২॥
উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ॥১২৩॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি, তুমি যেন মানহ স্বপন'॥"১২৪॥
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা কভু প্রত্যক্ষ কহয় ॥১২৫॥
যত রাত্রি স্বপ্ন হয়, যে-দিনে, যে-ক্ষণে।
যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে॥১২৬॥

ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা।
ভক্তি-শক্তি কি বলিব?—এই তার সীমা ॥১২৭॥
প্রভু বলে,—"সর্ব্ব পাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি, আজি কহি তোরে ॥১২৮॥
সম্প্রদায়-অনুরোধে সবে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ'—এই পাঠ নড়ে ॥১২৯॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ'—এই সত্য পাঠ ॥১৩০॥

তথাহি (গীতা ১৩/১৩)—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩১॥

যাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, মুখ এবং কর্ণসমূহ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরমাত্মবস্তু নিখিল চরাচর সর্ব্ব-বস্তু আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন।

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা'-বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে ॥"১৩২॥
চৈতন্যের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥১৩৩॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥১৩৪॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি ॥"১৩৫॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
প্রভুর প্রকাশ দেখি' বাহ্য কিছু নাঞি ॥১৩৬॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥১৩৭॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা ॥১৩৮॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥১৩৯॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার?
জানিহ, ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি যার ॥১৪০॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে।
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে ॥১৪১॥

তথাহি (ভাঃ ১০/২০/৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ ন মুমুচুঃ শিবন্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥১৪২॥

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজলীলাকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ-ঋতু-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি)—জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকে ভগবৎ-তত্ত্বোপদেশ-রূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান করেন না, তদ্রূপ পর্ব্বত-গণও কোন স্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করিতেছিল, আবার কোথাও বা করিতেছিল না।

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি ॥১৪৩॥
চৈতন্যচরণসেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ ॥১৪৪॥
সর্ব্ব-ভাগবতের বচন অনাদরি'।
অদ্বৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়ঙ্করী ॥১৪৫॥
চৈতন্যেতে 'মহামহেশ্বর' বুদ্ধি যার।
সেই সে—অদ্বৈত-ভক্ত, অদ্বৈত—তাহার ॥১৪৬॥
'সর্ব্বপ্রভু গৌরচন্দ্র',—ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈতসেবা ব্যর্থ তার হয় ॥১৪৭॥
শিরচ্ছেদি' ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ ॥১৪৮॥
অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥১৪৯॥
ভাল মন্দ শিব কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুঝি' লয় ॥১৫০॥

এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলায় 'অদ্বৈত ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া ॥১৫১॥
না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব-বাক্য, মরে ভাল মনে ॥১৫২॥
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বসিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥১৫৩॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
অহো! মায়া বলবতী—কি বলিব তারে? ১৫৪॥
ভক্তরাজ অলঙ্কার, ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র—নাহি মানে ॥১৫৫॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি,—তার ক্ষয় ॥১৫৬॥
যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি ॥১৫৭॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে ॥১৫৮॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বল ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র'।"১৫৯॥
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই ॥১৬০॥
ইহা দেখি' চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয় ॥১৬১॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায় ॥১৬২॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর ॥১৬৩॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর ॥১৬৪॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর সর্ব্বথা ॥১৬৫॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট ॥১৬৬॥

শ্রীভুজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সবে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর।"১৬৭॥
আনন্দিত হৈলা সবে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা, মাগে তাহার কারণে ॥১৬৮॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, মোর এই বর।
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর।"১৬৯॥
কেহ বলে,—"মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউক দেহ' এই বরে।"১৭০॥
কেহ বলে শিষ্য-প্রতি, কেহ পুত্র-প্রতি।
কেহ ভার্য্যা, কেহ ভৃত্য, যার যথা রতি ॥১৭১॥
কেহ বলে,—"আমার হউক গুরু-ভক্তি।"
এই মত বর মাগে, যার যেই যুক্তি ॥১৭২॥
ভক্তবাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সবাকারে দেন বর ॥১৭৩॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সম্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে ॥১৭৪॥
মুকুন্দ সবার প্রিয় পরম মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সবার বৃত্তান্ত ॥১৭৫॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে, প্রভু শুনে।
কোন জন না বুঝে,—তথাপি দণ্ড কেনে ॥১৭৬॥
ঠাকুরেহ নাহি ডাকে, আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সবার অন্তরে ॥১৭৭॥
শ্রীবাস বলেন,—"শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমা'ত? ১৭৮॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মো'-সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি' মুকুন্দের গান? ১৭৯॥
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিকে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান ॥১৮০॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর? ১৮১॥
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু, বল ভাল মতে।"১৮২॥

প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥১৮৩॥
'খড় লয়, জাঠি লয়', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥১৮৪॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"১৮৫॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার?১৮৬॥
আমরা ত' মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥"১৮৭॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥১৮৮॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥১৮৯॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥১৯০॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে',—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥১৯১॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ॥"১৯২॥
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
'না পাইব দরশন'—শুনিলেন ইহা॥১৯৩॥
"গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিলুঁ ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু—চৈতন্যের শক্তি॥"১৯৪॥
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥১৯৫॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে—ইহা নাহি জানি॥"১৯৬॥
মুকুন্দ বলেন,—"শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
'কভু কি দেখিমু মুঞি' বল প্রভুপাশ?"১৯৭॥
কান্দয়ে মুকুন্দ হই' অঝোর নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবতগণে॥১৯৮॥

প্রভু বলে,—"আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥"১৯৯॥
শুনিল নিশ্চয় প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হৈলা পরানন্দসুখে॥২০০॥
'পাইব, পাইব' বলি' করে মহানৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥২০১॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
'দেখিবেন' হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥২০২॥
মুকুন্দে দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল,—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥"২০৩॥
সকল বৈষ্ণব ডাকে 'আইসহ মুকুন্দ'।
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥২০৪॥
প্রভু বলে,—"মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।
আইস, আমারে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥"২০৫॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া॥২০৬॥
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেক অপরাধ নাহিক তোমার॥২০৭॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।
তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়॥২০৮॥
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥২০৯॥
অব্যর্থ আমার বাক্য—তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা' সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥২১০॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা'-সঙ্গে।
পরিহাসপাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥২১১॥
সত্য যদি তুমি কোটি অপরাধ কর।
সে-সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দৃঢ়॥২১২॥
ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥"২১৩॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি' কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বলে মন্দ॥২১৪॥

"ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে? ২১৫॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ ॥২১৬॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তি-শূন্যের কারণ ॥২১৭॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে? ২১৮॥
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণীহরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা' গরুড়বাহনে ॥২১৯॥
অভিষেক হৈল রাজরাজেশ্বর-নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥২২০॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ-নগরে তাহা করিলা প্রকাশ ॥২২১॥
তাহা দেখি' মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ,—ভক্তিশূন্যের কারণ ॥২২২॥
সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ-কারণ শূকর।
আবির্ভাব হৈলা তুমি জলের ভিতর ॥২২৩॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে ॥২২৪॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥২২৫॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য, হৃদয়ে শ্রীকমলার ঠাঞি ॥২২৬॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি' মরে ভক্তিশূন্যের কারণে ॥২২৭॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত,—মুখ খসি' না পড়িল ॥২২৮॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার? ২২৯॥
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব ॥২৩০॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল ॥২৩১॥
যে ভক্তিপ্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই' কুতূহলী ॥২৩২॥
সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু, নাহি জানে আছে হেন ॥২৩৩॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগপ্রভাবে এ সব অধিকার ॥২৩৪॥
হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি ॥২৩৫॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর ॥২৩৬॥
বেদধর্ম্মযোগে নানা শাস্ত্র করি' ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ ॥২৩৭॥
মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে ॥২৩৮॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে।
তবে মনোদুঃখ গেল,—তারিলা সংসারে ॥২৩৯॥
কীট হই' না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আর তোমা'-দেখিবারে আছে মোর শক্তি?" ২৪০॥
বাহু তুলি' কাঁদয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
শরীর চলয়ে—হেন বহে মহাশ্বাস ॥২৪১॥
সহজে একান্ত ভক্ত,—কি কহিব সীমা?
চৈতন্যপ্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা ॥২৪২॥
মুকুন্দের খেদ দেখি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করিলা উত্তর ॥২৪৩॥
"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥২৪৪॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয় ॥২৪৫॥
এই তোরে সত্য কহোঁ, বড় প্রিয় তুমি।
বেদমুখে বলিয়াছি যত কিছু আমি ॥২৪৬॥

যে-যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে-যে-দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি? ২৪৭॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি-উপরে মোহার অধিকারে ॥২৪৮॥
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুহে।
মোর ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে কিছু নহে॥২৪৯॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশনসুখ ॥২৫০॥
রজকেও দেখিল,—মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল—যাতে প্রেম নাঞি॥২৫১॥
আমা' দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥২৫২॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥২৫৩॥
ভক্তিশূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তার হয় বাদ ॥২৫৪॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশনশক্তি ॥২৫৫॥
যতেক কহিলা তুমি, সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেন আসিব অন্যথা? ২৫৬॥
ভক্তি বিলাইমু মুই—বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥২৫৭॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণবমণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল ॥২৫৮॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত ॥২৫৯॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার ॥"২৬০॥
মুকুন্দেরে এত যদি বর দান কৈল।
মহা-জয়জয়-ধ্বনি তখনি হইল ॥২৬১॥
'হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ।'
'হরি' বলি' নিবেদয় যুড়ি' দুই হাত ॥২৬২॥
মুকুন্দের স্তুতি-বর শুনে যেই জন।
সেহ মুকুন্দের সনে হইব গায়ন ॥২৬৩॥
এ সব চৈতন্যকথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা, না মানয়ে মূঢ় ॥২৬৪॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্যের মুখ ॥২৬৫॥
এই মত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি, বর পাইল সকল ॥২৬৬॥
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা-মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার ॥২৬৭॥
যার যেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার ॥২৬৮॥
মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি।
এই মত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥২৬৯॥
এই মত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস ॥২৭০॥
দেহ-মনে নির্ব্বিশেষে যে হয়েন দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস ॥২৭১॥
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী মাঝে মাঝে॥২৭২॥
যাবৎকাল গীতা-ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায়, কারো ধর্ম্ম নাহি নড়ে॥২৭৩॥
কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমারধর্ম্মে শরীর শোষয় ॥২৭৪॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা অভিমানী একজন না দেখিল ॥২৭৫॥
শ্রীবাসের দাসদাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল ॥২৭৬॥
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল ॥২৭৭॥
ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥২৭৮॥

বড় কীর্ত্তি হৈলে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিবশ সবে প্রভু'—চারিবেদে গাই॥২৭৯॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য,—একজনে না জানিল॥২৮০॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে? ২৮১॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব'—এই কহে বেদ॥২৮২॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে॥২৮৩॥
সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি॥২৮৪॥
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥২৮৫॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।
এ সকল কথা ভাই, শুনে পাছে আরে॥২৮৬॥
"জন্ম জন্ম তোমরা পাইলে মোর সঙ্গ।
তোমা'-সবার ভৃত্যেও দেখিবে মোর রঙ্গ॥"২৮৭॥
আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বূল আজ্ঞা হইল সবারে॥২৮৮॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্র-শারদমুখের দ্রব্য পাঞা॥২৮৯॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥২৯০॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥২৯১॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ॥২৯২॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥২৯৩॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়,—"নারায়ণী!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"২৯৪॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব॥২৯৫॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥২৯৬॥
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥২৯৭॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥২৯৮॥
অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥২৯৯॥
চৈতন্যের প্রিয় অতি—ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই॥৩০০॥
'চৈতন্যের ভক্ত' হেন—নাহি যার নাম।
যদি সেব্য বস্তু—তবু তৃণের সমান॥৩০১॥
নিত্যানন্দ কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস।'
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥৩০২॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ্ নাহি কতি॥৩০৩॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥৩০৪॥
ধরণীধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ॥৩০৫॥
বলরামপ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত।
করে বলরাম প্রভু জগতের হিত॥৩০৬॥
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥৩০৭॥
নিত্যানন্দকৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি॥৩০৮॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়।
সবে নিত্যনন্দস্থানে ভক্তি-পদ পায়॥৩০৯॥
কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বলে,—'সেই জন গেলা॥'৩১০॥

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥৩১১॥
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥৩১২॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয় ॥৩১৩॥
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব-হেন বাসে যতেক পাষণ্ড ॥৩১৪॥
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব-স্বাদু পায়।
তার দৈব,—শর্করার স্বাদু নাহি যায়॥৩১৫॥
এই মত চৈতন্যের পরানন্দযশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই' দৈব-বশ ॥৩১৬॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥৩১৭॥
পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম।
সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥৩১৮॥
জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥৩১৯॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার॥৩২০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
মহামহাপ্রকাশ-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়

রাগঃ—মল্লার

নিধি গৌরাঙ্গ কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু ॥ধ্রু॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুলসিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥১॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥২॥
জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্বনয়ন-গোচর ॥৪॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি' দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥৫॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ ॥৬॥
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
'বাপ' বলি' শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি ॥৭॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাবে বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে ॥৮॥
কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥৯॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি বাল্যভাব মালিনী দেখয়ে ॥১০॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বলে,—"শুন নিত্যানন্দ।
কাহারো সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব ॥১১॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ 'শ্রীকৃষ্ণ' সঙরে ॥১২॥
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারে না বাসিবা॥"১৩॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"আমি তোমা' ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বলে,—"দোষ কহ দেখি শুনি॥"১৪॥
হাসি বলে গৌরচন্দ্র,—"কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার ॥"১৫॥
নিত্যানন্দ বলে,—"ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে? ১৬॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও।
অপকীর্ত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও?"১৭॥

প্রভু বলে,—"তোমার অপকীর্ত্তে লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥"১৮॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল ॥১৯॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি' প্রভু চাহি' হাসে খল খল ॥২০॥
আনন্দে না জানে বাহ্য, কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই' বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥২১॥
জোরে জোরে লম্ফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥২২॥
গদাধর, শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস ॥২৩॥
ডাকি' বলে বিশ্বম্ভর,—"এ কি কর কর্ম্ম?
গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম্ম ॥২৪॥
এখনি বলিলা তুমি—'আমি কি পাগল?'
এইক্ষণে নিজ-বাক্য ঘুচিল সকল ॥"২৫॥
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ?
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥২৬॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥২৭॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ মাত্র মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥২৮॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥২৯॥
নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥৩০॥
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥৩১॥
অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল ॥৩২॥
বাটী থুই' সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য-বদন তাহার ॥৩৩॥
মহাতীব্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার।
শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হইল অপহার ॥৩৪॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি'।
নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥৩৫॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে ॥৩৬॥
হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—"কান্দ কি কারণ।
কোন্ দুঃখ বল?—সব করিব খণ্ডন॥"৩৭॥
মালিনী বলয়ে,—"শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই' গেল কোন্ ঠাঞি॥"৩৮॥
নিত্যানন্দ বলে,—"মাতা, চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর ॥"৩৯॥
কাক-প্রতি হাসি' প্রভু বলয়ে বচন।
"কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন ॥"৪০॥
সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি? ৪১॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি' যায়।
শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায়॥৪২॥
ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি' পুনঃ সেখানে আইল ॥৪৩॥
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যনন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥৪৪॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥৪৫॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন ॥৪৬॥
যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে।
কাকস্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ত্ব তারে?৪৭॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত ভুবন।
লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥৪৮॥
অনাদি অবিদ্যা ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব তাঁর, বাটী আনে কাকস্থানে? ৪৯॥

যে তুমি লক্ষ্মণরূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতাপাশে ॥৫০॥
তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥৫১॥
তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ? ৫২॥
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥৫৩॥
চতুর্দ্দশ-ভুবন-পালন-শক্তি যাঁর।
কাকস্থানে বাটী আনে—কি মহত্ত্ব তাঁর? ৫৪॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয় ॥"৫৫॥
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্যভাবে বলে,—"মুঞি করিব ভোজন ॥"৫৬॥
নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে ॥৫৭॥
এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত ॥৫৮॥
করয়ে দুর্জ্ঞেয় কর্ম্ম, অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব, সে মানয়ে সত্য হেন ॥৫৯॥
অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময়-ধাম ॥৬০॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা, না বলয়ে কেনি ॥৬১॥
যে সে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ মোর রহুক হৃদয়ে ॥৬২॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥৬৩॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে ॥৬৪॥
একদিন নিজ-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি' আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম সুন্দর ॥৬৫॥
যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে ॥৬৬॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেত হয় আনন্দ বিস্তর ॥৬৭॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥৬৮॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥৬৯॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ॥৭০॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর?"
নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করেয় উত্তর ॥৭১॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আজি আমার গমন ॥"৭২॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, ইহা কেনে করি?"
নিতাই বলেন,—"আর খাইতে না পারি ॥"৭৩॥
প্রভু বলে,—"এক কহি, কহ কেনে আর?"
নিতাই বলেন,—"আমি গেনু দশবার ॥"৭৪॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু,—"মোর দোষ নাঞি।"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, এথা নাহি আই ॥"৭৫॥
প্রভু বলে,—"কৃপা করি' পরহ' বসন।"
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি করিব ভোজন ॥"৭৬॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায়।
এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥৭৭॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি—হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥৭৮॥
নিত্যানন্দচরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে ॥৭৯॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে ॥৮০॥
কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।
সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভরে ॥৮১॥

বাহ্য পাই' নিত্যানন্দ পরিলা বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥৮২॥
আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥৮৩॥
"হায় হায়"—বলে আই—"কেনে ফেলাইলা?"
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে এক ঠাঞি দিলা?"৮৪॥
আই বলে,—"আর নাহি, তবে কি খাইবা?"
নিত্যানন্দ বলে,—"চাহ, অবশ্য পাইবা॥"৮৫॥
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥৮৬॥
আই বলে,—"সে সন্দেশ কোথায় পড়িল?
ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল?"৮৭॥
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া ॥৮৮॥
আসি' দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বলে,—
"বাপ, ইহা পাইলা কোথায়?"৮৯॥
নিত্যানন্দ বলে,—"যাহা ছড়াঞা ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি' তাই চাহিয়া আনিলুঁ॥"৯০॥
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে? ৯১॥
আই বলে,—
"নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়'?
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥"৯২॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায়,—আই করে পলায়ন ॥৯৩॥
এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥৯৪॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি' করে পলায়ন ॥৯৫॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর ॥৯৬॥
যে তে কেনে নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥৯৭॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥৯৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দচরিত-বর্ণনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ববৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥১॥
হেন লীলা নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভর-সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে ॥২॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দরায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥৩॥
সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা'-আপনি নৃত্য-বাদ্য-গীত-হাস ॥৪॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব-বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥৫॥
বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত ॥৬॥
সর্ব্বলোক দেখি' ডরে করে—'হায় হায়'।
তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দরায় ॥৭॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে—'হায় হায়' ॥৮॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥৯॥

এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন।
অনন্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন ॥১০॥
দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥১১॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥১২॥
নিরবধি এই বলি' করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার ॥"১৩॥
হাসে প্রভু দেখি' তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহাজ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর ॥১৪॥
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন—তথপিহ হাস ॥১৫॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্যগন্ধে।
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥১৬॥
বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥১৭॥
"নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম-মূর্ত্তিমন্ত ॥১৮॥
নিত্যানন্দ-পর্য্যটন, ভোজন, বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার ॥১৯॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা ॥"২০॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বলেন, যে করেন—সর্ব্বত্র সম্মতি ॥২১॥
প্রভু বলে,—"একখানি কৌপীন তোমার।
দেহ'—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥"২২॥
এত বলি' প্রভু তার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া ॥২৩॥
সকল-বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে ॥২৪॥
প্রভু বলে,—"এ বস্ত্র বান্ধহ সবে শিরে।
অন্যের কি দায়—ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে ॥২৫॥
নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি ॥২৬॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥২৭॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্ব্বমিত্র ॥২৮॥
ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয় ॥২৯॥
ভক্তি করি' ইহান কৌপীন বান্ধ' শিরে।
মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥"৩০॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্বভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥৩১॥
প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥৩২॥
করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥"৩৩॥
আজ্ঞা পাই' সবে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥৩৪॥
পাঁচবার দশবার একজনে খায়।
বাহ্য নাহি, নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥৩৫॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর-রায়।
নিত্যানন্দ-পাদোদক কৌতুকে লোটায় ॥৩৬॥
সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি' পান।
মত্তপ্রায় 'হরি' বলি' করয়ে আহ্বান ॥৩৭॥
কেহ বলে,—"আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহ বলে,—"আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥"৩৮॥
কেহ বলে,—"আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।"
কেহ বলে,—"আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ ॥"৩৯॥
কেহ বলে,—"পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনো মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে ॥"৪০॥
কি সে নিত্যানন্দ-পাদোদকের প্রভাব।
পানমাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥৪১॥

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায় ॥৪২॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥৪৩॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥৪৪॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ততক্ষণ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ ॥৪৫॥
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥৪৬॥
কেবা কার গলা ধরি' করয়ে রোদন।
কেবা কোন্ রূপ করে,—না যায় বর্ণন ॥৪৭॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু-ভৃত্য-সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥৪৮॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী ॥৪৯॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদ-তালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে 'হরি' বলে ॥৫০॥
প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর ॥৫১॥
এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ॥৫২॥
এই মত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি'।
বসিলেন সর্ব্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥৫৩॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সবারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর ॥৫৪॥
প্রভু বলে,—"এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥৫৫॥
ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥৫৬॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥৫৭॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্ব্বথায় ॥"৫৮॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
মহা-জয়জয়-ধ্বনি করিলা তখন ॥৫৯॥
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৬০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, সে তাঁহারে জানয়ে সর্ব্বথা ॥৬১॥
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥৬২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৬৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-বর্ণনং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥*
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্যকলেবর ॥২॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে,—নহে সর্ব্বনয়নগোচর ॥৩॥
লোকে দেখে,—পূর্ব্বে যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥৪॥

*আদি ১ম অঃ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য

যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে ॥৫॥
যার যেন ভাগ্য, তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা' লুকায় ॥৬॥
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥৭॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥৮॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'৯॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥১০॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই, না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥"১১॥
আজ্ঞা শুনি' হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল ? ১২॥
হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার, সে সুবুদ্ধি নহে ॥১৩॥
করয়ে অদ্বৈত-সেবা, চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥১৪॥
আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ-হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি' হাস ॥১৫॥
আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥১৬॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন ॥"১৭॥
এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-ঈশ্বরে ॥১৮॥
দোহান সন্ন্যাসিবেশ—যান যার ঘরে।
আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে ॥১৯॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—"এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥"২০॥
এই বোল বলি' দুইজন চলি' যায়।
যে হয় সুজন, সেই বড় সুখ পায় ॥২১॥
অপরূপ শুনি' লোক দু'-জনার মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে ॥২২॥
'করিব, করিব'—কেহ বলয়ে সন্তোষে।
কেহ বলে,—"দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে ॥২৩॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্টসঙ্গদোষে।
আমা'-সবা' পাগল করিতে আসি কিসে? ২৪॥
ভব্য-সভ্য-লোক সব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥"২৫॥
যে-গুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে,—'মার মার' ॥২৬॥
কেহ বলে,—"এ দু'-জন কিবা চোরচর।
ছলা করি' চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥২৭॥
এমত প্রকট কেনে করিবে সুজনে?
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥"২৮॥
শুনি' শুনি' নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে ॥২৯॥
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভরস্থানে কহে গিয়া ॥৩০॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥৩১॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে,—হেন পাপ নাহি আর ॥৩২॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ ॥৩৩॥
দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল।
মদ্য-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥৩৪॥
দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি' যায়।
যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায় ॥৩৫॥
দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ ॥৩৬॥

ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে।
'চ'কার 'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি' বলে॥৩৭॥
নদীয়ার বিপ্রের করিল জাতি-নাশ।
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥৩৮॥
সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল॥৩৯॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাকে॥৪০॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তবু হয় ক্ষয়॥৪১॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥৪২॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে॥৪৩॥
শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুদ্ধি-নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্ব্বনাশ॥৪৪॥
দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস দেখে থাকি' দূরে॥৪৫॥
লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন্ জাতি দুই জন, হেন মতি কেনে?"৪৬॥
লোক বলে,—"গোসাঞি, ব্রাহ্মণ দুইজন।
দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন॥৪৭॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ দোঁহার বংশে॥৪৮॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে এমত করয়ে পাপকর্ম্ম॥৪৯॥
ছাড়িল গোষ্ঠীতে বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥৫০॥
এই দুই দেখি' সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥৫১॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা-চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভোজন॥"৫২॥
শুনি' নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥৫৩॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর? ৫৪॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা-প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে,—করে উপহাস॥৫৫॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥৫৬॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়েরে করাঙ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥৫৭॥
এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥৫৮॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥৫৯॥
যে যে জন এ দু'য়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥৬০॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি'।
গঙ্গাস্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি॥"৬১॥
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাঁর অবতার॥৬২॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি।
বলে,—"হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি॥৬৩॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যমঘরে নাহিক নিস্তার॥৬৪॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা' যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥৬৫॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে॥৬৬॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা॥৬৭॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥৬৮॥

যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুন এবে এ তিন ভুবনে॥”৬৯॥
নিত্যানন্দতত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই—জানিলেন মনে ॥৭০॥
হরিদাস প্রভু বলে,—“শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা, সই প্রভুর নিশ্চয় ॥৭১॥
আমারে ভাণ্ডাও, যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥”৭২॥
হাসি' নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই' বলেন বচন ॥৭৩॥
“প্রভুর যে আজ্ঞা লই' আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি ॥৭৪॥
সবারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয়-পাপীরে বিশেষ ॥৭৫॥
বলিবার ভার মাত্র আমা'-দোঁহাকার।
বলিলে না লয় যবে,—সেই ভার তাঁর॥”৭৬॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দু'য়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥৭৭॥
সাধুলোকে মানা করে—“নিকটে না যাও।
নাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥৭৮॥
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে? ৭৯॥
কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও-দু'য়ের ঠাঞি?
ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥”৮০॥
তথাপিহ দুই জন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
নিকটে চলিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী ॥৮১॥
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥৮২॥
“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥৮৩॥
তোমা'-সবা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥”৮৪॥
ডাক শুনি' মাথা তুলি' চাহে দুইজন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন ॥৮৫॥
সন্ন্যাসি-আকার দেখি' মাথা তুলি' চায়।
'ধর ধর' বলি' দোঁহে ধরিবারে যায় ॥৮৬॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায়।
'রহ রহ' বলি' দুই দস্যু পাছে যায় ॥৮৭॥
ধাইয়া আইসে পাছে, তর্জ্জগর্জ্জ করে।
মহাভয় পাই' দুই প্রভু ধায় ডরে ॥৮৮॥
লোক বলে,—“তখনই যে নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল ॥”৮৯॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
“ভণ্ডের উচিত শাস্তি
কৈল নারায়ণে ॥”৯০॥
“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ”—সুব্রাহ্মণে বলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥৯১॥
দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।
ধরিলুঁ, ধরিলুঁ বলি' লাগ নাহি পায় ॥৯২॥
নিত্যানন্দ বলে,—“ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে—তবে পাই সব॥”৯৩॥
হরিদাস বলে,—“ঠাকুর আর কেনে বল?
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল ॥৯৪॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ॥”৯৫॥
এত বলি' ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥৯৬॥
দোঁহার শরীর স্থূল,—না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে ॥৯৭॥
দুই দস্যু বলে,—“ভাই, কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি
কেমতে এড়াইবা? ৯৮॥
তোমরা না জান, এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ' উলটিয়া হের দেখ পাছে ॥”৯৯॥

ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ' বলিয়া ॥১০০॥
হরিদাস বলে,—"আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥১০১॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই॥"১০২॥
নিত্যানন্দ বলে,—"আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥১০৩॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥১০৪॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান।
'চোর, ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বলে আন ॥১০৫॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥১০৬॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাম,—দোষভাগী আমি॥"১০৭॥
হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল।
দুই দস্যু ধায় পাছে দেখিয়া বিকল ॥১০৮॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ি।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে রড়ারড়ি ॥১০৯॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুইজনেই বাজিল ॥১১০॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল? ১১১॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়।
কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায় ॥১১২॥
স্থির হই' দুই জনে কোলাকুলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥১১৩॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপ মদনমোহন ॥১১৪॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণমণ্ডল।
অন্যোহন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল ॥১১৫॥
কহেন আপন-তত্ত্ব সভা-মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥১১৬॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয় ॥১১৭॥
"অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মদ্যপ, পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ ॥১১৮॥
ভালরে বলিল তারে—'বল কৃষ্ণ-নাম।'
খেদাড়িয়া আনিলেক, ভাগ্যে রহে প্রাণ॥"১১৯॥
প্রভু বলে,—"কে সে দুই, কিবা তার নাম?
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?"১২০॥
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ ॥১২১॥
"সে-দুইর নাম প্রভু—'জগাই-মাধাই'।
সুব্রাহ্মণপুত্র দুই—জন্ম এই ঠাঞি ॥১২২॥
সঙ্গদোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি ॥১২৩॥
সে-দুই'র ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে ॥১২৪॥
সে দুই'র পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি॥"১২৫॥
প্রভু বলে,—"জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"১২৬॥
নিত্যানন্দ বলে,—"খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা' না যাইব আমি ॥১২৭॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।
আগে সেই দুইজনে 'গোবিন্দ' বলাই ॥১২৮॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিকে বলয়ে 'কৃষ্ণ' নাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন ॥১২৯॥
এ দুই উদ্ধারোঁ যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি 'পাতকি-পাবন' হেন নাম ॥১৩০॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দু'য়ের উদ্ধারের সীমা॥"১৩১॥

হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার ॥১৩২॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥"১৩৩॥
শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
'জয়-জয়' হরিধ্বনি করিলা তখন ॥১৩৪॥
'হইল উদ্ধার',—সবে মানিলা হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥১৩৫॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
'আমি থাকি কোথা,
সে বা কোন্ দিকে যায়?'১৩৬॥
বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায় ॥১৩৭॥
কূলে থাকি' ডাক পাড়ি' করি 'হায় হায়।'
সকল-গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥১৩৮॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাড়িয়া ॥১৩৯॥
তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লৈয়া।
তা'-সবা' পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥১৪০॥
গোয়ালার ঘৃত-দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥১৪১॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম—যেই যুক্তি নহে।
কুমারী দেখিয়া বলে,—মোরে বিবাহিয়ে॥১৪২॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে 'মহেশ' বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ দুহি' দুহি' খায় ॥১৪৩॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
'কি করিতে পারে
তোর অদ্বৈত আমারে?'১৪৪॥
'চৈতন্য' বলিস্ যারে 'ঠাকুর' করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া?১৪৫॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥১৪৬॥
মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥১৪৭॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার।
জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥"১৪৮॥
হাসিয়া অদ্বৈত বলে,—"কোন চিত্র নহে।
মদ্যপের উচিত—মদ্যপ-সঙ্গ হয়ে ॥১৪৯॥
তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত? ১৫০॥
নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল।
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল ॥১৫১॥
এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠীমাঝে ॥"১৫২॥
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই' বলে অশেষ বিশেষ ॥১৫৩॥
"শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায়, দেখোঁ তান শক্তি ॥১৫৪॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া ॥১৫৫॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে॥"১৫৬॥
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মদ্যপ-উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ ॥১৫৭॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি?
বুঝে হরিদাস প্রভু—যার যেন মতি ॥১৫৮॥
এবে পাপী-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া ॥১৫৯॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥১৬০॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল—যে-ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥১৬১॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্বঠাঞি দেই' হানা॥১৬২॥

সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক ॥১৬৩॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায়—তবে দশ-বিশের গমনে ॥১৬৪॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্বরাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি' জাগে ॥১৬৫॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি' নাচে রঙ্গে ॥১৬৬॥
দূরে থাকি' সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥১৬৭॥
যখন কীর্ত্তন করে, দুই জন রহে।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয়ে ॥১৬৮॥
মদ্যপানে বিহ্বল—কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥১৬৯॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে,—"নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ॥১৭০॥
গায়েন সব ভাল, মুঞি দখিবারে চাঙ।
সকল আনিয়া দিব—যথা যেই পাঙ॥"১৭১॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥১৭২॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে, দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥১৭৩॥
'কেরে কেরে' বলি' ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বলেন,—"প্রভুর বাড়ী যাই॥"১৭৪॥
মদ্যের বিক্ষেপে বলে,—"কিবা নাম তোর?"
নিত্যানন্দ বলে,—" 'অবধূত' নাম মোর ॥"১৭৫॥
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দরায়।
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায় ॥১৭৬॥
'উদ্ধারিব দুইজন'—হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে ॥১৭৭॥
'অবধূত' নাম শুনি' মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া ॥১৭৮॥
ফুটিল মুটকী শিরে,—রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু 'গোবিন্দ' সঙরে ॥১৭৯॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি' মাথে।
আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥১৮০॥
"কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়? ১৮১॥
এড় এড় অবধূতে, না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার?"১৮২॥
আথেব্যথে লোকে গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥১৮৩॥
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দু'য়ের ভিতরে ॥১৮৪॥
রক্ত দেখি' ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
'চক্র, চক্র, চক্র'—প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে ॥১৮৫॥
আথেব্যথে চক্র আসি' উপসন্ন হৈলা।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা ॥১৮৬॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥১৮৭॥
"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥১৮৮॥
মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু, এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর—তুমি হও স্থির ॥"১৮৯॥
'জগাই রাখিল',—হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গিলা প্রভু সুখী হৈয়া ॥১৯০॥
জগায়েরে বলে,—"কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে ॥১৯১॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ,—তাহা তুমি মাগ'।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিলাভ॥"১৯২॥
জগায়েরে বর শুনি' বৈষ্ণবমণ্ডল।
'জয় জয়' হরিধ্বনি করিলা সকল ॥১৯৩॥
'প্রেম-ভক্তি হউ' করি' যখন বলিলা।
তখনি জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥১৯৪॥

প্রভু বলে,—“জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥”১৯৫॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥১৯৬॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোসাঞি॥১৯৭॥
পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই—যেন অমূল্য রতন॥১৯৮॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে সুকৃতি জগাই।
এমত অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ-গোসাঞি॥১৯৯॥
এক জীব, দুই দেহ—জগাই-মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঞি॥২০০॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥২০১॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণ ধরি' দণ্ডবৎ হৈয়া॥২০২॥
“দুইজনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ? ২০৩॥
মোরে অনুগ্রহ কর,—লঙ তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥”২০৪॥
প্রভু বলে,—“তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি॥”২০৫॥
মাধাই বলয়ে,—“ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড়?২০৬॥
বাণে বিন্ধিলেক তোমা' যে অসুরগণে।
নিজ-পদ তা'-সবারে তবে দিলে কেনে?”২০৭॥
প্রভু বলে,—“তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত॥২০৮॥
আমা' হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ়॥”২০৯॥
“সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে? ২১০॥
সর্ব্ব রোগ নাশ', বৈদ্যচূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥২১১॥
না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা,—“আর লুকাইবা কা'ত?”২১২॥
প্রভু বলে,—“অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥”২১৩॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই-চরণ॥২১৪॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণ-প্রকাশ॥২১৫॥
বিশ্বম্ভর বলে,—“শুন নিত্যানন্দরায়।
পড়িল চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায়॥২১৬॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমা'ত॥”২১৭॥
নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, কি বলিব মুঞি?
বৃক্ষদ্বারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুঞি॥২১৮॥
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে,—শুনহ নিশ্চিত॥২১৯॥
মোর যত অপরাধ,—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর,—তোমার মাধাই॥”২২০॥
বিশ্বম্ভর বলে,—“যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ', হউক সফল॥”২২১॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সর্ব্ব বন্ধনমোচন॥২২২॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥২২৩॥
হেনমতে দু'-জনেতে পাইল মোচন।
দুই জনে স্তুতি করে দু'য়ের চরণ॥২২৪॥
প্রভু বলে,—“তোরা আর না করিস্ পাপ।”
জগাই-মাধাই বলে,—“আর নারে বাপ॥”২২৫॥
প্রভু বলে,—“শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাঙ মোচন॥২২৬॥

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্,—সব দায় মোর॥২২৭॥
তো'-দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"২২৮॥
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' পড়িল তথাই॥২২৯॥
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে।
বুঝি' আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥২৩০॥
"দুই জনে তুলি' লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥২৩১॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥২৩২॥
এ দুই-পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান॥২৩৩॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥"২৩৪॥
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা॥২৩৫॥
আপ্তগণ সান্ভাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে॥২৩৬॥
বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর॥২৩৭॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্ররাজ।
চারিদিকে বৈসে সব-বৈষ্ণবসমাজ॥২৩৮॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, প্রভু হরিদাস।
গরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস॥২৩৯॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য॥২৪০॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া॥২৪১॥
লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কম্প সর্ব্ব-গায়।
জগাই-মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি' যায়॥২৪২॥

কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুই দস্যু করে দুই মহাভাগবত॥২৪৩॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥২৪৪॥
ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায়॥২৪৫॥
জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সবার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥২৪৬॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজ্ঞায়॥২৪৭॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে—যার যেই তত্ত্ব॥২৪৮॥
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়॥২৪৯॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বম্ভর-ধর॥২৫০॥
জয় জয় নিজনাম-বিনোদ আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্বকার্য্য॥২৫১॥
জয় জয় জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ॥২৫২॥
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥২৫৩॥
জয় রাজপণ্ডিতদুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥২৫৪॥
সেই জয় প্রভু—তুমি যত কর কাজ।
জয় নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥২৫৫॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ—জয় অবধূতবর॥২৫৬॥
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ॥২৫৭॥
জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়ঙ্কর॥২৫৮॥

পাপী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে।
পরম অদ্ভুত—তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥২৫৯॥
আমা'-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব মহিমা তোমার॥২৬০॥
অজামিল-উদ্ধারের যতেক মহত্ত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥২৬১॥
সত্য কহি,—আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥২৬২॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয়।
সদ্য মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয়॥২৬৩॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥২৬৪॥
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার॥২৬৫॥
মোরা দ্রোহ কৈলুঁ প্রিয় শরীরে তোমার।
তথাপিহ আমা'-দুই করিলে উদ্ধার॥২৬৬॥
এবে বুঝি' দেখ প্রভু, আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুই জনে॥২৬৭॥
'নারায়ণ' নাম শুনি' অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইলা, সেই জন দেখে॥২৬৮॥
আমি দেখিলাম তোমা'—রক্ত পাড়ি' অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে॥২৬৯॥
গোপ্য করি' রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হইল প্রভু, মহিমার সীমা॥২৭০॥
এবে সে হইল বেদ—মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি' গাইব অনন্ত॥২৭১॥
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য-উদ্ধার'—প্রভু, ইহার সে নাম॥২৭২॥
যদি বল—কংস-আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি' পাইল মোচন॥২৭৩॥
কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ-মনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥২৭৪॥
তোমা'-সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা' নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে॥২৭৫॥
তথাপি নারিল দ্রোহপাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে॥২৭৬॥
তোমারে দেখিয়া নিজ-জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিলা॥২৭৭॥
আমারে পরশে এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি' যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে॥২৭৮॥
সর্ব্বমতে প্রভু, তোর এ মহিমা বড়।
কাহরে ভাণ্ডিব? সবে জানিলেক দঢ়॥২৭৯॥
মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন।
একান্ত শরণ দেখি' করিলা মোচন॥২৮০॥
দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা।
অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা॥২৮১॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি?২৮২॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥২৮৩॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার॥২৮৪॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥"২৮৫॥
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্য-গোসাঞি॥২৮৬॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড়হাতে স্তুতি করে সবে দাণ্ডাইয়া॥২৮৭॥
"যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুই মদ্যপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥২৮৮॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে?
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে॥"২৮৯॥
প্রভু বলে,—"এ দুই মদ্যপ নহে আর।
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার॥২৯০॥

সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা' না পাসয়ে॥২৯১॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই-প্রতি করহ প্রসাদ॥"২৯২॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই।
সবার চরণ ধরি' পড়িলা তথাই॥২৯৩॥
সর্ব্ব-মহাভাগবত কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হইল নিরপরাধ॥২৯৪॥
প্রভু বলে,—"উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই॥২৯৫॥
তুমি-দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম-সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন॥২৯৬॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥২৯৭॥
তো'-সবার যত পাপ মুঞি নিলুঁ সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, এই অনুভব॥"২৯৮॥
দুই জন-শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার॥২৯৯॥
প্রভু বলে,—"তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বলয়ে,—"শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥"৩০০॥
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি' হাসে বিশ্বম্ভর।
'হরি' বলি' ধ্বনি করে সব-অনুচর॥৩০১॥
প্রভু বলে,—"কালা দেখ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ—সব যাউক নিন্দকে॥"৩০২॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-পরকাশ॥৩০৩॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশঃ গায় রঙ্গে॥৩০৪॥
নাচয়ে অদ্বৈত—যার লাগি' অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥৩০৫॥
কীর্ত্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি।
সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী॥৩০৬॥
প্রভু-প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলাঠেলি হয়॥৩০৭॥
বধূসঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে॥৩০৮॥
সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥৩০৯॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায়।
সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মদ্যপ নাচয়॥৩১০॥
মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥৩১১॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম—সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥৩১২॥
দুই দস্যু দুই মহাভাগবত করি'।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥৩১৩॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি' বৈষ্ণব-মণ্ডল॥৩১৪॥
সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সবার অঙ্গ 'নির্ম্মল' গেয়ান॥৩১৫॥
পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥৩১৬॥
"এ দু'য়েরে পাপী-হেন না করিহ মনে।
এ দু'য়ের পাপ মুঞি দহিলুঁ আপনে॥৩১৭॥
সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ, বোলোঁ, চলোঁ, খাঙ।
তবে দেহপাত, যবে মুঞি চলি' যাঙ॥৩১৮॥
যেই দেহে অল্প দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥৩১৯॥
তবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ, বলোঁ' বলি' পায় মহা-মার॥৩২০॥
এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে।
করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥৩২১॥
ইহা জানি' এ দু'য়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবা অভেদ-দৃষ্টে যেন তুমি-সব॥৩২২॥

শুন এই আজ্ঞা মোর, যে হও আমার।
এ দু'য়েরে শ্রদ্ধা করি' যে দিব আহার॥৩২৩॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥৩২৪॥
এ দু'য়ের বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥৩২৫॥
এ দুই-জনেরে যে করিব পরিহাস।
এ দু'য়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥"৩২৬॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে॥৩২৭॥
প্রভু বলে,—"শুন সব ভাগবতগণ।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণ॥"৩২৮॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালাধর॥৩২৯॥
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥৩৩০॥
মহাভব্য বৃদ্ধ সব—সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥৩৩১॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসবে কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে॥৩৩২॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ববৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে—সবে হারিয়া পলায়॥৩৩৩॥
জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি' সবে দেয় ভঙ্গে॥৩৩৪॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈত-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে॥৩৩৫॥
শ্রীগর্ভ, শ্রীসদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্।
পুরুষোত্তম, মুকুন্দ, সঞ্জয়, বুদ্ধিমন্তখান্॥৩৩৬॥
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস, জগদীশ নাম।
গোপীনাথ, হরিদাস, গরুড়, শ্রীরাম॥৩৩৭॥
গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীশ্বর।
জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্লাম্বর॥৩৩৮॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥৩৩৯॥
অন্যোহন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে।
পরানন্দ-রসে কেহ জিনে, কেহ হারে॥৩৪০॥
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মিলি'॥৩৪১॥
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতূহলী।
নির্ঘাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী॥৩৪২॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি পারে।
মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে॥৩৪৩॥
"নিত্যনন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥৩৪৪॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি॥৩৪৫॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥"৩৪৬॥
নিত্যানন্দ বলে,—"মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ?"৩৪৭॥
গৌরচন্দ্র বলে,—"একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি॥"৩৪৮॥
আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত-নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ—দুই ঠাঞি॥৩৪৯॥
দুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে।
একবার জিনে কেহ, আর বার হারে॥৩৫০॥
আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥৩৫১॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বলে,—"মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ বধিয়া॥৩৫২॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথা'ত॥৩৫৩॥
পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ?
খায়, পরে সকল, বলায় 'অবধূত'॥"৩৫৪॥

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে ॥৩৫৫॥
"সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই।"
এত বলি' ক্রোধে জ্বলে আচার্য্য-গোসাঞি ॥৩৫৬॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে—যেন শুনি' কুবচন ॥৩৫৭॥
হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৩৫৮॥
নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে ॥৩৫৯॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি ॥৩৬০॥
মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥৩৬১॥
হেন মতে জলকেলি কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতিরাত্রি সবা লঞা করে প্রভু রসে ॥৩৬২॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই ॥৩৬৩॥
সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি'।
কূলে উঠি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥৩৬৪॥
সবারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।
বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন ॥৩৬৫॥
জগাই-মাধাই সমর্পিল সবা'-স্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুইজনে ॥৩৬৬॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয় ॥৩৬৭॥
গৃহে আসি' প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন ॥৩৬৮॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি' মায়ে করিলা গোচর ॥৩৬৯॥
সর্ব্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন ॥৩৭০॥
পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখশুদ্ধি করি' দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৩৭১॥
বধূসঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দসাগরে শরীর ডুবাইয়া ॥৩৭২॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে?
সহস্রবদন-প্রভু, যদি শক্তি ধরে ॥৩৭৩॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই' শব্দ-প্রভাবেও তার দুঃখ নাই ॥৩৭৪॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' আই জগন্মাতা।
নিজ-দেহ আই
নাহি জানে আছে কোথা ॥৩৭৫॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ ॥৩৭৬॥
চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি' চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥৩৭৭॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু-অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে ॥৩৭৮॥
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর ॥৩৭৯॥
'ওইখানে থাক'—প্রভু বলয়ে আপনে।
চারি-পাঁচ-মুখ-গুলা লোটায় অঙ্গনে ॥৩৮০॥
পড়িয়া আছয়ে যত—নাহি লেখাজোখা।
"তোমরা সবেরে কি
এ-গুলা না দেয় দেখা?" ৩৮১॥
করযোড় করি' বলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন ॥৩৮২॥
আমরা-সবার কোন্ শক্তি দেখিবার?
বিনে প্রভু, তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার ॥" ৩৮৩॥
এ সব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্তকথা।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয়,—ইহা শুনিলে সর্ব্বথা ॥৩৮৪॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে ॥৩৮৫॥

হেন মতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥৩৮৬॥
সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার ॥৩৮৭॥
শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে॥৩৮৮॥

তথাহি (ভাঃ ৫/১০/২৫)—
মহদ্বিমানাৎ সকৃতাদ্ধি মাদঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥৩৮৯॥

(ভরতের প্রতি রহূগণের উক্তি)—মহতের অবমাননা করায় সেই স্বকৃত অবমাননা-ফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই'।
সে জনের অধঃপাত—সর্ব্ব শাস্ত্রে কই॥৩৯০॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥৩৯১॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন ॥৩৯২॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে)—
সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাম্॥৩৯৩॥

সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট প্রধান অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। হায়! 'নাম' (শ্রীনাম-প্রভু) যাঁহাদিগের নিকট হইতে ইহ-লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? (অর্থাৎ কখনই সহ্য করিতে পারেন না; পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষম সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকেন)।

যেই শুনে এই মহা-দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার ॥৩৯৪॥
ব্রহ্মদৈত্যতারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণাসাগর প্রভু পরম সদয় ॥৩৯৫॥
সহস্র করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু—গুণমাত্র লয়॥৩৯৬॥
হেন-প্রভু-বিরহে যে পাপি-প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ,—আর কিছু নহে॥৩৯৭॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয় ॥৩৯৮॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর ॥৩৯৯॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত্য নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশঃ সে বাখানি॥৪০০॥
গণ-সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৪০১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৪০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হেমকিরণিয়া।

গৌরাঙ্গসুন্দর-তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া।
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ॥ধ্রু॥১॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি' চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥২॥
আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।
তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে ॥৩॥

সর্ব্ব দিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে ॥৪॥
ব্রহ্মদৈত্য-দু'য়ের সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ॥৫॥
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে ॥৬॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার', ধরিলাম আশা ॥"৭॥
এই মত অন্যোহন্যে করি' সংকথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥৮॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥৯॥
চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ দু'য়ের পাপ, কিবা উপশম॥"১০॥
চিত্রগুপ্ত বলে,—"শুন ধর্ম্ম যমরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ? ১১॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র নহে বড়ি ॥১২॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥১৩॥
এ-দু'য়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ-সব উৎপাত গণয়ে ॥১৪॥
এ-দু'য়ের পাপ যত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি' দূত কত খাইল মারণ ॥১৫॥
দূত বলে,—'পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার কেনে॥১৬॥
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি' লিখি।
পর্ব্বতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী ॥১৭॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া ॥১৮॥
তিল-মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর' ॥"১৯॥

কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকী-উদ্ধার যত এই তার সীমা ॥২০॥
স্বভাব বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত-ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম ॥২১॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥২২॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥২৩॥
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন ॥২৪॥
সর্ব্ব-দেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া ॥২৫॥
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ-কর্ম্ম সবে চলিলা গাইয়া ॥২৬॥
শঙ্কর, বিরিঞ্চি, শেষ-আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দু'য়ের মোচন ॥২৭॥
কেহ কেহ না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তন।
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥২৮॥
রহিয়াছে যম রথে, দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে ॥২৯॥
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি' আছে যমদেব অচেতনে ॥৩০॥
বিস্মিত হইলা সবে না জানি' কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ ॥৩১॥
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি' অজ-পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সবে মিলি' করয়ে কীর্ত্তন ॥৩২॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া ॥৩৩॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন ॥৩৪॥
যম-নৃত্য দেখি' নাচে সর্ব্ব-দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন ॥৩৫॥

দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।
অতি গুহ্য—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥৩৬॥

শ্রীরাগঃ

নাচই ধর্ম্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বলে,—"অতি ধন্য ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবানা ॥"৩৭॥
হুঙ্কার গরজন, মহা-পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
সঙরিয়া গৌরাঙ্গ-গোসাঞি ॥৩৮॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি' যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি' পূরি' ধায় ॥৩৯॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক 'রাম' নামে ॥৪০॥
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি' নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক-গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
সঙরিয়া কারুণ্যের সীমা ॥৪১॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁর প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ, কর্দ্দম, দক্ষ, মনু, ভৃগু মহা-মুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥৪২॥
সবে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥৪৩॥

দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥৪৪॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, 'জগাই-মাধাই' বলি',
করে বহু দণ্ড-পরণামে ॥৪৫॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার, অবিরত বহে যাঁর,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥৪৬॥
প্রভুর মহিমা দেখি', ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি' যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীটি-হার,
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস ॥৪৭॥
চন্দ্র, সূর্য্য, পবন, কুবের, বহ্নি, বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥৪৮॥
নাচে সব দেবগণ, সবে উল্লসিত-মন,
ছোট-বড় না জানে হরিষে।
কত হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতূহলী,
নৃত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥৪৯॥
নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাঁহার নাম,
বিনতানন্দন করি' সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব, সেহ নাচে রঙ্গে ॥৫০॥
অজ, ভব, নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র-বদনে গায় মাঝে ॥৫১॥

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, দেখি' মহা-পরকাশে,
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি।
কেহ বলে,—"ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই-মাধাই॥"৫২॥
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশঃ-সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ॥৫৩॥
সত্যলোক-আদি জিনি', উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পূরিল পাতাল।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল॥৫৪॥
হেন মহা-ভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।
গৌরাঙ্গচাঁদের যশঃ, বিনে আর কোন রস,
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে॥৫৫॥
জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দর,
জয় সর্ব্বজীব-লোকনাথ।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন-মতে,
সবা'-প্রতি কর দৃষ্টিপাত॥৫৬॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবানা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচাঁদ প্রভু,
বৃন্দাবনদাস গুণগানা॥৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
মধ্যখণ্ডে যমরাজসঙ্কীর্ত্তনং
নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মায়ূর রাগঃ

দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।
শিব, শুক, নারদ, ধেয়ানে না পাওয়ত,
সো-পহুঁ অকিঞ্চন-সঙ্গে দিনরাতি॥ধ্রু॥১॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায়॥২॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥৩॥
জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বসে নদীয়ায়॥৪॥
ঊষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥৫॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি' করয়ে ক্রন্দন॥৬॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার॥৭॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥৮॥
"গৌরচন্দ্র, আরে বাপ পতিতপাবন।"
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥৯॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি' চৈতন্যকৃপা দুই জনে কান্দে॥১০॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥১১॥
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥১২॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥১৩॥

নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥১৪॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি' নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥১৫॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার ॥"১৬॥
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি' মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥১৭॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥১৮॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি, সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥১৯॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥২০॥
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি' করে প্রভুর স্তবন ॥২১॥
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥২২॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥২৩॥
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান।
তোমা'-বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥২৪॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই' কুতূহলী ॥২৫॥
তুমি সে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও ॥২৬॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ্ ॥২৭॥
তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম।
তোমা' সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥২৮॥
সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম ॥২৯॥
তুমি সে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা-ধনুর্দ্ধর ॥৩০॥
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয়, রসিক, আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব-কার্য্য ॥৩১॥
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চাহে তোমা' পদছায়া ॥৩২॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি ॥৩৩॥
তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন ॥৩৪॥
তোমা'-বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥৩৫॥
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ ॥৩৬॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা ॥৩৭॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে ॥৩৮॥
তোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব-সৃষ্টির সংহার ॥৩৯॥

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ২/৫/১৯)—
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥৪০॥
সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সঙ্কর্ষণের বদন হইতে নির্গত হইয়া (কালানল-দ্বারা) ত্রিলোক গ্রাস করেন।

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর ॥৪১॥
পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন-বিহার ॥৪২॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মো'-অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর ॥৪৩॥

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া ॥৪৪॥
যে অঙ্গ স্মরণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥৪৫॥
চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া ॥৪৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন ॥৪৭॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন ॥৪৮॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ॥৪৯॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙ্ঘিল ॥৫০॥
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল জীবনে ॥৫১॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত।
তোমা' দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥৫২॥
যাঁর অপমান করি' রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ ॥৫৩॥
দৈবযোগে ছিল তথা মহা-ভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥৫৪॥
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন।
তাঁ'-সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ ॥৫৫॥
যাঁর অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস ॥"৫৬॥
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই ॥৫৭॥
"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাহার প্রকাশ ॥৫৮॥
শরণাগতেরে বাপ, কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন, ধন, প্রাণ ॥৫৯॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥৬০॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায় ॥৬১॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোখর।
সব অপরাধ প্রভু মোরে ক্ষমা কর ॥"৬২॥
মাধাইর কাকু-প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি' নিত্যানন্দরায় বলিলা বচন ॥৬৩॥
"উঠ উঠ মাধাই, আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥৬৪॥
শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এই মত তোমার প্রহার মোর গায় ॥৬৫॥
তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥৬৬॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ-পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥৬৭॥
যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ ॥৬৮॥
না ভজে চৈতন্য যবে, মোরে ভজে, গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥"৬৯॥
এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব-দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥৭০॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন ॥৭১॥
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি ॥৭২॥
কার বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥৭৩॥
যা'-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ? ৭৪॥
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥"৭৫॥

প্রভু বলে,—“শুন, কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥৭৬॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥৭৭॥
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ?৭৮॥
কাকু করি’ সবারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার ॥”৭৯॥
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণ।
চলিলা প্রভুরে করি’ বহু প্রদক্ষিণ ॥৮০॥
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥৮১॥
লোক দেখি’ করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড-পরণাম ॥৮২॥
“জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥”৮৩॥
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে ‘গোবিন্দ’ সবে করয়ে স্মরণ ॥৮৪॥
শুনিল সকল লোকে,—“নিমাই পণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥”৮৫॥
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে,—“নর নহে নিমাঞি-পণ্ডিত ॥৮৬॥
না বুঝি’ নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাই-পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন ॥৮৭॥
নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে, যে তারে করিবে পরিহাস ॥৮৮॥
এই দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥৮৯॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥”৯০॥
এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায়, নিন্দা হয় যথা ॥৯১॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
‘ব্রহ্মচারী’ হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥৯২॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি’ থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥৯৩॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
‘মাধাইর ঘাট’ বলি’ সর্ব্বলোকে গায় ॥৯৪॥
এই মত কত কীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য-প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥৯৫॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড ॥৯৬॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি’ যার দুঃখ, খল সেই জন ॥৯৭॥
চারি-বেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন, যে করিল যথা যথা ॥৯৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
মাধবানন্দোপলব্ধি-বর্ণনং
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শ অধ্যায়

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥১॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করেন সদায় ॥২॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোকজন ॥৩॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী ॥৪॥

ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি' দিয়া আছে ঘরে এক কোণে॥৫॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥৬॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘন।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ?"৭॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল॥৮॥
পুনঃ পুনঃ নাচি' বলে,—"সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঞি?"৯॥
সর্ব্ব-বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে॥১০॥
"ভিন্ন কেহ নাহি" বলি' করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥১১॥
আরবার রহি' বলে,—"সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥"১২॥
মহা-ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা'-সবা' বিনা আর নাহি কোন জন॥১৩॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥"১৪॥
আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥১৫॥
কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্ব্বিত? ১৬॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' করিলা বাহির॥১৭॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥১৮॥
প্রভু বলে,—"এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥১৯॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল॥২০॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা-কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥২১॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে॥২২॥
এইমত প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্বজন॥২৩॥
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভিতে॥২৪॥
প্রভু বলে,—"আজি কেনে সুখ নাহি পাই?
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাঞি?"২৫॥
স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য-বই আর ভাব নাই॥২৬॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয় সর্ব্ব-শিরের উপর॥২৭॥
যখন ঠাকুর নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥২৮॥
প্রভু বলে,—"আরে নাড়া, তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥২৯॥
অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে ধরে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়॥৩০॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণরে, বাপরে, তুই মোহার জীবন॥"৩১॥
এমন ক্রন্দন করে, পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে॥৩২॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥৩৩॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে, যেন সেইক্ষণে মরোঁ॥৩৪॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম জন্ম॥৩৫॥
কৃষ্ণদাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ, মোহার পাছে হয় আর মতি॥"৩৬॥

ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো, করিবে কথন ॥৩৭॥
এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে ॥৩৮॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া ॥৩৯॥
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে ॥৪০॥
'গুরু' বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥৪১॥
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায় ॥৪২॥
যে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাতে।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাতে ॥৪৩॥
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ ॥৪৪॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায় ॥৪৫॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে ॥৪৬॥
কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখনো বা ষড়ঙ্গবিহিত পূজা করে ॥৪৭॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা-মহা-পাত্র ॥৪৮॥
অতএব অদ্বৈত—সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে—'অদ্বৈত সে ধন্য' ॥৪৯॥
অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে যত দুষ্ট জনা ॥৫০॥
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে ॥৫১॥
হইল প্রভুর মূর্চ্ছা—অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণধূলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥৫২॥

অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর রায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥৫৩॥
প্রভু কহে,—"চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ?
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস? ৫৪॥
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি?
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥৫৫॥
কেহ বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি ॥"৫৬॥
অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন ॥৫৭॥
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি' ॥৫৮॥
"শুন বাপ, চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে যুয়ায় ॥৫৯॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম' দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ ॥"৬০॥
অদ্বৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর ॥৬১॥
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার ॥৬২॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
আমা' সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥৬৩॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানি-খ্যাতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার? ৬৪॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা'-স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে ॥৬৫॥
মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব ॥৬৬॥
তোমা' দেখি' কোথা সে পাইবে বিষ্ণু-ভক্তি।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি ॥৬৭॥
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয় ॥৬৮॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপযোগ ॥৬৯॥
তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে ॥৭০॥
মহা ডাকাইত তুমি, চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর ॥"৭১॥
এই মত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥৭২॥
"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের, দেখ, চোরের উপরে করোঁ চুরি॥"৭৩॥
এত বলি' অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া
লোটয়ে চরণধূলি হাসিয়া হাসিয়া ॥৭৪॥
মহাবলী গৌরসিংহে অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈতচরণ প্রভু ঘসে নিজ-শিরে ॥৭৫॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
"হের, দেখ, চোর বান্ধিলাম নিজ-কোলে॥৭৬॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ॥"৭৭॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি ॥৭৮॥
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু, তুমি করিলে সংহার? ৭৯॥
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ' তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ? ৮০॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে ॥৮১॥
তুমি তা'-সবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু, সেই আমি বলি॥৮২॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি' চাও॥৮৩॥
কি দায় চরণধূলি, সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্ জন আছে? ৮৪॥
তবে যে এমত কর, নহে ঠাকুরালি।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতূহলী ॥৮৫॥
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, তাই তুমি কর॥"৮৬॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥৮৭॥
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রস-জলে ॥৮৮॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
'তোমার সে আমি', হেন জান সর্ব্বথায়॥৮৯॥
তুমি আমা' যথা বেচ', তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি॥"৯০॥
অদ্বৈতের প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব ॥৯১॥
"সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষতুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥৯২॥
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৯৩॥
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্তসঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব্ব অঙ্গে ॥"৯৪॥
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্মদোষে ॥৯৫॥
সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয় ॥৯৬॥
'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর ॥৯৭॥
অদ্বৈত আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল ॥৯৮॥
তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ ॥৯৯॥
"জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী ॥১০০॥

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল ॥১০১॥
সাবধানে চতুর্দ্দিকে দুই হস্ত তুলি'।
পড়িতে চৈতন্য, ধরি' রহে মহাবলী ॥১০২॥
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায়? ১০৩॥
সরস্বতী-সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি' মনস্কাম ॥১০৪॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ ॥১০৫॥
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিরস।
এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥১০৬॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি' মাঝে মাঝে হাসে ॥১০৭॥
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে ॥১০৮॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১০৯॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি, প্রভুর জন্ম যথা ॥১১০॥
পরম স্বধর্ম্মরত, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত ॥১১১॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই' কান্ধে।
ভিক্ষা করি' অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে ॥১১২॥
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে ॥১১৩॥
ভিক্ষা করি' দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তবে শেষ খায় ॥১১৪॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে ॥১১৫॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥১১৬॥

পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর ॥১১৭॥
সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্যনৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥১১৮॥
ঝুলি কান্ধে লই' বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি' হাসে প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥১১৯॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে ॥১২০॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
'আইস, আইস' করি' প্রভু বলয়ে সদয় ॥১২১॥
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম ॥১২২॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই ॥১২৩॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলুঁ তোর।
পাসরিলা? কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥"১২৪॥
এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিরায় বিশ্বম্ভর ॥১২৫॥
শুক্লাম্বর বলে,—"প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥"১২৬॥
প্রভু বলে,—"তোর খুদকণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাও ॥"১২৭॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিরায় তণ্ডুল, কে করিবে নিবারণ ॥১২৮॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি' সর্ব্বভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১২৯॥
না জানি, কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥১৩০॥
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি' কান্দে সর্ব্বজন ॥১৩১॥
দন্তে তৃণ করে কেহ, কেহ নমস্কারে।
কেহ বলে,—"প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে ॥"১৩২॥

গড়াগড়ি' যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥১৩৩॥
প্রভু বলে,—"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি!
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি ॥১৩৪॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন ॥১৩৫॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার ॥১৩৬॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ'॥"১৩৭॥
শুক্লাম্বরে বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥১৩৮॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন্ মহাভাগে? ১৩৯॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি' খায় ॥১৪০॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যত বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি ॥১৪১॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥১৪২॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল-বিধির ভক্তি প্রাণ ॥১৪৩॥
যত বিধি-নিষেধ—সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥১৪৪॥
ভক্তি—বিধি-মূল, কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥১৪৫॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে ॥১৪৬॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥১৪৭॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা-বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে ॥১৪৮॥

তথাহি (ভাঃ ৪/৩১/২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥১৪৯॥

(শ্রীহরি যে সাধুগণেরই বশ্য, অসদ্ব্যক্তিগণের পূজা পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন না, তাহাই বলিতেছেন)—যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাদৃশ ভক্তগণের প্রেমরসজ্ঞ। (সুতরাং তাহাদিগকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন)। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে নিন্দাদি করেন, শ্রীহরি সেই সকল কুমনীষিগণের পূজা কখনও স্বীকার করেন না।

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'—সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায় ॥১৫০॥
শুক্লাম্বর-তণ্ডুলভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে ॥১৫১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্বসেব্যকলেবর ॥১॥

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥২॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর ॥৩॥
যখন করয়ে প্রভু নগর-ভ্রমণ।
সর্ব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন ॥৪॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যা-বল দেখি' পাষণ্ডীও পায় ভয় ॥৫॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য-প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥৬॥
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ-রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব-সঙ্গে ॥৭॥
পাষণ্ডী সকল বলে,—"নিমাঞি-পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥৮॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে অনুক্ষণ ॥৯॥
মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।
সুহৃজ্-জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল॥"১০॥
প্রভু বলে,—"অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে, করোঁ রাজ-দরশন ॥১১॥
পড়িলুঁ সকল-শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি' মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥১২॥
মোরে খোঁজে, হেন জন কোথাও না পাঙ।
যেবা জন মোরে খোঁজে, মুঞি তাহা চাঙ॥"১৩॥
পাষণ্ডী বলয়ে,—"রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চ্চা, রাজা সে যবন॥"১৪॥
তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥১৫॥
প্রভু বলে,—"হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
সঙ্কীর্ত্তন কর সবে, দুঃখ যাউ নাশ ॥"১৬॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি' গায় সব অনুচর ॥১৭॥
রহিয়া রহিয়া বলে,—"আরে ভাই সব।
আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব ॥১৮॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥১৯॥
তোমা'-সবা'-স্থানে বা হইল অপমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ ॥"২০॥
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটি করি' নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, 'নাড়া' শুষিয়াছে?॥২১॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তিলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস ॥২২॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ॥২৩॥
আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আসি' হইলা প্রেমের ভাণ্ডারী॥২৪॥
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ' গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই ॥"২৫॥
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই॥২৬॥
সর্ব্বমতে কৃষ্ণভক্ত-মহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায় ॥২৭॥
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥২৮॥
নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড ॥২৯॥
ঠাকুর বিষাদে না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥৩০॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিলা তার প্রত্যুত্তর ॥৩১॥
সেই মত রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁর ॥৩২॥
প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥৩৩॥

ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গামাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে ॥৩৪॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে ॥৩৫॥
দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লঞা তীরে।
প্রভু বলে,—"তোমরা বা ধরিলে কিসেরে? ৩৬॥
কি কার্য্যে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন?"৩৭॥
দুইজনে মহা-কম্প—'আজি কিবা ফলে!'
নিত্যানন্দ-দিগ্ চাহি' গৌরচন্দ্র বলে ॥৩৮॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে?"
নিত্যানন্দ বলে,—"কেনে যাহ মরিবারে॥"৩৯॥
প্রভু বলে,—"জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, ক্ষমহ সকল॥৪০॥
যারে শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তার লাগি' চল নিজ-শরীর ছাড়িতে ॥৪১॥
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন?"৪২॥
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণ, ধন, বন্ধু—চৈতন্য সকল ॥৪৩॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ, হরিদাস।
কারো স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ॥৪৪॥
'আমা' না দেখিলা' বলি' বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন ॥৪৫॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি।
কারে পাছে কহ যদি, মোর দোষ নাই॥"৪৬॥
এই বলি' প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায় ॥৪৭॥
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ ॥৪৮॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বলয়ে, পোড়ে সর্ব্ব-মন ॥৪৯॥
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরাদ্ধ হৈলা শান্তিপুর-নাথ ॥৫০॥
অপরাদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি' গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥৫১॥
সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥৫২॥
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥৫৩॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥৫৪॥
সত্বরে দিলেন আনি' নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥৫৫॥
প্রসাদ-চন্দন-মালা, দিব্য-অর্ঘ্য-গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥৫৬॥
কর্পূর-তাম্বূল আনি' দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে ॥৫৭॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি' তাম্বূল যোগায় ॥৫৮॥
প্রভু বলে,—"মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন॥"৫৯॥
নন্দন বলয়ে,—"প্রভু, এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর? ৬০॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা' ভক্ত তথা হৈতে ॥৬১॥
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে?"৬২॥
নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি' প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে ॥৬৩॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্ব-রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥৬৪॥
ক্ষণপ্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে ॥৬৫॥

অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥৬৬॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া॥"৬৭॥
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লঞা, প্রভু সেইখানে॥৬৮॥
প্রভু দেখি' ঠাকুর পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বলে,—"চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥"৬৯॥
সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে?"৭০॥
"আরো বার্ত্তা লহ?"—বলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস ॥৭১॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ-মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ ॥৭২॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি?
তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥৭৩॥
তোমা'-বিনা কালি প্রভু সবার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাম, আছে কি কারণ?৭৪॥
যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সম্মুখ ॥"৭৫॥
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য-প্রতি হইয়া সদয় ॥৭৬॥
মূর্চ্ছাগত আসি' প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা-অপরাধী যেন মানে আপনারে ॥৭৭॥
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে ॥৭৮॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য্য, হের, আমি বিশ্বম্ভর॥"৭৯॥
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ ॥৮০॥
আরবার বলে প্রভু,—"উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি' কর আপনার কার্য্য॥"৮১॥

অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু, করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বল মোরে, সব প্রভু বাহ্য ॥৮২॥
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি ॥৮৩॥
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য-ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ ॥৮৪॥
লওয়াও আপনে দণ্ড, করাহ আপনে।
মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে ॥৮৫॥
প্রাণ, ধন, দেহ, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোর॥৮৬॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥"৮৭॥
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অদ্বৈতেরে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-গোচর ॥৮৮॥
"শুন শুন আচার্য্য, তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই ॥৮৯॥
রাজপাত্র রাজস্থানে চলয়ে যখন।
দ্বারি-প্রহরীরা সব করে নিবেদন ॥৯০॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে।
জীব্য লই' দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে ॥৯১॥
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন॥৯২॥
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে সব্য-হাতে তারে শাস্তি করে॥৯৩॥
এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রহ্মা-শিব যাহার কিঙ্কর ॥৯৪॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিরুক্তি॥৯৫॥
রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায় ॥৯৬॥
অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমারে॥৯৭॥

উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন॥”৯৮॥
প্রভুর বচন শুনি’ অদ্বৈত উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস॥৯৯॥
“এখনে সে বলি নাথ, তোর ঠাকুরালি।”
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি॥১০০॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি’ আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ-সকল॥১০১॥
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ॥১০২॥
এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে॥১০৩॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি ‘অল্প’ হেন বুঝয়ে মায়ায়॥১০৪॥
‘অল্প’ করি’ না মানিহ ‘দাস’ হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্॥১০৫॥
আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥১০৬॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্তসব লীলাতত্ত্ব কহি’ কৃষ্ণ ভজে॥১০৭॥
কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥১০৮॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প-হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥১০৯॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥১১০॥
সর্ব্বপ্রভু—গৌরচন্দ্র, ইথে দ্বিধা যার।
তার ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই দুরাচার॥১১১॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—“আমি ‘রঘুনাথ’ ভাব গিয়া॥”১১২॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্যদাসত্ব বই বড় নাহি আর॥১১৩॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহ প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন? ১১৪॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥১১৫॥
তাঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি, সব তাঁহার শকতি॥১১৬॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥১১৭॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তমহিমা-
বর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-রস প্রভু করয়ে সদায়॥৪॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥৫॥
একদিন প্রভু বলিলেন সবা’-স্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে॥৬॥
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু,—“কাচ সজ্জ কর গিয়া॥৭॥

শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি' সজ্জ কর সবাকার ॥৮॥
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত ॥৯॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার ॥১০॥
শ্রীবাস—নারদ-কাচ, স্নাতক—শ্রীরাম।
'দেউটিয়া আজি মুঞি' বলয়ে শ্রীমান্॥"১১॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"কে করিবে পাত্র-কাচ?"
প্রভু বলে,—"পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥১২॥
সত্বর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি ॥"১৩॥
আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥১৪॥
সেইক্ষণে কাথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ॥১৫॥
লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান্।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান ॥১৬॥
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন।
সকল বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥১৭॥
"প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তার অধিকার॥১৮॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥"১৯॥
লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥২০॥
শেষে প্রভু কথাখানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত বড় ॥২১॥
সর্ব্বাদ্যে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥২২॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—"মোর ওই কথা॥"২৩॥

শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া॥"২৪॥
সর্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই।
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,—"কারো চিন্তা নাই॥২৫॥
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥"২৬॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্রীবাস।
সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥২৭॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য-চন্দ্রশেখরের ঘর ॥২৮॥
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥২৯॥
যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥৩০॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥৩১॥
বসিলা ঠাকুর সর্ব্ববৈষ্ণব-সহিতে।
সবারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে ॥৩২॥
করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার?"৩৩॥
প্রভু বলে,—"যত কাচ, সকলি তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার ॥"৩৪॥
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ?
ভ্রূকুটি করিয়া বুলে শান্তিপুরনাথ ॥৩৫॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥৩৬॥
মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল ॥৩৭॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
"রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ॥"৩৮॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি' বদনে বিলাস ॥৩৯॥

মহা-পাগ শোভে শিরে ধটী-পরিধান।
দণ্ড-হস্তে সবারে করয়ে সাবধান ॥৪০॥
"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥"৪১॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সবারে জাগায় ॥৪২॥
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণ নাম।"
দম্ভ করি' হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥৪৩॥
হরিদাস দেখিয়া সকল-গণ হাসে।
"কে তুমি, এথায় কেনে"—সবেই জিজ্ঞাসে॥৪৪॥
হরিদাস বলে,—"আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥৪৫॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা ॥৪৬॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি' আজি লও সাবধানে॥"৪৭॥
এত বলি' দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাতে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে ॥৪৮॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দু'য়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥৪৯॥
ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস ॥৫০॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়।
বীণা-কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায়॥৫১॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন ॥৫২॥
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন ॥৫৩॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি' সর্ব্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥৫৪॥
"কে তুমি আইলা এথা, কোন্ বা কারণে?"
শ্রীবাস বলেন,—"শুন কহি যে বচনে॥৫৫॥
'নারদ' আমার নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥৫৬॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে ॥৫৭॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥৫৮॥
না পারি রহিতে শূন্য-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া ॥৫৯॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি' লক্ষ্মীবেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥"৬০॥
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য শুনি'।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি ॥৬১॥
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত ॥৬২॥
যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হইয়া ॥৬৩॥
মালিনীরে বলে আই,—"ইনি কি পণ্ডিত?"
মালিনী বলয়ে,—"শুনি ঐ সুনিশ্চিত ॥"৬৪॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্বলোকমাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি' হইলা বিস্মিতা ॥৬৫॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিতা।
কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিতা ॥৬৬॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করে সঙরণ॥৬৭॥
সম্বিৎ পাইয়া আই গোবিন্দ সঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে ॥৬৮॥
এই মত কি ঘর-বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সবে করেন ক্রন্দন ॥৬৯॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥৭০॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা যেন আপনারে বাসে ॥৭১॥

নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥৭২॥
রুক্মিণীর পত্র—সপ্তশ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥৭৩॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥৭৪॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৫২/৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥৭৫॥

হে ভুবনসুন্দর অচ্যুত, আপনার কথা শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক অঙ্গতাপ হরণ করিয়া থাকে। লোক-মুখে আপনার গুণরাশি এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনগণের নিখিলবস্তু-লাভাত্মক আপনার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমার নির্লজ্জচিত্ত আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে।

"শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনসুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥৭৬॥
সর্ব্বনিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।
সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন॥৭৭॥
শুনি' যদুসিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান ॥৭৮॥
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে ॥৭৯॥
বিদ্যা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে।
সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥৮০॥
মোর ধার্ষ্ট্যে ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায়॥৮১॥
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল।
মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি—তোঁহে অর্পিল সকল॥৮২॥
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর নিজ-দাসী।
মোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥৮৩॥
কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।
যেন সিংহভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥৮৪॥
ব্রত, দান, গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ ॥৮৫॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥৮৬॥
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে॥৮৭॥
গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে।
শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে॥৮৮॥
চৈদ্য, শাল্ব, জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহুবল ॥৮৯॥
দর্পপ্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥৯০॥
বিনি বন্ধু বধি' মোরে হরিবা আপনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥৯১॥
বিবাহের পূর্ব্বদিনে কুলধর্ম্ম আছে।
নব-বধূজন যায় ভবানীর কাছে ॥৯২॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে॥৯৩॥
যাহার চরণধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান ॥৯৪॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে ॥৯৫॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন ॥৯৬॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥"৯৭॥
এইমত বলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে ॥৯৮॥

হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে ॥৯৯॥
'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু-হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥১০০॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ ॥১০১॥
সুপ্রভা তাহান সখি করি' নিজ-সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে ॥১০২॥
হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, নেত পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান ॥১০৩॥
ডাকি' বলে হরিদাস,—"কে সব তোমরা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"যাই মথুরা আমরা॥"১০৪॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"তুই কাহার বনিতা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"কেনে জিজ্ঞাস বারতা?"১০৫॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"জানিবারে না যুয়ায়?"
'হয়' বলি' ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥১০৬॥
গঙ্গাদাস বলে,—"আজি কোথায় রহিবা?"
ব্রহ্মানন্দ বলে,—"তুমি স্থানখানি দিবা॥"১০৭॥
গঙ্গাদাস বলে,—"তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥"১০৮॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"এত বিচারে কি কাজ।
'মাতৃসমা পরনারী' কেনে দেহ' লাজ? ১০৯॥
নৃত্য-গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচহ, ধন পাইবা প্রচুর ॥"১১০॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি' পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে ॥১১১॥
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥১১২॥
গদাধর-নৃত্য দেখি' আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন ॥১১৩॥
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধন্য করি' মানে ॥১১৪॥
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥১১৫॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥"১১৬॥
যে গায়, যে দেখে, সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে॥১১৭॥
'হরি হরি' বলি' কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্ব্বগণে হইল আনন্দ-কোলাহল ॥১১৮॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন ॥১১৯॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব-প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেষধর ॥১২০॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি' হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে॥১২১॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা ॥১২২॥
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ॥১২৩॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই॥১২৪॥
অতএব সবে চিনিলেন 'প্রভু এই'।
বেশে কেহ লখিতে না পারে 'প্রভু সেই'॥১২৫॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা?
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা? ১২৬॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্ব্বতী?
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী? ১২৭॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া?
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া? ১২৮॥
এই মতে অন্যোহন্যে সর্ব্ব-জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥১২৯॥
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা ॥১৩০॥

অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
আই বলে,—
"লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে?"১৩১॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি ॥১৩২॥
মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া ॥১৩৩॥
তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সবার।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার ॥১৩৪॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে ॥১৩৫॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি' ॥১৩৬॥
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া ॥১৩৭॥
জগত-জননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥১৩৮॥
হেন দঢ়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ? ১৩৯॥
কখনও বলয়ে "দ্বিজ, কৃষ্ণ কি আইলা?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥১৪০॥
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥১৪১॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী-হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥১৪২॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে ॥১৪৩॥
ক্ষণে বলে,—"চল বড়াই, যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥১৪৪॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি'।
সবে দেখে যেন
মহাকোটি-যোগেশ্বরী ॥১৪৫॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥১৪৬॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে ॥১৪৭॥
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি ॥১৪৮॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ ॥১৪৯॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয় ॥১৫০॥
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥১৫১॥
যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে ॥১৫২॥
এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা-বন্যা ব্যাপিল সকল ॥১৫৩॥
আদ্যাশক্তি-বেষে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥১৫৪॥
কম্প, স্বেদ, পুলক, অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি ॥১৫৫॥
নাচেন ঠাকুর ধরি' নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কা'ত ॥১৫৬॥
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান ॥১৫৭॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর ॥১৫৮॥
কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥১৫৯॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥১৬০॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥১৬১॥

কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চরায়।
কাহারো চরণ ধরি' কেহ গড়ি' যায় ॥১৬২॥
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি'।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥১৬৩॥
সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি'।
'মোর স্তব পড়' বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥১৬৪॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বগণে।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি, মহাপ্রভু শুনে ॥১৬৫॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব, কেহ চণ্ডী-স্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি ॥১৬৬॥

মালশী রাগঃ

"জয় জয় জগতজননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা-পদছায়া॥১৬৭॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি!
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি' ॥১৬৮॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কেবা দিবে সীমা॥১৬৯॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥১৭০॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥১৭১॥
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা?১৭২॥
ত্রিজগত-হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি॥১৭৩॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি, সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা, অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥১৭৪॥
জগত জননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীব পাল' মাতা॥১৭৫॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের জীবন।
তোমা' সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥১৭৬॥
সাধু-জন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥১৭৭॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা' না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥১৭৮॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র-উদয়া।
রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া ॥১৭৯॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥১৮০॥
সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর নিজ-দাস॥১৮১॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা' সঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥"১৮২॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥১৮৩॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥১৮৪॥
"সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন ॥"১৮৫॥
এই মত সবেই করেন নিবেদন।
ঊর্দ্ধবাহু করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥১৮৬॥
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥১৮৭॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥১৮৮॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি' ভেল পরবেশ ॥১৮৯॥
পোহাইল নিশি, হৈল নৃত্য-অবসান।
বাজিল সবার বুকে যেন মহাবাণ॥১৯০॥
চমকিত হই' সবে চারিদিকে চায়।
'পোহাইল নিশি' করি' কাঁদে উভরায়॥১৯১॥
কোটিপুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥১৯২॥

যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চাহে।
প্রভুর কৃপার লাগি' ভস্ম নাহি হয়ে ॥১৯৩॥
এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥১৯৪॥
কান্দে সব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥১৯৫॥
যত নারায়ণী-শক্তি-জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥১৯৬॥
অন্যোহন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥১৯৭॥
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥১৯৮॥
সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত ॥১৯৯॥
কেহ বলে,—"আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে?
হেন রসে কেন কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে?"২০০॥
চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥২০১॥
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সবারে দিলেন পুত্রভাব ॥২০২॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সবারে ধরিয়া।
স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হইয়া ॥২০৩॥
কমলা, পার্ব্বতী, দয়া, মহা-নারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥২০৪॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
"আমি পিতা, পিতামহ,
আমি ধাতা, মাতা ॥"২০৫॥

তথাহি (গীতা ৯/১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥২০৬॥

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধারক, পোষক এবং পিতামহরূপে অবস্থিত।

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্ ॥২০৭॥
স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥২০৮॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব, তিরোভাব' বেদে মাত্র কয় ॥২০৯॥
মহারাজ-রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ॥২১০॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল-সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ করে পাছে ॥২১১॥
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করয়ে লীলায় ॥২১২॥
ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা-কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্ আছে? ২১৩॥
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি' এ সব মহত্ত্ব ॥২১৪॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাপী জনা।
প্রভুরে বলয়ে 'গোপী' খাইয়া আপনা ॥২১৫॥
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥২১৬॥
হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র ॥২১৭॥
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥২১৮॥
প্রভু হইলেন গোপী, নিত্যানন্দ বড়াই।
কে বুঝিবে ইহা, যার অনুভব নাই ॥২১৯॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যারে, সে এ মর্ম্ম জানে।
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনে ॥২২০॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী ॥২২১॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥২২২॥

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥২২৩॥
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥২২৪॥
নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সবার পূরিল আশা স্তন পিয়াইয়া॥২২৫॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য-রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥২২৬॥
চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহা-কুতূহলে॥২২৭॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥২২৮॥
লোকে বলে,—"কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে?"২২৯॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥২৩০॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ॥২৩১॥
এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সব ভক্ত-সহিতে বিহরে॥২৩২॥
শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈল যথা যথা॥২৩৩॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ পহুঁ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥২৩৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গস্য গোপিকানৃত্য-বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশ অধ্যায়

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ॥১॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়নগোচর॥২॥
আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে॥৩॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥৪॥
নিরবধি ভাবাবেশে কারো নাহি বাহ্য।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥৫॥
সবা' হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞি।
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহ নাই॥৬॥
জানে জন-কথো শ্রীচৈতন্য-কৃপায়।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুর-রায়॥৭॥
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে॥৮॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনে মনে গর্জ্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ॥৯॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥১০॥
বলে নাহি পারোঁ মুই প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥১১॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে চিনন না যায়॥১২॥
তবে সে 'অদ্বৈত-সিংহ' নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করোঁ মায়া যবে অশেষ-বিশেষে॥১৩॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর।
ভৃগু-হেন শত শত শিষ্য আছে মোর॥১৪॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥১৫॥
'ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিনু'—এই মন্ত্র সার॥১৬॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা' পাসরি'।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি'॥"১৭॥

এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা-রঙ্গে।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে ॥১৮॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি' গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস-মন্ত্র পড়িতে লাগিলা ॥১৯॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া॥২০॥
'জ্ঞান' বিনা কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সবার প্রাণ, জ্ঞান—সর্ব্বশক্তি॥২১॥
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥২২॥
বিষ্ণু-ভক্তি—দর্পণ, লোচন হয়—'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম? ২৩॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায়—'জ্ঞান' মাত্র॥২৪॥
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্ট-অট্ট-হাস ॥২৫॥
এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥২৬॥
সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥২৭॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ॥২৮॥
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
"মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয়-নয়নে ॥"২৯॥
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥৩০॥
অন্তরীক্ষে থাকি' সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি' সবে গণে মনে মন ॥৩১॥
আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চান্দ দেখি' পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ ভান ॥৩২॥
নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥৩৩॥
দুই চন্দ্র দেখি' সবে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্র অধিকার ॥"৩৪॥
কোন দেব বলে,—"শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র—এক, এক প্রতিবিম্ব আর॥"৩৫॥
কোন দেব বলে,—"হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগ্যে বা চন্দ্রের বিধি করিল যোজন॥"৩৬॥
হেন বলে—"পিতা-পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক—'বুধ' চন্দ্রের তনয় ॥"৩৭॥
বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে, এ নহে কৌতুক॥৩৮॥
হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥৩৯॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর॥"৪০॥
মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥৪১॥
মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুল্লুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম ॥৪২॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥৪৩॥
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ জান কহ কার বাসা?"৪৪॥
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, সন্ন্যাসী-আলয়।"
প্রভু বলে,—"তারে দেখি, যদি ভাগ্য হয়॥"৪৫॥
হাসি' গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে ॥৪৬॥
দেখিয়া মোহন-মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ॥৪৭॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউ বিদ্যালাভ॥"৪৮॥
প্রভু বলে,—"গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।"
হেন বল—"তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥৪৯॥

বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি, তোমার যোগ্য নয়॥"৫০॥
হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,—"পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল॥৫১॥
ভাল সে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায়॥৫২॥
ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে!"৫৩॥
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"শুন ব্রাহ্মণকুমার।
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার?৫৪॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না রহিল পাশ॥৫৫॥
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ॥৫৬॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে॥"৫৭॥
হাসে প্রভু, সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ-কপালে তুলিয়া॥৫৮॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিখায়।
ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥৫৯॥
"শুন শুন সন্ন্যাসী-গোসাঞি, যে খাইব।
নিজ-কর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥৬০॥
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে? ৬১॥
জ্বরের লাগিয়া কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি' পীড়য়ে শরীরে॥৬২॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু—কর্ম্ম।
কোন্ মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥৬৩॥
বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ', বলে জনা জনা।
মূর্খ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা॥৬৪॥
বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥৬৫॥
'ধন-পুত্র পাই গঙ্গাস্নান-হরিনামে।'
শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে॥৬৬॥
যেতে-মতে গঙ্গাস্নান-হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে॥৬৭॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে॥৬৮॥
ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥"৬৯॥
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥৭০॥
যে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
পরনিন্দে পাপী-জীব তাহা নাহি লয়॥৭১॥
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি' প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল দ্বিজ—মন্ত্রের কারণ॥৭২॥
হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই' যায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া॥"৭৩॥
সন্ন্যাসী বলয়ে,—"হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥৭৪॥
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্য্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম॥৭৫॥
গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পুরী॥৭৬॥
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥"৭৭॥
হাসি বলে নিত্যানন্দ,—"শুনহ গোসাঞি।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥৭৮॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥"৭৯॥
আপনার শ্লাঘা শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বলয়ে হরিষে॥৮০॥
নিত্যানন্দ বলে,—"কার্য্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ' স্নান করি' পথেতে খাইব॥"৮১॥

সন্ন্যাসী বলয়ে,—"স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই' স্নিগ্ধ হই' করহ গমনে ॥"৮২॥
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে ॥৮৩॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥৮৪॥
দুগ্ধ, আম্র, পনসাদি করি' কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী-সাক্ষাৎ ॥৮৫॥
বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে॥৮৬॥
"শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব?
তোমা'-হেন অতিথি বা কোথায় পাইব? ৮৭॥
দেশান্তর ফিরি' নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে॥৮৮॥
'আনন্দ আনিব'—ন্যাসী বলে বার বার।
নিত্যানন্দ বলে,—"তবে লড় সে আমার॥"৮৯॥
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান ॥৯০॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি?"৯১॥
প্রভু বলে,—"কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী?"
নিত্যানন্দ বলে,—"মদিরা হেন বাসী॥"৯২॥
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি' প্রভু চলিলা সত্বর ॥৯৩॥
দুইপ্রভু চঞ্চল, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্য-গৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া ॥৯৪॥
স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥৯৫॥
ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥৯৬॥
বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম ॥৯৭॥
না হয় এ জন্মে ভাল, হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্ম্মে॥৯৮॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥৯৯॥
শেষ-খণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী॥১০০॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
'দেখিব চৈতন্য', বড় শুনি মহাজন ॥১০১॥
সবেই বেদান্তী-জ্ঞানী, সবেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী ॥১০২॥
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি॥১০৩॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।
গিয়াও কাশীতে না দিলা দরশনে ॥১০৪॥
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া ॥১০৫॥
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে॥১০৬॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন ॥১০৭॥
সর্ব্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥১০৮॥
আরো বলে,—"আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা'-সবা' সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী? ১০৯॥
দুই দিন লাগি' কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা 'বিশ্বরূপ-ক্ষৌর' লঙ্ঘিয়া?"১১০॥
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয় ॥১১১॥
কাশীতে যে পর নিন্দে, সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য ॥১১২॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥১১৩॥

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান (সে) ভোজন।
নিন্দক বেদান্তী না পাইল দরশন ॥১১৪॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয় ॥১১৫॥
অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্ব্বমাতা।
সবার শ্রীমুখে নিরন্তর যাঁর কথা ॥১১৬॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে রতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্ত-পাঠে মতি ॥১১৭॥
হেন মতে দুই প্রভু আপন আনন্দে।
সুখে ভাসি' চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে ॥১১৮॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বার বার ॥১১৯॥
"মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখানে বাখানে 'জ্ঞান' ভক্তি লুকাইয়া ॥১২০॥
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেকে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান-যোগ রাখে॥"১২১॥
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু, গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই' নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে ॥১২২॥
দুই প্রভু ভাসি' যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে ॥১২৩॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে 'মোর হইবেক ফল' ॥১২৪॥
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে অধিক মত্ত হইয়া ॥১২৫॥
চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা!
গঙ্গাপথে দুইপ্রভু আসিয়া মিলিলা ॥১২৬॥
ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে, অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥১২৭॥
প্রভু দেখি' হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয় ॥১২৮॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত অন্তরে ॥১২৯॥

বিশ্বম্ভর-তেজঃ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥১৩০॥
ক্রোধমুখে বলে প্রভু,—"আরে আরে নাড়া।
বল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাড়া?"১৩১॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"সর্ব্বকাল বড় 'জ্ঞান'।
যার নাহি জ্ঞান, তার ভক্তিতে কি কাম?"১৩২॥
'জ্ঞান—বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন ॥১৩৩॥
পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥১৩৪॥
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা ॥১৩৫॥
"বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান? ১৩৬॥
এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিবা?
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥"১৩৭॥
পতিব্রতা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে 'কৃষ্ণ' সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে ॥১৩৮॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে ॥১৩৯॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রা-ভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥১৪০॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস্ জ্ঞান—ভক্তি লুকাইয়া ॥১৪১॥
যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে।
তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে?১৪২॥
তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করি অন্যথা।
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা ॥১৪৩॥
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন-তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে ॥১৪৪॥
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ তুই ॥১৪৫॥

অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা।
মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বাসুদেবা ॥১৪৬॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥১৪৭॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥১৪৮॥
মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥১৪৯॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ ॥"১৫০॥
এই মত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥১৫১॥
শাস্তি পাই, অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥১৫২॥
"যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ ॥১৫৩॥
এখন সে ঠাকুরাল বুঝিলুঁ তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥১৫৪॥
ইহাতে সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায় ॥১৫৫॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রুকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥১৫৬॥
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি?
কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি? ১৫৭॥
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে ॥১৫৮॥
ভৃগুমুনি নহুঁ মুঞি, যার পদধূলি।
বক্ষে দিয়া 'শ্রীবৎস' হইবা কুতূহলী ॥১৫৯॥
মোর নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥১৬০॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত' শাস্তি, এবে দেহ' পদছায়া ॥"১৬১॥

এত বলি' ভক্তি করি' শান্তিপুর-নাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লাইয়া মাথা'ত ॥১৬২॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি' কান্দয়ে নির্ভর ॥১৬৩॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি' যায় ॥১৬৪॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত দাস ॥১৬৫॥
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-তনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥১৬৬॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥১৬৭॥
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয় ॥১৬৮॥
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ ॥"১৬৯॥
বর শুনি' কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥১৭০॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥১৭১॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥১৭২॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥১৭৩॥
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন ॥১৭৪॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥১৭৫॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥১৭৬॥
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ ॥১৭৭॥

সুদক্ষিণ নাম—কাশীরাজের নন্দন।
মহা-সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥১৭৮॥
পরম সন্তোষে শিব বলে,—'মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচার-যজ্ঞ কর ॥১৭৯॥
বিষ্ণুভক্ত-প্রতি যদি কর অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ॥'১৮০॥
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে ॥১৮১॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা-ভয়ঙ্কর।
তিন কর, চরণ, ত্রিশির-রূপ ধর ॥১৮২॥
তালজঙ্ঘ পরমাণ বলে,—'বর মাগ।'
রাজা বলে,—'দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ॥'১৮৩॥
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব-মূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥১৮৪॥
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আসে ॥১৮৫॥
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন-স্থানে।
মহা শৈব পড়ি' বলে চক্রের চরণে॥১৮৬॥
'যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ-ভব-দিগ্‌বাসা ॥১৮৭॥
হেন মহা-বৈষ্ণব-তেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস্ তুই ॥১৮৮॥
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয় শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম ॥১৮৯॥
জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্ণবপ্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিষ্টত্রাণ॥'১৯০॥
স্তুতি শুনি' সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন॥১৯১॥
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥১৯২॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥১৯৩॥

তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া॥১৯৪॥
তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন॥১৯৫॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥১৯৬॥
সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি' রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥১৯৭॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥১৯৮॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ॥১৯৯॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥২০০॥
শিরশ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা' লঙ্ঘি' পাইলেক সবংশে মরণ॥২০১॥
সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥২০২॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে॥২০৩॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥২০৪॥
বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা' না ভজে, তার পূজ্য নহি আমি॥"২০৫॥
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন ॥২০৬॥
"মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥২০৭॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে॥২০৮॥
যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥২০৯॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ॥২১০॥
তুমি ত' আমার নিজ-দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দড়॥২১১॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥"২১২॥
বাহু তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই' সবে বল কৃষ্ণনাম॥২১৩॥
অনিন্দিক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"২১৪॥
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বলে সর্ব্ব-ভক্তগণ॥২১৫॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥২১৬॥
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এই মত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥২১৭॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার॥২১৮॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালি বাজে।
সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে॥২১৯॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম॥২২০॥
এই মত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু আর যত গণ॥২২১॥
ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম॥২২২॥
ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত-প্রতি বলয়ে উত্তর॥২২৩॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বলয়ে,—"উপাধিক নহে কিছু॥"২২৪॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥"২২৫॥

নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত, হরিদাস।
পরস্পর সবা' চাহি সবে হৈল হাস॥২২৬॥
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বলে 'মাতা'॥২২৭॥
প্রভু বলে,—"শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর, করিব ভোজন॥"২২৮॥
নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥২২৯॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিবে বিস্তর।
স্নান করি' প্রভু সব আইলেন ঘর॥২৩০॥
চরণ পাখালি' মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর॥২৩১॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে॥২৩২॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি' নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে॥২৩৩॥
উঠি' দেখি' ঠাকুর অদ্বৈতপদতলে।
আথে ব্যথে উঠি' প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলে॥২৩৪॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি' নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর-রঙ্গে॥২৩৫॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, আচার্য্য-গোসাঞি॥২৩৬॥
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যরসে॥২৩৭॥
দ্বারে বসি' ভোজন করয়ে হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥২৩৮॥
অদ্বৈত-গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন সঙরি 'হরি হরি'॥২৩৯॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ, পায়স সকল॥২৪০॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায়।
এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥২৪১॥

ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥২৪২॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস॥২৪৩॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে॥২৪৪॥
"জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি' হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥২৪৫॥
গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি' নাম।
জন্মিলা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥২৪৬॥
কেহ ত' না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী ॥২৪৭॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ ॥২৪৮॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিলা সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ॥"২৪৯॥
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্‌বাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস॥২৫০॥
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি' হাসে গৌর-রায়।
হাসি' নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায় ॥২৫১॥
শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥২৫২॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥২৫৩॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহা-কুতূহলী ॥২৫৪॥
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন।
প্রীতি-বই অপ্রীতি নাহিক কোন ক্ষণ॥২৫৫॥
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥২৫৬॥
হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহরে ॥২৫৭॥
ইহা বুঝিবারে শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম ॥২৫৮॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥২৫৯॥
এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম॥২৬০॥
চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥২৬১॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি' কতদিন।
নবদ্বীপে আইলা সংহতি করি' তিন॥২৬২॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস॥২৬৩॥
শুনিল বৈষ্ণব সব 'আইলা ঠাকুর'।
ধাইয়া আইল সবে আনন্দ প্রচুর ॥২৬৪॥
দেখি' সর্ব্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণে সবে করয়ে রোদন ॥২৬৫॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন।
সবারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥২৬৬॥
সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ-সমান।
সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥২৬৭॥
সবে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥২৬৮॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল॥২৬৯॥
পুত্র দেখি' আই হৈল আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ-মঙ্গল ॥২৭০॥
ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন ॥২৭১॥
'দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম-ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ-বলদেব ॥২৭২॥
অদ্বৈত-গৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।
ইহা যেই শুনে, সেই পায় সেই মেলি॥২৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৭৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতগৃহে
বিলাস-বর্ণনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার ॥১॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয় ॥২॥
হেনমতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে, গায়, কান্দে, হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥৩॥
এই মতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ ॥৪॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি' আছে নানা-রঙ্গে ॥৫॥
আইলা মুরারি-গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥৬॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥৭॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥৮॥
"যে করিলা মুরারি, না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥৯॥
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে?"১০॥
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু জানিব কেমতে?
মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ যেন-মতে ॥"১১॥
প্রভু বলে,—"ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে ॥"১২॥
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয় হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥১৩॥
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥১৪॥
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল-মুষল তান বানা ॥১৫॥
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বম্ভর ॥১৬॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে,—"জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি ॥"১৭॥
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥১৮॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি' শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন ॥১৯॥
মহা-সতী মুরারি-গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই' সচকিতা ॥২০॥
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া ॥২১॥
বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন ॥২২॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি'।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি ॥২৩॥
হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—"মুরারি এ কেন?"
মুরারি বলয়ে,—"প্রভু লওয়াইলে যেন ॥২৪॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম্ম তোর শক্তিবলে ॥"২৫॥
প্রভু বলে,—"মুরারি, আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি ॥"২৬॥
কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বূল প্রিয় গদাধর বামে ॥২৭॥

প্রভু বলে,—"মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি' চর্ব্বিত তাম্বূল কৈলা দান ॥২৮॥
সম্ভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি' লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয় ॥২৯॥
প্রভু বলে,—"মুরারি সকালে ধোও হাত।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথা'ত ॥৩০॥
প্রভু বলে,—"আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"৩১॥
বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি' বলয়ে বিশেষ ॥৩২॥
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥৩৩॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥৩৪॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে? ৩৫॥
সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥৩৬॥
অজ-ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব্ব-দেবে॥৩৭॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥৩৮॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥৩৯॥
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান॥৪০॥
যে যশঃ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥৪১॥
যে যশঃ শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥৪২॥
যে যশঃ শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব ॥৪৩॥
হেন পুণ্যকীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥"৪৪॥
গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
"সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান॥"৪৫॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায়॥৪৬॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর ॥৪৭॥
'ভাই' বলি' মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি' বলে সদয় বচন ॥৪৮॥
"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥৪৯॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে ॥৫০॥
ঘরে যাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা॥"৫১॥
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনূমান্ মাত্র ॥৫২॥
আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥৫৩॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে।
এক বলে, আর করে, খলখলী হাসে ॥৫৪॥
পরম উল্লাসে বলে 'করিব ভোজন'।
পতিব্রতা অন্ন আনি' কৈল উপসন্ন ॥৫৫॥
বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে॥৫৬॥
ঘৃত মাখি' অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলে॥৫৭॥
হাসে পতিব্রতা দেখি' গুপ্তের ব্যাভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি' দেয় বারে বার ॥৫৮॥
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি' গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥৫৯॥

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥৬০॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায় ॥৬১॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি' গুপ্ত বন্দে ॥৬২॥
পরম আদরে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥৬৩॥
গুপ্ত বলে,—"প্রভু কেনে হৈল আগমন?"
প্রভু বলে,—"আইলাম চিকিৎসা-কারণ ॥"৬৪॥
গুপ্ত বলে,—"কহিবে কি অজীর্ণ-কারণ?
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?"৬৫॥
প্রভু বলে,—"আরে বেটা জানিবি কেমনে?
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলিলি যখনে ॥৬৬॥
তুই পাসরিলি' তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি, মুঞি বা না খাইব কেমনে? ৬৭॥
কি লাগি' চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥৬৮॥
জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ—তোর জল ॥"৬৯॥
এত বলি' ধরি' মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র ॥৭০॥
কৃপা দেখি' মুরারি হইলা অচেতন।
মহা-প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥৭১॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥৭২॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥৭৩॥
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে ॥৭৪॥
যে-সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস।
'সর্ব্বোত্তম সেই'—এই বেদের প্রকাশ ॥৭৫॥

এই মত মুরারিরে প্রতি-দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা'-আপনে ॥৭৬॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি-কথা পাই ভক্তিদান ॥৭৭॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরে ॥৭৮॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর।
'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর ॥৭৯॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥৮০॥
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বলে,—"মুঞি সেই গরুড় মহা-ভাব ॥"৮১॥
'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে,—"এই মুঞি তোমার কিঙ্কর ॥"৮২॥
প্রভু বলে,—"বেটা তুই আমার বাহন।"
'হয় হয়' হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥৮৩॥
গুপ্ত বলে,—"পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া ॥৮৪॥
পাসরিলা তোমা' লঞা গেলুঁ বাণপুরে।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে ॥৮৫॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর, নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর?"৮৬॥
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
'জয় জয়' ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৮৭॥
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল-অঙ্গন ॥৮৮॥
জয়-হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥
কেহ বলে,—'জয় জয়', কেহ বলে,—'হরি'।
কেহ বলে,—"যেন এই রূপ না পাসরি ॥"৯০॥
কেহ মালসাট মারে পরম-উল্লাসে।
'ভালয়ে ঠাকুর' বলি' কেহ কেহ হাসে ॥৯১॥

"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি' কেহ ডাকে করি' উচ্চৈঃস্বর॥৯২॥
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥৯৩॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥৯৪॥
ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥৯৫॥
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥৯৬॥
যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি' কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয়॥৯৭॥
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব অবতারে গুপ্ত—সেবক-প্রধান॥৯৮॥
এ' সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব-তিরোভাব'—এই বেদে কয়॥৯৯॥
বাহ্য পাই' নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির॥১০০॥
এ' বড় নিগূঢ় কথা কেহ নাহি জানে।
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে॥১০১॥
মুরারিরে কৃপা দেখি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি' প্রশংসে সকল॥১০২॥
ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর-লীলার বহনে যার শক্তি॥১০৩॥
এই মত মুরারি-গুপ্তের পুণ্য কথা।
আর কত আছে, যে কৈলা যথা যথা॥১০৪॥
একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি॥১০৫॥
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবৎ চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার॥১০৬॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা, কখন কি করে।
তখনি সৃজিলা লীলা, তখনি সংহারে॥১০৭॥
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ?১০৮॥
যে যাবদগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে—তারা হারায় পরাণ॥১০৯॥
অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।
তাবৎ আমার দেহ-ত্যাগ প্রতিকার॥১১০॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবৎ আছয়ে মহাশয়॥"১১১॥
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি' মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥১১২॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে॥"১১৩॥
সর্ব্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর॥১১৪॥
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন॥১১৫॥
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই' পরম সদয়॥১১৬॥
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, বাক্য রাখিবা আমার।"
গুপ্ত বলে,—"প্রভু, মোর শরীর তোমার॥"১১৭॥
প্রভু বলে,—"এ-ত' সত্য?"
গুপ্ত বলে,—"হয়।"
"কাতিখানি দেহ' মোরে"
—প্রভু কাণে কয়॥১১৮॥
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি' দেহ'—আছে ঘরের ভিতরে॥"১১৯॥
'হায় হায়' করে গুপ্ত মহা-দুঃখ-মনে।
"মিথ্যা কথা কহিল
তোমারে কোন্ জনে?" ১২০॥
প্রভু বলে,—"মুরারি, বড় ত' দেখি ভোল।
'পরে কহিলে সে আমি জানি'
—হেন বোল? ১২১॥

যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি।
তাহা জানি, যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥"১২২॥
সর্ব্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান ॥১২৩॥
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, এই তোমার ব্যবহার!
কোন্ দোষে আমা' ছাড়ি'
চাহ যাইবার? ১২৪॥
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা?
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা? ১২৫॥
এখনি মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥"১২৬॥
কোলে করি' মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি' দিল নিজ শিরের উপর ॥১২৭॥
"মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও ॥"১২৮॥
আথে-ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥১২৯॥
স্বকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি' কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥১৩০॥
যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা, অজ, অনন্ত, শঙ্করে॥১৩১॥
এ' সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইঁহারা 'অভিন্ন-কৃষ্ণ'—
বেদে এই কহে ॥১৩২॥
সেই গৌরচন্দ্র 'শেষ' রূপে মহী ধরে।
চতুর্ম্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে ॥১৩৩॥
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে ॥১৩৪॥
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি, এ' সকল-দেবে।
এ' সকল-দেব চৈতন্যের পদ সেবে ॥১৩৫॥
পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥১৩৬॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ ॥১৩৭॥
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার ॥১৩৮॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—'দ্রোহী' কহে বেদ॥১৩৯॥

তথাহি (শ্রীমন্নারদীয়ে)—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্
য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ
পাতয়ত্যপরানপি ॥১৪০॥

প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও নরকে পাতিত করে।

হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং
বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
চারিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রে-
র্বাদৈরেবং বকব্রতাঃ ॥১৪১॥

দস্যুগণ নির্জ্জনপ্রদেশে অস্ত্রাদিদ্বারা মোহ বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকের ধন অপ-হরণ করে। বকব্রতগণ মর্ম্মভেদী বাক্যের দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা-দের ধন হরণ করিয়া থাকে।

তথাহি (ভাঃ ১২/৩/৩৮)—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥১৪২॥

(কলিতে) শূদ্রগণ তপস্যার বেষকে উপ-জীবিকা করিয়া দানাদি গ্রহণ করিবে। ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞগণ আচার্য্যের আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে।

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভালমতে॥১৪৩॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥১৪৪॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥১৪৫॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচার॥১৪৬॥
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব॥১৪৭॥
অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥১৪৮॥
চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥১৪৯॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হইবে সর্ব্বনাশ॥১৫০॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস॥১৫১॥
চৈতন্য-চরণে যার আছে মতি-গতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥১৫২॥
অষ্ট সিদ্ধিযুক্ত—চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীন-পুণ্য॥১৫৩॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া॥১৫৪॥
হেনমতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব, ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব॥১৫৫॥
নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥১৫৬॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥১৫৭॥
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥১৫৮॥
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥১৫৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-
প্রভাব-বর্ণনং নাম
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশ অধ্যায়

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধর-পতি, অদ্বৈত-ঈশ্বর॥১॥
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥৩॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর॥৪॥
একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত-ভাগবতগণ॥৫॥
সার্ব্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্ঘালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥৬॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥৭॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন॥৮॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে॥৯॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥১০॥

দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥১১॥
সর্ব্বভূত-হৃদয়—জানয়ে সর্ব্ব-তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব ॥১২॥
কোপে বলে প্রভু,—"বেটা কি অর্থ বাখানে?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥১৩॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার?
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥১৪॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥১৫॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥১৬॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত ॥১৭॥
মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"১৮॥
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥১৯॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে,—"সে অধম কিছুই না জানে॥২০॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিদ্যমানে॥"২১॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায় ॥২২॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥২৩॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥২৪॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥২৫॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্ ॥২৬॥

সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম ॥২৭॥
ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূতচাঁদে জগৎ-নিবাস ॥২৮॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর ॥২৯॥
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত-সঙ্গে করি'।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌর-হরি ॥৩০॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৩১॥
মদ্য-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন ॥৩২॥
বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
'উঠোঁ গিয়া' শ্রীবাসেরে বলে বার বার॥৩৩॥
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥৩৪॥
প্রভু বলে,—"মোরেও কি বিধি-প্রতিষেধ?"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ॥৩৫॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা? ৩৬॥
না বুঝি' তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইবে মরণ ॥৩৭॥
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন ॥৩৮॥
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥"৩৯॥
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ॥৪০॥
প্রভু বলে,—"তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা॥"৪১॥
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥৪২॥

মদ্য-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি, হরি' বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৪৩॥
কেহ বলে,—"ভাল ভাল নিমাঞি-পণ্ডিত।
ভাল ভাব লাগে, ভাল গায় নাট গীত ॥"৪৪॥
'হরি' বলি' হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তান পাছে ॥৪৫॥
"হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ।"
বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ ॥৪৬॥
মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এই মত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে ॥৪৭॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি' বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি' পরকাশে ॥৪৮॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥৪৯॥
চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে-আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥৫০॥
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তবু তারে নমস্কার ॥৫১॥
মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি' বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর ॥৫২॥
কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র ॥৫৩॥
'দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব অপরাধ আছে', তাহা হৈল মনে ॥৫৪॥
সে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগতে দুঃখিত সব দাস ॥৫৫॥
যদি বা পড়ায় কেহ গীতা-ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি-অভিমত ॥৫৬॥
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত ॥৫৭॥
ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥৫৮॥
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥৫৯॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥৬০॥
ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥৬১॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া বলে,—"হইল জঞ্জাল।
পড়িতে না পাই ভাই, ব্যর্থ যায় কাল ॥"৬২॥
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগত-পাবন ॥৬৩॥
পাপিষ্ঠ পড়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥৬৪॥
দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥৬৫॥
বাহ্য পাই' দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামী-বিশ্বম্ভর ॥৬৬॥
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বলে প্রভু শচীর নন্দন ॥৬৭॥
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পড়াও সবারে ॥৬৮॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥৬৯॥
কোন অপরাধে তানে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া? ৭০॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে?৭১॥
বুঝিলাম, তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥৭২॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥৭৩॥
প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥"৭৪॥

শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর ॥৭৫॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিত চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥৭৬॥
তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥৭৭॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা-সুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥৭৮॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ হয় ॥৭৯॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয় ॥৮০॥
ভাগবত-তুলসী-গঙ্গায় ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥৮১॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয় ॥৮২॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৮৩॥
চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৮৪॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥৮৫॥
চৈতন্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥৮৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৮৭॥ /

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
মধ্যখণ্ডে দেবানন্দবাক্যদণ্ড-
বর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥১॥
জয় জয় শচী-সুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
'কৃষ্ণ' নাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥২॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ॥৩॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ-পণ্ডিতেরে করি'।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গদোষে ॥৫॥
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥৬॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
'ভক্তি' বিনা জপ-তপ অকিঞ্চিৎকর ॥৭॥
বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তার প্রেম-বাধ ॥৮॥
আমি নাহি বলি,—এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥৯॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার ॥১০॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সবা' শিখাইয়া ॥১১॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥১২॥
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণুখট্টার উপর ॥১৩॥
নিজ-মূর্ত্তি-শিলাসব করি' নিজ-কোলে।
আপনা 'প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥১৪॥
"মুঞি কলি-যুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈলুঁ সাগর-বন্ধন ॥১৫॥

শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাড়ার হুঙ্কারে ॥১৬॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ মাগ আরে নাড়া, মাগ শ্রীনিবাস॥"১৭॥
দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দ-রায়।
ততক্ষণে তুলি' ছত্র ধরিল মাথায় ॥১৮॥
বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥১৯॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ-মহেশ্বর।
যাঁহার যাহাতে প্রীতি, লয় সেই বর ॥২০॥
কেহ বলে,—"মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি ॥"২১॥
কেহ মাগে গুরু-প্রতি, কেহ শিষ্য-প্রতি।
কেহ পুত্র, কেহ পত্নী,—যার যথা রতি॥২২॥
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সবারে দিলা প্রেম-ভক্তি-বর ॥২৩॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি!
আইরে দেয়াব প্রেম, এই সবে চাই ॥"২৪॥
প্রভু বলে,—"ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁরে নহে দিমু প্রেম-ভক্তির বিলাস ॥২৫॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-বাধ ॥"২৬॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"এ কথায় প্রভু, দেহত্যাগ সে সবার ॥২৭॥
তুমি হেন পুত্র যাঁর গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার ॥২৮॥
সবার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি' প্রভু, তানে হও ভক্তি-দাতা॥২৯॥
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু,—সে সর্ব্বজননী।
পুত্র-স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥৩০॥
যদি বা বৈষ্ণব-স্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ ॥"৩১॥

প্রভু বলে,—"উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি ॥৩২॥
যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥৩৩॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান, তার ক্ষয় হইল কেমনে ॥৩৪॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥৩৫॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"৩৬॥
তখনে চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥৩৭॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।
"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥৩৮॥
যাঁর গার্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার॥৩৯॥
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিল-মাত্র ॥৪০॥
বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা॥৪১॥
প্রাকৃত-শব্দেও যেবা বলিবেক 'আই'।
'আই' শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥৪২॥
যেই গঙ্গা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই।
দেবকী-যশোদা যেই, সে-ই বস্তু আই॥"৪৩॥
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য-গোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া, বাহ্য কিছু নাই ॥৪৪॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে ॥৪৫॥
পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি ॥৪৬॥
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই, বাহ্য নাহি জানে॥৪৭॥

"জয় জয় হরি" বলে বৈষ্ণব-সকল।
অন্যোহন্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য-কোলাহল ॥৪৮॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুভাবে ॥৪৯॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল ॥৫০॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে ॥৫১॥
"এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥"৫২॥
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
'জয়-জয়-হরি' ধ্বনি হইল তখন ॥৫৩॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান ॥৫৪॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥৫৫॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে ॥৫৬॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি ॥৫৭॥
বস্তুবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি' প্রভু কহে ॥৫৮॥
'ইহারে অদ্বৈত-নাম কেনে লোকে ঘোষে?'
'দ্বৈত' বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥৫৯॥
সেই কথা কহি, শুন হই' সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥৬০॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন-দুর্ল্লভ-রূপ, মহা-তেজোময় ॥৬১॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর ॥৬২॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে, হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশুভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে ॥৬৩॥

একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর ॥৬৪॥
ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি' বড় কৌতুক সভা'ত ॥৬৫॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্বশক্তি-ধর ॥৬৬॥
এক ভট্টাচার্য্য বলে,—"কি পড় ছাওয়াল?"
বিশ্বরূপ বলে,—"কিছু কিছু সবাকার॥"৬৭॥
শিশু-জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি' অহঙ্কার ॥৬৮॥
নিজ কার্য্য করি' মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড় ॥৬৯॥
"যে পুঁথি পড়িস্ বেটা, তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া ॥৭০॥
তোমারে ত' সবার হইল মূর্খজ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ করি' অপমান॥"৭১॥
পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥৭২॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া ॥৭৩॥
"তোমরা ত' আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা' শাস্তি করাইলা ॥৭৪॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা কারো লয় মনে।
সবে মেলি' তাহা জিজ্ঞাসহ আমা'-স্থানে॥"৭৫॥
হাসি' বলে এক ভট্টাচার্য্য,—"শুন শিশু!
আজি যে পড়িলে, তাহা বাখানহ কিছু॥"৭৬॥
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্।
সবার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥৭৭॥
সবেই বলেন,—"সূত্র ভাল বাখানিলা।"
প্রভু বলে,—"ভাণ্ডাইলুঁ, কিছু না বুঝিলা॥"৭৮॥
যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সবার চিত্তে হইল তখন ॥৭৯॥

এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন ॥৮০॥
'পরম সুবুদ্ধি' করি' সবে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল ॥৮১॥
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি' না পায় কৌতুক ॥৮২॥
ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার ॥৮৩॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম কেহ না জানয় ॥৮৪॥
যত অধ্যাপক সব—তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা—কিছুই না জানে ॥৮৫॥
যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত-গীতা।
সেহ না বাখানে ভক্তি, করে শুষ্ক চিন্তা ॥৮৬॥
সর্ব্ব-স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায় ॥৮৭॥
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পড়াইয়া 'বাশিষ্ঠ' বাখানে কৃষ্ণভক্তি ॥৮৮॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে?
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥৮৯॥
চতুর্দ্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো-দুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেম-সুখ ॥৯০॥
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত রস-রঙ্গে ॥৯১॥
পরম বালক প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
কুটিল কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ॥৯২॥
মায়ে বলে,—"বিশ্বম্ভর, যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি' আন গিয়া ॥"৯৩॥
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর ॥৯৪॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥৯৫॥
বিশ্বম্ভর বলে,—"ভাই, ভাত খাও গিয়া।
বিলম্ব না কর", বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥৯৬॥
হরিল সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সবে দেখে শিশুরূপ পরম সুন্দর ॥৯৭॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি' কার্য্য ॥৯৮॥
এই মত প্রতিদিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥৯৯॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে—দেখি' বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে শিশু পরম সুন্দর ॥১০০॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে মোর মন ॥"১০১॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত ঝাট চলি' যায় ঘর ॥১০২॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥১০৩॥
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥১০৪॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে ॥১০৫॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥১০৬॥
করি' দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
নিরবধি আইর বিদরে শোকে বুক ॥১০৭॥
মনে মনে গণে, আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥"১০৮॥
তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বলয়ে, মনে মহা-দুঃখ পায়ে ॥১০৯॥
বিশ্বম্ভর দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ ॥১১০॥
দৈবে কতদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥১১১॥

ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥১১২॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি' আই।
"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোসাঁই॥"১১৩॥
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে, 'অদ্বৈত',—
'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি ॥১১৪॥
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥১১৫॥
অনাথিনী—মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া।
জগতে 'অদ্বৈত', মোহে সে 'দ্বৈত-মায়া'॥"১১৬॥
সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥১১৭॥
এ-কালে যে বৈষ্ণবের 'বড়' 'ছোট' বলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক,
সে জানিবে কত কালে ॥১১৮॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥১১৯॥
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি' বৈষ্ণব নিন্দে পাইবে বন্ধন ॥১২০॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা ॥১২১॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন,—সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥১২২॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া ॥১২৩॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে 'পরম বৈষ্ণব'।
তাহারে বেড়িয়া লঙ্ঘিবে পাপী সব ॥১২৪॥
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে॥১২৫॥
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥১২৬॥

অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে॥১২৭॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥১২৮॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥১২৯॥
বড় অধিকারী হয়, আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণ-সহ অধঃপাতে যায়॥১৩০॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কার?
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥১৩১॥
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দণ্ড করে, মরে ভালমতে ॥১৩২॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে তাহার অনুচর ॥১৩৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া ॥১৩৪॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥১৩৫॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যার ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥১৩৬॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে ॥১৩৭॥
নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিকে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য'—ধন-প্রাণ॥১৩৮॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥১৩৯॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ॥১৪০॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর॥১৪১॥
জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শরণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন ॥১৪২॥

গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়?১৪৩॥
নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার ॥১৪৪॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক-ঠাঁই ॥১৪৫॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥১৪৬॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥১৪৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচ্যপরাধ-মোচনং তথা নিত্যানন্দ-গুণবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি ॥১॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥২॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥৩॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপ-পুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি ॥৪॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
ভকত সমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে ॥৫॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত-বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন ॥৬॥
এত বড় বিশ্বম্ভর-শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা ॥৭॥
অগোচরে দূরে থাকি' মিলি দশ-পাঁচে।
মন্দ মাত্র বলে, যম-ঘরে যায় পাছে ॥৮॥
কেহ বলে,—"কলিকালে কিসের বৈষ্ণব?
যত দেখ-হের পেট-পোষা-গুলা সব ॥"৯॥
কেহ বলে,—"এগুলার বান্ধি' হাত পায়।
জলে ফেলি' দিয়ে যদি, তবে দুঃখ যায়॥"১০॥
কেহ বলে,—"আরে ভাই, জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম-খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত ॥"১১॥
ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্য্যে কি করে॥১২॥
সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন ॥১৩॥
দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সবেই 'অভাগ্য' বলি' ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥১৪॥
কেহ বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে।
সংগোপে সঙ্কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥১৫॥
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ' ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে-স্থানে॥১৬॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে ॥১৭॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
প্রভুর কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ॥১৮॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন ॥১৯॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার লাগি' সাধয়ে আপনে ॥২০॥
"তুমি যদি একদিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে ॥২১॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য ॥"২২॥

এই মত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বলিলা বচন ॥২৩॥
"তোমারে ত' জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল ॥২৪॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত' আছে অধিকারে॥২৫॥
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
'সংগোপে থাকিবা', এই বলিলুঁ তোমারে॥২৬॥
এত বলি' ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
এক দিকে আড় হই' সংগোপে রহিলা॥২৭॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিকে মহা-ভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ ॥২৮॥
"কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"
সবে মিলি' গায় হই' মহা-কুতূহলী ॥২৯॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈত-সিংহ চারিদিগে ধায় ॥৩০॥
পরানন্দ-সুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥৩১॥
'হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই।'
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥৩২॥
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার? ৩৩॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে 'দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায় ॥'৩৪॥
রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেন প্রেম-যোগ না পাঙ নির্ভর? ৩৫॥
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে॥"৩৬॥
ভয় পাই' শ্রীনিবাস বলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু, নাহি আগমন ॥৩৭॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, নিষ্পাপ-জীবন ॥৩৮॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু, জানিয়াছ দঢ় ॥"৩৯॥
শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর' ॥৪০॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?"৪১॥
দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥৪২॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥৪৩॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥৪৪॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তারা মোহে কেমতে পাইল ॥৪৫॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥"৪৬॥
প্রভু বলে,—"পয়ঃপানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এথাই ॥"৪৭॥
মহা-ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর ॥৪৮॥
"এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিলুঁ।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ ॥৪৯॥
অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জ্জন ॥"৫০॥
সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ॥৫১॥
এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৫২॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥৫৩॥
প্রভু বলে 'তপঃ' করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥৫৪॥

আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণা-গুণ স্মরে নিরন্তর ॥৫৫॥
‘হরি’ বলি’ সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ ॥৫৬॥
শ্রদ্ধা করি’ যেই শুনে এ সব রহস্য।
গৌরচন্দ্র-প্রভু তাঁরে মিলিব অবশ্য ॥৫৭॥
ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ॥৫৮॥
সেই দ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যাঁর ॥৫৯॥
এই মত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবারে শক্তি নাহি ধরে অন্য জন ॥৬০॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সবে পাষণ্ডীরে মন্দ বলয়ে অপার ॥৬১॥
“পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥৬২॥
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী সব, সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্ত্তনে ॥৬৩॥
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী লাগি’ নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিৎ ॥৬৪॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,—জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল ॥৬৫॥
আমরা সবার যদি তাঁকে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে॥”৬৬॥
কোন নগরিয়া বলে,—“বসি’ থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি ॥৬৭॥
সংসার-উদ্ধার লাগি’ নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি’ হইলা বিদিত ॥৬৮॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি-দ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন, বলিল তোমারে ॥”৬৯॥
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সবে নিন্দা করি’ মরে ॥৭০॥
দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥৭১॥
কেহ বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ দিব্য-মালা ॥৭২॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি’ সর্ব্ব-লোক দণ্ডবৎ করে ॥৭৩॥
প্রভু বলে,—“কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর ॥”৭৪॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
“কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে ॥৭৫॥
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’॥”৭৬॥
প্রভু বলে,—“কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥৭৭॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর ॥৭৮॥
দশ-পাঁচ মিলি’নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥৭৯॥
‘হরয়ে নমঃ কৃষ্ণঃ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন’ ॥৮০॥
সঙ্কীর্ত্তন কহিল এ তোমা’-সবাকারে।
স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি’ কর গিয়া ঘরে॥”৮১॥
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই’ সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি’ সবে চলে নিজ-বাস ॥৮২॥
নিরবধি সবেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি’ ধ্যান ॥৮৩॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মেলি’।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥৮৪॥
এই মত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥৮৫॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে ॥৮৬॥

দন্তে তৃণ করি' প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥"৮৭॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন ॥৮৮॥
পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়াগণ।
হাতে তালি দিয়া বলে 'রাম নারায়ণ'॥৮৯॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজা'বার তরে ॥৯০॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে ॥৯১॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম ॥৯২॥
খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি' হরিনাম বলিতে বলিতে ॥৯৩॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহা-নৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥৯৪॥
দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ।
বেড়িয়া চৌদিকে সবে করেন কীর্ত্তন ॥৯৫॥
গড়াগড়ি' যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্ম্মুখ-সকল দূরেতে থাকি' হাসে ॥৯৬॥
কোন পাপী বলে,—"হের-দেখ ভাই সব!
খোলা-বেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব! ৯৭॥
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায়, 'ভাব হইল আমা'ত'।"৯৮॥
নগরিয়া-গুলা বলে,—"মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে।"৯৯॥
এই মত পাষণ্ডীরা বল্‌গয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণে 'কৃষ্ণ' গায় ॥১০০॥
একদিন দৈবে কাজী সেইপথে যায়।
মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥১০১॥
হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া সঙরে কাজী আপনার শাস্ত্র ॥১০২॥

কাজী বলে,—"ধর ধর, আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য্য।"১০৩॥
আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥১০৪॥
যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥১০৫॥
কাজী বলে,—"হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥১০৬॥
ক্ষমা করি' যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লৈব জাতি।"১০৭॥
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজী কীর্ত্তন চাহিয়া ॥১০৮॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজী সব মারে কদর্থিয়া ॥১০৯॥
কেহ বলে,—"হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে ॥১১০॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ গুলার নাহি ভয় ॥১১১॥
নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সবে চূর্ণ হইবেক কাজীর দুয়ারে ॥১১২॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ ॥১১৩॥
উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥"১১৪॥
ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু-স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর ॥১১৫॥
"কাজীর ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই' সহস্রেক জন ॥১১৬॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে।"১১৭॥
কীর্ত্তনের বাধ শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্ত্তিধর ॥১১৮॥

হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি' 'হরি' বলে নগরিয়াগণ ॥১১৯॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান ॥১২০॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ, মোরে কোন্ কর্ম্ম করে
কোন্ জন? ১২১॥
দেখোঁ, আজি কাজীর পোড়াঙ ঘর-দ্বার।
কোন্ কর্ম্ম করে দেখোঁ
রাজা বা তাহার? ১২২॥
প্রেম-ভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডিগণের সে হইব আজি 'কাল' ॥১২৩॥
চল চল ভাই-সব নগরিয়াগণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥১২৪॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহা-দীপ লঞা আসিবেক সে ॥১২৫॥
ভাঙ্গিব কাজীর ঘর, কাজীর দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে ॥১২৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ! ১২৭॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে ॥"১২৮॥
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
পুলকে পূর্ণিত সবে, কিসের ভোজন? ১২৯॥
'নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন'—ধ্বনি হৈল প্রতি-ঘরে ঘরে ॥১৩০॥
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক ॥১৩১॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বাঁধে প্রতি-ঘরে ঘরে ॥১৩২॥
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥১৩৩॥
তার বড়, তার বড়, সবেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥১৩৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কার? ১৩৫॥
ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয় ॥১৩৬॥
হইল দেউটিময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥১৩৭॥
এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণবিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল
এত দিনে ॥১৩৮॥
ঈষৎ আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিলা দেউটি লই' প্রভুর সমীপ ॥১৩৯॥
শুনি' সর্ব্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥১৪০॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য-গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি ॥১৪১॥
মধ্যে নৃত্য করি' যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ ॥১৪২॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত ॥১৪৩॥
নিত্যানন্দ-দিকে মাত্র চাহিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বলে,—
"তোমা' না ছাড়িব কভু ॥১৪৪॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥১৪৫॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি?
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি ॥"১৪৬॥
প্রেমানন্দ-ধারা দেখি' নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি' রাখিলেন নিজ-সঙ্গে ॥১৪৭॥
এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহ প্রভু-পাশ ॥১৪৮॥

মন দিয়া শুন ভাই, নগর-কীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন ॥১৪৯॥
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস।
গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস ॥১৫০॥
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, মুকুন্দ, শ্রীধর ॥১৫১॥
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য্য।
শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে এই কার্য্য॥১৫২॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥১৫৩॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে? ১৫৪॥
অবতার এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ॥১৫৫॥
তিলে তিলে বাড়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ ॥১৫৬॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ ॥১৫৭॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত ॥১৫৮॥
স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১৫৯॥
কাহারও নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি' হইল প্রবেশে ॥১৬০॥
কোটি কোটি লোক আসি' আছয়ে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে ॥১৬১॥
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥১৬২॥
হুঙ্কারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি' সবে দীপ জ্বালিল সকল॥১৬৩॥
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বলে॥১৬৪॥

কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥১৬৫॥
কিবা চন্দ্র শোভে, কিবা শোভে দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি॥১৬৬॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি, সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ॥১৬৭॥
'হরি' বলি' ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর ॥১৬৮॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন।
সবার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন ॥১৬৯॥
করতাল-মন্দিরা সবার শোভে করে।
কোটি-সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে॥১৭০॥
চতুর্দ্দিকে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥১৭১॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্য-রসে।
'হরি' বলি' সর্ব্ব লোক মহানন্দে ভাসে॥১৭২॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলে আনন্দ হইয়া ॥১৭৩॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥১৭৪॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে-রূপ কহিবারে কেবা পারে॥১৭৫॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥১৭৬॥
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি' সর্ব্বকলা ॥১৭৭॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে।
বাহু তুলি' 'হরি' বলে শ্রীচন্দ্র-বদনে॥১৭৮॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥১৭৯॥
দুই মহা-ভুজ হেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব ॥১৮০॥

সুরঙ্গ অধর অতি, সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন ॥১৮১॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ॥১৮২॥
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান।
পরম-নির্ম্মল-সূক্ষ্ম-বাস পরিধান ॥১৮৩॥
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সবা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥১৮৪॥
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বলে।
"দেখ, ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে॥"১৮৫॥
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষপ পড়িলেও তল নাহি হয় ॥১৮৬॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সবেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন ॥১৮৭॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি' সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বলে অনুক্ষণ॥১৮৮॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে ॥১৮৯॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি, দূর্ব্বা, ধান্য দিব্য বাটার উপর ॥১৯০॥
এই মত নদীয়ার প্রতি-দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি, ইহা কোন্ জনে করে॥১৯১॥
বলে স্ত্রী-পুরুষ সব লোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহ কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে॥১৯২॥
চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি-ঘরে ঘরে॥'১৯৩॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর॥১৯৪॥
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রঙ্গ হয়॥১৯৫॥
'স্তুতি-হেন' না মানিহ এ-সকল-কথা।
এই মত হয়ে—কৃষ্ণ বিহরেন যথা ॥১৯৬॥
নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥১৯৭॥
যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥১৯৮॥
জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জলধর ॥১৯৯॥
'হরিবংশে' কহেন সে-সব গোপ্য-কথা।
এতেক সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥২০০॥
সে-ই প্রভু নাচে নিজ-কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥২০১॥
ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি' যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি' সর্ব্বলোকে ধায়॥২০২॥
আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি' চলিলেন পরানন্দ হঞা ॥২০৩॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ-রসের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥২০৪॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাঁহার বিলাস ॥২০৫॥
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি' যায়।
সবারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গায় ॥২০৬॥
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥২০৭॥
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন॥২০৮॥
মুরারি, মুকুন্দ-দত্ত, রামাই, গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি ভক্তবৃন্দ ॥২০৯॥
সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥২১০॥
নিত্যানন্দ-গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে॥২১১॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥২১২॥

কোটি কোটি মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল ॥২১৩॥
চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মহা-দীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে॥২১৪॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার ॥২১৫॥
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥২১৬॥
সে কম্প, সে ঘর্ম্ম, সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি লাগয়ে নাচিতে ॥২১৭॥
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি' ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥২১৮॥
'হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম'।
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্ ॥২১৯॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি' দশ-পাঁচে।
কেহ গায়, কেহ বা'য়, কেহ মাঝে নাচে॥২২০॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব নবদ্বীপে যায় ॥২২১॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥২২২॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি'।
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি॥২২৩॥
দুই-হাত যোড়া দীপ তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেন কেমনে ॥২২৪॥
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে ॥২২৫॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহ, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥২২৬॥
হস্ত যে হইল চারি, তাহে নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে॥২২৭॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপ।
নাচিয়া যায়েন সবে গঙ্গার সমীপ ॥২২৮॥

বিজয় করিলা যেন নন্দ-ঘোষের বালা।
হাতেতে মোহন-বাঁশী, গলে বনমালা॥২২৯॥
এই মত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম, যত দুঃখ-শোক॥২৩০॥
গড়াগড়ি' যায় কেহ, মালসাট পূরে।
কাহারও জিহ্বায় নানা মত বাক্য স্ফুরে॥২৩১॥
কেহ বলে,—"এবে কাজী বেটা গেল কোথা।
লাগি পাও এখন ছিণ্ডিয়া ফেলোঁ মাথা॥"২৩২॥
রড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥২৩৩॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায়॥২৩৪॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায় ॥২৩৫॥
যে সুখে বিহ্বল অজ, অনন্ত, শঙ্কর।
হেন-রসে ভাসে সর্ব্ব-নদীয়া-নগর ॥২৩৬॥
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি' যায়॥২৩৭॥
পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ্ পথ-ময় ॥২৩৮॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হৈল সর্ব্ব-ঠাঞি-ঠাঞি ॥২৩৯॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর ॥২৪০॥
"তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে ॥ধ্রু॥"২৪১॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥২৪২॥
কীর্ত্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে।
'কোন্ দিগে যাই' ইহা কেহ নাহি জানে॥২৪৩॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥২৪৪॥

ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হৈলা, নহি তার অন্ত ॥২৪৫॥
সপার্ষদে সর্ব্ব দেব আইলা দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সবার সহিতে ॥২৪৬॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্ব দেবগণ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন ॥২৪৭॥
অজ, ভব, বরুণ, কুবের দেবরাজ।
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ ॥২৪৮॥
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ অপূর্ব্ব দেখি' রঙ্গ।
সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ ॥২৪৯॥
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে ॥২৫০॥
কদলীর বৃক্ষ প্রতি-দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দূর্ব্বা,
দীপ, আম্রসারে ॥২৫১॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার?
অসংখ্য নগর-ঘর-চত্বর-বাজার ॥২৫২॥
এক জাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন্ বা অবুধ ॥২৫৩॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি' থুইলেন তথা ॥২৫৪॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি'।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি ॥২৫৫॥
যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে ॥২৫৬॥
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥২৫৭॥
'বোল বোল' বলি' নাচে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা
অতি-মনোহর ॥২৫৮॥
যজ্ঞ-সূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমলনয়ন ॥২৫৯॥

মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন।
চান্দেরে না লয় মন দেখি' সে বদন ॥২৬০॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥২৬১॥
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন।
তহিঁ মালতীর মালা অতি-সুশোভন ॥২৬২॥
"জনমে জনমে প্রভু, দেহ' এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥"২৬৩॥
এই মত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥২৬৪॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি' নাচি' যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥২৬৫॥
চৈতন্য-প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥২৬৬॥
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে ॥২৬৭॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব্ব নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পূণ্য-কীর্ত্তি গায় ॥২৬৮॥
"'হরি' বল মুগ্ধ লোক, 'হরি' 'হরি' বল রে।
নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে ॥"ধ্রু॥২৬৯॥
—এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যাঁর পাদপদ্মদ্বন্দ্ব ॥২৭০॥

পাহিড়া রাগঃ

নাচে বিশ্বম্ভর, জগত-ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে-তীরে।
যাঁর পদধূলি, হই' কুতূহলী,
সবেই ধরিল শিরে ॥২৭১॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি' বাণী ॥২৭২॥

মদন-সুন্দর, গৌর-কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর-চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাণ ॥২৭৩॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥২৭৪॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণাসিন্ধু ॥২৭৫॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু, কম্প, ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
না জানি কতেক হয় ॥২৭৬॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলে মুরলী বা'য়।
জিনি' মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥২৭৭॥
অতি-মনোহর, যজ্ঞ-সূত্র-বর,
সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই' গুণবন্ত,
রহিলা পরশ-লোভে ॥২৭৮॥
নিত্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সবা' চাহি' চাহি' হাসে ॥২৭৯॥
যাঁহার কীর্ত্তন, করি' অনুক্ষণ,
শিব 'দিগম্বর ভোলা'।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥২৮০॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ,
কমলা লালসা করে।
সে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি' যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥২৮১॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে ॥২৮২॥
অপূর্ব্ব কৌতক, দেখি' সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সবেই সবার, চাহিয়া বদন,
বলে ভাই "হরি বোল" ॥২৮৩॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥২৮৪॥
নিত্যানন্দ ধরি', বীরাসন করি',
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
'হরি হরি' বলি' হাসে ॥২৮৫॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি', মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥২৮৬॥
সেতু-বন্ধ করি', রাবণ সংহারি',
মুঞি সে রাঘব-রায়।"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি' চারিদিগে চায় ॥২৮৭॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি', 'প্রভু প্রভু' বলি',
মাগয়ে ভকতি-দান ॥২৮৮॥

যখন যে করে, গৌরাঙ্গ-সুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥২৮৯॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥২৯০॥
মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ,
না জানি কতেক বাজে।
মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিকে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥২৯১॥
জয় জয় জয়, নগর-কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥২৯২॥
যেই-দিকে চায়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন-দাসে ॥২৯৩॥
হেন-মহারঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ॥২৯৪॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥২৯৫॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥২৯৬॥
মত্তসিংহ জিনি' কত তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥২৯৭॥
গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর রায় ॥২৯৮॥
'আপনার ঘাটে' আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে 'মাধায়ের ঘাটে' গেলা গৌরহরি ॥২৯৯॥
'বারকোণা-ঘটে', 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া।
'গঙ্গার নগর' দিয়া গেলা 'সিমুলিয়া' ॥৩০০॥
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিকে 'হরি' বলে ॥৩০১॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা-নিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে ॥৩০২॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥৩০৩॥
অন্তরীক্ষে থাকি' যত স্বর্গদেব-গণ।
চম্পক, মল্লিকা-পুষ্প করে বরিষণ ॥৩০৪॥
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥৩০৫॥
সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা ॥৩০৬॥
আগে নাচে শ্রীবাস, অদ্বৈত, হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥৩০৭॥
যে-নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর রায়।
গৃহ-বৃত্তি পরিহরি' সর্ব্ব লোক ধায় ॥৩০৮॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত-জীবন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥৩০৯॥
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, সকল পাসরি' ॥৩১০॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরিয়া নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রসে-উন্মাদ হইল সবাকার ॥৩১১॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বলে 'হরি'।
কেহ গড়াগড়ি' যায় আপনা' পাসরি' ॥৩১২॥
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বা'য় মুখে।
কেহ কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে ॥৩১৩॥
কেহ কারো চরণ ধরিয়া পড়ি' কান্দে।
কেহ কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥৩১৪॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে।
কেহ কোলাকুলি বা করয়ে কারো সনে ॥৩১৫॥

কেহ বলে,—"মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত।
জগত-উদ্ধার লাগি' হইনু বিদিত ॥"৩১৬॥
কেহ বলে,—"আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব।"
কেহ বলে,—"আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥"৩১৭॥
কেহ বলে,—"এবে কাজী বেটা গেল কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা॥"৩১৮॥
পাষণ্ডী ধরিতে কেহ রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর এই পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥"৩১৯॥
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে॥৩২০॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি' কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহ বলে,—"এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥"৩২১॥
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি' বলে।
যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে ॥৩২২॥
সেইখানে থাকি' বলে,—"আরে যমদূত!
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত॥৩২৩॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি' শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥৩২৪॥
যে নাম-প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম।
যে নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥৩২৫॥
হেন নাম সর্ব্ব মুখে প্রভু বোলাইলা।
উচ্চারণে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা॥৩২৬॥
প্রাণী-মাত্র কারে যদি করে অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥৩২৭॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত ॥৩২৮॥
যে নাম-প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধ-সত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ-বাসী ॥৩২৯॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্বলোকে শুনে, বলে এবে॥৩৩০॥
হেন নাম লও, ছাড়' সর্ব্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার ॥"৩৩১॥

আর জন সব দিশে রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর কোথা কাজী ভাগিয়া পলায়॥৩৩২॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে॥"৩৩৩॥
মাটিতে কিলায় কেহ 'পাষণ্ডী' বলিয়া।
'হরি' বলি' বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া॥৩৩৪॥
এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বলে, কিবা করে, নাহিক স্মরণ॥৩৩৫॥
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া ॥৩৩৬॥
সকল পাষণ্ডী মেলি' গণে মনে মনে।
"গোসাঞি করেন কাজী আইসে এখনে॥৩৩৭॥
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক॥৩৩৮॥
কোথা যায় কলা-পোঁতা, ঘট-আম্রসার।
এ সকল বচনের শোধি তবে ধার ॥৩৩৯॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥৩৪০॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজী যবে।
সবার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখিবাঙ তবে ॥"৩৪১॥
কেহ বলে,—"মুঞি তবে নিকটে থাকিয়া।
নগরিয়া-সব দেও গলায় বান্ধিয়া ॥"৩৪২॥
কেহ বলে,—"চল যাই কাজীরে কহিতে।"
কেহ বলে,—"যুক্তি নহে এমন করিতে॥"৩৪৩॥
কেহ বলে,—"ভাই সব, এক যুক্তি আছে।
সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥৩৪৪॥
'আইসে করিয়া কাজী' বচন তোলাই।
তবে এক জনাও না রহিব তার ঠাঞি॥"৩৪৫॥
এই মত পাষণ্ডী আপনা' খায় মনে।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরিকীর্ত্তনে ॥৩৪৬॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সবে হই' ভোলা ॥৩৪৭॥

নদীয়ার একান্তে নগর 'সিমুলিয়া'।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥৩৪৮॥
অনন্ত অর্ব্বুদ-মুখে হরিধ্বনি শুনি'।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥৩৪৯॥
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল ॥৩৫০॥
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে॥৩৫১॥
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেকো ধাতু নাহি, সবে চমকিত॥৩৫২॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্ব জন।
সবেই বলেন,—"এ পুরুষ—নারায়ণ॥"৩৫৩॥
কেহ বলে,—"নারদ, প্রহ্লাদ, শুক যেন।"
কেহ বলে,—"যে-সে হউ, মনুষ্য নহেন॥"৩৫৪॥
এই মত বলে, যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বলে,—"পরম বৈষ্ণব॥"৩৫৫॥
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি' 'হরি-বোল হরি বোল' ঘোষে॥৩৫৬॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্ব লোকে 'হরি হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥৩৫৭॥
গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় যে-দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ॥৩৫৮॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর ॥৩৫৯॥
কাজী বলে,—"শুন ভাই, কি গীত-বাদন!
কিবা কার বিভা, কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥৩৬০॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি' আও, তবে চলিব আপনি॥"৩৬১॥
কাজীর আদেশে তবে অনুচর ধায়।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥৩৬২॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে,—"কাজী মার।"
ডরে পলাইল তবে কাজীর কিঙ্কর ॥৩৬৩॥

রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া।
"কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥৩৬৪॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥৩৬৫॥
লাখে লাখে মহাতাপ দীপ সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি' হিন্দুয়ানি বলে॥৩৬৬॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা-ঘট-আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ॥৩৬৭॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে ॥৩৬৮॥
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥৩৬৯॥
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সবে চলে, সে নাচিয়া যায় যেই ভিত॥৩৭০॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
'আজি কাজী মার' বলি' আইসে তাহারা॥৩৭১॥
একো যে হুঙ্কার করে নিমাই-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য্য!"৩৭২॥
কেহ বলে,—"এ বামনা এত কান্দে কেন!
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন ॥"৩৭৩॥
কেহ বলে,—"বামনের কে আছে কোথায়!
সেই দুঃখে কাঁদে, হেন বুঝি যে সদায়॥"৩৭৪॥
কেহ বলে,—"বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥"৩৭৫॥
কাজী বলে,—"হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত॥৩৭৬॥
এবা নহে, মোরে লঙ্ঘি' হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সবার নগরে॥"৩৭৭॥
এইমত যুক্তি কাজী করে সর্ব্ব-গণে।
মহাবাদ্য-কোলাহল শুনি ততক্ষণে ॥৩৭৮॥
সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজীর নগর ॥৩৭৯॥

কোটি কোটি হরিধ্বনি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালাদি পূরিল সকল ॥৩৮০॥
শুনিয়া কম্পিত কাজী গণ-সহ ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায় ॥৩৮১॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ্ নাহি জানে॥৩৮২॥
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে॥৩৮৩॥
যার দাড়ি আছে, সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক॥৩৮৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে॥৩৮৫॥
সবেই নাচেন, সবে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বলে সর্ব্বলোকে॥৩৮৬॥
আসিয়া কাজীর দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর ॥৩৮৭॥
ক্রোধে বলে প্রভু—"আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥৩৮৮॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন ॥৩৮৯॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।"
'ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ' প্রভু বলে বার বার॥৩৯০॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন॥৩৯১॥
মহামত্ত সর্ব্ব লোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে ॥৩৯২॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার॥৩৯৩॥
আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি' কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাঙ্গি' 'হরি' বলে॥৩৯৪॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥৩৯৫॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
'হরি' বলি' নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া॥৩৯৬॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজীর বাড়ীতে॥৩৯৭॥
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বলে,—"অগ্নি দেহ' বাড়ীর ভিতর॥৩৯৮॥
পুড়িয়া মরুক সব-গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি'
অগ্নি দেহ' চারি ভিতে ॥৩৯৯॥
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নর-পতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি॥৪০০॥
যম, কাল, মৃত্যু—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ ॥৪০১॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
কীর্ত্তন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥৪০২॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে মুঞি করিমু স্মরণ ॥৪০৩॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী যে-যে-জন।
সংহারিমু যদি সব না করে কীর্ত্তন ॥৪০৪॥
অগ্নি দেহ' ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥"৪০৫॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ।
গলায় বাঁধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ॥৪০৬॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে ধরি' করে নিবেদন ॥৪০৭॥
"তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥৪০৮॥
যে-কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥৪০৯॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেষে তিঁহো আসি' মিলে
তোমার শরীরে ॥৪১০॥

অংশাংশের ক্রোধে যাঁর সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জনে তরে॥৪১১॥
‘অক্রোধ পরমানন্দ তুমি’ বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না যুয়ায় ॥৪১২॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র॥৪১৩॥
করিলা তো কাজীর অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥”৪১৪॥
“জয় বিশ্বম্ভর মহারাজ রাজেশ্বর।
জয় সর্ব্বলোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর ॥৪১৫॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত।”
বাহু তুলি’ স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৪১৬॥
হাসে মহাপ্রভু সর্ব্বদাসের বচনে।
‘হরি’ বলি’ নৃত্য-রসে চলিলা তখনে॥৪১৭॥
কাজীরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সঙ্কীর্ত্তন-রসে সর্ব্ব-গণে নাচি’ যায় ॥৪১৮॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
‘রামকৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥’৪১৯॥
কাজীর ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব-নগরিয়া।
মহানন্দে ‘হরি’ বলি’ যায়েন নাচিয়া॥৪২০॥
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥৪২১॥
“জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।”
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি ॥৪২২॥
জয়-কোলাহল প্রতি-নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥৪২৩॥
কেবা কোন্ দিগে নাচে, কেবা গায়, বা’য়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন্ দিগে ধায়॥৪২৪॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥৪২৫॥
কীর্ত্তনীয়া—ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি ॥৪২৬॥

ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে ॥৪২৭॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক্-নগর ॥৪২৮॥
শঙ্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ।
‘হরি’ বলি’ বাজায় মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, শঙ্খ॥৪২৯॥
পুষ্পময় পথে নাচি’ চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর ॥৪৩০॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥৪৩১॥
প্রতি-দ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে ‘হরি’ বলি’ দেয় জয়কার ॥৪৩২॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে ॥৪৩৩॥
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৩৪॥
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালি।
“হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥”৪৩৫॥
সর্ব্ব-মুখে ‘হরি’ নাম শুনি’ প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥৪৩৬॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার আবাস ॥৪৩৭॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে॥৪৩৮॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥৪৩৯॥
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-নন্দন।
লৌহ-পাত্র তুলি’ লইলেন ততক্ষণ ॥৪৪০॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা ‘নয়’ করিবার! ৪৪১॥
‘মরিলুঁ মরিলুঁ’ বলি’ ডাকয়ে শ্রীধর।
“মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥”৪৪২॥

বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বলে,—"শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥৪৪৩॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলোঁ যখনে ॥৪৪৪॥
এখনে সে 'বিষ্ণুভক্তি' হইল আমার।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥৪৪৫॥
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।'
সবারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয় ॥৪৪৬॥

তথাহি (পদ্মপুরাণ আদি খণ্ড ৩১/১১২)—

প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবস্যান্নং
প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধ্যর্থং
তদভাবে জলং পিবেৎ ॥৪৪৭॥

পণ্ডিত ব্যক্তির সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থে প্রকৃষ্ট-রূপে যত্নের সহিত বৈষ্ণবের নিকট ভগবৎ-প্রসাদ (বৈষ্ণবের দ্বারা নিবেদিত) বা বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষ অন্ন প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তাহা না পাইলে অন্ততঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট জল অথবা তৎপাদধৌত জল পান করিবেন।

ভকত-বাৎসল্য দেখি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৪৪৮॥
নিত্যানন্দ-গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত-শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥৪৪৯॥
কান্দে হরিদাস, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর।
মুরারি, মুকুন্দ কান্দে, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥৪৫০॥
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম ॥৪৫১॥
জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর, গরুড়, কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥৪৫২॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ॥"৩৫৩॥

কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ॥৪৫৪॥
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে সর্ব্বজগত হরিষে।
সংকল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্র হাসে ॥৪৫৫॥
দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥৪৫৬॥
লৌহ-জলপাত্র, তাতে বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ॥৪৫৭॥
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
সুধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে ॥৪৫৮॥
'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল ॥৪৫৯॥
দাম্ভিকের রত্নপাত্র, দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে॥৪৬০॥
যে-সে-দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায়॥৪৬১॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায় ॥৪৬২॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক ॥৪৬৩॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥৪৬৪॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥৪৬৫॥
'সেবকবৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায় ॥৪৬৬॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ ॥৪৬৭॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥৪৬৮॥
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ-ধর্ম্ম।
অহিংসার অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥৪৬৯॥

অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা-লভ্য হয় কালে বলি' 'নারায়ণ'॥৪৭০॥
তবে হয় মুক্ত—সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয়, সেই গোবিন্দের দাস॥৪৭১॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥৪৭২॥

তথাহি সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ
(ভাঃ ১০/৮৭/২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥৪৭৩॥

মুক্তগণও ভক্তকৃপায় নিত্যলীল শ্রীভগবানের লীলানুরূপ সেবকসেবিকার বিগ্রহ ধারণ করিয়া তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাভব মানে ভগবান্॥৪৭৪॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত' হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥৪৭৫॥
'দাস' নামে ব্রহ্মা, শিব হরিষ সবার।
ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস-অধিকার ॥৪৭৬॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥৪৭৭॥
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্মদোষে॥৪৭৮॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত' হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কে বা জানে॥৪৭৯॥
উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি',—মূলে জরদ্গব ॥৪৮০॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে,—"আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া॥"৪৮১॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু-মায়া-মুগ্ধ হইয়া ॥৪৮২॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥৪৮৩॥
ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥৪৮৪॥
কে বা রোপিলেক কলা প্রতি-দ্বারে দ্বারে।
কে বা গায়, বা'য় কে বা,
পুষ্পবৃষ্টি করে ॥৪৮৫॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান॥৪৮৬॥
ভকতবাৎসল্য দেখি' ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায়
কেহ কেশ নাহি বান্ধে ॥৪৮৭॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি' 'হরি' বলে সজল নয়নে ॥৪৮৮॥
"কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।"
নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে 'হায় হায়'॥৪৮৯॥
ভক্ত-জল পান করি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥৪৯০॥
প্রিয়-গণে চতুর্দ্দিকে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥৪৯১॥
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা, শিব কান্দে যাঁর দেখিয়া মহিমা॥৪৯২॥
ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥৪৯৩॥
জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি'।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪৯৪॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনিয়ে প্রচুর ॥৪৯৫॥
সর্ব্ব-লোক জিনি' নবদ্বীপের শোভায়।
'হরি-বোল' শুনি মাত্র সবার জিহ্বায়॥৪৯৬॥
যে সুখে বিহ্বল শুক, নারদ, শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব-নদীয়া-নগর ॥৪৯৭॥

সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
'গাদিগাছা', 'পারডাঙ্গা', 'মাজিদা',
দিয়া যায় ॥৪৯৮॥
'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে ॥৪৯৯॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয় ॥৫০০॥
মহা-ভাগ্যবানে সে এসব তত্ত্ব জানে।
শুষ্কতর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে ॥৫০১॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥৫০২॥
সে হুঙ্কার, সে গর্জ্জন, সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার ॥৫০৩॥
কেহ বলে,—"শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে যাঁর ॥"৫০৪॥
কেহ বলে,—"জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।"
কেহ বলে,—
"নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত ॥"৫০৫॥
এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা।
সবে বলে আজি রাত্রি প্রভাত না হইলা ॥৫০৬॥
এই মত বলি' সবে দেয় জয়কার।
সর্ব্বলোকে 'হরি' বিনে
নাহি বলে আর ॥৫০৭॥
প্রভু দেখি' সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা।
পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া ॥৫০৮॥
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি' সবাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে ॥৫০৯॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব'—
এই কহে বেদ ॥৫১০॥
যেখানে যেরূপ ভক্ত-গণে করে ধ্যান।
সেই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥৫১১॥

তথাহি (ভাঃ ৩/৯/১১)—
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥৫১২॥

হে পুণ্যশ্লোক! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধদেহগত) ভাবনানুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই নিত্যস্বরূপ তাঁহাদের নিকট প্রকট করিয়া থাকেন।

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যাঁর ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥৫১৩॥
ভক্ত লাগি' প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ-কর্ম্ম না জানয়ে আর ॥৫১৪॥
কোটি জন্ম যদি যোগ, যজ্ঞ, তপ করে।
'ভক্তি' বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে ॥৫১৫॥
হেন 'ভক্তি' বিনে ভক্ত সেবিলে না হয়।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয় ॥৫১৬॥
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥৫১৭॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ বলরাম-সম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥"৫১৮॥
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ-অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥৫১৯॥
কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥৫২০॥
যে-সে-কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥৫২১॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥৫২২॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক্ আমার ॥৫২৩॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি ॥৫২৪॥

গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ—শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
গৌরচন্দ্র—‘কৃষ্ণ’, নিত্যানন্দ—‘সঙ্কর্ষণ’॥৫২৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্ব-ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥৫২৬॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাঁহারা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান॥৫২৭॥
তবে যে দেখহ অন্যোহন্যে দ্বন্দ্ব বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥৫২৮॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥৫২৯॥
সর্ব্ব-ভাবে ভজে কৃষ্ণ, কারে না যে নিন্দে।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥৫৩০॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥৫৩১॥
সর্ব্বগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয়॥৫৩২॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধর।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর॥৫৩৩॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥৫৩৪॥
শুনিলে চৈতন্য-কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ॥৫৩৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥৫৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণং নাম
ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর॥১॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ-কীর্ত্তন॥২॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন॥৩॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বলে ‘আমার’ প্রভু, তার হও নাথ॥৪॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায়॥৫॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তনে।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যে-সে-স্থানে॥৬॥
কি নগরে, কি চত্বরে, কি বা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥৭॥
আপ্ত-গণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥৮॥
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে ‘হরি’।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা’ পাসরি’॥৯॥
মহা-কম্প, অশ্রু, হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি’ যায়েন নগরে মহা-রঙ্গে॥১০॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয়॥১১॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি’ মিলি’ সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে॥১২॥
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন॥১৩॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল॥১৪॥
ক্ষণে বলে,—“মুঞি সেই মদন-গোপাল।”
ক্ষণে বলে,—“মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব-কাল॥”১৫॥

'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা-কোপে॥১৬॥
"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব—ভজে বা তারে কে? ১৭॥
স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ॥১৮॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।"
যে 'কৃষ্ণ' বলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়॥১৯॥
'গোকুল' 'গোকুল' মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন' 'বৃন্দাবন' বলে কোন দিনে॥২০॥
'মথুরা' 'মথুরা' কোন দিন বলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥২১॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি॥২২॥
ক্ষণে বলে,—"ভাই সব, বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ॥"২৩॥
দিবসেরে বলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস।
এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি বশ॥২৪॥
প্রভুর আবেশ দেখি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন॥২৫॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস॥২৬॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু-বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব-সবের ঘরে থাকে নিরন্তর॥২৭॥
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে॥২৮॥
সুখময় হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥২৯॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত-লীলায়॥৩০॥
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের কথা॥৩১॥

এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে॥৩২॥
আর্ত্তি করি' নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য়॥৩৩॥
গড়াগড়ি' যায়েন অদ্বৈত প্রেম-রসে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে॥৩৪॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ॥৩৫॥
সবে মেলি' আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেড়িয়া॥৩৬॥
কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা॥৩৭॥
আর্ত্তি-যোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি' পড়ে॥৩৮॥
কার্য্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর॥৩৯॥
ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি' যায়॥৪০॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি' ধরি' তাঁর করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে॥৪১॥
হাসিয়া ঠাকুর বলে,—"শুনহ আচার্য্য!
কি তোমার ইচ্ছা, বল কি বা চাহ কার্য্য?"৪২॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"তুমি সর্ব্ব-বেদ-সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু, কি চাহিব আর॥"৪৩॥
হাসি' বলে প্রভু,—"আমি এই ত' সাক্ষাতে।
আর কি আমারে চাহ বল ত' আমাতে॥"৪৪॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু কহিলা সু-সত্য।
এই তুমি সর্ব্ব-বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব॥৪৫॥
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বলে,—"কি বা ইচ্ছা বল মোর ঠাঁই॥"৪৬॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে॥"৪৭॥

বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য-দলে মহা-যুদ্ধপথ ॥৪৮॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥৪৯॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী উপবনে ॥৫০॥
কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥৫১॥
মহা-অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ-দুষ্টগণ ॥৫২॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে, পর-দ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি' মরে ॥৫৩॥
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য-গোসাঞি ॥৫৪॥
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি' পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে ॥৫৫॥
পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
পর্য্যটনসুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায় ॥৫৬॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ ॥৫৭॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর ॥৫৮॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি' বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর ॥৫৯॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি'।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি' আঁখি ॥৬০॥
প্রভু বলে,—"উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥৬১॥
যে তোমারে প্রীতি করে, মুঞি সত্য তার।
তোমা'-বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥৬২॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভাল-মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥"৬৩॥

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর ॥৬৪॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী-নন্দন।
'দেখ দেখ' করি' প্রভু ডাকে ঘন ঘন ॥৬৫॥
'প্রভু প্রভু' বলি' স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥৬৬॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥৬৭॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥৬৮॥
'সর্ব্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে ॥৬৯॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥৭০॥
নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন ॥৭১॥
ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ—ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥৭২॥
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাম মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে॥৭৩॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-ধন ॥৭৪॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥৭৫॥
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত-নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম আনন্দ ॥৭৬॥
বৈভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন।
ধূলায় যায়েন গড়ি' সকল অঙ্গন ॥৭৭॥
কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ॥৭৮॥
এই মতে দুই জনে মহা-কুতূহলী।
শেষে দুই জনেই বাজিল গালাগালি ॥৭৯॥

অদ্বৈত বলয়ে,—"অবধূত মাতালিয়া!
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥৮০॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি' সাম্ভাইলি কেনে?
'সন্ন্যাসী' করিয়া তোরে বলে কোন্ জনে?৮১॥
হেন জাতি নাহি, না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি আছে', হেন কোন্ জনে বলে তোরে?৮২॥
বৈষ্ণব-সভায় কেনে মহা-মাতোয়াল?
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল ॥"৮৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—"আরে নাড়া, বসি' থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ আগে দেখাই প্রতাপ ॥৮৪॥
আরে বুড়া বামনা তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই ॥৮৫॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥৮৬॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা'-সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর ॥"৮৭॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥৮৮॥
"মৎস্য খাও, মাংস খাও, কেমত সন্ন্যাসী!
বস্ত্র এড়িলাম আমি, এই দিগ্‌বাসী ॥৮৯॥
কোথা মাতা-পিতা, কোন্ দেশে বা বসতি?
কে জানয়ে, আসিয়া বলুক দেখি' ইথি ॥৯০॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥৯১॥
তারে বলি' 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥৯২॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি' দিলা ঠাঞি ॥৯৩॥
অবধূত করিল সকল জাতি-নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ ॥"৯৪॥
কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোহন্যে কলহ করেন সর্ব্বক্ষণ ॥৯৫॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই ॥৯৬॥
হেন প্রেম-কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৯৭॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈত-কিঙ্কর ॥৯৮॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥৯৯॥
'বিষ্ণু' আর 'বৈষ্ণব' সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয় ॥১০০॥
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় তরিয়া ॥১০১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জয় জয় সর্ব্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় বিপ্র-বেদ-ধর্ম্ম-ন্যাসীর মহেন্দ্র ॥১॥
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন-কারুণ্য-সাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় বিশ্বম্ভর ॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥
মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তিরসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ ॥৪॥
নিরবধি করে প্রভু হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্বক্ষণ ॥৫॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে ॥৬॥
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি' যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায় ॥৭॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥৮॥
বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু সর্ব্বগণ লঞা।
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥৯॥
কোনদিন নৃত্য করি' বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥১০॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে ॥১১॥
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে ॥১২॥
সারি করি' চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন ॥১৩॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গা-জল কোন্ জনে আনে?"১৪॥
শ্রীবাস বলয়ে,—"প্রভু, 'দুঃখী' বহি' আনে।"
প্রভু বলে,—"'সুখী' করি' বল সর্ব্বজনে॥১৫॥
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥"১৬॥
এতেক কারুণ্য শুনি' প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে ॥১৭॥
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
'দাসী' বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায় ॥১৮॥
প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥১৯॥
কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ॥২০॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ॥২১॥

দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল ॥২২॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁর দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥২৩॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সঙ্কীর্ত্তন করে ॥২৪॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥২৫॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥২৬॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে, পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস ॥২৭॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রী-গণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥২৮॥
"তোমরা তো সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে, চিত্তে দেহ' ক্ষমা ॥২৯॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যাঁর নাম।
অতি মহা-পাতকীও যায় কৃষ্ণধাম ॥৩০॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভৃত্য ॥৩১॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক? ৩২॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে ॥৩৩॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ, যার যেই লয় চিত্তে ॥৩৪॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখভঙ্গ হয়ে ॥৩৫॥
কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায় ॥"৩৬॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ॥৩৭॥

পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥৩৮॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥৩৯॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণে রহিলেন লই' ভক্তবৃন্দ॥৪০॥
পরম্পরা শুনিলেন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন॥৪১॥
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে॥৪২॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্বজনের অন্তর॥৪৩॥
প্রভু বলে,—"আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥"৪৪॥
পণ্ডিত বলেন,—"প্রভু মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ!"৪৫॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥৪৬॥
সম্ভ্রমে বলয়ে প্রভু,—"কহ কতক্ষণ?"
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন॥৪৭॥
"তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥৪৮॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য্য করিতে সত্বর॥"৪৯॥
শুনি' শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ॥৫০॥
প্রভু বলে,—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে?"
এত বলি' মহাপ্রভু লাগলা কান্দিতে॥৫১॥
"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে!"৫২॥
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর॥৫৩॥

নাহি জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ॥৫৪॥
গারিহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস।
তবে ধ্বনি করি' কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥৫৫॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥৫৬॥
মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু করেন বচন।
"শ্রীবাসরে ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ?"৫৭॥
শিশু বলে,—"প্রভু, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার?"৫৮॥
মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব-ভক্তগণে॥৫৯॥
শিশু বলে,—"এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস॥৬০॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত-পুরি॥৬১॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা' না পাসরি॥৬২॥
কে কাহার বাপ, প্রভু, কে কার নন্দন।
সবে আপানার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥৬৩॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাম অন্য পুরে॥৬৪॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার॥"৬৫॥
এত বলি' নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥৬৬॥
মৃত-পুত্র-মুখে শুনি' অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ॥৬৭॥
পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অস্থির॥৬৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে॥৬৯॥

"জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥৭০॥
যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে ॥"৭১॥
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৭২॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৭৩॥
প্রভু বলে,—"শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত!
তুমি ত' সকল জান সংসারের রীত ॥৭৪॥
এ সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায় ॥৭৫॥
আমি, নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর ॥"৭৬॥
শ্রীমুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি'।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি ॥৭৭॥
সর্ব্বগণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্ত্তন করিয়া ॥৭৮॥
যথোচিত ক্রিয়া করি' কৈলা গঙ্গা-স্নান।
'কৃষ্ণ' বলি' সবে গৃহে করিলা পয়ান ॥৭৯॥
প্রভু, ভক্তগণ সবে গেলা নিজঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ॥৮০॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৮১॥
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
'গৌরচন্দ্র' 'নিত্যানন্দ'—নন্দন যাঁহার ॥৮২॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের প্রতীত হয়, অভক্তের নয় ॥৮৩॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃত-শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা ॥৮৪॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সুখে নিরন্তর ॥৮৫॥
প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে ॥৮৬॥
স্নান করি' বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে ॥৮৭॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥৮৮॥
পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥৮৯॥
এইমত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র ॥৯০॥
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি বিষ্ণু পূজ', মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥৯১॥
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে ॥৯২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মৃতশিশু-তত্ত্বজ্ঞান-বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ধ্রু॥
একদিন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে ॥১॥
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ, বলিলাঙ দঢ় ॥"২॥
এইমত মহাপ্রভু বলে বার বার।
শুনি' শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার ॥৩॥

"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত ॥৪॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু, চরণের ছায়া।
কীটতুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া ॥"৫॥
প্রভু বলে,—"মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমারে রন্ধনে ॥৬॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায় ॥"৭॥
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই' মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-স্থানে ॥৮॥
সবে বলিলেন,—"তুমি কেনে কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় ॥৯॥
বিশেষে যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে ॥১০॥
আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে ॥১১॥
ভক্তস্থানে মাগি' খায়, প্রভুর স্বভাব।
দেহ' গিয়া তুমি বড় করি' অনুরাগ ॥১২॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে ॥১৩॥
বড় ভাগ্য তোমার, এমত কৃপা যারে।"
শুনি' দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ-ঘরে ॥১৪॥
স্নান করি' শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥১৫॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ-থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড় ॥১৬॥
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।"
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী ॥১৭॥
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা ॥১৮॥
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি' প্রভু আসি' হৈলা উপসন্ন ॥১৯॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥২০॥
আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি'।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী ॥২১॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে ॥২২॥
হাসি' বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্য-গণে ॥২৩॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা শ্রীগৌরসুন্দর।
শুক্লাম্বর-অন্ন খায়—এ বড় দুষ্কর ॥২৪॥
হেন প্রভু বলে,—"জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥২৫॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিল কোন্‌মতে ॥২৬॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তোমা'-সব লাগি' সে আমার আদি মূল ॥"২৭॥
শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
কাঁন্দিতে লাগিল অন্যোঽন্যে ভক্ত সব ॥২৮॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥২৯॥
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥৩০॥
ধন-জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' সর্ব্বশাস্ত্রে গাই ॥৩১॥
বসিলেন প্রভু প্রেমে ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩২॥
পাত্র লই' ভৃত্যগণ ভুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত যে পাত্র শিরে বন্দে ॥৩৩॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥৩৪॥
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কতক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥৩৫॥

ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন ॥৩৬॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়দাস।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥৩৭॥
নবদ্বীপে তাঁর মত নাহি আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥৩৮॥
'আঁখরিয়া-বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন দোষে ॥৩৯॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত ॥৪০॥
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ন-আভরণ ॥৪১॥
শ্রীরত্ন-মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-মণি জ্বলে ॥৪২॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি' পরানন্দ হইলা বিজয় ॥৪৩॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে ॥৪৪॥
প্রভু বলে,—"যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥"৪৫॥
এত বলি' হাসে প্রভু বিজয় চাহিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা-হুঙ্কার করিয়া ॥৪৬॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ ॥৪৭॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ মূর্চ্ছিত তন্ময় ॥৪৮॥
ভক্ত সব বুঝিলেন—বৈভব-দর্শন।
সর্ব্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥৪৯॥
সবারে জিজ্ঞাসে প্রভু,—"কি বল ইহার?
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত' হুঙ্কার ॥"৫০॥
প্রভু বলে,—"জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গায় অনুরাগ ॥৫১॥
নহে শুক্লাম্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥"৫২॥
এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিল, হাসে বৈষ্ণব-সমস্ত ॥৫৩॥
উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্ব নদীয়ায় ॥৫৪॥
না আহার, না নিদ্রা, রহিত দেহ-ধর্ম্ম।
ভ্রমেন বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম্ম ॥৫৫॥
কত দিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর-গৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥৫৬॥
শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যার ॥৫৭॥
এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥৫৮॥
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥৫৯॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-বেদ-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥৬০॥
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥৬১॥
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব-ধর্ম্ম' যত, তাহা প্রকাশে সকল ॥৬২॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন।
রঘু-সিংহ, বৌদ্ধ, কল্কি, শ্রীনন্দনন্দন ॥৬৩॥
এই মত যত অবতার সে-সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি' ভাব-ছল ॥৬৪॥
এই সকল ভাব হই' লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে ॥৬৫॥
মহা-মত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে।
'মদ আন' 'মদ আন' ডাকে উচ্চরবে ॥৬৬॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি' গঙ্গাজল দেন সাবহিত ॥৬৭॥

হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি' কাঁপে ত্রিভুবন ॥৬৮॥
হেন সে করেন মহা-তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥৬৯॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড-সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য-সব সে নৃত্য দেখিতে ॥৭০॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সবে গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥৭১॥
আর্য্যা-তর্জ্জা পড়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায় ॥৭২॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাগে॥৭৩॥
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি' মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ!' ৭৪॥
কদাচিৎ কখনও প্রভুর বাহ্য হয়।
'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয় ॥৭৫॥
প্রভু বলে,—"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জ্যেঠা বলরাম ॥"৭৬॥
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি' ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রায় ॥৭৭॥
যে ক্রীড়া করেন প্রভু, সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত ॥৭৮॥
কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয় ॥৭৯॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥৮০॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা' পাসরি' যেন করয়ে সকল ॥৮১॥
পূর্ব্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥৮২॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥৮৩॥

ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥৮৪॥
এই মত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥৮৫॥
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥৮৬॥
এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দাবন', 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর॥৮৭॥
কোন যোগে তহিঁ এক পড়ুয়া আইল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥৮৮॥
"'গোপী গোপী' কেন বল নিমাঞি পণ্ডিত!
'গোপী গোপী' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বলহ ত্বরিত॥৮৯॥
কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে॥"৯০॥
ভিন্নভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বলে,—"দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে?৯১॥
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে।
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥৯২॥
সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে?"৯৩॥
এত বলি' মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥৯৪॥
আথেব্যথে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু, বলে 'ধর ধর' ॥৯৫॥
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি' পড়ুয়া পলায় ॥৯৬॥
ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু, না জানে পড়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া ॥৯৭॥
আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ॥৯৮॥
সবে মেলি' স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে ॥৯৯॥

সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঘর্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন ॥১০০॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সবে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥১০১॥
সবে বলে 'বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাঙ আমি তাহার বাড়ী'ত॥১০২॥
দেখিলাঙ বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বলয়ে আন॥১০৩॥
তাহে আমি বলিলাঙ—'কি কর' পণ্ডিত।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত॥'১০৪॥
এই বাক্য শুনি' মহা-ক্রোধ অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া॥১০৫॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥১০৬॥
রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে॥"১০৭॥
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ-গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে॥১০৮॥
কেহ বলে,—"ভাল ত' 'বৈষ্ণব' বলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা-কোপে॥"১০৯॥
কেহ বলে,—"'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম যদি না বলে বদনে?"১১০॥
কেহ বলে,—"শুনিলাঙ অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥"১১১॥
কেহ বলে,—"এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥১১২॥
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিবেন আমরা কেনই বা সহি?১১৩॥
রাজা ত' নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে?
আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥১১৪॥
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর॥১১৫॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত।
আমরাও নহি অল্প-মানুষের সুত॥১১৬॥
হের সবে পড়িলাঙ কালি তার সনে।
আজি তিঁহো 'গোসাঞি' বা হইল কেমনে!"১১৭॥
এই মত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন॥১১৮॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥১১৯॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত॥১২০॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥"১২১॥
বলি' অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্বলোকনাথ।
কারণ না বুঝি' ভয় জন্মিল সবা'ত॥১২২॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥'১২৩॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
'হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥১২৪॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।'
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ॥১২৫॥
ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি'।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥১২৬॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহাশয়!
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥১২৭॥
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তারণ নহিল, আমি আইলুঁ সংহারিতে॥১২৮॥
আমা' দেখি' কোথা পাইবেক বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটি-পাশ॥১২৯॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি' গেল অশেষ বন্ধনে॥১৩০॥
ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সব জীবের সংহার॥১৩১॥

দেখি কালি শিখা-সূত্র সব মড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥১৩২॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥১৩৩॥
তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিবে চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥১৩৪॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব লোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার ॥১৩৫॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি' বুলোঁ—
দেখোঁ কে বা মোরে মারে ॥১৩৬॥
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্ত-বাস মুঞি ছাড়িব নিশ্চয় ॥১৩৭॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে
সন্ন্যাস-কারণে ॥১৩৮॥
যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি' ॥১৩৯॥
জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥১৪০॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত' জানহ অবতারের কারণ ॥"১৪১॥
শুনি' নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন-দেহ-প্রাণ ॥১৪২॥
কোন্ বিধি দিব হেন না আইসে বদনে।
'অবশ্য করিবে প্রভু' জানিলেন মনে ॥১৪৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—"প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় ॥১৪৪॥
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥১৪৫॥
সর্ব্ব-লোকেপাল তুমি সর্ব্ব-লোকনাথ।
ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমা'ত ॥১৪৬॥
যেরূপে করিবা প্রভু জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর ॥১৪৭॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিবে, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥১৪৮॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কে বা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনে ॥১৪৯॥
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু, বিরোধিতে পারে ॥"১৫০॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥১৫১॥
এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি'।
চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥১৫২॥
'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, দেহ হইল নিস্পন্দ ॥১৫৩॥
স্থির হই' নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
"প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥১৫৪॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিবা-রাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি ॥১৫৫॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥১৫৬॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম আনন্দ ॥১৫৭॥
প্রভু বলে,—"গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল ॥১৫৮॥
'বোল বোল' হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের শুনি' দিব্য-ধ্বনি ॥১৫৯॥
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥১৬০॥
প্রভু বলে,—"মুকুন্দ, শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা ॥১৬১॥
গারিহস্ত আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে-ভিত ॥"১৬২॥

শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥১৬৩॥
কাকুতি করিয়া বলে, মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু, এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥১৬৪॥
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে।
তবে প্রভু, করিবা সে যে তোমার মনে॥"১৬৫॥
মুকুন্দের বাক্য শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥১৬৬॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার উত্তর॥১৬৭॥
না রহিব গদাধর, আমি গৃহ-বাসে।
যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥১৬৮॥
শিখা-সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি' যাব॥"১৬৯॥
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি' গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥১৭০॥
অন্তরে দুঃখিত হই' বলে গদাধর।
"যতেক অদ্ভুত প্রভু, তোমার উত্তর ॥১৭১॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই? ১৭২॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম্ম হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥১৭৩॥
অনাথিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে ॥১৭৪॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ ॥১৭৫॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নয়।
গৃহস্থ সে সবার প্রীতের স্থলী হয় ॥১৭৬॥
তথাপিও মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি' চলি' যাও॥"১৭৭॥
এই মত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
'শিখা-সূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে ॥১৭৮॥

সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে কারু নাহি দেহে জ্ঞান ॥১৭৯॥
করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা সঙরিয়া কান্দে সর্ব্বভক্তগণ॥ধ্রু॥১৮০॥
কেহ বলে,—"সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা'-উপরে॥"১৮১॥
কেহ বলে,—"না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥"১৮২॥
"সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি' শিরে কর হানয়ে অপার ॥১৮৩॥
কেহ বলে,—"সে সুন্দর কেশে আর বার।
আমলক দিয়া কি বা করিব সংস্কার॥"১৮৪॥
'হরি হরি' বলি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥১৮৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৮৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শুক্লাম্বর-বিজয়-প্রসাদ-বর্ণনং তথা বিদ্যার্থি-
শোধনরূপযতিধর্ম্ম-গ্রহণেচ্ছা-বর্ণনঞ্চ নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় গৌরসিংহ পতিতপাবন ॥১॥
এই মত অন্যোঽন্যে সর্ব্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ॥২॥
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া ॥৩॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দিকে যায়েন বা করিয়া বিচার ॥"৪॥

এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥৫॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সবারে ॥৬॥
প্রভু বলে,—"তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ ॥৭॥
তোমরা বা ভাব 'আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা'-সবারে ছাড়িয়া॥'৮॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা'-সবা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥৯॥
সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥১০॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা'-সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে ॥১১॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকল সঙ্গী সবে হ'য়েছ আমার ॥১২॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্ত্তন' 'আনন্দ' রূপে হইবে আমার ॥১৩॥
তাহাতেও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা'-সঙ্গে ॥১৪॥
লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ ॥"১৫॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে ॥১৬॥
প্রভু-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সবা' প্রবোধিয়া প্রভু নিজ বাসে গেলা ॥১৭॥
পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥১৮॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি' শচী-জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥১৯॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে ॥২০॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥২১॥

ভাটিয়ারী রাগঃ

"না যাইয় না যাইয় বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥২২॥

(গৌরাঙ্গ হে! ধ্রু॥)

কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন ॥২৩॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন ॥২৪॥
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥২৫॥
পরম বান্ধব গদাধর-আদি-সঙ্গে।
গৃহে রহি' সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥২৬॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ, তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন্ ধর্ম্মের বিচার? ২৭॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা?"২৮॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ, না করে উত্তর ॥২৯॥
"তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥৩০॥
তোমা' দেখি' সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু ॥৩১॥

করুণ ভাটিয়ারী রাগঃ

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায় ॥৩২॥
সবা' লঞা কর' নিজ-অঙ্গনে কীর্ত্তন,
নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ধ্রু॥৩৩॥

প্রেমময় দুই আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা-দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গেতে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বরিষে ॥"৩৪॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি',
(যেন) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায় ॥৩৫॥
এইমত বিলাপ করয়ে শচী-মাতা।
মুখ তুলি' ঠাকুর না কহে কোন কথা ॥৩৬॥
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থিচর্ম্মসার।
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহার ॥৩৭॥
প্রভু দেখি' জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে ॥৩৮॥
প্রভু বলে,—"মাতা, তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ॥৩৯॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার 'পৃশ্নি' নাম ॥৪০॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে 'অদিতি' আপনি ॥৪১॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার ॥৪২॥
তবে তুমি 'দেবহূতি' হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥৪৩॥
তবে ত' 'কৌশল্যা' হৈলা আর বার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥৪৪॥
তবে তুমি মথুরায় 'দেবকী' হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ॥৪৫॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি ॥৪৬॥
আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥৪৭॥
'মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী ॥৪৮॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ॥৪৯॥
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা ॥"৫০॥
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
বিরহপ্রবোধ-বর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ-প্রতি কর শুভ দৃষ্টি-পাত ॥১॥
এইমতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর ॥২॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে ॥৩॥
নিরবধি পরানন্দ সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥৪॥
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি' রহিলা সবে প্রভুর গমন ॥৫॥
সর্ব্ব বেদে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে ॥৬॥
যে-দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে ॥৭॥

"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি!
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি ॥৮॥
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥৯॥
'ইন্দ্রাণী' নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥১০॥
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত ॥"১১॥
"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ ॥"১২॥
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে ॥১৩॥
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥১৪॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥১৫॥
পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥১৬॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে ॥১৭॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর ॥১৮॥
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে ॥১৯॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥২০॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই' দুই করে ॥২১॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন্ দিগ হইতে আইসে নাহি জানি ॥২২॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥২৩॥
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
এক দৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীবদন ॥২৪॥
আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—
"কৃষ্ণ গোও গিয়া ॥২৫॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥২৬॥
যদি আমা'-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥২৭॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥"২৮॥
এই মত শুভদৃষ্টি করি' সবাকারে।
উপদেশ কহি' সবে বলে,—"যাও ঘরে॥"২৯॥
এই মত কত যায়, কত বা আইসে।
কেহ কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে ॥৩০॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায় ॥৩১॥
প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া ॥৩২॥
এক লাউ হাতে করি' সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি' হইলা গোচর ॥৩৩॥
লাউ-ভেট দেখি' হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে।
"কোথায় পাইলা?"
প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে ॥৩৪॥
নিজ-মনে জানে প্রভু "কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥৩৫॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥"৩৬॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥৩৭॥
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ-ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান ॥৩৮॥

হাসিয়া ঠাকুর বলে,—“বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥”৩৯॥
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন ॥৪০॥
এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥৪১॥
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি’ ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥৪২॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি’।
চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৪৩॥
যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥৪৪॥
আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ॥৪৫॥
‘দণ্ড চারি রাত্রি আছে’ ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাঘ্রাণ লইয়া ॥৪৬॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি’।
গদাধর বলেন,—“চলিব সঙ্গে আমি॥”৪৭॥
প্রভু বলে,—“আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥”৪৮॥
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন তত-ক্ষণ ॥৪৯॥
জননীরে দেখি’ প্রভু ধরি’ তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ-উত্তর ॥৫০॥
“বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ, শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥৫১॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লৈলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ ॥৫২॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
আমি কোটী-কল্পেও নারিব শোধিবারে॥৫৩॥
তোমার প্রসাদে সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥৫৪॥
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥৫৫॥
সংযোগ-বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কা’ত ॥৫৬॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥৫৭॥
ব্যবহার-পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥”৫৮॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
“তোমার সকল ভার আমার আমার ॥”৫৯॥
যত কিছু বলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না করে, কান্দে অঝোর নয়নে ॥৬০॥
পৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা ॥৬১॥
জননীর পদ-ধূলি লই’ প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি’ তানে চলিলা সত্বরে ॥৬২॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্ব জীব উদ্ধারিতে ॥৬৩॥
শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ ॥৬৪॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড়প্রায় রহিলেন, নাহি স্ফুরে কথা ॥৬৫॥
ভক্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষঃ-কালে স্নান করি’ যতেক মহান্ত ॥৬৬॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসি’ সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে ॥৬৭॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস-উদার।
“আই কেন রহিয়াছে বাহির-দুয়ার ॥”৬৮॥
জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥৬৯॥
ক্ষণেকে বলিলা আই—“শুন, বাপ সব!
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥৭০॥

এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার।
তোমা'-সবাকার হয় শাস্ত্র-পরচার ॥"৭১॥
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর, মো যাঙ চলিয়া ॥"৭২॥
শুনি' মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই' অচেতন ॥৭৩॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি' আর্ত্তনাদ ॥৭৪॥
অন্যোহন্যে সবেই সবার ধরি' গলা।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা ॥৭৫॥
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ"।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত ॥৭৬॥
"না দেখি' সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে ॥৭৭॥
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।"
গড়াগড়ি' যায় কেহ করে আত্মঘাত ॥৭৮॥
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ॥৭৯॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে-ই আসি' ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে ॥৮০॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥৮১॥
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা'-সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥"৮২॥
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
'হরি হরি' বলি' উচ্চৈঃস্বরে।
কি বা মোর ধন-জন, কি বা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি' গেলা সবাকারে ॥৮৩॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
'হরি হরি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা'-সবা' না বলিলা,
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥৮৪॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি', কান্দে মুকুন্দ-মুরারি,
শ্রীধর, গদাধর, গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস ॥৮৫॥
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, নদীয়ার লোক-সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি' প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা-শোক,
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া ॥৮৬॥
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত,
বাল-বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
'নিমাইরে না দেখিমু আর' ॥৮৭॥
কতক্ষণে ভক্তগণ হই' কিছু শান্ত।
শচী-দেবী বেড়ি' সব বসিলা মহান্ত ॥৮৮॥
কতক্ষণে সর্ব্ব-নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজমণি ॥৮৯॥
শুনি' সর্ব্ব-লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইলা সর্ব্বলোক নদীয়ার ॥৯০॥
আসি' সর্ব্বলোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে ॥৯১॥
তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক ॥৯২॥
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ করি' সবে করেন রোদন ॥৯৩॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব তাঁর সে চন্দ্র-বদন ॥"৯৪॥
কেহ বলে,—"চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি' কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা ॥৯৫॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা'-সবার জীবন ॥"৯৬॥
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥৯৭॥

প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যে মতে।
সর্ব্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে ॥৯৮॥
নিন্দা-দ্বেষ-আদি যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল ॥৯৯॥
সর্ব্বজীব-নাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ॥১০০॥
শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ ॥১০১॥
গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ॥১০২॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করিছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥১০৩॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥১০৪॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব ভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥১০৫॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্ ॥১০৬॥
দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি' স্তুতি করেন আপনে ॥১০৭॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়!
পতিত-পাবন-তুমি মহা-কৃপাময় ॥১০৮॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত ॥১০৯॥
কৃষ্ণদাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান ॥"১১০॥
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ॥১১১॥
গাইতে লাগিল মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥১১২॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি' সেইক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে॥১১৩॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
এক দৃষ্টে পান সবে করে নিরন্তর ॥১১৪॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে 'অনন্ত' বদনে ॥১১৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥১১৬॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বলে॥১১৭॥
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে পায় ভয়॥১১৮॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্যভাবে।
দন্তে তৃণ করি' সবা'-স্থানে দাস্য মাগে॥১১৯॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক॥১২০॥
"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী॥১২১॥
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥১২২॥
আমা'-সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে॥"১২৩॥
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি' কান্দে।
পড়ি' কান্দে সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥১২৪॥
ক্ষণেক সম্বরি' নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর ॥১২৫॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হই' করে স্তুতি ॥১২৬॥
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥১২৭॥
তুমি সে জগদ্গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয় ॥১২৮॥
তবে তুমি লোকশিক্ষা-নিমিত্ত-কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে ॥"১২৯॥

প্রভু বলে,—"মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ' যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥"১৩০॥
এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা'-সঙ্গে ॥১৩১॥
প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥১৩২॥
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি॥"১৩৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব-বিধি-যোগ্য কার্য্য॥১৩৪॥
নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন॥১৩৫॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ, তাম্বূল, চন্দন।
পুষ্প, যজ্ঞ-সূত্র, বস্ত্র আনে সর্ব্বজন ॥১৩৬॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে॥১৩৭॥
পরম আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি।
'হরি' বিনা লোক-মুখে আর নাহি শুনি॥১৩৮॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥১৩৯॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥১৪০॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে।
মাথে হাত না দেয়, ক্রন্দনমাত্র করে ॥১৪১॥
নিত্যানন্দ-আদি করি' যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৪২॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি' শোক॥১৪৩॥
কেহ বলে,—"কেনে বিধি সৃজিল সন্ন্যাস?"
এত বলি' নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস ॥১৪৪॥
অগোচরে থাকি' সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥১৪৫॥
হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ॥১৪৬॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন ॥১৪৭॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥১৪৮॥
'বোল' 'বোল' করি' প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে নিরন্তর ॥১৪৯॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা-কম্প, বহে অশ্রুধারে॥১৫০॥
'বোল বোল' করি' প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার ॥১৫১॥
কথং-কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে ॥১৫২॥
তবে সর্ব্ব-লোক-নাথ করি' গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥১৫৩॥
'সর্ব্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে ॥১৫৪॥
প্রভু কহে,—"স্বপ্নে মোরে কোন-মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥১৫৫॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি' প্রভু তাঁরে কর্ণে মন্ত্র কহে॥১৫৬॥
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল ॥১৫৭॥
ভারতী বলেন,—"এই মহা-মন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥"১৫৮॥
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥১৫৯॥
চতুর্দ্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥১৬০॥
পরিলেন অরুণ বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥১৬১॥

সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥১৬২॥
দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥১৬৩॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ॥১৬৪॥
কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি' তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥১৬৫॥
'সহস্রনামে'তে যে কহিলা বেদব্যাস।
'কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥'১৬৬॥
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥১৬৭॥

তথাহি (মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনাম-স্তোত্রে ৭৫ সংখ্যা)—

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো
নিষ্ঠা-শান্তিঃ পরায়ণঃ॥১৬৮॥

[সেই শ্রীবিষ্ণু] যতিধর্ম্ম-গ্রহণকারী, নির্ব্বিষয়, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদি-অভক্তের নিবৃত্তিকারি-শান্তিলব্ধ-মহাভাব-পরায়ণ।

তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥১৬৯॥
"চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥১৭০॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম ॥১৭১॥
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে।
ইহানে ত' তাহা থুইবারে যোগ্য নহে॥"১৭২॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥১৭৩॥
পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি ॥১৭৪॥
"যত জগতের তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া ॥১৭৫॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইল ধন্য॥"১৭৬॥
এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥১৭৭॥
চতুর্দ্দিকে মহা-হরি-ধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল ॥১৭৮॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করিলা প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি' নিজ নাম ॥১৭৯॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥১৮০॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ॥১৮১॥
সর্ব্ব-কাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাঁহারে যখন কৃপা, দেখায়েন তাঁরে ॥১৮২॥
আর কত লীলা-রস হইল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে॥১৮৩॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥১৮৪॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥১৮৫॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানা মতে অশেষ-বিশেষে ॥১৮৬॥
এই মতে মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥১৮৭॥
মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥১৮৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥১৮৯॥

হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥১৯০॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥১৯১॥
মুখেহ যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥১৯২॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায় ॥১৯৩॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন ভজোঁ প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥১৯৪॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে॥১৯৫॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥১৯৬॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে, তত দূর উড়ি' যায় ॥১৯৭॥
এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যার যতদূর শক্তি সবে তত গাই ॥১৯৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৯৯॥

আনন্দলীলারসবিগ্রহায়
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥২০০॥

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণানন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ; তুমি স্বর্ণচ্ছটা-মণ্ডিত লোকাতীত সুন্দর-মূর্ত্তি, তুমি কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস-প্রেম জগৎকে প্রদান করিয়াছ।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
সন্ন্যাসগ্রহণং নাম অষ্টবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অন্ত্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥১॥*
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-স্থতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥২॥†
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত॥৩॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় ভকত-সমাজ॥৪॥
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥৫॥
শেষখণ্ড-কথা ভাই, শুন এক-চিত্তে।
নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যে-মতে॥৬॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর॥৭॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥৮॥
'বোল' 'বোল' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥৯॥
শ্বাস, হাস, স্বেদ, কম্প, পুলক, হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥১০॥
কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥১১॥

* আদি ১ম অঃ ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম অঃ ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা।
নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা॥১২॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা॥১৩॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন॥১৪॥
পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি'।
স্থকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি'॥১৫॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে।
গড়াগড়ি' যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥১৬॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্বগণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥১৭॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরম স্থখ গায় সব ভৃত্য॥১৮॥
চারি-বেদে ধ্যানে যাঁরে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥১৯॥
কেশব-ভারতী-পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁর॥২০॥
এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥২১॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া॥২২॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"২৩॥
গুরু বলে,—"আমিহ চলিব তোমা'-সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥"২৪॥

কৃপা করি' প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥২৫॥
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য কোলে করি'।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি ॥২৬॥
"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
কহিও সবারে আমি চলিলাঙ বনে ॥২৭॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্বক্ষণে ॥২৮॥
তুমি মোর পিতা—মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥"২৯॥
এতেক বলিয়া তানে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই' চন্দ্রশেখর পড়িলা ॥৩০॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥৩১॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাই' শ্রীচন্দ্রশেখর।
নবদ্বীপ-প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর ॥৩২॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আইলা।
সবা'-স্থানে কহিলেন,—"প্রভু বনে গেলা ॥"৩৩॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি' ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদ করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৪॥
কোটি মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুতাপ ॥৩৫॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি' সে ক্রন্দন ॥৩৬॥
অদ্বৈত শুনিবামাত্র হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমি'ত ॥৩৭॥
শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ॥৩৮॥
ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৯॥
অদ্বৈত বলয়ে,—"আর কি কার্য্য জীবনে।
সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে ॥৪০॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায় ॥"৪১॥
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন ॥৪২॥
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায় ॥৪৩॥
যদ্যপিহ সবেই পরম মহাধীর।
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির ॥৪৪॥
ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সবা' প্রবোধি' আকাশ-বাণী হয় ॥৪৫॥
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি-ভক্তগণ!
সবে সুখে কর' কৃষ্ণচন্দ্র-আরাধন ॥৪৬॥
সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা'-সবার মাঝে ॥৪৭॥
দেহ-ত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সবে বিহরিবে প্রভু-সনে ॥"৪৮॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহত্যাগ-প্রতি সবে ছাড়িলেন মন ॥৪৯॥
করি' অবলম্বন প্রভুর গুণ-নাম।
শচী বেড়ি' ভক্তগণ থাকে অবিরাম ॥৫০॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি' হরিধ্বনি ॥৫১॥
নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব ভারতী ॥৫২॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত-সিংহ-প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায় ॥৫৩॥
চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি' বন ভাঙ্গি' যায়।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায় ॥৫৪॥
"সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ ॥৫৫॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা'-সবার শরীরে ॥"৫৬॥

বর শুনি' সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পরবশ-প্রায় সবে আইলন ঘরে ॥৫৭॥
রাঢ়ে আসি' গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ ॥৫৮॥
রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থ-মণ্ডলী মনোহর ॥৫৯॥
স্বভাব-সুন্দর স্থান শোভে গাভী-গণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে ॥৬০॥
'হরি' 'হরি' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তন করে সব ভৃত্য ॥৬১॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি' শোধ পায় ॥৬২॥
এইমত প্রভু ধন্য করি' রাঢ়-দেশ।
সর্ব্বপথে চলিলেন করি' নৃত্যাবেশ ॥৬৩॥
প্রভু বলে,—"বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে ॥"৬৪॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি' যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায় ॥৬৫॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি' মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন ॥৬৬॥
যদ্যপিহ কোন দেশে নাহি সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥৬৭॥
তথাপি প্রভুর দেখি' অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥৬৮॥
তথি-মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তারা বলে,—"এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥"৬৯॥
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দি' গড়ি' যায় ॥৭০॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ ॥৭১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ ॥৭২॥

হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব-ভক্ত-গণ-সাথ ॥৭৩॥
দিন-অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে ॥৭৪॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ ॥৭৫॥
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সবা' ছাড়ি' পলাইয়া গেল কথোদূর ॥৭৬॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন ॥৭৭॥
সর্ব্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন ॥৭৮॥
নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥৭৯॥
"কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ!"
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ ॥৮০॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসিচূড়ামণি।
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥৮১॥
কথো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন ॥৮২॥
চলিলেন সবে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন সবে প্রভু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥৮৩॥
প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন ॥৮৪॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি' চারি ভিতে॥৮৫॥
এই মতে সর্ব্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হঞা ॥৮৬॥
ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই-স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥৮৭॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্বমুখ পুন হইলেন নিজ-সুখে ॥৮৮॥

পূর্ব্বমুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে ॥৮৯॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে ॥৯০॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে' ॥"৯১॥
এত বলি' চলিলেন হই' পূর্ব্বমুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ ॥৯২॥
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সবে মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপাপাত্র ॥৯৩॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥৯৪॥
হেন বুঝি করি' প্রভু বক্রেশ্বর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ ॥৯৫॥
গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ ॥৯৬॥
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব দেশ, না জানে কীর্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥৯৭॥
প্রভু বলে,—"হেন দেশে আইলাঙ কেনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম কারো না শুনি বদনে ॥৯৮॥
কেনে হেন দেশে মুঞি করিলুঁ পয়ান।
না রাখিমু দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥"৯৯॥
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশুগণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে এক জন ॥১০০॥
হরিধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥১০১॥
'হরিবোল' বাক্য প্রভু শুনি' শিশুমুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহাসুখে ॥১০২॥
"দিন-দুই-চারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম ॥১০৩॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি' হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি?"১০৪॥
প্রভু বলে,—"গঙ্গা কত দূর এথা হইতে?"
সবে বলিলেন,—"এক-প্রহরের পথে॥"১০৫॥
প্রভু বলে,—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥১০৬॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরি-গুণ-গাথা ॥"১০৭॥
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা-প্রতি অনুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥১০৮॥
প্রভু বলে,—"আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি' চলি' যায় ॥১০৯॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌরসিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ ॥১১০॥
গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ ॥১১১॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গা-তীরে আইলেন রঙ্গে ॥১১২॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি' গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন ॥১১৩॥
পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল-পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম ॥১১৪॥
"প্রেম-রসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥১১৫॥
সকৃৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ ॥১১৬॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥১১৭॥
কীট, পক্ষী, কুক্কুর, শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥১১৮॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা ॥১১৯॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর ॥"১২০॥

এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত অন্তর ॥১২১॥
যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করেয় স্তুতি,—হেন অবতার॥১২২॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তাঁর হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥১২৩॥
নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে ॥১২৪॥
তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ।
আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন ॥১২৫॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
নীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥১২৬॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥১২৭॥
শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ।
সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ॥১২৮॥
এই সব কথা তুমি কহিও সবারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে ॥১২৯॥
সবার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে ॥১৩০॥
তাঁ'-সবা' লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে॥"১৩১॥
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ॥১৩২॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহা-মত্ত নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥১৩৩॥
প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥১৩৪॥
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল ॥১৩৫॥
ক্ষণেকে কদম্ববৃক্ষে করি' আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥১৩৬॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি' যায়।
বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায় ॥১৩৭॥
আপনা'-আপনি সর্ব্ব-পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি' আনন্দ-সাগরে॥১৩৮॥
কখন বা পথে বসি' করেন রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ ॥১৩৯॥
কখনো হাসেন অতি মহা অট্টহাস।
কখনো বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ্-বাস ॥১৪০॥
কখনো বা স্বানুভাবে অনন্ত-আবেশে।
সর্প-প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে ॥১৪১॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতরে।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহরে ॥১৪২॥
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥১৪৩॥
এই মত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে উঠিল আসিয়া ॥১৪৪॥
আপনা' সম্বরি' নিত্যানন্দ-মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি' প্রভুর আলয় ॥১৪৫॥
আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ-উপবাস।
সবে কৃষ্ণভক্তি-বলে দেহে আছে শ্বাস॥১৪৬॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল ॥১৪৭॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কয়।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হয়? ১৪৮॥
কহ কহ রামকৃষ্ণ আছয়ে কেমনে?"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে ॥১৪৯॥
ক্ষণে বলে আই,—"ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইলা কিবা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে?"১৫০॥
এই মত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে ॥১৫১॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর হেনই সময়।
আইর চরণে আসি' দণ্ডবৎ হয় ॥১৫২॥

নিত্যানন্দে দেখি' সব ভাগবত-গণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১৫৩॥
"বাপ বাপ", বলি' আই হইলা মূর্চ্ছিত।
না জানিয়ে কে বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥১৫৪॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর সবা' করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে ॥১৫৫॥
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে।
"সত্বরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥১৫৬॥
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাঙ তোমা'-সবা' লইবারে ॥"১৫৭॥
চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব ভক্তগণ।
পূর্ণ হইলা শুনি' নিত্যানন্দের বচন ॥১৫৮॥
সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল ॥১৫৯॥
যে দিবস গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস ॥১৬০॥
দ্বাদশ-উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন ॥১৬১॥
দেখি' নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর।
আইরে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর ॥১৬২॥
"কৃষ্ণের রহস্য কোন্ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥১৬৩॥
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥১৬৪॥
বেদে যাঁরে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন ॥১৬৫॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥১৬৬॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥১৬৭॥
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে ॥১৬৮॥
শীঘ্র গিয়া কর মাতা, কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥১৬৯॥
তোমার হস্তের অন্নে সবাকার আশ।
তোমার উপাসে সে কৃষ্ণের উপবাস ॥১৭০॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন ॥"১৭১॥
তবে আই শুনি' নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি' বিরহ গেলা করিতে রন্ধন ॥১৭২॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি ॥১৭৩॥
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া ॥১৭৪॥
পরম সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ।
দ্বাদশ-উপাসে আই করিলা ভোজন ॥১৭৫॥
তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে ॥১৭৬॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী।
শুনিলেন "গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥"১৭৭॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বলে 'ধন্য ধন্য' ॥১৭৮॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা ॥১৭৯॥
কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, কি পুরুষ, নারী।
আনন্দে চলিলা সবে বলি' 'হরি হরি' ॥১৮০॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন।
তারাও সপরিকরে করিল গমন ॥১৮১॥
গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
"না বুঝিয়া নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম্ম ॥১৮২॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥"১৮৩॥
এই মতে বলি' লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥১৮৪॥

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥১৮৫॥
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে ॥১৮৬॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে-যে-মতে পারে, সেই মতে পার হয় ॥১৮৭॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি' সেহ পার হয় ॥১৮৮॥
অন্ধ, খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে ॥১৮৯॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি' পড়ে ॥১৯০॥
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯১॥
হেন সে আনন্দ জন্মি' আছয়ে অন্তরে।
সর্ব্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দসাগরে ॥১৯২॥
যে না জানে সাঁতারিতে, সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর-প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে ॥১৯৩॥
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরি-ধ্বনি ॥১৯৪॥
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম্ম-শোক ॥১৯৫॥
আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯৬॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসি-শিরোমণি ॥১৯৭॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটিচন্দ্র হেন আসি' করিল উদয় ॥১৯৮॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ॥১৯৯॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবত হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥২০০॥
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয় ॥২০১॥
সর্ব্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি'।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥২০২॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল ॥২০৩॥
নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে ॥২০৪॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
'ফুলিয়া' পূরিল সব নগর-কানন ॥২০৫॥
দেখি' গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥২০৬॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে।
চলিলেন শান্তিপুর-আচার্য্যের ঘরে ॥২০৭॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি' নিজ-প্রাণনাথ।
পাদপদ্মে পড়িলেন হই' দণ্ডপাত ॥২০৮॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে ॥২০৯॥
শ্রীচরণ-অভিষেক করি' প্রেমজলে।
দুই হস্তে তুলি' প্রভু লইলেন কোলে ॥২১০॥
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই' পড়ে পদতলে ॥২১১॥
স্থির হই' ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥২১২॥
দিগম্বর শিশুরূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' মহাজ্যোতির্ম্ময় ॥২১৩॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অচিন্ত্য-প্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥২১৪॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥২১৫॥
আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥২১৬॥

প্রভু বলে,—“অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা॥”২১৭॥
অচ্যুত বলেন,—“তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা॥”২১৮॥
হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে॥২১৯॥
“এ সকল কথা ত’ শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন্ মহাশয়!”২২০॥
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ॥২২১॥
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন হরিধ্বনি করিতে প্রচুর॥২২২॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সবে ধরি’ শ্রীচরণ॥২২৩॥
সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান॥২২৪॥
আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥২২৫॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে সে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি-শ্রবণে সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥২২৬॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে-তে-জন॥২২৭॥
ভক্তগণ দেখি’ প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেমরসে॥২২৮॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
‘বোল বোল’ বলি’ প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন॥২২৯॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥২৩০॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, হুঙ্কার, অট্টহাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশ॥২৩১॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা॥২৩২॥

কি কহিব সে বা প্রেমরসের মাধুরী।
আনন্দে তুলিয়া বাহু বলে ‘হরি হরি’॥২৩৩॥
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ॥২৩৪॥
হারাইয়াছিলা প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন॥২৩৫॥
আনন্দে নাহিক বাহ্য কাহারো শরীরে।
প্রভু বেড়ি’ সভেই উল্লাসে নৃত্য করে॥২৩৬॥
কেবা কার গায়ে পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে॥২৩৭॥
কেবা কারে ধরি’ কান্দে, কেবা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে॥২৩৮॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর॥২৩৯॥
“হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!”
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥২৪০॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদনে॥২৪১॥
আপনে ঠাকুর তবে ধরি’ জনে জনে।
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে॥২৪২॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ॥২৪৩॥
‘হরি’ বলি’ সর্ব্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ॥২৪৪॥
সাঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী॥২৪৫॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম॥২৪৬॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে হুঙ্কার।
সবেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার॥২৪৭॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস॥২৪৮॥

কথোক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বানুভাবে বৈসে বিষ্ণু খট্টার উপর ॥২৪৯॥
যোড়হাতে সবে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে॥২৫০॥
"মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি রাম, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য, মুঞি কূর্ম্ম, বরাহ, বামন॥২৫১॥
মুঞি বুদ্ধ, কল্কি, হংস, মুঞি হলধর।
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর ॥২৫২॥
মুঞি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ ॥২৫৩॥
মোর যশ, গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ববেদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি সেবে॥২৫৪॥
মুঞি সর্ব্ব কালরূপী ভক্তগণ বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে ॥২৫৫॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিলুঁ॥২৫৬॥
বৃকাসুর বধি' মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥২৫৭॥
মুঞি সে করিলুঁ প্রহ্লাদেরে বিমোচন।
মুঞি সে করিলুঁ গোপবৃন্দের রক্ষণ ॥২৫৮॥
মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব্ব অমৃতমন্থন।
বঞ্চিয়া অসুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ ॥২৫৯॥
মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ ॥২৬০॥
মুঞি সে ধরিলুঁ বাম-হাতে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন ॥২৬১॥
মুঞি করোঁ সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি' করোঁ অবতার ॥২৬২॥
এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজাধর্ম্ম বুঝাইলুঁ সকল লোকেরে ॥২৬৩॥
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন-কারণে ॥২৬৪॥
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেমভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥২৬৫॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায়॥২৬৬॥
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, ভাই॥২৬৭॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥২৬৮॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা'-সবা' লাগি' মোর সর্ব্ব অবতার॥২৬৯॥
তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা'-সবারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সবে সত্য জান ইহা॥"২৭০॥
এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি' সব ভক্তগণ কান্দে ঊর্দ্ধরায় ॥২৭১॥
পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥২৭২॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া নগরে ॥২৭৩॥
পূর্ণমনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥২৭৪॥
প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে॥২৭৫॥
করুণা-সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণমাত্র লয় ॥২৭৬॥
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাবীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির ॥২৭৭॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা ॥২৭৮॥
সবার সহিত আইলেন করি' স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি' জলদান ॥২৭৯॥
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ, নমস্কার করি'।
সবা' লই' ভোজনে বসিলা গৌরহরি ॥২৮০॥

মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চতুর্দ্দিগে সর্ব্বগণ বসিলেন রঙ্গে ॥২৮১॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ ॥২৮২॥
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে ॥২৮৩॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥২৮৪॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে ॥২৮৫॥
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণ লুঠি' খাইলেন শেষ-পাত্র ॥২৮৬॥
ভব্যভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি ॥২৮৭॥
যে সুকৃতি-জন শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥২৮৮॥
পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন ॥২৮৯॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তাঁরে মিলে প্রেমধন ॥২৯০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৯১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে পুনঃসম্মেলনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্বপ্রাণ।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ ॥১॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর ॥২॥
ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু, যেন তোঁহে মন রয় ॥৩॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥৪॥
বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ-সঙ্গে ॥৫॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি' নিজ-কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেড়ি' সব ভৃত্য ॥৬॥
প্রভু বলে,—"আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥৭॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি' আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা'-সবাকার ॥৮॥
সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥"৯॥
ভক্তগণ বলে,—"প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥১০॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয় ॥১১॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা-দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥১২॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর' যদি চিত্তে লয় ॥"১৩॥
প্রভু বলে,—"যে-সে-কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব মুঞি কহিনু নিশ্চয় ॥"১৪॥
বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিলেন নীলাচলে, না হৈলা নিবৃত্ত ॥১৫॥
যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ-বিরোধ করিতে? ১৬॥
যত বিঘ্ন আছে সর্ব্ব কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার ॥১৭॥

যখনে করিয়া আছ চিত্ত নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা-কুতূহলে ॥"১৮॥
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা ॥১৯॥
সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত-সিংহ-গতি।
চলিলেন শুভ করি' নীলাচল-প্রতি ॥২০॥
ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥২১॥
কত দূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবা' প্রবোধেন বলি' মধুর উত্তর ॥২২॥
"চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা'-সবা' আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥২৩॥
কৃষ্ণ নাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন-কতক-ভিতরে ॥"২৪॥
এত বলি' মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি' আলিঙ্গন করে ॥২৫॥
প্রভুর নয়নজলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥২৬॥
এই মত নানারূপে সবা' প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা ॥২৭॥
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেমে সব ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥২৮॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহা-শোক-সমুদ্রের জলে ॥২৯॥
যেরূপে রহিল তাঁহা সবার জীবন।
সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥৩০॥
দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সে-ই সব।
উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥৩১॥
জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয় ॥৩২॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥৩৩॥

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে ॥৩৪॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ, আর ব্রহ্মানন্দ ॥৩৫॥
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা'-প্রতি।
"কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥৩৬॥
কে বা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহ ত' সকল ॥"৩৭॥
সবে বলে,—"প্রভু, বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার ॥"৩৮॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥৩৯॥
প্রভু বলে,—"কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥৪০॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন ॥৪১॥
প্রভু যারে যে-দিবস না লিখে আহার।
রাজ-পুত্র হউ তবু উপবাস তার ॥৪২॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে ॥৪৩॥
ক্রোধ করি' বলে,—'মুঞি না খাইমু ভাত।'
দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়ে হাত ॥৪৪॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান ॥৪৫॥
জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥৪৬॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র ॥"৪৭॥
আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সে-ই সুখ পায় ॥৪৮॥
যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে ॥৪৯॥

হেন মতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি' আটিসারা-নগরেতে ॥৫০॥
সেই আটিসারা-গ্রামে মহাভাগ্যবান্।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥৫১॥
রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয়ে।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য-সমুচ্চয়ে ॥৫২॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর ॥৫৩॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥৫৪॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা-ধর্ম্ম করায়েন শিক্ষা ॥৫৫॥
সর্ব্বরাত্রি কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্তপণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে ॥৫৬॥
শুভ-দৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত-প্রতি করি'।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি' 'হরি হরি' ॥৫৭॥
দেখি' সর্ব্ব-তাপহর শ্রীচন্দ্র-বদন।
'হরি' বলি' সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥৫৮॥
যোগীন্দ্র-হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি' যায় দেখে সর্ব্বজন ॥৫৯॥
এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা-কুতূহলে ॥৬০॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই' শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বজনে করি' সুখী ॥৬১॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি' বলে সর্ব্বজনে ॥৬২॥
অম্বুলিঙ্গ-শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত ॥৬৩॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি' গঙ্গা-আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥৬৪॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া ॥৬৫॥

গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অনুরাগে ॥৬৬॥
গঙ্গা দেখি' মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥৬৭॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥৬৮॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥৬৯॥
গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হৈলা জলময়।
গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয় ॥৭০॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি' ঘোষে সর্ব্বজনে ॥৭১॥
গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম ॥৭২॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ॥৭৩॥
ছত্রভোগ গেলা প্রভু অম্বুলিঙ্গ-ঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥৭৪॥
দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
'হরি' বলি' হুঙ্কার করেন কোলাহল ॥৭৫॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি'।
সর্ব্বগণে 'জয়' দিয়া বলে 'হরি হরি' ॥৭৬॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্বগণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা ॥৭৭॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিবে পুরাণে ॥৭৮॥
স্নান করি' মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে ॥৭৯॥
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥৮০॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥৮১॥

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র খাঁন।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহাভাগ্যবান্ ॥৮২॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।
দৈবগতি আসিয়া মিলিলা সেই স্থানে ॥৮৩॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিল সেই ক্ষণে ॥৮৪॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে ॥৮৫॥
"হা হা জগন্নাথ", প্রভু বলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি' ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥৮৬॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খাঁন।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥৮৭॥
"কোন মতে এ আর্ত্তির নহে সম্বরণ।"
কান্দে, আর এই মত চিন্তে মনে মন ॥৮৮॥
ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ-পাষাণের মন ॥৮৯॥
কিছু স্থির হই' বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খাঁনেরে "কে তুমি?"৯০॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবত করযোড়।
বলে,—"প্রভু, দাস-অনুদাস মুঞি তোর॥"৯১॥
তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিলা কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু, দক্ষিণ-রাজ্যেতে॥"৯২॥
প্রভু বলে,—"তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥"৯৩॥
বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে।
'নীলাচলচন্দ্র', বলি' পড়িলা ভূমিতে ॥৯৪॥
রামচন্দ্র খাঁন বলে,—"শুন মহাশয়!
যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥৯৫॥
সবে প্রভু, হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥৯৬॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি' লয় প্রাণে ॥৯৭॥
কোন্ দিক্ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু, শুন মন দিয়া ॥৯৮॥
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥৯৯॥
তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥১০০॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর সর্ব্বগণে ॥১০১॥
জাতি-প্রাণ-ধন কেনে মোহার না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্ব্বথায়॥"১০২॥
শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি' তানে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥১০৩॥
দৃষ্টি-মাত্র তাঁর সর্ব্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি'।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥১০৪॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল ॥১০৫॥
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥১০৬॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ ॥১০৭॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ-সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ ॥১০৮॥
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥১০৯॥
নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্ত্তি করি'।
আইসেন সব পথ আপনা' পাসরি' ॥১১০॥
কারে বলি' রাত্রি দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার ॥১১১॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি' প্রেম-রসে।
প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি' পাশে ॥১১২॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস॥১১৩॥

ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥১১৪॥
কারে বা করেন আৰ্ত্তি, কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে॥১১৫॥
নিজ-ভক্তিরসে ডুবি' বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন-লীলায়॥১১৬॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আৰ্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥১১৭॥
যদি কৃপা-দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি।
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥১১৮॥
নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥১১৯॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি'।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌরহরি ॥১২০॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি' আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ?" বলে ঘনে ঘন ॥১২১॥
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥১২২॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥১২৩॥
অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥১২৪॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার ॥১২৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥১২৬॥
ইহারে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর ॥১২৭॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥১২৮॥
সকল লোকের চিত্তে 'যেন ক্ষণপ্রায়'।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-কৃপায় ॥১২৯॥

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খাঁন।
"নৌকা আসি' ঘাটে প্রভু, হৈল বিদ্যমান॥"১৩০॥
ততক্ষণে 'হরি' বলি' শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥১৩১॥
শুভদৃষ্ট্যে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজ-পুরে ॥১৩২॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥১৩৩॥
অবোধ নাবিক বলে,—"হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥১৩৪॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি' খায়॥১৩৫॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে ॥১৩৬॥
এতেকে যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি!"১৩৭॥
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেমজলে॥১৩৮॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সবারে বলেন,—"কেনে ভয় কর কার॥১৩৯॥
এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে ॥১৪০॥
কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ-হের ফিরে সুদর্শন॥"১৪১॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্ত্তন ॥১৪২॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে ॥১৪৩॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে॥১৪৪॥
বিষ্ণুচক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥"১৪৫॥

এইমত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্যকথা।
তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা ॥১৪৬॥
হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনরসে।
প্রবেশ হইলা আসি' শ্রীউৎকল-দেশে ॥১৪৭॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥১৪৮॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে ॥১৪৯॥
আনন্দে ঠাকুর ওড্রদেশ হই' পার।
সর্ব্বগণ-সহিত হইলা নমস্কার ॥১৫০॥
সেই স্থানে আছে তার 'গঙ্গা-ঘাট' নাম।
তহিঁ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ॥১৫১॥
যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথি আছে।
স্নান করি' তাঁরে নমস্করিলেন পাছে ॥১৫২॥
ওড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ-সহ হইলেন পরম আনন্দ ॥১৫৩॥
এক দেব-স্থানে প্রভু থুইয়া সবারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥১৫৪॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় ॥১৫৫॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সবেই তণ্ডুল আনি' দেয়েন সত্বর ॥১৫৬॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি' দেয়েন প্রভুরে ॥১৫৭॥
'জগতের অন্নপূর্ণা' যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যাঁর পাদপদ্মে স্থান ॥১৫৮॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব ধন্য করে ॥১৫৯॥
ভিক্ষা করি' প্রভু হই' হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি' আছে ভক্তগণ ॥১৬০॥
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি' সবে লাগিলা হাসিতে।
সবেই বলেন,—"প্রভু, পারিবা পোষিতে।"১৬১॥
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥১৬২॥
সর্ব্বরাত্রি সেই গ্রামে করি' সঙ্কীর্ত্তন।
ঊষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন ॥১৬৩॥
কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার ॥১৬৪॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল,—
"তোমার কতেক লোক হয়?"১৬৫॥
প্রভু কহে,—"জগতে আমার কেহ নয়।
আমিহ কাহার নহি—কহিল নিশ্চয় ॥১৬৬॥
এক আমি, দুই নহি সকল আমার।"
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥১৬৭॥
দানী বলে,—"গোসাঞি, করহ শুভ তুমি।
এ-সবার দান পাইলে
ছাড়ি' দিব আমি ॥"১৬৮॥
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূরে সবা' ছাড়ি' বসিলেন গিয়া ॥১৬৯॥
সবা' পরিহরি' প্রভু করিলা গমন।
হরিষে বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥১৭০॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোহন্যে সর্ব্বগণে হাসিতে লাগিলা ॥১৭১॥
পাছে প্রভু সবা' ছাড়ি' করেন গমন।
এতেকে বিষাদ আসি' ধরিলেক মন ॥১৭২॥
নিত্যানন্দ সবা' প্রবোধেন—"চিন্তা নাই।
আমা'-সবা' ছাড়িয়া না যায়েন গোসাঞি ॥"১৭৩॥
দানী বলে,—"তোমরা ত' সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ'॥"১৭৪॥
কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেঁট মাথা করি' মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥১৭৫॥
কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবে শুনি' সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন ॥১৭৬॥

দানী বলে,—"এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥"১৭৭॥
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা, কার লোক,
কহ ত' ভাঙ্গিয়া?"১৭৮॥
সবে বলিলেন,—"অই ঠাকুর সবার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম শুনিয়াছ যাঁর॥১৭৯॥
সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।"
কহিতে সবার আঁখি বাহি' পড়ে জল॥১৮০॥
দেখিয়া সবার প্রেম মুগ্ধ হইল দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি' পড়ে পানী॥১৮১॥
আথে-ব্যথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই' বলে বিনয় বচনে॥১৮২॥
"কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা' দেখি' আজি পূর্ণ হইল সকল॥১৮৩॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর!
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর॥"১৮৪॥
দানী-প্রতি করি' প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
'হরি' বলি' চলিলেন সর্ব্বজীব-নাথ॥১৮৫॥
সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥১৮৬॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ-নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী
সে-ই নাহি মানে॥১৮৭॥
হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত॥১৮৮॥
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে॥১৮৯॥
এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণরেখাতে॥১৯০॥
সুবর্ণরেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-সকল॥১৯১॥

স্নান করি' স্বর্ণরেখা-নদী ধন্য করি'।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি॥১৯২॥
রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ॥১৯৩॥
কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥১৯৪॥
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥১৯৫॥
কখন হুঙ্কার করে, কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট-হাস্য, ক্ষণে বা গর্জ্জন॥১৯৬॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার॥১৯৭॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমরসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্বলোক বাসে॥১৯৮॥
আপনা'-আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ॥১৯৯॥
এ সকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয়॥২০০॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয়॥২০১॥
নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অন্বেষণে॥২০২॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দস্বরূপেরে কহে॥২০৩॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি' আমিহ আসিব এইক্ষণে॥"২০৪॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি' করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অন্তরে॥২০৫॥
দণ্ড হাতে করি' হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়॥২০৬॥
"অহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ' ত' যুক্ত নহে॥"২০৭॥

এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি' তিন খণ্ড ॥২০৮॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥২০৯॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥২১০॥
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ ॥২১১॥
এক বস্তু দুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥২১২॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ? ২১৩॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।
যে জানয়ে মর্ম্ম, সেই জন সুখে তরে ॥২১৪॥
দণ্ড ভাঙ্গি' নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ॥২১৫॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি' মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥২১৬॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন,—"দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে ?"
নিত্যানন্দ বলে,—"দণ্ড ধরিলেক যে ॥২১৭॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিয়া আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে?"২১৮॥
শুনি' বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই' মাত্র চলিলা সত্বর ॥২১৯॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি' দিল প্রভুর গোচর ॥২২০॥
প্রভু বলে,—"কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।
পথে কিবা কন্দোল করিলা কারো সনে?"২২১॥
কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
"ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল ॥"২২২॥
নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কি লাগি' ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥"২২৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—"ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥"২২৪॥
প্রভু বলে,—"যাহে সর্ব্ব-দেব-অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান!"২২৫॥
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ?
মনে করে এক, মুখে করে আর খেলা ॥২২৬॥
এতেকে যে বলে 'বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়'।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥২২৭॥
মারিবেন হেন যারে আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা-প্রীতি করে ॥২২৮॥
প্রাণ-সম অধিক যে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন ॥২২৯॥
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা-মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপাপাত্র ॥২৩০॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি'।
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌরহরি ॥২৩১॥
প্রভু বলে,—"সবে দণ্ড-মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥২৩২॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥"২৩৩॥
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সবেই হইলা শুনি' চিন্তিত অপার ॥২৩৪॥
মুকুন্দ বলেন,—"তবে তুমি চল আগে।
আমরা-সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥"২৩৫॥
'ভাল', বলি' চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
মত্তসিংহ-প্রায় গতি লিখিতে দুষ্কর ॥২৩৬॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর-গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বর-দেব-স্থানে ॥২৩৭॥
জলেশ্বর পূজিতে আছেন বিপ্রগণে।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-মালা-বিভূষণে ॥২৩৮॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য-গীত পরম মঙ্গল ॥২৩৯॥

দেখি' প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেমরসে॥২৪০॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা॥২৪১॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ॥২৪২॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥২৪৩॥
করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥২৪৪॥
দেখি' শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সবেই বলেন,—"শিব হইলা বিদিত॥"২৪৫॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত-বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য॥২৪৬॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥২৪৭॥
প্রিয়গণ দেখি' প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা, বেড়ি' গায় ভক্তবৃন্দে॥২৪৮॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী-শত-ধার॥২৪৯॥
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥২৫০॥
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয়গোষ্ঠী লঞা॥২৫১॥
সবা'-প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সবে হৈলা নির্ভর পরমানন্দ মন॥২৫২॥
নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে॥২৫৩॥
"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ॥২৫৪॥
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও॥২৫৫॥
যেন কর তুমি আমা' তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সবা'-স্থানে কই॥"২৫৬॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
"নিত্যানন্দ-প্রতি সবে হও সাবধান॥২৫৭॥
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিনু এই দঢ়॥২৫৮॥
নিত্যানন্দ-স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেমভক্তি-বাধ॥২৫৯॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"২৬০॥
আত্ম-স্তুতি শুনি' নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥২৬১॥
পরম আনন্দ হইলা সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥২৬২॥
এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
ঊষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা॥২৬৩॥
বাঁশদহ-পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ॥২৬৪॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥২৬৫॥
প্রভু বলে,—"কহ কহ কোথা তুমি সব!
চির-দিনে আজি সবে দেখিলুঁ বান্ধব॥"২৬৬॥
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥২৬৭॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সবে কহে একে একে, শুনি' প্রভু হাসে॥২৬৮॥
শাক্ত বলে,—"চল ঝাট মঠেতে আমার।
সবেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার॥"২৬৯॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে 'আনন্দ'।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ॥২৭০॥
প্রভু বলে,—"আসি আমি 'আনন্দ' করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥"২৭১॥

শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই' হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥২৭২॥
'পতিত-পাবন কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কহে।
অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে ॥২৭৩॥
লোকে বলে,—"এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥"২৭৪॥
এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।
নানা মতে করিলেন সর্ব্বজীব-ত্রাণ ॥২৭৫॥
হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি'।
আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২৭৬॥
রেমুণায় দেখি' নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তবর্গ-সাথ ॥২৭৭॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি' আপনা'।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা ॥২৭৮॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ-কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিল ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে ॥২৭৯॥
কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর—ব্রাহ্মণনগর ॥২৮০॥
যঁহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ॥২৮১॥
মহাতীর্থ—বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি ॥২৮২॥
জন্তুমাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার ॥২৮৩॥
নাভীগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশযোজন-প্রমাণ ॥২৮৪॥
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম ॥২৮৫॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস—যাজপুর গ্রাম ॥২৮৬॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসিমণি।
স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি ॥২৮৭॥
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ সন্তোষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য-গীত প্রেমরসে ॥২৮৮॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি' যাজপুর।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥২৮৯॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে।
সবা' ছাড়ি' একা পলাইলেন আপনে॥২৯০॥
প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল।
দেবালয় চাহি' চাহি' বুলেন সকল ॥২৯১॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥২৯২॥
নিত্যানন্দ বলে,—"সবে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাঙ প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত ॥২৯৩॥
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্যস্থান ॥২৯৪॥
আমরাও সবে ভিক্ষা করি' এই ঠাঁই।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই॥"২৯৫॥
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ভিক্ষা করি' আনি' সবে করিল ভোজন॥২৯৬॥
প্রভুও বুলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।
দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান ॥২৯৭॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া॥২৯৮॥
আথে-ব্যথে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলি'।
উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী ॥২৯৯॥
সবা'-সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি'।
চলিলেন 'হরি' বলি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥৩০০॥
হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক-নগর ॥৩০১॥
ভাগ্যবতী-মহানদী জলে করি' স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান॥৩০২॥
দেখি' সাক্ষিগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দ করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥৩০৩॥

'প্রভু', বলি' নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩০৪॥
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥৩০৫॥
তথাপিহ নিরবধি করে দাস্য-লীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা ॥৩০৬॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর ॥৩০৭॥
সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি'।
'বিন্দু-সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি ॥৩০৮॥
'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥৩০৯॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিগে শিব-ধ্বনি করে অনুচর ॥৩১০॥
চতুর্দ্দিগে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥৩১১॥
নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ॥৩১২॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥৩১৩॥
নৃত্য-গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥৩১৪॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে ॥৩১৫॥
কাশীমধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী-সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম-নিভৃতে ॥৩১৬॥
তবে গৌরী-সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নর-রাজগণে কাশী করয়ে বিলাস ॥৩১৭॥
তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা ॥৩১৮॥
দৈবে আসি' কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র-তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে ॥৩১৯॥
প্রত্যক্ষ হইলা শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলিলে, সে রাজা বর মাগে ॥৩২০॥
"এক বর মাগোঁ প্রভু, তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥"৩২১॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥৩২২॥
তারে বলিলেন,—"রাজা, চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণ সহ আছি আমি ॥৩২৩॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র লই' মুঞি তোর পাছে ॥"৩২৪॥
পাইয়া শিবের বল সেই মূঢ়মতি।
চলিল হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥৩২৫॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে।
তার পক্ষ হই' যুদ্ধ করিবার মনে ॥৩২৬॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী দেবকীনন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥৩২৭॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্র-সুদর্শন।
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন ॥৩২৮॥
কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥৩২৯॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্ম-রাশি ॥৩৩০॥
বারাণসী দাহ দেখি' ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥৩৩১॥
পাশুপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে।
চক্রতেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষণে ॥৩৩২॥
শেষে মহেশ্বর-প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥৩৩৩॥
চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন ॥৩৩৪॥
পূর্ব্বে যেন চক্র-তেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে, সেই সব রীত ॥৩৩৫॥

শেষে শিব বুঝিলেন,—"সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥"৩৩৬॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই' গেল গোবিন্দ-শরণ॥৩৩৭॥
"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ॥৩৩৮॥
জয় জয় সু-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা, হর্ত্তা, সবার রক্ষিতা॥৩৩৯॥
জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত-জনের এক বন্ধু॥৩৪০॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম' প্রভু, তোর লইনু শরণ॥"৩৪১॥
শুনি' শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীব নাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥৩৪২॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন॥৩৪৩॥
"কেনে শিব, তুমি ত' জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি॥৩৪৪॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥৩৪৫॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥৩৪৬॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥৩৪৭॥
সুদর্শন-স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥৩৪৮॥
হেন ত' না দেখি আমি সংসার-ভিতর।
তোমা'-বই যে আমারে করে অনাদর॥"৩৪৯॥
শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর॥৩৫০॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন॥৩৫১॥
"তোমার অধীন প্রভু, সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥৩৫২॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণ-গণ।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥৩৫৩॥
যে করাহ প্রভু, তুমি সে-ই জীবে করে।
হেন কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥৩৫৪॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু, মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর॥৩৫৫॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু, মুঞি অস্বতন্ত্র মতি॥৩৫৬॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি' তোমার চরণ॥৩৫৭॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার॥৩৫৮॥
তথাপিহ প্রভু, মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥৩৫৯॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ' প্রভু হইয়া সদয়ে॥৩৬০॥
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি' অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর॥৩৬১॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু, থাকিমু কোথায়।
তোমা'-বই আর বা বলিব কার পায়॥"৩৬২॥
শুনি' শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥৩৬৩॥
"শুন শিব, তোমারে দিলাঙ দিব্যস্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান॥৩৬৪॥
একাম্রকবন-নাম—স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥৩৬৫॥
সেহ বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
সেইস্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী॥৩৬৬॥
সেই স্থান শিব, আজি কহি তোমা'-স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥৩৬৭॥

সিন্ধুতীরে বট-মূলে 'নীলাচল' নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান॥৩৬৮॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥৩৬৯॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥৩৭০॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি ॥৩৭১॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহিয়ে যে স্থানে॥৩৭২॥
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥৩৭৩॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥৩৭৪॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥৩৭৫॥
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম॥৩৭৬॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভাল-মন্দ-বিচার সবার ॥৩৭৭॥
হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥৩৭৮॥
ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হৈবা 'শ্রীভুবনেশ্বর'॥"৩৭৯॥
শুনিয়া অদ্ভুত পুরী-মহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি' করিলা উত্তর ॥৩৮০॥
"শুন প্রাণনাথ, মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ ॥৩৮১॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি' আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥৩৮২॥
তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্টসঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥৩৮৩॥
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ' এক স্থান॥৩৮৪॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥৩৮৫॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু, সেবিমু তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ' প্রভু, মোরে॥৩৮৬॥
ক্ষেত্রবাস-প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥৩৮৭॥
শিব-বাক্যে তুষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি' আলিঙ্গন॥৩৮৮॥
"শুন শিব, তুমি মোর নিজ-দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার পিয়তম॥৩৮৯॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান॥৩৯০॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥৩৯১॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি ॥৩৯২॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥৩৯৩॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা' অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥"৩৯৪॥
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম ॥৩৯৫॥
শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥৩৯৬॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥৩৯৭॥
'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥৩৯৮॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥৩৯৯॥

শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ-দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥৪০০॥
সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে।
শিবলিঙ্গ দেখি' দেখি' ভ্রমিলেন রঙ্গে ॥৪০১॥
পরম নিভৃত এক দেখি' শিব-স্থান।
সুখী হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥৪০২॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥৪০৩॥
এই মতে সর্ব্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি' প্রভু কমলপুরেতে ॥৪০৪॥
দেউলের ধ্বজ-মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে ॥৪০৫॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জন কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার ॥৪০৬॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥৪০৭॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ-শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে ॥৪০৮॥

তথাহি—

প্রাসাদাগ্রে নিবসিত পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো
বালগোপালমূর্ত্তিঃ ॥৪০৯॥

ঐ দেখ, প্রাসাদের উপরিভাগে বিকসিত কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মন্দমধুর হাস্যদ্বারা শ্রীমুখের শোভা বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন।

প্রভু বলে,—"দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি'
শ্রীবাল-গোপালে।"॥৪১০॥
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥৪১১॥
সে দিনের যে আছাড়, যে আর্ত্তি-ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন ॥৪১২॥
চক্র-প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমিতলে ॥৪১৩॥
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ॥৪১৪॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর ॥৪১৫॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বলে,—"এই ত' সাক্ষাৎ নারায়ণ॥"৪১৬॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন ॥৪১৭॥
সবে চারিদণ্ড পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিনেতে আসি' হইল প্রবেশে ॥৪১৮॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়।
সর্ব্বভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায় ॥৪১৯॥
স্থির হই' বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া ॥৪২০॥
"তোমরা ত' আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি' জগন্নাথ মহারাজ ॥৪২১॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে॥"৪২২॥
মুকুন্দ বলেন,—"তবে তুমি আগে যাও।"
'ভাল', বলি' চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও ॥৪২৩॥
মত্তসিংহ-গতি জিনি' চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি' পুরীর ভিতর ॥৪২৪॥
প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেমজলে ॥৪২৫॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥৪২৬॥
হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ, সুভদ্রা, সঙ্কর্ষণ ॥৪২৭॥

দেখি' মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবারে ॥৪২৮॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥৪২৯॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই' আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥৪৩০॥
অজ্ঞ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে।
আথে-ব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥৪৩১॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"এত শক্তি মানুষের কোন কালে নয় ॥৪৩২॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক-শক্তির প্রচার ॥৪৩৩॥
এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য ॥৪৩৪॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারী।
রহিলেন দূরে সবে মহা-ভয় করি' ॥৪৩৫॥
প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায়।
দেখি' মাত্র জগন্নাথ-নিজপ্রিয়-কায় ॥৪৩৬॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর ॥৪৩৭॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ-রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে ॥৪৩৮॥
আপনেই উপাসক হই' করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি ॥৪৩৯॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে, ভাগবতে এই মত সে বাখানে ॥৪৪০॥
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে ॥৪৪১॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
বাহ্য দূরে গেল প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৪৪২॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দমূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে ॥৪৪৩॥

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই' যাইবারে আপন ভবনে ॥৪৪৪॥
সার্ব্বভৌম বলে,—"ভাই পড়িহারিগণ!
সবে তুলি' লহ এই পুরুষ-রতন ॥"৪৪৫॥
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ ভৃত্যগণ।
সবে প্রভু কোলে করি' করিলা গমন ॥৪৪৬॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেনরূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন ॥৪৪৭॥
চতুর্দ্দিকে হরি-ধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥৪৪৮॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব ভক্ত সিংহদ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অন্তরে ॥৪৪৯॥
পরম অদ্ভুত সবে দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকা-গণ যেন অন্ন যায় ল'য়া ॥৪৫০॥
এই মত প্রভুরে অনেক লোক ধরি'।
লইয়া যায়েন সবে মহানন্দ করি' ॥৪৫১॥
সিংহদ্বারে নমস্করি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥৪৫২॥
সর্ব্বলোকে ধরি' সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন, কপাট পড়িল তাঁর দ্বারে ॥৪৫৩॥
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি' হইলা সার্ব্বভৌম হরষিত মন ॥৪৫৪॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সবা'-সনে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥৪৫৫॥
বড় সুখী হৈলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥৪৫৬॥
যার কীর্ত্তি-মাত্র সর্ব্ব বেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥৪৫৭॥
নিত্যানন্দ দেখি' সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয় ॥৪৫৮॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সবা'-সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে ॥৪৫৯॥

যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া যোড়হাত॥৪৬০॥
"স্থির হই' জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব্ব-গোসাঞির মত কেহ না করিবা॥৪৬১॥
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই' দেখ, তবে যাই দেখাইতে॥৪৬২॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥৪৬৩॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥৪৬৪॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা, করিলুঁ নিবেদন॥"৪৬৫॥
শুনি' সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
'চিন্তা নাহি' বলি' সবে করিলা গমন॥৪৬৬॥
আসি' দেখিলেন চতুর্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ॥৪৬৭॥
দেখি' সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবত প্রদক্ষিণ করেন স্তবন॥৪৬৮॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হৈয়া॥৪৬৯॥
আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥৪৭০॥
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে॥৪৭১॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রামকৃষ্ণ' বলে॥৪৭২॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিনপ্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥৪৭৩॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ॥৪৭৪॥
স্থির হই' প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা'-স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে॥"৪৭৫॥
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি' মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥৪৭৬॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেই স্থানে।
ধরি' তোমা' আনিলেন আপন-ভবনে॥৪৭৭॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই' পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন-প্রহর দিবস॥৪৭৮॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আথে-ব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥৪৭৯॥
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥৪৮০॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥৪৮১॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি' সার্ব্বভৌমে চাহি' প্রভু হাসে॥৪৮২॥
প্রভু বলে,—"শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি' দেখিলাঙ বিদ্যমান॥৪৮৩॥
জগন্নাথ দেখি' চিত্তে হইল আমার।
ধরি' আনি' বক্ষ-মাঝে থুই আপনার॥৪৮৪॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥৪৮৫॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহাসঙ্কটে॥৪৮৬॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দড়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥৪৮৭॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি' ঈশ্বর দেখিব॥৪৮৮॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত' সঙ্কট আজি হইত আমা'ত॥"৪৮৯॥
নিত্যানন্দ বলে,—"বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল॥"৪৯০॥
প্রভু বলে,—"নিত্যানন্দ, সম্বরিয়া মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥"৪৯১॥

তবে কতক্ষণে স্নান করি' প্রেমসুখে।
বসিলেন সবার সহিত হাস্য-মুখে ॥৪৯২॥
বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচরে ॥৪৯৩॥
মহাপ্রসাদেরে প্রভু করি' নমস্কার।
বসিলা ভুঞ্জিতে লই' সর্ব্ব পরিবার ॥৪৯৪॥
প্রভু বলে,—"বিস্তর লাফরা মোরে দেহ'।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ॥"৪৯৫॥
এই মত বলি' প্রভু মহাপ্রেমরসে।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্তগণ হাসে ॥৪৯৬॥
জন্ম জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ ॥৪৯৭॥
সুবর্ণ-থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে॥৪৯৮॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥৪৯৯॥
অশেষ কৌতুকে করি' ভোজন-বিলাস।
বসিলেন প্রভু, ভক্তবর্গ চারিপাশ ॥৫০০॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহা-রঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥৫০১॥
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেমজলে॥৫০২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫০৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ভুবনেশ্বর-
পুরুষোত্তমাখ্যা-গমনবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ ॥১॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসি-চূড়ামণি দীনবন্ধু ॥২॥
শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে ॥৩॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা, শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা ॥৪॥
অতএব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে।
সবার সন্তোষ হয়, দুষ্ট-গণ বিনে ॥৫॥
শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্যরহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য ॥৬॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম-সংগোপন করি' আছে কুতূহলে ॥৭॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥৮॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে ॥৯॥
প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়!
তোমারে কহি যে আমি আপন-হৃদয় ॥১০॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল—এথা আছ তুমি ॥১১॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা?
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্ব্বথা ॥১২॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি॥১৩॥
এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয় ॥১৪॥
কি বিধি করিব মুঞি, থাকিব কিরূপে?
যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসার-কূপে॥১৫॥

সব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায় ।
'আমি সে তোমার হই জান সর্ব্বথায়' ॥"১৬॥
এই মতে অনেক-প্রকারে মায়া করি' ।
সার্ব্বভৌম-প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥১৭॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম ।
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম্ম ॥১৮॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"কহিলা যত তুমি ।
সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ॥১৯॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয় ।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিলে কভু নয় ॥২০॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে ।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে ॥২১॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে ।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥২২॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে ।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে ॥২৩॥
দণ্ড ধরি' মহা-জ্ঞান হয় আপনারে ।
কাহারেও বল যোড়হস্ত নাহি করে ॥২৪॥
যার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত ।
হেন জনে নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥২৫॥
অহঙ্কার ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে ।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে ॥২৬॥

তথাহি (ভাঃ ১১/২৯/১৬, ৩/২৯/৩৪)—

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥"
"প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥"২৭॥

ভগবান্ স্বয়ংই জীবরূপ অংশদ্বারা সকল দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন,—ইহা চিন্তা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে ।

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি' ।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি' ॥২৮॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি ।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি ॥২৯॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ ।
নমস্কার করে আসি' মহা-মহা-ভাগ ॥৩০॥
প্রথমে শুনিয়ে এই এক অপচয় ।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয় ॥৩১॥
জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম ঈশ্বরভজন ।
তাহা ছাড়ি' আপনারে বলে 'নারায়ণ' ॥৩২॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা ।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি-জ্ঞান-শিক্ষা ॥৩৩॥
যার দাস্য লাগি' শেষ-অজ-ভব-রমা ।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥৩৪॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে ।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনারে ॥৩৫॥
নিদ্রা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে ।
আপনারে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে ॥৩৬॥
'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব্ব বেদে কয় ।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সুপুত্র হয় ॥৩৭॥

তথাহি (শ্রীগীতায়াম্ ৯/১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥৩৮॥*

"গীতা-শাস্ত্রে অর্জ্জুনের সন্ন্যাস-করণ ।
শুন এই যাহা কহিয়াছে নারায়ণ ॥"৩৯॥

তথাহি (গীতা ৬/১)—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥৪০॥

যিনি কর্ম্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবৎ-প্রীতির জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের আচরণ করেন, তিনিই বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বস্তুতঃ যোগী । অন্যথা যিনি অগ্নিহোত্রাদি বৈধকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন এবং যিনি

*মধ্য ১৮ অঃ ২০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শারীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন।

"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি 'যোগী' 'সন্ন্যাসী' লক্ষণ॥৪১॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে॥"৪২॥

তথাহি (ভাঃ ৪/২৯/৪৯-৫০)—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥৪৩॥

যাহা-দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষবিধান হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং যাহা-দ্বারা শ্রীহরিবিষয়ণী মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। কেননা শ্রীহরি দেহধারী জীবগণের অন্তর্যামী পরমাত্মা; একমাত্র তিনিই সকলের কারণ ও নিয়ন্তা।

"তাহারে সে বলি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥৪৪॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন॥৪৫॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥৪৬॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে॥"৪৭॥

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাক্যম্—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ!
তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন
সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥৪৮॥

হে নাথ! যদিও জীব এবং ব্রহ্মে (বস্তুগত) অভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট, পরন্তু আপনি কখনও আমার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্যে (বস্তুগত) অভেদ থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সত্তায় সত্তা-শালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তায় সত্তা-শালী নহে।

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময়-পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥৪৯॥
তবু তোমা' হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা' হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥৫০॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে॥৫১॥
অতএব জগত তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥৫২॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥৫৩॥
এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়? ৫৪॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি 'নারায়ণ'।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ॥৫৫॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥৫৬॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি? ৫৭॥
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য আর॥৫৮॥
যদি বল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
তাঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ত্যাগ॥৫৯॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইবে অধিকার॥৬০॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥৬১॥

যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে বা হইব সন্ন্যাসে অধিকার ॥৬২॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥৬৩॥
যোগীন্দ্রাদি-সবের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছে এমত প্রমাদ ॥"৬৪॥
শুনি' ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥৬৫॥
প্রভু বলে,—"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥৬৬॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥৬৭॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর, যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥"৬৮॥
প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কেমতে ॥৬৯॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে॥৭০॥
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥৭১॥
সর্ব্বকাল ভৃত্য-সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্ত আপনে অবতরে ॥৭২॥
যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মতে দাসে ভজেন আপনে ॥৭৩॥
এই তান স্বভাব যে—শ্রীভক্তবৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল ॥৭৪॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥৭৫॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥৭৬॥
তুমি যে আমারে স্তব কর, যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয় ॥"৭৭॥
প্রভু বলে,—"ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইনু মুই ছায়া ॥"৭৮॥
হেন মতে প্রভু ভৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা ॥৭৯॥
প্রভু বলে,—"মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত ॥৮০॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা'-বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥"৮১॥
সার্ব্বভৌম বলে,—"তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্ব্বথায় ॥৮২॥
কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান' বা তুমি।
তোমারে বা কোন্‌রূপে প্রবোধিব আমি॥৮৩॥
তথাপিহ অন্যোঽন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক,—সুজনের স্বভাব-ব্যাভার ॥৮৪॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্থানে।
আছে? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখানে॥"৮৫॥
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট-আখরিয়া ॥৮৬॥

তথাহি (ভাঃ ১/৭/১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৮৭॥

যাঁহারা নিরন্তর আনন্দময়স্বরূপ আত্মায় রমণশীল, তাদৃশ মুনিগণ বিধিনিষেধ-শাস্ত্রের অধীন না হইলেও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যে-হেতু শ্রীহরির গুণসমূহ স্বভাবতঃই এরূপ যে, তাঁহারা তাদৃশ পুরুষগণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে ॥৮৮॥
সার্ব্বভৌম বলেন,—"শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণপদে ভক্তি সে সবার মূল তত্ত্ব ॥৮৯॥

সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥৯০॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ-ভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহা-শক্তি ॥৯১॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত সবে গায়।
ইথে অনাদর যার, সেই নাশ যায় ॥"৯২॥
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া ॥৯৩॥
ত্রয়োদশ-প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন "আর শক্তি নাহিক" বলিয়া ॥৯৪॥
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
"যত বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয় ॥৯৫॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ ॥"৯৬॥
তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু নয়!"৯৭॥
আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে॥৯৮॥
ব্যাখ্যা শুনি' সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে "এই কিবা ঈশ্বর বিদিত ॥"৯৯॥
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্ম-ভাবে হইলা ষড়্‌ভুজ-অবতার ॥১০০॥
প্রভু বলে,—"সার্ব্বভৌম, কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার? ১০১॥
'সন্ন্যাসী' কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়?
তোর লাগি' এথা আমি হইলুঁ উদয় ॥১০২॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলি জীবন।
অতএব তোরে আমি দিলুঁ দরশন ॥১০৩॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর ॥১০৪॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।
অতএব তোরে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ ॥১০৫॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর,
পড় মোর স্তব ॥"১০৬॥
অপূর্ব্ব ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তি—কোটি সূর্য্যময়।
দেখি' মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥১০৭॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্‌ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥১০৮॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
'উঠ' বলি' শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে॥১০৯॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন ॥১১০॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর ॥১১১॥
পাই' শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দপ্রেমময় ॥১১২॥
দৃঢ় করি' পাদপদ্ম ধরি' প্রেমানন্দে।
"আজি সে পাইনু চিত্ত চোর"
বলি' কান্দে ॥১১৩॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমা-ধন ॥১১৪॥
"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু, কর দৃষ্টিপাত ॥১১৫॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইমু ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম ॥১১৬॥
হেন কে বা আছে প্রভু, তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায় ॥১১৭॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্ শক্তি।
এবে দেহ' তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥১১৮॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥১১৯॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম্ম-ত্রাণ ॥১২০॥

জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ন্যাসিবর ॥"১২১॥
পরম সুবুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি' পড়ি' পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি॥১২২॥

তথাহি—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥১২৩॥

যে ভগবান্ কালপ্রভাবে তিরোহিত স্বকীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়-রূপে আসক্ত হউক।

"কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥১২৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার ॥"১২৫॥

তথাহি—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১২৬॥

অদ্বিতীয় সর্ব্বাদিস্বরূপ পরম দয়ালু যে পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।

"বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥১২৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু—পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥১২৮॥
হেন কৃপা-সিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥"১২৯॥
এই মত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি'।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদপদ্ম ধরি' ॥১৩০॥
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি-পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার ॥১৩১॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা, ধনে, কুলে;
—তোমা' জানিমু কেমনে ॥১৩২॥
এবে এই কৃপা কর, সর্ব্বজীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা'ত ॥১৩৩॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু, তোমার বিহার।
তুমি না জানা'লে
জানিবারে শক্তি কার ॥১৩৪॥
আপনেই দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে ॥১৩৫॥
আপন প্রসাদ কর, আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি' করহ ক্রন্দন ॥১৩৬॥
আপনে আপনা দেখি' হও মহা-মত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু, তোমার মহত্ত্ব॥১৩৭॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র॥১৩৮॥
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ-ভব-দেবগণে ॥"১৩৯॥
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥১৪০॥
শুনিয়া ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি' সার্ব্বভৌম-প্রতি বলিলা বচন ॥১৪১॥
"শুন সার্ব্বভৌম, তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ ॥১৪২॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥১৪৩॥

ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥১৪৪॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥১৪৫॥
শত শ্লোক করি' তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ-পঠন ॥১৪৬॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌমশতক' যে হেন কীর্ত্তি রয় ॥১৪৭॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর ॥১৪৮॥
যতেক দিবস মুঞি থাকোঁ পৃথিবীতে।
তাবৎ নিষেধ কৈনু কাহারে কহিতে ॥১৪৯॥
আমার দ্বিতীয় দেহ—নিত্যানন্দচন্দ্র।
ভক্তি করি' সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব ॥১৫০॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে জানাই সেই সে জানে তানে॥"১৫১॥
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া ॥১৫২॥
চিনি' নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি, হৈল পরানন্দময় ॥১৫৩॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণগ্রাম।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম ॥১৫৪॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণকথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা ॥১৫৫॥
হেন মতে করি' সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥১৫৬॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেম-রসে ॥১৫৭॥
নীলাচলবাসী যত অপূর্ব্ব দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৫৮॥
এই ত' 'সচল জগন্নাথ' লোকে বলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥১৫৯॥
যে পথে যায়েন চলি' শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ॥১৬০॥
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণযুগল।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল ॥১৬১॥
ধূলি লুটি' পায় মাত্র যে সুকৃতিজন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন ॥১৬২॥
কিবা সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব্ব চিত্ত হরে অবিরাম ॥১৬৩॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম-মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥১৬৪॥
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্তসিংহ জিনি' গতি মন্থর সুন্দর ॥১৬৫॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তিরসে বিহরেন চৈতন্যগোসাঞি ॥১৬৬॥
কথো দিন বিলম্বে পরমানন্দ পুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থপর্য্যটন করি' ॥১৬৭॥
দূরে প্রভু—দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১৬৮॥
প্রিয় ভক্ত দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
স্তুতি করি' নৃত্য করে মহা-প্রেম-রসে ॥১৬৯॥
বাহু তুলি' বলিতে লাগিলা—"হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী ॥১৭০॥
আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥"১৭১॥
প্রভু বলে,—"আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥"১৭২॥
এত বলি' প্রিয়ভক্ত লই' প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান পদ্মনেত্রজলে ॥১৭৩॥
পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ॥১৭৪॥
কতক্ষণে অন্যোঽন্যে করেন পরণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রেম-ধাম ॥১৭৫॥

পরম সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥১৭৬॥
নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি' ॥১৭৭॥
মাধব-পুরীর প্রিয়-শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—প্রেম-রসময় ॥১৭৮॥
দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কত দিনে।
রাত্রি-দিনে যাহার বিহার প্রভু-সনে ॥১৭৯॥
দামোদরস্বরূপ সঙ্গীত-রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥১৮০॥
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥১৮১॥
এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ।
অল্পে অল্পে আসি' হইলা সবার মিলন ॥১৮২॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৩॥
মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ—দুই মহাধীর ॥১৮৪॥
দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥১৮৫॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥১৮৬॥
'কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ ন্যাসীরূপে'।
জানিয়া রহিলা আসি' প্রভুর সমীপে ॥১৮৭॥
ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥১৮৮॥
এইমত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সবেই প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৯॥
প্রভু দেখি' সবার হইল দুঃখ-নাশ।
সবে করে প্রভু-সঙ্গে কীর্ত্তনবিলাস ॥১৯০॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব ভক্তের সংহতি ॥১৯১॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাধীর।
পরম উদ্দাম—এক স্থানে নহে স্থির ॥১৯২॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে।
পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥১৯৩॥
একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥১৯৪॥
উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ-সাতে ॥১৯৫॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার।
মালা লই' পরিলেন গলে আপনার ॥১৯৬॥
মালা পরি' চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারী উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে ॥১৯৭॥
"এই অবধূতের মনুষ্যশক্তি নহে।
বলরাম-স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে ॥১৯৮॥
মত্তহস্তী ধরি' মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে ॥১৯৯॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণপ্রায় হই' গিয়া কোথা বা পড়িলুঁ ॥২০০॥
এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয় ॥২০১॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ স্বভাব বাল্য-ভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে ॥২০২॥
তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-কূলেতে আসি' করিলা বসতি ॥২০৩॥
সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর ॥২০৪॥
চন্দ্রবতী রাত্রি, বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন ॥২০৫॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরেকৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে ॥২০৬॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর ॥২০৭॥

সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি' দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি ॥২০৮॥
গঙ্গা-যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥২০৯॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
বসতি করেন লই' সর্ব্ব অনুচর ॥২১০॥
সর্ব্ব-রাত্রি সিন্ধুতীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা-কুতূহলে ॥২১১॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে ॥২১২॥
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন।
স্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ ॥২১৩॥
যত ভক্তি-বিকার—সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি' প্রভুর শরীরে ॥২১৪॥
যত ভক্তি-বিকার—সবেই মুর্ত্তিমন্ত।
সবেই ঈশ্বর-কলা—মহাজ্ঞানবন্ত ॥২১৫॥
আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে।
জানি' সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥২১৬॥
অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেম-সনে।
নাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোন ক্ষণে ॥২১৭॥
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহ আর অন্যে সম্ভাবনা নহে কভু ॥২১৮॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভাব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয় ॥২১৯॥
যে প্রেমপ্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁহা'-বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই ॥২২০॥
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাঁহা'-বই আর দিতে নাহি কভু সীমা ॥২২১॥
সবে যারে শুভদৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে, তাঁর তত্ত্ব জানে ॥২২২॥
অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥২২৩॥
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশ-গণে।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে ॥২২৪॥
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেম-যোগ-রঙ্গে ॥২২৫॥
সে সব ভক্তের পায়ে মোর নমস্কার।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার ॥২২৬॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্বরাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর ॥২২৭॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥২২৮॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ॥২২৯॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি' প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ত ॥২৩০॥
গদাধর-বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয় ॥২৩১॥
একদিন প্রভু পুরী-গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে ॥২৩২॥
পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন দুই মিত ॥২৩৩॥
কৃষ্ণকথা পরস্পর রহস্য-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥২৩৪॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল ॥২৩৫॥
পুরী গোসাঞিরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি॥"২৩৬॥
পুরী বলে,—"সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ ॥"২৩৭॥
শুনি' প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ কৃপণ হইলা ॥২৩৮॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে ॥২৩৯॥

অতএব জগন্নাথদেবের মায়ায় ।
নষ্ট জল হৈল—যেন কেহ নাহি খায় ॥"২৪০॥
এত বলি' মহাপ্রভু আপনে উঠিলা ।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা ॥২৪১॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু, এই মোর বর ।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥২৪২॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে ।
তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ॥"২৪৩॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি ॥২৪৪॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা ।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা ॥২৪৫॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি' শিরে ।
পূর্ণ হই' প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥২৪৬॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত ।
পরম-নির্ম্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥২৪৭॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন ॥২৪৮॥
গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে ।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে ॥২৪৯॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে ।
জল দেখি' পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে ॥২৫০॥
প্রভু বলে,—"শুনহ সকল ভক্তগণ ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান ॥২৫১॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান-ফল ।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল ॥"২৫২॥
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি ॥২৫৩॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে ।
স্নান পান করে প্রভু মহা-কুতূহলে ॥২৫৪॥
প্রভু বলে,—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে ।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥২৫৫॥
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা ।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ॥২৫৬॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র ।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ॥"২৫৭॥
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে ।
কূপ ধন্য করি' প্রভু চলিলা বাসারে ॥২৫৮॥
ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়া'তে ।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোন মতে ॥২৫৯॥
ভক্তরক্ষা লাগি' প্রভু করে অবতার ।
নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার ॥২৬০॥
অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে ।
তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে ॥২৬১॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে ।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥২৬২॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে ।
সর্ব্ব বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্ত্তনে বিহরে ॥২৬৩॥
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে ।
বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥২৬৪॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ হইতে ।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হৈতে ॥২৬৫॥
নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয় ।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয় ॥২৬৬॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া ।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু-মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥
হেন মতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি' ধন্য ॥২৬৮॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে ।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে ॥২৬৯॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে ।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেই বারে ॥২৭০॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে ।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে ॥২৭১॥

গঙ্গা-প্রতি মহা-অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥২৭২॥
সার্ব্বভৌমভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি নাম।
শান্ত-দান্ত-ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্ ॥২৭৩॥
সর্ব্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর ঘর ॥২৭৪॥
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২৭৫॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে ॥২৭৬॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে,—"শুন কিছু আমার বচন ॥২৭৭॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কথো দিন গঙ্গাস্নান করিমু এথাতে ॥২৭৮॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কথো দিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান ॥২৭৯॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥"২৮০॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিদ্যা-বাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি ॥২৮১॥
বিপ্র বলে,—"ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণধূলি আইল তোমার ॥২৮২॥
মোর ঘর-দ্বার যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিব আর ॥"২৮৩॥
শুনি' তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা ॥২৮৪॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্ব্বলোক শুনিলেক প্রভুর বিজয় ॥২৮৫॥
নবদ্বীপ-আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
"বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসি-চূড়ামণি ॥"২৮৬॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥২৮৭॥
আনন্দে সকল লোক বলে 'হরি হরি'।
স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহ সকল পাসরি ॥২৮৮॥
অন্যোহন্যে সর্ব্ব লোকে করে কোলাহল।
"চল দেখি গিয়া তান চরণযুগল ॥"২৮৯॥
এত বলি' সর্ব্বলোক পরম-উল্লাসে।
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে ॥২৯০॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি' 'হরি হরি'।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥২৯১॥
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন-ডাল ভাঙ্গি' যায় প্রভুর দর্শনে ॥২৯২॥
শুন শুন আরে ভাই, চৈতন্য-আখ্যান।
যেরূপে করিলা প্রভু সর্ব্ব-জীবত্রাণ ॥২৯৩॥
বন-ডাল-কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥২৯৪॥
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥২৯৫॥
সবদিকে লোক সব 'হরি' বলি' যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥২৯৬॥
কেহ বলে,—"মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিমু—যেমতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন ॥"২৯৭॥
কেহ বলে,—"মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ, মাগিমু বা কেনে ॥"২৯৮॥
কেহ বলে,—"মুঞি তান না জানোঁ মহিমা।
যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তার নাহি সীমা ॥২৯৯॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিমু কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ॥"৩০০॥
কেহ বলে,—"মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোরে এই বর যেন না খেলায় আর ॥"৩০১॥
কেহ বলে,—"এই মোর বর কায়-মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে ॥"৩০২॥
কেহ বলে,—"ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরোঁ গৌরাঙ্গসুন্দর ॥"৩০৩॥

এই মত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন ।
চলিয়া যায়েন সবে, পরানন্দ মন ॥৩০৪॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে ।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥৩০৫॥
সহস্র সহস্র লোক এক না'য়ে চড়ে ।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি' পড়ে॥৩০৬॥
নানাদিকে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া ।
পার হই' যায় সবে আনন্দিত হৈয়া ॥৩০৭॥
নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে ।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে ॥৩০৮॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি' করে ভেলা ।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি' খেলা॥৩০৯॥
চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক করে হরিধ্বনি ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি ॥৩১০॥
সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয় ।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥৩১১॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে ।
নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে॥৩১২॥
হেন আকর্ষেণ মন শ্রীচৈতন্যদেবে ।
এহো কি ঈশ্বর-বিনে অন্যেরি সম্ভবে? ৩১৩॥
হেন মতে গঙ্গা পার হই' সর্ব্বজন ।
সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥৩১৪॥
"পরম সুকৃতি তুমি মহাভাগ্যবান্ ।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্ ॥৩১৫॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে ।
এখনে নিস্তার কর আমা'-সবাকারে ॥৩১৬॥
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি-সব ।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব॥৩১৭॥
এখনে দেখাও তান চরণযুগল ।
তবে আমি পাপী সব হইব সফল ॥"৩১৮॥
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যা-বাচস্পতি ।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥৩১৯॥
সবা' লই' আইলেন আপন মন্দিরে ।
লক্ষ কোটি লোক মহা-হরিধ্বনি করে॥৩২০॥
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সবার বদনে ।
আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে॥৩২১॥
করুণা-সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
সবা' উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥৩২২॥
হরিধ্বনি শুনি' প্রভু পরম-সন্তোষে ।
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে ॥৩২৩॥
কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর ।
সে রূপের উপমা—সেই সে কলেবর॥৩২৪॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন ॥৩২৫॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন ।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন ॥৩২৬॥
আজানু-লম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া ।
'হরি' বলি' সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া॥৩২৭॥
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে ।
'হরি' বলি' নৃত্য সবে করেন কৌতুকে॥৩২৮॥
দণ্ডবৎ হই' সবে পড়ে ভূমিতলে ।
আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে ॥৩২৯॥
দুই বাহু তুলি' সর্ব্বলোক স্তুতি করে ।
"উদ্ধারহ প্রভু, আমা'-সব পাপিষ্ঠেরে॥"৩৩০॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক-প্রতি ।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি॥৩৩১॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম ।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন-প্রাণ ॥"৩৩২॥
সর্ব্বলোক 'হরি' বলে শুনি' আশীর্ব্বাদ ।
পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্ব্বাদ ॥৩৩৩॥
"জগৎ-উদ্ধার লাগি' তুমি গূঢ়রূপে ।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে ॥৩৩৪॥
আমি-সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া ।
অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা' খাইয়া ॥৩৩৫॥

করুণা-সাগর তুমি পরহিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা' না পাসরি॥"৩৩৬॥
এই মতে সর্ব্বদিকে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে॥৩৩৭॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর-চত্বর-প্রান্তরেও নাহি স্থান॥৩৩৮॥
দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আৰ্ত্তি বাড়ে।
সহস্র সহস্র লোক এক-বৃক্ষে চড়ে॥৩৩৯॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥৩৪০॥
দেখি' মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি' বলি' সিংহনাদ করে ঘনে ঘন॥৩৪১॥
নানাদিক্ থাকি' লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায়॥৩৪২॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর॥৩৪৩॥
নিত্যানন্দ-আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥৩৪৪॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
তথা সর্ব্বলোক হইল পরম কাতর॥৩৪৫॥
চতুর্দ্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে।
কোথা গেলা প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে॥৩৪৬॥
বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ-বদন করিয়া॥৩৪৭॥
'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে॥৩৪৮॥
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি'।
অতএব সবে বোলে মহা-হরিধ্বনি॥৩৪৯॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি সর্ব্বলোক পূরে॥৩৫০॥
কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি' কহিলা সবারে॥৩৫১॥

"কত রাত্রি কোন্ দিকে হেন নাহি জানি।
আমা'-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি' গেলা ন্যাসি-মণি॥৩৫২॥
সত্য কহি ভাই সব, তোমা'-সবা'-স্থানে।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে॥"৩৫৩॥
যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে।
প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে॥৩৫৪॥
'লোকের গহন দেখি' আছেন বিরলে।'
এই জ্ঞানে সবাই আছেন কুতূহলে॥৩৫৫॥
কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে।
"আমারে দেখাও আমি কেবল একলে॥"৩৫৬॥
সর্ব্বলোক ধরে বাচস্পতির চরণে।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে॥৩৫৭॥
তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হৈয়া।
এই বাক্য প্রভু-স্থানে জানাইবা গিয়া॥৩৫৮॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন॥"৩৫৯॥
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয়।
কাহার চিত্তেতে আর প্রত্যয় না হয়॥৩৬০॥
কথোক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া।
বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া॥৩৬১॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসি-মণি।
আমা'-সবা' ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যা বাণী॥৩৬২॥
আমরা তরিলে বা উহার কোন্ দুঃখ।
আপনেই তরি' মাত্র এই কোন্ সুখ॥"৩৬৩॥
কেহ বলে,—"সুজনের এই ধর্ম্ম হয়।
সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয়॥৩৬৪॥
'আপনার ভাল হউ' যে-তে-জন দেখে।
সুজন আপনা' ছাড়িয়াও পর রাখে॥"৩৬৫॥
কেহ বলে,—"ব্যাভারেও মিষ্টদ্রব্য আনি'।
একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি'॥৩৬৬॥
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান॥"৩৬৭॥

কেহ বলে,—"বিপ্র কিছু কপট-হৃদয়।
পর উপকারে তত নহেন সদয়॥"৩৬৮॥
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্জ্জয়-বাণী কহে॥৩৬৯॥
দুই মতে দুঃখী বিপ্র পরম উদার।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার॥৩৭০॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
বাচস্পতি-কর্ণমূলে কহিলা বচন॥৩৭১॥
"চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া-নগর।
এবে যে যুয়ায় তাহা করহ সত্বর॥"৩৭২॥
শুনি' মাত্র বাচস্পতি পরম-সন্তোষে।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে॥৩৭৩॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্বলোক যথা।
সবারেই আসি' কহিলেন গোপ্য-কথা॥৩৭৪॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষ আমা' 'আমি থুইয়াছি লুকাইয়া'॥৩৭৫॥
এবে শুনিলাঙ প্রভু কুলিয়া-নগরে।
আছেন, আসিয়া কহিলেন দ্বিজবরে॥৩৭৬॥
সবে চল, যদি সত্য হয় এ বচন।
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ॥"৩৭৭॥
সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বাচস্পতি-সঙ্গে।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে॥৩৭৮॥
"কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি।"
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥৩৭৯॥
সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়॥৩৮০॥
বাচস্পতি-গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল॥৩৮১॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন॥৩৮২॥
লক্ষ লক্ষ লোক বা আইলা কোথা হৈতে।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে॥৩৮৩॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে।
তথাপি সবেই তরে, জনেক না মরে॥৩৮৪॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল॥৩৮৫॥
যে প্রভুর নাম-গুণ সকৃৎ যে গায়।
সে সংসার-অব্ধি তরে বৎস-পদ-প্রায়॥৩৮৬॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তাঁরা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে॥৩৮৭॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম-কুতূহলে॥৩৮৮॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা'-আপনি।
কোলা-কুলি করিয়া করেন হরিধ্বনি॥৩৮৯॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট-বাজার বসায় কত জন॥৩৯০॥
চতুর্দ্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে॥৩৯১॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম-নগর-প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল, স্থল নাহি অবসর॥৩৯২॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরি-ধ্বনি।
বাহির না হয়, গুপ্তে আছে ন্যাসি-মণি॥৩৯৩॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥৩৯৪॥
কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকি' আনাইলা প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥৩৯৫॥
দেখি' মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ॥৩৯৬॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া॥৩৯৭॥
"সংসার-উদ্ধার-লাগি' যে চৈতন্য-রূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে॥৩৯৮॥
সে গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়॥৩৯৯॥

সংসার-সাগরে মগ্ন জগৎ দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥৪০০॥
হেন যে অতুল কৃপাময় গৌরধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥"৪০১॥
এই মতে শ্লোক পড়ি' করে বিপ্র স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি ॥৪০২॥
বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাঁহার ॥৪০৩॥
বাচস্পতি দেখি' প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপাদৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর ॥৪০৪॥
দাণ্ডাইয়া করজুড়ি' বলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥৪০৫॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ॥৪০৬॥
আপন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে।
আপনে জানাহ,
তেঞি লোকে তোমা' জানে ॥৪০৭॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন ॥৪০৮॥
সবে তোমা' সর্ব্ব লোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে 'ক্রূর' যে বলিয়া ॥৪০৯॥
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছোঁ লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া ॥৪১০॥
তুমি প্রভু, তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া
লোকে বলে ॥"৪১১॥
হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে ॥৪১২॥
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি' সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা ॥৪১৩॥
চতুর্দ্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই' পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে, সেই স্তুতি পড়ে ॥৪১৪॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরি-ধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥৪১৫॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া-সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায় ॥৪১৬॥
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-মণি ॥৪১৭॥
ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কণা-লেশে সবেই অশোক ॥৪১৮॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসিবেশে ॥৪১৯॥
হেন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ভগবান্।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ ॥৪২০॥
তার জন্ম-কর্ম্ম-বিদ্যা-ব্রহ্মণ্য-আচার।
সব মিথ্যা, সেই পাপী শোচ্য সবাকার ॥৪২১॥
ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে ॥৪২২॥
যাহার স্মরণে সর্ব্বতাপবিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসি-মণির চরণ ॥৪২৩॥
এই মত চতুর্দ্দিকে দেখি' সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই' ভক্তগণ ॥৪২৪॥
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিকে বহে জাহ্নবীর জল ॥৪২৫॥
বাহ্য নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার ॥৪২৬॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে ॥৪২৭॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥৪২৮॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায় ॥৪২৯॥
আপনে কখন নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে ॥৪৩০॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু করি' সিংহনাদ।
সে নাদ শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ ॥৪৩১॥
যাঁর রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্ব লোকের ভিতর ॥৪৩২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁর শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে ॥৪৩৩॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্ব দেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বগণের গোচরে ॥৪৩৪॥
এই মত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে ॥৪৩৫॥
যতেক আইসে লোক দশ দিক্ হৈতে।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥৪৩৬॥
বাহ্য নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেম-রসে।
দেখি' সর্ব্বলোক সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৪৩৭॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সবে পার হৈল ॥৪৩৮॥
কুলিয়া-গ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-কর্ম্মবন্ধ-নাশ ॥৪৩৯॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময়-চিত্তবৃত্তি সবার করিয়া ॥৪৪০॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া ॥৪৪১॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি' ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥৪৪২॥
দ্বিজ বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
আছে, তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ' মন ॥৪৪৩॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা' খাইয়া ॥৪৪৪॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।'
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ ॥৪৪৫॥
এবে প্রভু, সেই পাপকর্ম্ম সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্বমতে ॥৪৪৬॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥"৪৪৭॥
শুনি' প্রভু অকৈতব বিপ্রের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥৪৪৮॥
"শুন দ্বিজ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ ॥৪৪৯॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ॥৪৫০॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥৪৫১॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥৪৫২॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥৪৫৩॥
সবা' হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সঙ্গীত কবিত্ব বিপ্র কর' তুমি গিয়া ॥৪৫৪॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥৪৫৫॥
এই সত্য কহি, তোমা'-সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল ॥৪৫৬॥
আর যদি নিন্দ্য-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥৪৫৭॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায় ॥৪৫৮॥
চল দ্বিজ, কর' গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব-পাপ-বিমোচন ॥"৪৫৯॥
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরিধ্বনি ॥৪৬০॥
নিন্দা-পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার ॥৪৬১॥
এই আজ্ঞা যে না মানে, নিন্দে সাধুজন।
দুঃখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ ॥৪৬২॥

চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার ॥৪৬৩॥
বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥৪৬৪॥
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥৪৬৫॥
প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে ॥৪৬৬॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনঃ তান।
তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥৪৬৭॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥৪৬৮॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়-পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যাঁর স্মরণেই মাত্র ॥৪৬৯॥
নিরবধি কৃষ্ণ-প্রেম-বিরহ বিহ্বল।
যাঁর নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল ॥৪৭০॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ্য-আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার ॥৪৭১॥
চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥৪৭২॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥৪৭৩॥
দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেম-রসে ॥৪৭৪॥
দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ॥৪৭৫॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতবে প্রেম-ভাবে করেন সেবনে ॥৪৭৬॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ ॥৪৭৭॥
আপনে করেন সব লোক এক ভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি' রাখেন কোলেতে ॥৪৭৮॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি-মনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥৪৭৯॥
তাঁর সঙ্গে থাকি', তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস ॥৪৮০॥
বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিদ্যমানে ॥৪৮১॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥৪৮২॥
শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয় ॥৪৮৩॥
তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ ॥৪৮৪॥
'কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়'।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥৪৮৫॥

তথাহি—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥৪৮৬॥

ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যায় আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥৪৮৭॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ॥৪৮৮॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান ॥৪৮৯॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া ॥৪৯০॥
প্রভুও তাহানে দেখি' সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥৪৯১॥

পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ ॥৪৯২॥
প্রভু বলে,—"তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥৪৯৩॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহারে করে ভক্তি ॥৪৯৪॥
বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর ॥৪৯৫॥
যে-তে-স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥"৪৯৬॥
শুনি' বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড়-হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥৪৯৭॥
"জগৎ উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ-মাঝে আসি' হইলা উদয় ॥৪৯৮॥
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা' না জানিলুঁ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ ॥৪৯৯॥
সর্ব্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ 'তোমাতে হউক অনুরাগ' ॥৫০০॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু, বলহ আপনে ॥৫০১॥
মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥৫০২॥
কিবা বাখানিমু, পড়াইমু বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু, করহ আপনে ॥"৫০৩॥
শুনি' তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥৫০৪॥
"শুন বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥৫০৫॥
আদি-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥৫০৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ-শক্তি ॥৫০৭॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥৫০৮॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে ॥৫০৯॥
যেন রূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা'-সবার ॥৫১০॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥৫১১॥
ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥৫১২॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥৫১৩॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥৫১৪॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥৫১৫॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥৫১৬॥
বেদ-শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥৫১৭॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥৫১৮॥
হেন গ্রন্থ পড়ি' কেহ সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল ॥৫১৯॥
আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তি-যোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে ॥৫২০॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইবা প্রসাদ ॥৫২১॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণ-ভক্তি' কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রসময় ॥৫২২॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।
কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া ॥"৫২৩॥

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি'।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি' ॥৫২৪॥
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি' বিস্তর প্রণাম ॥৫২৫॥
সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥৫২৬॥
ভক্তি-যোগ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন্ ॥৫২৭॥
না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥৫২৮॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥৫২৯॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥৫৩০॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥৫৩১॥
দুই স্থানে ভাগবত-নাম শুনি-মাত্র।
গ্রন্থ-ভাগবত, আর কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র ॥৫৩২॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত ॥৫৩৩॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া ॥৫৩৪॥
ভাগবত-রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥৫৩৫॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত-অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে ॥৫৩৬॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি ॥৫৩৭॥
হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার ॥৫৩৮॥
দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥৫৩৯॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সবারেই প্রতিকার করেন স্ব-রীতে ॥৫৪০॥
কুলিয়া-গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি, যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥৫৪১॥
সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥৫৪২॥
মনোরথ পূর্ণ করি' দেখে সর্ব্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ-শোক ॥৫৪৩॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥৫৪৪॥
যথা তথা জন্মুক—সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ॥৫৪৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫৪৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীনীলাচলে আত্মপ্রকাশাদিপূর্ব্বকং
পুনর্গৌড়দেশে বিবিধলীলা-বিলাস-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসি-রাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥২॥
হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥৩॥
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ ॥৪॥

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—তার 'রামকেলি' নাম ॥৫॥
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥৬॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়?
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয় ॥৭॥
সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জ্জনে ॥৮॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম-ভক্তি বিনা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥৯॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন ॥১০॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহি কোন ক্ষণ ॥১১॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া ॥১২॥
যদ্যপিহ ভক্তি-রসে অজ্ঞ সর্ব্ব লোক।
তথাপিহ প্রভু দেখি' সবার সন্তোষ ॥১৩॥
দূরে থাকি' সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি'।
সবে মেলি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥১৪॥
শুনি' মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ-সুখে ॥১৫॥
'বোল বোল বোল' প্রভু বলে বাহু তুলি'।
বিশেষে বোলেন সবে হয়ে কুতূহলী ॥১৬॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি' অন্যের কি দায় ॥১৭॥
যবনেও দূরে থাকি' করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ॥১৮॥
তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ॥১৯॥
চতুর্দ্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে ॥২০॥
সবে মেলি' আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিকে আর নাহি শুনি ॥২১॥
নিকটে যবনরাজ—পরম দুর্ব্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥২২॥
নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোকে বলে 'হরি'।
দুঃখ-শোক-গৃহ-কর্ম্ম সকল পাসরি' ॥২৩॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে ॥২৪॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সঙ্কীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন ॥২৫॥
রাজা বলে,—"কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন ॥"২৬॥
কোতোয়াল বলে,—"শুন শুনহ গোসাঞি।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাই ॥২৭॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে ॥২৮॥
জিনিয়া কনক-কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ, নাভি সুগভীর ॥২৯॥
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, কমল-নয়ান।
কোটিচন্দ্র সে মুখের না করি সমান ॥৩০॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রুভঙ্গি-পত্তন ॥৩১॥
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত-চন্দন।
মহা-কটি-তটে শোভে অরুণ-বসন ॥৩২॥
অরুণ কমল যেন চরণযুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল ॥৩৩॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই' ন্যাসী হই' করয়ে ভ্রমণ ॥৩৪॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥৩৫॥
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥৩৬॥

নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী ॥৩৭॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয় ॥৩৮॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥৩৯॥
কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয় ॥৪০॥
কখন মূর্চ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্ত্তন।
সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥৪১॥
বাহু তুলি' নিরন্তর বলে হরিনাম।
ভোজন, শয়ন আর নাহি কিছু কাম ॥৪২॥
চতুর্দ্দিকে থাকি' লোক আইসে দেখিতে।
কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে ॥৪৩॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥৪৪॥
কহিলাঙ এই মহারাজ, তোমা'-স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে ॥৪৫॥
না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস ॥"৪৬॥
যদ্যপি যবন-রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি' চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥৪৭॥
কেশব-খাঁনেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া ॥৪৮॥
"কহত কেশব-খাঁন, কি মত তোমার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' নাম বল যাঁর ॥৪৯॥
কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহো, কহিবা অবশ্য ॥৫০॥
চতুর্দ্দিকে থাকি' লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে—কহিবা ভালমতে ॥"৫১॥
শুনিয়া কেশব খাঁন—পরম সজ্জন।
ভয় পাই' লুকাইয়া কহেন কথন ॥৫২॥
"কে বলে 'গোসাঞি'?—এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরীব—বৃক্ষের তলবাসী ॥"৫৩॥
রাজা বলে,—"গরীব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥৫৪॥
হিন্দু যাঁরে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।
সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥৫৫॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা শিরে করি' সর্ব্বদেশে বহে ॥৫৬॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥৫৭॥
তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে ভজে কেনে? ৫৮॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥৫৯॥
আপনার খাই' লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভালমতে ॥৬০॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'।
'গরীব' করিয়া তানে না বল উত্তর ॥"৬১॥
রাজা বলে,—"এই মুঞি বলিলুঁ সবারে।
কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥৬২॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥৬৩॥
সর্ব্বলোক লই' সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন ॥৬৪॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবন ॥"৬৫॥
এই আজ্ঞা করি' রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥৬৬॥
যে হুসেন সাহ সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ॥৬৭॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ॥৬৮॥

মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি' পোড়য়ে অন্তরে ॥৬৯॥
যাঁর যশে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যাঁর যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ ॥৭০॥
যাঁর যশে শেষ-রমা-অজ-ভব-মত্ত।
যাঁর যশ গায় চারি বেদে করি' তত্ত্ব ॥৭১॥
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ।
সর্ব্বগুণ থাকিলেও তার সর্ব্বদোষ ॥৭২॥
সর্ব্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণে।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥৭৩॥
শুন আরে ভাই, শুন শেষখণ্ড-লীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-খেলা ॥৭৪॥
শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ ॥৭৫॥
সবে মেলি' এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্ত্রণা করিতে ॥৭৬॥
"স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহাতমো-গুণ-বৃদ্ধি হয় ঘনে ঘন ॥৭৭॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ॥৭৮॥
দৈবে আসি' সত্ত্ব-গুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক আমা'-সবা'-স্থানে॥৭৯॥
আর কোন পাত্র আসি' কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥৮০॥
জানি কদাচিৎ বলে 'কেমন গোসাঞি।
আন' গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥'৮১॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া'॥"৮২॥
এই যুক্তি করি' সবে এক সুব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ ॥৮৩॥
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন ॥৮৪॥
লক্ষকোটি লোক মিলি' করে হরি-ধ্বনি।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসিমণি ॥৮৫॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলেন বোলায়েন সঙ্কীর্ত্তন ॥৮৬॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ॥৮৭॥
অন্য-জন-সহিত কথার কোন্ দায়?
নিজ-পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় ॥৮৮॥
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিবা নিজ-পর।
কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম-প্রান্তর॥৮৯॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তি-রসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে ॥৯০॥
প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ ॥৯১॥
দ্বিজ বলে,—"তুমি-সব গোসাঞির গণ!
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥৯২॥
'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।'
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥"৯৩॥
কহি' এই কথা দ্বিজ গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরণামে ॥৯৪॥
কথা শুনি' ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে ॥৯৫॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচীনন্দন ॥৯৬॥
'বোল বোল হরিবোল হরিবোল' বলি'।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাহু তুলি' ॥৯৭॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক।
তালি দিয়া 'হরি' বলে পরম কৌতুক ॥৯৮॥
যাঁর সেবকের নাম করিলে স্মরণ।
সর্ব্ববিঘ্ন দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥৯৯॥
যাঁহার শক্তিতে জীব বল করি' চলে।
'পরংব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ' যাঁরে বেদে বলে॥১০০॥

যাঁহার মায়ায় জীব পাসরি' আপনা।
বদ্ধ হই' পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥১০১॥
সে-প্রভু আপনে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তি-রসে পৃথিবীতে ॥১০২॥
কোন্ বা তাহানে রাজা, কারে তাঁর ভয়?
'যম-কাল-আদি যাঁর ভৃত্য বেদে কয়' ॥১০৩॥
স্বচ্ছন্দে করেন সবা' লই' সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচী-নন্দন ॥১০৪॥
আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিক্ হৈতে ॥১০৫॥
তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥১০৬॥
যদ্যপিহ সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান।
তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্ ॥১০৭॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
'যম' করি' ভয় নাহি, কি দায় রাজারে? ১০৮॥
নিরন্তর সর্ব্বলোক করে হরি-ধ্বনি।
কার মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৯॥
হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
সঙ্কীর্ত্তন করে সর্ব্ব-লোকের ভিতর ॥১১০॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন ॥১১১॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥১১২॥
প্রভু বলে,—"তুমি-সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা' দেখিবারে নিবে কি কারণে? ১১৩॥
আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' চাঙ।
সবা' আমা' চাহে হেন কোথাও না পাঙ ॥১১৪॥
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে?
রাজা আমা' চাহে আমি যাইব আপনে ॥১১৫॥
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে?
কি শক্তি রাজার এ-বা বোল উচ্চারিতে? ১১৬॥
আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিবে রাজা আমারে চাহিতে ॥১১৭॥
আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার?
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥১১৮॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে।
আমা' অন্বেষয়ে, কেহ না পায় দেখিতে ॥১১৯॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার ॥১২০॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥১২১॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল ॥১২২॥
হেন ভক্তি-যোগ দিমু এ-যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥১২৩॥
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥১২৪॥
সেই-সব জন হ'বে এ-যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত ॥১২৫॥
পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥১২৬॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ ॥১২৭॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে?
এ কথা সকল মিথ্যা—কহিল সবারে।" ১২৮॥
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥১২৯॥
এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ-কীর্ত্তন-বিধানে ॥১৩০॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার?
না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার ॥১৩১॥
ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
"আমি চলিবাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা।" ১৩২॥

এত বলি' স্বতন্ত্র পরমানন্দ-রায়।
চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীর্ত্তন-লীলায় ॥১৩৩॥
নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গা-তীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥১৩৪॥
পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৩৫॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হৈলা অধিষ্ঠান ॥১৩৬॥
যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র-সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে ॥১৩৭॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের—সেই সে উচিত।
'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' নাম—জগত-বিদিত ॥১৩৮॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি' ॥১৩৯॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি' বসাইল ॥১৪০॥
অদ্বৈত বলেন,—"ভিক্ষা করহ গোসাঞি!"
সন্ন্যাসী বলেন,—"ভিক্ষা দেহ' যাহা চাই ॥১৪১॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা'-স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা—তাহা কহিবা আপনে ॥"১৪২॥
আচার্য্য বলেন,—"আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন ॥"১৪৩॥
ন্যাসী বলে,—"আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।"
আচার্য্য বলেন,—"বল যে ইচ্ছা তোমার ॥"১৪৪॥
সন্ন্যাসী বলেন,—"এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি ॥"১৪৫॥
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
"ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥১৪৬॥
যদ্যপিহ ঈশ্বরের পিতা-মাতা নাই।
তথাপিহ 'দেবকীনন্দন' করি' গাই ॥১৪৭॥
পরমার্থে—গুরু সে তাঁহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু, তাহা সবে গাই ॥১৪৮॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া?
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥"১৪৯॥
এত ভাবি' বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয় ॥১৫০॥
দেখিতেছ—গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা'-প্রতি?"১৫১॥
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ॥১৫২॥
পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি' সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥১৫৩॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিধর ॥১৫৪॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥১৫৫॥
"কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর বার।
'চৈতন্যের গুরু আছে' বিচার তোমার ॥১৫৬॥
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ ॥১৫৭॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল ॥১৫৮॥
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥১৫৯॥
বুঝিলাম—বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে? ১৬০॥
'চৈতন্যের গুরু আছে' বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে? ১৬১॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য-ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায় ॥১৬২॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড়—আর দুই নাই ॥১৬৩॥
যত দেখ মহামুনি—মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কারো, কোথা কার নাম ॥১৬৪॥

পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥১৬৫॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্তভাবে ভক্তি ॥১৬৬॥
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে ॥১৬৭॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি' শিরে।
সৃষ্টি করি' সেই জ্ঞান কহেন সবারে ॥১৬৮॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই' ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥১৬৯॥
যাহা হইতে হয় আসি' জ্ঞানের প্রচার।
তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥১৭০॥
বাপ তুমি,—তোমা' হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই' কেন বোলহ অন্যথা ॥"১৭১॥
এত বলি' শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥১৭২॥
'বাপ' 'বাপ' বলি' ধরি' করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥১৭৩॥
"তুমি সে জনক বাপ, মুই সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয় ॥১৭৪॥
অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ বাপ, মোরে।
আর না বলিমু, এই কহিলুঁ তোমারে ॥"১৭৫॥
আত্মস্তুতি শুনি' শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয় ॥১৭৬॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥১৭৭॥
সন্ন্যাসী বলেন,—"যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা, তেন পুত্র—অচিন্ত্য-কথন ॥১৭৮॥
এই ত' ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়? ১৭৯॥
শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে ॥"১৮০॥

পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি'।
পূর্ণ হই' ন্যাসী চলে বলে,—'হরি হরি' ॥১৮১॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥১৮২॥
অদ্বৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্রে করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা ॥১৮৩॥
পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত-আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি' কান্দে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৮৪॥
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে ॥১৮৫॥
চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।
এত বলি' নাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥১৮৬॥
পুত্র কোলে করি' নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই ॥১৮৭॥
পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥১৮৮॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি' আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে ॥১৮৯॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৯০॥
'হরি' বলি' শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার।
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥১৯১॥
জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥১৯২॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ-কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে ॥১৯৩॥
পাদপদ্ম বক্ষে করি' আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই ॥১৯৪॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম, স্নেহ,—না যায় বর্ণন ॥১৯৫॥
স্থির হই' ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥১৯৬॥

বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পারিষদগণে॥১৯৭॥
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলি।
দুঁহা দেখি' অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী॥১৯৮॥
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন॥১৯৯॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা বর্ণিতে কে পারে?২০০॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-কুমার।
প্রভুর চরণে আসি' হৈলা নমস্কার॥২০১॥
অচ্যুতেরে কোলে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর॥২০২॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা প্রভুর দেহেতে॥২০৩॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি' সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥২০৪॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন॥২০৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান॥২০৬॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা হেন পুত্র, উচিত মিলন॥২০৭॥
এইমত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে॥২০৮॥
শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত-ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈত-ঘরে কীর্ত্তন-লীলায়॥২০৯॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই' আচার্য্য গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি॥২১০॥
কিছু স্থির হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥২১১॥
দোলা লই' নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে॥২১২॥

প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বলেন, কি শুনেন, বাহ্য কিছু নাই॥২১৩॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে।
জিজ্ঞাসেন,—"মথুরার কথা কহ মোরে॥২১৪॥
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥২১৫॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান' কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি' নিল সে॥২১৬॥
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি' গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন॥"২১৭॥
"রাম কৃষ্ণ", বলিয়া কখন ডাকে আই।
"ঝাট গাভী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে যাই॥"২১৮॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
"ধর ধর সবে, এই ননী-চোরা যায়॥২১৯॥
কোথা পলাইবা আজি এড়িমু বান্ধিয়া।"
এত বলি' ধায় আই আবিষ্ট হইয়া॥২২০॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি' গিয়া॥"২২১॥
কখন যে উচ্চ করি' করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ॥২২২॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে॥২২৩॥
কখন বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যে করি'।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা' পাসরি'॥২২৪॥
হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম।
দুই-প্রহরেও কভু নহে উপশম॥২২৪॥
কখন বা আই হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত।
প্রহরেও ধাতু নাহি থাকে কদাচিত॥২২৬॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া॥২২৭॥
আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তার উপমা।
আই বই অন্যে আর নাহি তার সীমা॥২২৮॥

গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি ॥২২৯॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কার ॥২৩০॥
হেন মতে প্রেমানন্দ সমুদ্র-তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥২৩১॥
কদাচিত আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেই বিষ্ণুপূজা লাগি'—জানিহ নিশ্চয় ॥২৩২॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্ত্তা হৈল গিয়া ॥২৩৩॥
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর ॥"২৩৪॥
বার্ত্তা শুনি' সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই ॥২৩৫॥
বার্ত্তা শুনি' প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ-মন ॥২৩৬॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই' চলিলেন সেই ক্ষণ-মাত্র ॥২৩৭॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥২৩৮॥
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥২৩৯॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥২৪০॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥২৪১॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি ॥২৪২॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর' জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥২৪৩॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি।
যাহা হইতে সব হয়, তুমি সেই শক্তি ॥২৪৪॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি ॥২৪৫॥
যত দেখি সব তোমা' হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয় ॥২৪৬॥
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥"২৪৭॥
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন ॥২৪৮॥
কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কার শক্তি ॥২৪৯॥
আনন্দাশ্রু-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি' নমস্কার হয় বহুমতে ॥২৫০॥
আই দেখি' মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥২৫১॥
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলি।
স্তুতি করে বৈকণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী ॥২৫২॥
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার ॥২৫৩॥
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥২৫৪॥
বারেক যে জন তোমা' করিবে স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার-বন্ধন ॥২৫৫॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলসী।
তারাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি' ॥২৫৬॥
তুমি যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ॥২৫৭॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সাদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥"২৫৮॥
এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥২৫৯॥
আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ॥২৬০॥

কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥২৬১॥
প্রাণহীনজন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে।
স্রোতে যহি লয়ে, তহি চলয়ে অবশে॥২৬২॥
এই মত সর্ব্বজীব সংসার-সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তহি করে॥২৬৩॥
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥২৬৪॥
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত' যা বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার॥"২৬৫॥
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব ভাগবতে।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি লাগিলা করিতে॥২৬৬॥
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাঁহার উদরে॥২৬৭॥
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই' শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥২৬৮॥
প্রভু দেখি' সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহ্য নাই॥২৬৯॥
এখানে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয়॥২৭০॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে ভাসেন হরিষে॥২৭১॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি' আচার্য্য গোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাঞি॥২৭২॥
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ।
জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ॥২৭৩॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সবেই মিশাইলা॥২৭৪॥
এ সব আনন্দ পড়ে, শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥২৭৫॥
'প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী'।
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥২৭৬॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি' 'গৌরচন্দ্র-নারায়ণ'॥২৭৭॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥২৭৮॥
আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে॥২৭৯॥
একেক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।
রান্ধিলেন আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥২৮০॥
অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া॥২৮১॥
শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি'।
সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী॥২৮২॥
চতুর্দ্দিকে সারি করি' শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন॥২৮৩॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥২৮৪॥
দেখি' প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপস্কার।
দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার॥২৮৫॥
প্রভু বলে,—"এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥২৮৬॥
কি রন্ধন—ইহা ত' কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥২৮৭॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই' সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥"২৮৮॥
এত বলি' প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি'।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ-নরহরি॥২৮৯॥
প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে দেখিতে ভোজন॥২৯০॥
ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী॥২৯১॥
প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥২৯২॥

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥২৯৩॥
শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥২৯৪॥
শাকের মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥২৯৫॥
প্রভু বলে,—"এই যে 'অচ্যুতা' নামে শাক।
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥২৯৬॥
'পটল' 'বাস্তুক' 'কাল' শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥২৯৭॥
'সালিঞ্চা' 'হেলেঞ্চা' শাক ভক্ষণ করিলে।
আরোগ্য থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে॥"২৯৮॥
এই মত শাকের মহিমা কহি' কহি'।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই' ॥২৯৯॥
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্রবদনে ॥৩০০॥
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদিদেব মহীধর ॥৩০১॥
সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥৩০২॥
বেদব্যাস-আদি করি' যত মুনিগণ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন ॥৩০৩॥
এ যশের যদি করে শ্রবণ-পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥৩০৪॥
হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৩০৫॥
আচমন করি' মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষে লুটিতে লাগিলা ॥৩০৬॥
কেহ বলে,—"ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়॥"৩০৭॥
আর কেহ বলে,—"আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি' লই' কেহ করে পলায়ন॥৩০৮॥
কেহ বলে,—"শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
'হয়' 'নয়' বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে॥"৩০৯॥
কেহ বলে,—"আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানা-মাত্র আমি লই' যাই॥"৩১০॥
কেহ বলে,—"আমি পাত ফেলি সর্ব্ব কাল।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল॥"৩১১॥
এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন ॥৩১২॥
আইর রন্ধন—ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥৩১৩॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন ॥৩১৪॥
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর ॥৩১৫॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তাঁরে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥৩১৬॥
"পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি॥"৩১৭॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক
ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥৩১৮॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য় প্রক্রমে,
৭ম সর্গে)—

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যাধামবরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৩১৯॥

যাঁহার সম্মুখভাগে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চন-কান্তি জ্যেষ্ঠসেবানিরত উত্তমভূষণশালী শেষরূপী শ্রীলক্ষ্মণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি।

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥৩২০॥

যিনি সপরিবারে খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বিনাশপূর্ব্বক দণ্ডকবনকে দূষণ-নামক রাক্ষস-শূন্য করিয়া বালিকে বধ ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা করি।

এই মত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥৩২১॥
"দুর্ব্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু।
ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাতীত-কল্পতরু ॥৩২২॥
হাস্যমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥৩২৩॥
অগ্রে মহা-ধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় জ্যোতি কনক-ভূষণ ॥৩২৪॥
আপনে অনুজ হই' শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবায় রত 'শ্রীলক্ষ্মণ' নাম ॥৩২৫॥
সর্ব্ব-মহা-গুরু হেন শ্রীরঘু-নন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ ॥৩২৬॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্যকীর্ত্তি গায় ॥৩২৭॥
যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত ॥৩২৮॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' ছাড়ি' নিজ-রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য্য ॥৩২৯॥
বালি মারি' সুগ্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া।
মিত্র-পদ দিলা তারে করুণা করিয়া ॥৩৩০॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন গুরুর চরণ ॥৩৩১॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঈষৎ লীলায়।
কপি-দ্বারে যে বান্ধিল লক্ষ্মণসহায় ॥৩৩২॥
ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ-বংশ-গণে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে ॥৩৩৩॥
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্ম-পর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর ॥৩৩৪॥
যবনেও যাঁর কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি' শুনে।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥৩৩৫॥
দুষ্ট ক্ষয় লাগি' নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥৩৩৬॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী।
স-শরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী ॥৩৩৭॥
যাঁর নাম-রসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যাঁর পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥৩৩৮॥
'পরং ব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্ব-গুরু রাঘবেন্দ্র-পায় ॥"৩৩৯॥
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥৩৪০॥
শুনি' তুষ্ট হই' তবে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥৩৪১॥
"শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে ॥৩৪২॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহ রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয় ॥"৩৪৩॥
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি'।
সবেই করেন মহা-জয়-জয়-ধ্বনি ॥৩৪৪॥
এই মত কৌতুকে আছেন গৌর-সিংহ।
চতুর্দ্দিকে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ ॥৩৪৫॥
হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী এক জন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন ॥৩৪৬॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি' মহা-আর্ত্তি করি' কান্দে ॥৩৪৭॥

সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয় ॥৩৪৮॥
পর-দুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইলুঁ মুঞি তোমার গোচর॥৩৪৯॥
কুষ্ঠ-রোগে পীড়িত, জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন্ মতে তরি ॥৩৫০॥
শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন॥৩৫১॥
"ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥৩৫২॥
পরম-ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥৩৫৩॥
বৈষ্ণব-নিন্দক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥৩৫৪॥
এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্ট-মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভীপাকেতে বসতি॥৩৫৫॥
যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥৩৫৬॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥৩৫৭॥
'শেষ-রমা-অজ-ভব নিজ-দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে॥৩৫৮॥

তথাহি (ভাঃ ১১/১৪/১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥৩৫৯॥

হে উদ্ধব! তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইয়াও এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও সেরূপ প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহে।

"হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম-জীবন-মরণ॥৩৬০॥
বিদ্যা-কুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার॥৩৬১॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥৩৬২॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যাঁর দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয় ॥৩৬৩॥
যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥৩৬৪॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত॥৩৬৫॥
এতেকে তোহার কুষ্ঠজ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্ম্মরাজ ॥৩৬৬॥
এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥"৩৬৭॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর ॥৩৬৮॥
"কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা' খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলুঁ প্রমত্ত হইয়া ॥৩৬৯॥
অতএব তার শাস্তি পাইলুঁ উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি—চিন্ত মোর হিত ॥৩৭০॥
সাধুর স্বভাবধর্ম্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত-অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে ॥৩৭১॥
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন? ৩৭২॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল' মোরে—তুমি সর্ব্বপিতা॥৩৭৩॥
বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ॥"৩৭৪॥
প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠ-রোগ কোন্ তার শাস্তিয়ে লিখন॥৩৭৫॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥৩৭৬॥

চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥৩৭৭॥
চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়য় গিয়া তাঁহার চরণে॥৩৭৮॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥৩৭৯॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সে-ই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়?৩৮০॥
এই কহিলাঙ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়॥৩৮১॥
মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে॥"৩৮২॥
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি কৈলা ভক্তগণ॥৩৮৩॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন।
দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ॥৩৮৪॥
সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই' শ্রীবাস-প্রসাদ।
মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ॥৩৮৫॥
যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠরায়॥৩৮৬॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে যেই জন।
তাঁর শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ॥৩৮৭॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি।
পরমার্থে নহে; ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী॥৩৮৮॥
সত্যভামা-রুক্মিণীয়ে গালাগালি যেন।
পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন॥৩৮৯॥
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্যগোসাঞি॥৩৯০॥
ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়॥৩৯১॥
এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল?৩৯২॥
এই মত সর্ব্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে, যে হয় পরম মহাধীর॥৩৯৩॥
অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে, সে যায় তরিয়া॥৩৯৪॥
যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥৩৯৫॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে॥৩৯৬॥
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি।
দৈব-যোগে উপসন্ন হৈল আসি' তথি॥৩৯৭॥
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্য-গোসাঞি॥৩৯৮॥
মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর॥৩৯৯॥
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্ব-কাল পূর্ণশক্তি॥৪০০॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান॥৪০১॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার॥৪০২॥
তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেম-সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসেন সদায়॥৪০৩॥
নিরবধি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহা-হাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥৪০৪॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য॥৪০৫॥
পথে চলি' যাইতেও আপনা'-আপনি।
নাচেন পরমরঙ্গে করি' হরিধ্বনি॥৪০৬॥
কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্চ্ছা হয়।
দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥৪০৭॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন॥৪০৮॥

কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগ্-বাস ॥৪০৯॥
এই মত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি' বড় দুঃখী ॥৪১০॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি ॥৪১১॥
কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥৪১২॥
'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥৪১৩॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী' 'বিষহরি'।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দম্ভ করি' ॥৪১৪॥
'ধন-বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥৪১৫॥
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥৪১৬॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয় ॥৪১৭॥
কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥৪১৮॥
বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা-তমো-গুণে ॥৪১৯॥
লোক দেখি' দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
'হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যারে করি ॥'৪২০॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ' ॥৪২১॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী-সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা ॥৪২২॥
'জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী' খ্যাতি যার।
কার মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার ॥৪২৩॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥৪২৪॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখী শ্রীমাধবপুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি' ॥৪২৫॥
"লোক-মধ্যে ভ্রমি কেনে বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে ॥৪২৬॥
অতএব এ সকল লোক-মধ্য হৈতে।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥৪২৭॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে ॥"৪২৮॥
এই মত মনোদুঃখ ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত-সহিতে ॥৪২৯॥
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য দেখি' সকল-সংসার।
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার ॥৪৩০॥
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি' বিষ্ণু-ভক্তি বাখানে সদায় ॥৪৩১॥
নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥৪৩২॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা উদয় ॥৪৩৩॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ ॥৪৩৪॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৪৩৫॥
অন্যোহন্যে কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ ॥৪৩৬॥
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য কথন।
মেঘ-দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেই ক্ষণ ॥৪৩৭॥
'কৃষ্ণ' নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥৪৩৮॥
দেখিয়া তাঁহার বিষ্ণু-ভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয় ॥৪৩৯॥
তাঁর ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেনমতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন ॥৪৪০॥

মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে ॥৪৪১॥
দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত
সজ্জ করিতে লাগিলা ॥৪৪২॥
শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ-সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য-দিনে ॥৪৪৩॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য-গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন, তার অন্ত নাই ॥৪৪৪॥
নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি
কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥৪৪৫॥
মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সবাকার।
সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥৪৪৬॥
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেড়ি' সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ॥৪৪৭॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥৪৪৮॥
কেহ বলে,—"আমি সব ঘষিব চন্দন।"
কেহ বলে,—"মালা আমি করিব গ্রন্থন॥"৪৪৯॥
কেহ বলে,—"জল আনিবারে মোর ভার।"
কেহ বলে,—"মোর দায় স্থান-উপস্কার॥"৪৫০॥
কেহ বলে,—"মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।
মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন॥"৪৫১॥
কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে॥৪৫২॥
কত জনে লাগিলা করিতে সঙ্কীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥৪৫৩॥
আর কত জন 'হরি' বলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে॥৪৫৪॥
কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য ॥৪৫৫॥

এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সবেই করেন কার্য্য যার যেন মন ॥৪৫৬॥
খাও পিও লেহ দেহ' আর হরি-ধ্বনি।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি ॥৪৫৭॥
শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥৪৫৮॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্যজ্ঞান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥৪৫৯॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম-সন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি' বুলেন হরিষে ॥৪৬০॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥৪৬১॥
ঘর-পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর-দুই-চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি ॥৪৬২॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত।
ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলাপাত ॥৪৬৩॥
ঘর-দুই-চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক ॥৪৬৪॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান ॥৪৬৫॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥৪৬৬॥
সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদ্গ ॥৪৬৭॥
তৈল-লবণ-ঘৃত-কলস দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লিখিবারে পারি কত॥৪৬৮॥
অতি অমানুষী দেখি' সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার ॥৪৬৯॥
প্রভু বলে,—"এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয়॥৪৭০॥
মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে!
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে মহাদেবে ॥৪৭১॥

বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।"
এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার ॥৪৭২॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥৪৭৩॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥৪৭৪॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
তথাপি চৈতন্য-বিমুখের কালানল ॥৪৭৫॥
সকৃৎ যে জন বলে 'শিব' হেন নাম।
সেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান ॥৪৭৬॥
সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥৪৭৭॥
হেন 'শিব' নাম শুনি' যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥৪৭৮॥

তথাহি (ভাঃ ৪/৪/১৪)—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ ॥৪৭৯॥

যাঁহার 'শিব' এই দ্ব্যক্ষরাত্মক নাম কেবল কথাচ্ছলেও বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ পাপ আশু বিনষ্ট হয়, যাঁহার শাসন অলঙ্ঘ্য ও যাঁহার যশ পরম পবিত্র, আপনি সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ করিতেছেন। অহো! আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ।

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
"শিব যে না পূজে,
সে বা মোরে পূজে কেনে? ৪৮০॥
মোর প্রিয় শিব-প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥"৪৮১॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স
লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং
শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥৪৮২॥

যে আমার প্রিয়ভক্ত শিবকে যথাবিধি পূজা না করে, সেই বৈষ্ণব-দ্বেষী পাপাত্মা কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে?

"অতএব সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজি' তবে।
প্রীতে শিব পূজি' পূজিবেক সর্ব্ব-দেবে॥"৪৮৩॥

তথাহি (স্কন্দপুরাণে)—

প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ ॥৪৮৪॥

সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করিবে। তদনন্তর অন্যান্য যে সকল দেবতা আছেন, পরমভক্তির সহিত তাঁহা-দের পূজা করা কর্ত্তব্য।

হেন 'শিব' অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে।
সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥৪৮৫॥
ইহাতে অবুধগণ মহা-কলি করে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে॥৪৮৬॥
নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত—লেখিবারে পারি কত॥৪৮৭॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ-মন।
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥৪৮৮॥
একে একে দেখি' প্রভু সকল সম্ভার।
সঙ্কীর্ত্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার ॥৪৮৯॥
প্রভু মাত্র আইলেন সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্বভক্তগণে ॥৪৯০॥

না জানি কে কোন্ দিকে নাচে গায় বা'য় ।
না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায় ॥৪৯১॥
সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি ।
'বল বল হরি বল' আর নাহি শুনি ॥৪৯২॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত ।
সবার সুন্দর বক্ষ—মালায় পূর্ণিত ॥৪৯৩॥
সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ।
সবে নৃত্য-গীত করে প্রভু-বিদ্যমান ॥৪৯৪॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন ।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন ॥৪৯৫॥
নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সুখময় ।
বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥৪৯৬॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোসাঞি ।
যত নৃত্য করিলেন—তার অন্ত নাই ॥৪৯৭॥
নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস ।
সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥৪৯৮॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বশেষে ।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥৪৯৯॥
সর্ব্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া ।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সবা' লৈয়া ॥৫০০॥
মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্ব ভক্তগণ ।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥৫০১॥
এই মত সর্ব্ব দিন নাচিয়া গাইয়া ।
বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া ॥৫০২॥
তবে শেষে আজ্ঞা মাগি' অদ্বৈত-আচার্য্য ।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্বকার্য্য ॥৫০৩॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন ।
মধ্যে প্রভু—চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥৫০৪॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয় ।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥৫০৫॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন ।
মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন ॥৫০৬॥
মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া ।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্বভক্ত লৈয়া ॥৫০৭॥
প্রভু বলে,—"মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি ।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥"৫০৮॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৫০৯॥
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা ।
প্রভুর সম্মুখে আনি' অদ্বৈত থুইলা ॥৫১০॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে ।
দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে ॥৫১১॥
তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে ।
শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥৫১২॥
শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ ।
সবার হইল পরানন্দময় মন ॥৫১৩॥
উচ্চ করি' সবেই করেন হরি-ধ্বনি ।
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥৫১৪॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তার ।
আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ গৃহ-মধ্যে যাঁর ॥৫১৫॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত ।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥৫১৬॥
একোদিবসের যত চৈতন্যবিহার ।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥৫১৭॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥৫১৮॥
এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই ।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥৫১৯॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥৫২০॥
এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি ।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৫২১॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥৫২২॥

এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৫২৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীঅচ্যুতানন্দ-চরিত্র-শ্রীমাধবেন্দ্র-তিথি-
পূজা-বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-গুরু।
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছা-কল্পতরু ॥১॥
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব-প্রতি কর' প্রভু শুভদৃষ্টি-পাত ॥২॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু দয়াময় ॥৩॥
শেষখণ্ড কথা ভাই, শুন এক মনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে ॥৪॥
কত দিন থাকি' প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে ॥৫॥
কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি' আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ॥৬॥
নিজ-প্রাণনাথ দেখি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবী'ত ॥৭॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি' পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ॥৮॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৯॥
সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি' ঊর্দ্ধবাহু করি' কান্দে ॥১০॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ॥১১॥
আপনে মাথায় করি' উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমললোচন ॥১২॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ ॥১৩॥
জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন ॥১৪॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্ত্তা পাই' আইলা আচার্য্য-পুরন্দর ॥১৫॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি' বলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ॥১৬॥
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য-পুরন্দর।
প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই' অসম্বর ॥১৭॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেই ক্ষণে।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্ত-বর্গ-সনে ॥১৮॥
প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব ॥১৯॥
জগতের হিতকারী—বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্ব-ভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত ॥২০॥
গুণগ্রাহী অদোষদরশী সবা'-প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি-মতি ॥২১॥
বাসুদেব দত্ত দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥২২॥
বাসুদেব দত্ত ধরি' প্রভুর চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥২৩॥
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ-পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন ॥২৪॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা ॥২৫॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে,—"আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥"২৬॥

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥২৭॥
দত্ত আমা' যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥২৮॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে, তাঁরে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায় ॥২৯॥
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল!
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল ॥"৩০॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি'।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি ॥৩১॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥৩২॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥৩৩॥
শ্রীবাস-রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায় ॥৩৪॥
চৈতন্যের অতি প্রিয়—শ্রীবাস, রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাই ॥৩৫॥
সঙ্কীর্ত্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় অশেষ প্রকারে ॥৩৬॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যাঁর গৃহে প্রভুর সর্ব্বাদ্য পরকাশ ॥৩৭॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃত ॥৩৮॥
প্রভু বলে,—"তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও॥"৩৯॥
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে ॥"৪০॥
প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"৪১॥
শ্রীবাস বলেন,—"যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে-পাকে॥"৪২॥
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।"
"তাহা না পারিব মুঞি"—বলেন শ্রীবাস॥৪৩॥
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা ॥৪৪॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই না বুঝি মুঞি তোমার বচন ॥৪৫॥
একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বট মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে ॥৪৬॥
না মিলিল যদি আসি' তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা? বলহ আমারে॥"৪৭॥
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
"এক, দুই, তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া॥"৪৮॥
প্রভু বলে,—"এক দুই তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা?"৪৯॥
শ্রীবাস বলেন,—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার ॥৫০॥
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্ব্বথা গঙ্গায় ॥"৫১॥
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন ॥৫২॥
প্রভু বলে,—"কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের জন্য হইবে উপাস? ৫৩॥
যদি কদাচিৎ লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে ॥৫৪॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস,
এবে পাসরিলে তুঞি!"৫৫॥

তথাহি (গীতা ৯/২২)—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং
যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৫৬॥

"যে-যে-জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া ॥৫৭॥
যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে ॥৫৮॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥৫৯॥
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ ॥৬০॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ-পালন ॥৬১॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ় ॥৬২॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি ॥৬৩॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥৬৪॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর' ॥"৬৫॥
রামপণ্ডিতেরে ডাকি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে,—"শুন রাম, আমার উত্তর ॥৬৬॥
জ্যেষ্ঠভাই-শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায় ॥৬৭॥
প্রাণসহ তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥"৬৮॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম ॥৬৯॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥৭০॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁর স্মরণে পবিত্র ॥৭১॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁর ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥৭২॥

হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥৭৩॥
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥৭৪॥
কতদিন থাকি' প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী—রাঘব-মন্দিরে ॥৭৫॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥৭৬॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবী'ত ॥৭৭॥
দৃঢ় করি' ধরি' রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥৭৮॥
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৭৯॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন, কিছুই না স্ফুরে ॥৮০॥
রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥৮১॥
প্রভু বলে,—"রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥৮২॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয় ॥"৮৩॥
হাসি' বলে প্রভু,—"শুন রাঘব পণ্ডিত!
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত ॥"৮৪॥
আজ্ঞা পাই' শ্রীরাঘব পরম-সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম-রসে ॥৮৫॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার ॥৮৬॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে আর যত আপ্ত-গণ ॥৮৭॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত ॥৮৮॥

প্রভু বলে,—"রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥"৮৯॥
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া॥৯০॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন॥৯১॥
রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর॥৯২॥
প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধর দাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁর বিগ্রহপ্রকাশ॥৯৩॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে॥৯৪॥
পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥৯৫॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে॥৯৬॥
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁর গুণে॥৯৭॥
এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা॥৯৮॥
পাণিহাটী-গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥৯৯॥
রাঘব পণ্ডিত-প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর॥১০০॥
"রাঘব, তোমারে আমি নিজ-গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ-বই॥১০১॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে॥১০২॥
আমার সকল কর্ম্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥১০৩॥
যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥১০৪॥
মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥১০৫॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা-সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন ভগবান্॥"১০৬॥
মকরধ্বজকর-প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বলিলেন,—"সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥১০৭॥
রাঘবপণ্ডিত-প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥"১০৮॥
হেনমতে পানিহাটী-গ্রাম ধন্য করি'।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গহরি॥১০৯॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥১১০॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥১১১॥
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥১১২॥
'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥১১৩॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহু পাসরিয়া॥১১৪॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥১১৫॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ত্রাস॥১১৬॥
এই মত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি॥১১৭॥
বাহ্য পাই' বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥১১৮॥
প্রভু বলে,—"ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥১১৯॥
এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥"১২০॥

বিপ্র-প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি'।
সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি ॥১২১॥
এই মত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥১২২॥
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম ॥১২৩॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর ॥১২৪॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
'পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি॥'১২৫॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
"আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে ॥"১২৬॥
শুনি' সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম-আদি আইলেন সেই ক্ষণ ॥১২৭॥
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি' করেন কীর্ত্তন॥১২৮॥
প্রভুও সবারে মহা-প্রেমে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১২৯॥
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে ॥১৩০॥
নিরন্তর নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্ব্বদেশ ॥১৩১॥
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি প্রেমানন্দসুখে॥১৩২॥
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে ॥১৩৩॥
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥১৩৪॥
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেই ক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন ॥১৩৫॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত!—গঙ্গাধারা বহে যেন॥১৩৬॥

দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে
দুঃখ-শোক ॥১৩৭॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি' যায়।
সেই দিকে সর্ব্বলোক 'হরি হরি' গায়॥১৩৮॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
"নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥"১৩৯॥
সেই ক্ষণে শুনি' মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥১৪০॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥১৪১॥
সার্ব্বভৌম-আদি সবা'-স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে ॥১৪২॥
রাজা বলে,—"তুমি-সব, যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥"১৪৩॥
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সবে মেলি' এই যুক্তি করিলেন মনে ॥১৪৪॥
"যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥১৪৫॥
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে॥"১৪৬॥
এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা-স্থানে।
রাজা বলে,—
"যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে ॥"১৪৭॥
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি' রাজা একেশ্বর আইলেন সত্বর ॥১৪৮॥
আড়ে থাকি' দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত!—যাহা নাহি দেখি কভু॥১৪৯॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ্য ক্ষণে ক্ষণে ॥১৫০॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে॥১৫১॥

হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥১৫২॥
কখন করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে ॥১৫৩॥
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তার ॥১৫৪॥
নিরবধি দুই মহা-বাহু-দণ্ড তুলি'।
'হরি বল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥১৫৫॥
এই মত নৃত্য প্রভু করি' কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্বগণে ॥১৫৬॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দমনে ॥১৫৭॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥১৫৮॥
সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে ॥১৫৯॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয় ॥১৬০॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম-ধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন-বিকারে ॥১৬১॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি' নৃপতি।
ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥১৬২॥
কারো স্থানে ইহা রাজা না করি' প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥১৬৩॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥১৬৪॥
'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সঙ্কীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি ॥'১৬৫॥
ঈশ্বর-মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে ॥১৬৬॥
সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥১৬৭॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয় ॥১৬৮॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর ॥১৬৯॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে—"এ কিরূপ লীলা!
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা!"১৭০॥
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে,—"রাজা, এ ত' না যুয়ায় ॥১৭১॥
কর্পূর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥১৭২॥
আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়।
আমা' পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥১৭৩॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি' ধূলা-লালা ॥১৭৪॥
সেই ধূলা-লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার ॥১৭৫॥
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?"
এত বলি' ভৃত্যে চাহি' হাসে দয়াময় ॥১৭৬॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি' আছেন আপনে ॥১৭৭॥
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি'—"এ ত' যোগ্য নয় ॥১৭৮॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি' গেলা মনে।
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে ॥"১৭৯॥
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি'।
সিংহাসনে বসি' হাসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥১৮০॥
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥১৮১॥
"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর-অবতার ॥১৮২॥
জীবের বা কোন্ শক্তি তাহানে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে ॥১৮৩॥

এতেকে ক্ষমহ প্রভু, মোর অপরাধ।
নিজ-দাস করি' মোরে করহ প্রসাদ॥"১৮৪॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞি।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই॥১৮৫॥
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে॥১৮৬॥
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে॥১৮৭॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই' পড়িলেন প্রভুর চরণে॥১৮৮॥
অশ্রু-কম্প-পুলকে রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁই॥১৮৯॥
বিষ্ণুভক্তি-চিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
"উঠ" বলি' শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁর॥১৯০॥
শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি' করেন ক্রন্দন॥১৯১॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীব-নাথ!
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভদৃষ্টিপাত॥১৯২॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু! ১৯৩॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত! ১৯৪॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারি!
ত্রাহি ত্রাহি সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট মুরারি! ১৯৫॥
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম! ১৯৬॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বিভূষণ! ১৯৭॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু!
এই কৃপা কর' নাথ, না ছাড়িবা কভু॥"১৯৮॥
শুনি' প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ।
তুষ্ট হই' প্রভু তানে করিলা প্রসাদ॥১৯৯॥
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥২০০॥
নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু-চক্র-সুদর্শন॥২০১॥
তুমি, সার্ব্বভৌম, আর রামানন্দরায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়॥২০২॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥২০৩॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি' সত্য চলিবাঙ আমি॥"২০৪॥
এত বলি' আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তানে সন্তোষ হইয়া॥২০৫॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি' শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত করিয়া প্রভুরে॥২০৬॥
প্রভু দেখি' নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ-ধ্যান॥২০৭॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেম-ধন॥২০৮॥
হেনমতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতূহলে॥২০৯॥
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥২১০॥
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্ম-পদ যাঁরে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর॥২১১॥
পরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যাঁর তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরস-ময়॥২১২॥
কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে॥২১৩॥
এই মত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি' সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥২১৪॥
যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস।
সবে করিলেন আসি' নীলাচলে বাস॥২১৫॥

নিত্যানন্দ-প্রভুবর—পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব-নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥২১৬॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহ—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব॥২১৭॥
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অন্য ॥২১৮॥
যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিতায়ের শ্রীচৈতন্যে প্রীতি ॥২১৯॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥২২০॥
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥২২১॥
একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' ॥২২২॥
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥২২৩॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে ॥'২২৪॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্ম করি'।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি' ॥২২৫॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার?২২৬॥
ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে?২২৭॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও॥২২৮॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন॥"২২৯॥
আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়-দেশে লই' নিজগণে॥২৩০॥
রামদাস-গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা—ভক্তিরসময় ॥২৩১॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥২৩২॥
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সবে করিলা গমন ॥২৩৩॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব-পারিষদ আগে কৈলা প্রেম-ময় ॥২৩৪॥
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত ॥২৩৫॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ ॥২৩৬॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর-তিন বাহু পাসরিয়া ॥২৩৭॥
হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিবে?' বলে অট্ট অট্ট হাসে॥২৩৮॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে-হেন রেবতী ॥২৩৯॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ ॥২৪০॥
পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞিরে অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে॥২৪১॥
এই মত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥২৪২॥
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা' পাসরি' ॥২৪৩॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
"বল ভাই, গঙ্গা-তীরে যাইব কেমনে॥"২৪৪॥
লোক বলে,—"হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥"২৪৫॥
লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত ॥২৪৬॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে।
লোক বলে,—"পথ রহে দশ ক্রোশ বামে॥"২৪৭॥

পুনঃ হাসি' সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ-দেহ না জানেন, পথের কা কথা ॥২৪৮॥
যত দেহ-ধর্ম্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দসুখ ॥২৪৯॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে—কে বা জানে—সকলি অনন্ত ॥২৫০॥
হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গা-তীরে পানিহাটী-গ্রাম ॥২৫১॥
রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদ-গণ লৈয়া ॥২৫২॥
পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত ॥২৫৩॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী-গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে ॥২৫৪॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর ॥২৫৫॥
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি' মিলিলা সত্বরে ॥২৫৬॥
সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর ॥২৫৭॥
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহা-প্রিয়তম ॥২৫৮॥
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই ॥২৫৯॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টল-মল ॥২৬০॥
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার ॥২৬১॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥২৬২॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥২৬৩॥
যতেক আছিল প্রেম-ভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥২৬৪॥
কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে ॥২৬৫॥
রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥২৬৬॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি' গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সুবাসিত করিয়া সকল ॥২৬৭॥
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি' ॥২৬৮॥
সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত ॥২৬৯॥
অভিষেক করাইয়া, নূতন বসন।
পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥২৭০॥
দিব্য বন-মালা তায় তুলসী-সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥২৭১॥
তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥২৭২॥
খট্টায় বসিলা প্রভুবর নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥২৭৩॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দ্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন ॥২৭৪॥
'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাহু তুলি'।
কারো বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী ॥২৭৫॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি করি' চারি দিকে চায় ॥২৭৬॥
আজ্ঞা করিলেন,—"শুন রাঘবপণ্ডিত!
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥২৭৭॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প-প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥"২৭৮॥
কর-যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥"২৭৯॥

প্রভু বলে,—"বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে॥"২৮০॥
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি' মহা-অনুভব ॥২৮১॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল ॥২৮২॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ববন্ধ ॥২৮৩॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-হরষিত ॥২৮৪॥
আপনা' সম্বরি' মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥২৮৫॥
কদম্বের মালা দেখি' নিত্যানন্দরায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥২৮৬॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি' মহা-অনুভব ॥২৮৭॥
আর মহা-আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পায় সর্ব্বজনে ॥২৮৮॥
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥২৮৯॥
হাসি' নিত্যানন্দ বলে,—"আরে ভাই সব!
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব?"২৯০॥
করযোড় করি' সবে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে॥"২৯১॥
সবার বচন শুনি' নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম-কৃপায় ॥২৯২॥
প্রভু বলে,—"শুন সবে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য ॥২৯৩॥
চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন ॥২৯৪॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা ॥২৯৫॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ হই' আছয়ে আনন্দে ॥২৯৬॥
তোমা'-সবাকার নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে ॥২৯৭॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি'॥২৯৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥"২৯৯॥
এত কহি' 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥৩০০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে ॥৩০১॥
শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্ব্বজগতেরে ভক্তি ॥৩০২॥
যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে॥৩০৩॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥৩০৪॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে॥৩০৫॥
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি' পড়ে লম্ফ দিয়া॥৩০৬॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি'।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' 'হরি হরি'॥৩০৭॥
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ-সাত-গুয়া একত্র করিয়া ॥৩০৮॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥৩০৯॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥৩১০॥
শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা-আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ ॥৩১১॥

সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥৩১২॥
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তি-বৃষ্টি হয় ॥৩১৩॥
যাহারে চাহেন, সে-ই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে, ভূমে পড়ি' গড়ি' যায়॥৩১৪॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥৩১৫॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবারে হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥৩১৬॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥৩১৭॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া ॥৩১৮॥
এইরূপে পানিহাটী-গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দপ্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥৩১৯॥
তিন-মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কারে নাহি স্ফুরে॥৩২০॥
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ॥৩২১॥
পানিহাটী-গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক॥৩২২॥
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত ॥৩২৩॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিকে লই' সব পারিষদ-সঙ্গ ॥৩২৪॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে ॥৩২৫॥
একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময় ॥৩২৬॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেম-সুখে পড়ে সর্ব্বজন ॥৩২৭॥
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্ব্ব ভক্তবৃন্দ ॥৩২৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ ॥৩২৯॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহ্বল, যে আইসে দেখিতে॥৩৩০॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি' উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥৩৩১॥
এইমত পরানন্দ প্রেম-সুখ-রসে।
ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন মাসে॥৩৩২॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইলা ইচ্ছা মনে ॥৩৩৩॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে ॥৩৩৪॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর ॥৩৩৫॥
মণি সু-প্রবাল পট্টবাস মুক্তা হার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার ॥৩৩৬॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান॥৩৩৭॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি' পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥৩৩৮॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ ॥৩৩৯॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্ব্বসার ॥৩৪০॥
রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর প্রীতে ॥৩৪১॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥৩৪২॥
পাদ-পদ্মে রজত-নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগত-মোহন ॥৩৪৩॥

শুক্ল-পট্ট-নীল-পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥৩৪৪॥
মালতী, মল্লিকা, যূথী, চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা ॥৩৪৫॥
গোরোচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥৩৪৬॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস ॥৩৪৭॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি'।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি ॥৩৪৮॥
যে-দিকে চাহেন দুই-কমলনয়নে।
সেই-দিকে প্রেম বর্ষে, ভাসে সর্ব্বজনে ॥৩৪৯॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই-দিকে করি তথি সুবর্ণ-বন্ধন ॥৩৫০॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে ॥৩৫১॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার ॥৩৫২॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥৩৫৩॥
এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি' সঙ্গে ॥৩৫৪॥
তবে প্রভু সর্ব্ব-পারিষদগণ মেলি'।
ভক্ত-গৃহে গৃহে করে পর্য্যটন-কেলি ॥৩৫৫॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম ॥৩৫৬॥
দরশন-মাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নামতত্ত্ব দুই—নিত্যানন্দ-রসময় ॥৩৫৭॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি ॥৩৫৮॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপা-দৃষ্টি করেন প্রচুর ॥৩৫৯॥

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ত্তন বিনে ॥৩৬০॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন ॥৩৬১॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি' টানে ॥৩৬২॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞিরে গোপাল" বলি' বেড়ায় ধাইয়া ॥৩৬৩॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥৩৬৪॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি'।
সিংহনাদ করে শিশু হই' কুতূহলী ॥৩৬৫॥
এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥৩৬৬॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥৩৬৭॥
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥৩৬৮॥
পুত্রপ্রায় করি' প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥৩৬৯॥
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট অট্ট হাসে ॥৩৭০॥
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে ॥৩৭১॥
গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময় ॥৩৭২॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গা-জলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—"কে কিনিবে গো-রস?" ৩৭৩॥
শ্রীবাল-গোপাল-মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম-লাবণ্যের সমুচ্চয় ॥৩৭৪॥
দেখি' বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥৩৭৫॥

অনন্তহৃদয়ে দেখি' শ্রীবাল-গোপাল।
সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল ॥৩৭৬॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায়॥৩৭৭॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি' অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ ॥৩৭৮॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত-মণি ॥৩৭৯॥
এইরূপ লীলা তান নিজ-প্রেম-রঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি' সঙ্গে ॥৩৮০॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে॥৩৮১॥
দানখণ্ড-লীলা শুনি' নিত্যানন্দরায়।
যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ॥৩৮২॥
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম ॥৩৮৩॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥৩৮৪॥
কি বা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥৩৮৫॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেন মনোহর॥৩৮৬॥
যে-দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই-দিকে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে॥৩৮৭॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কার না থাকয় ॥৩৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে-জনে॥৩৮৯॥
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥৩৯০॥
একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহপ্রায় সব ব্যবহার ॥৩৯১॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায় ॥৩৯২॥
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥৩৯৩॥
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবল' বলায় সবারে ॥৩৯৪॥
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার ॥৩৯৫॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥৩৯৬॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে ॥৩৯৭॥
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে ॥৩৯৮॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্বগণে।
বলিবারে কারো কিছু না আইসে বদনে॥৩৯৯॥
গদাধর বলে,—"আরে, কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডোঁ তোর মাথা॥৪০০॥
অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধরদাস দেখি' মাত্র হৈলা স্থির ॥৪০১॥
কাজী বলে,—"গদাধর, তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বলেন,—"আছয়ে কিছু কথা॥৪০২॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি'।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি' ॥৪০৩॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাঙ তোমা'-স্থান ॥৪০৪॥
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥"৪০৫॥
যদ্যপিহ কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু হইলা স্তম্ভিত ॥৪০৬॥
হাসি বলে কাজী,—"শুন দাস গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি', আজি যাহ ঘর॥"৪০৭॥

হরিনাম-মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥৪০৮॥
গদাধরদাস বলে,—"আর কালি কেনে।
এই ত' বলিলা 'হরি' আপন-বদনে ॥৪০৯॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ॥"৪১০॥
এত বলি' পরম-উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর ॥৪১১॥
কতক্ষণে আইলেন আপন-মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে ॥৪১২॥
হেনমত গদাধরদাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা ॥৪১৩॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥৪১৪॥
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥৪১৫॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি 'কৃষ্ণ'—আবেশের কর্ম্ম॥৪১৬॥
সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাঁহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে॥৪১৭॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥৪১৮॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায় ॥৪১৯॥
ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ ॥৪২০॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কতদিনে।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥৪২১॥
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি ॥৪২২॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ-গ্রামে।
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে ॥৪২৩॥

খড়দহ-গ্রামে আসি' নিত্যানন্দরায়।
যত নৃত্য করিলেন—কহনে না যায় ॥৪২৪॥
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি' করে সিংহনাদ ॥৪২৫॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥৪২৬॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥৪২৭॥
মহা-অজগরসর্প লই' নিজ-কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥৪২৮॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥৪২৯॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায় ॥৪৩০॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥৪৩১॥
দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে।
থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে ॥৪৩২॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত সর্ব্ব ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার ॥৪৩৩॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার॥৪৩৪॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত ॥৪৩৫॥
এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহ না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম ॥৪৩৬॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁর ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥৪৩৭॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি ॥৪৩৮॥
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥৪৩৯॥

সেহ ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥৪৪০॥
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে ॥৪৪১॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ ॥৪৪২॥
কতদিনে থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ-সহে ॥৪৪৩॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম ॥৪৪৪॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥৪৪৫॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ॥৪৪৬॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ-ক্ষয় হয় যাঁর দরশনে ॥৪৪৭॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে ॥৪৪৮॥
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥৪৪৯॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥৪৫০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁর ॥৪৫১॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥৪৫২॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥৪৫৩॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥৪৫৪॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে ॥৪৫৫॥
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥৪৫৬॥
বণিক্ সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥৪৫৭॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥৪৫৮॥
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায়।
গণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥৪৫৯॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন-বিহার।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥৪৬০॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥৪৬১॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা-ভয়।
সর্ব্বদিকে হৈল হরিসঙ্কীর্ত্তনময় ॥৪৬২॥
প্রতি-ঘরে ঘরে প্রতি-নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীর্ত্তনে বিহরে ॥৪৬৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥৪৬৪॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥৪৬৫॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার ॥৪৬৬॥
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয় ॥৪৬৭॥
এই মতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে ॥৪৬৮॥
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে॥৪৬৯॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ ॥৪৭০॥
'হরি' বলি' লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥৪৭১॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥৪৭২॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস ॥৪৭৩॥
দোঁহে দোঁহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে ॥৪৭৪॥
কোটি সিংহ জিনি' দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥৪৭৫॥
তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হইলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ॥৪৭৬॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি॥৪৭৭॥
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥৪৭৮॥
সর্ব্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহা-হেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্ম্মসেতু ॥৪৭৯॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি ॥৪৮০॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁর।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥৪৮১॥
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা' হইতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥৪৮২॥
পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥৪৮৩॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাঁহার ॥৪৮৪॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে?৪৮৫॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন-আদি দেব মহীধর ॥৪৮৬॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত ॥৪৮৭॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥৪৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে॥"৪৮৯॥
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা॥৪৯০॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥৪৯১॥
তবে যে কলহ হের অন্যোহন্যে বাজে।
যে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে ॥৪৯২॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার?
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁর ॥৪৯৩॥
হেন মতে দুই প্রভুবর মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে ॥৪৯৪॥
অনেক রহস্য করি' অদ্বৈত-সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত ॥৪৯৫॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥৪৯৬॥
সেইমতে সর্ব্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি' নমস্করিলেন আইর চরণে॥৪৯৭॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি' শচী-আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তার অন্ত নাই॥৪৯৮॥
আই বলে,—"বাপ, তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি॥৪৯৯॥
মোর চিত্ত জানি' তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসার-ভিতর॥৫০০॥
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ-বাসে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥৫০১॥
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসয়াছ দুঃখিতা তারিতে॥"৫০২॥
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি-অন্ত॥৫০৩॥

নিত্যানন্দ বলে,—“শুন আই, সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ হেথা ॥৫০৪॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা’ দেখিতে হেথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥”৫০৫॥
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেন আনন্দ-যুক্ত হইয়া ॥৫০৬॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্ত্তন বিহরে ॥৫০৭॥
নবদ্বীপে আসি’ প্রভুবর-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥৫০৮॥
প্রতি-ঘরে ঘরে সব পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৫০৯॥
পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তন-মল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ-বিশেষ ॥৫১০॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্ট-বাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥৫১১॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥৫১২॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে ॥৫১৩॥
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব্ব-অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ ॥৫১৪॥
কি অপূর্ব্ব লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি স্বুবর্ণমুদ্রিকায় ॥৫১৫॥
শুক্ল, নীল, পীত—বহুবধি পট্ট-বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥৫১৬॥
বেত্র, বংশী, পাচনী জঠরপটে শোভে।
যার দরশন ধ্যান জগ-মনোলোভে ॥৫১৭॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুরধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে ॥৫১৮॥
যে-দিকে চাহেন প্রভুবর নিত্যানন্দ।
সেই-দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত ॥৫১৯॥

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে ॥৫২০॥
নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি ॥৫২১॥
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি’।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥৫২২॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে ॥৫২৩॥
তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥৫২৪॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥৫২৫॥
চোর-দস্যু-অধম-পতিত-নাম যার।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥৫২৬॥
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যে-মতে করিলা পরিত্রাণ ॥৫২৭॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥৫২৮॥
যত চোর দস্যু—তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥৫২৯॥
পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে ॥৫৩০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি’ অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবালমণি মুক্তা দিব্যহার ॥৫৩১॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি’ বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন ॥৫৩২॥
মায়া করি’ নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবার রঙ্গে ॥৫৩৩॥
অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নয়।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর-হৃদয় ॥৫৩৪॥
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥৫৩৫॥

সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ ॥৫৩৬॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি ॥৫৩৭॥
"আরে ভাই, সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি ॥৫৩৮॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর ॥৫৩৯॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি' ॥৫৪০॥
শূন্য বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥৫৪১॥
ঢাল খাঁড়া লই' সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥"৫৪২॥
এই মত যুক্তি করি' সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ জানি' করিল গমন ॥৫৪৩॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িয়া নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥৫৪৪॥
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥৫৪৫॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥৫৪৬॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জ্জন ॥৫৪৭॥
রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ-রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে ॥৫৪৮॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন ॥৫৪৯॥
চর আসি' কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্ব্বজনে ॥"৫৫০॥
দস্যুগণ বলে,—"সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি' সবে হানা দিব গিয়া ॥"৫৫১॥

বসিলা সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে।
পর ধন লইবেক—এই কুতূহলে ॥৫৫২॥
কেহ বলে,—"মোহার সোনার তাড়-বালা।"
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু মুকুতার মালা॥"৫৫৩॥
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ।"
"স্বর্ণহার নিমু মুঞি"—বলে কোন জন॥৫৫৪॥
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু রজত নূপুর।"
সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর ॥৫৫৫॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা-ভগবতী আসি' চাপিলা সবায় ॥৫৫৬॥
সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা-অচেতন ॥৫৫৭॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত ॥৫৫৮॥
কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি' সবে হৈল দুঃখ-মন॥৫৫৯॥
আস্তে-ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে ॥৫৬০॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥৫৬১॥
কেহ বলে,—"তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলি।"
কেহ বলে,—"তুই বড় জাগিয়া আছিলি॥"৫৬২॥
কেহ বলে,—"কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা-ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার॥"৫৬৩॥
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে,—"কলহ করহ কেনে আর॥৫৬৪॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥৫৬৫॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে-কারণে॥৫৬৬॥
ভাল করি' আজি সবে মদ্য-মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥"৫৬৭॥

এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য-মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥৫৬৮॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি' নানা অস্ত্র।
আইলেন বীর ছাঁদে পরি' নীল-বস্ত্র ॥৫৬৯॥
মহা-নিশা—সর্ব্বলোক আছেয় শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥৫৭০॥
বাড়ীর নিকটে থাকি' দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥৫৭১॥
চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥৫৭২॥
পরম প্রকাণ্ডমূর্ত্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড ॥৫৭৩॥
সর্ব্বদস্যুগণ দেখে তার একোজনে।
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥৫৭৪॥
সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥৫৭৫॥
নিত্যানন্দ-প্রভুবর আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই সব গণে ॥৫৭৬॥
দস্যুগণ দেখি' বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি' সবে বসিলেন এক ভিত ॥৫৭৭॥
সর্ব্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে ॥"৫৭৮॥
কেহ বলে,—"অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিঞাছয়ে মাগিয়া ॥"৫৭৯॥
কেহ বলে,—"ভাই, অবধূত বড় 'জ্ঞানী'।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি ॥৫৮০॥
জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয় ॥৫৮১॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি এক জন ॥৫৮২॥
হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে।
'গোসাঞি' করিয়া তানে কহে সবে ॥"৫৮৩॥

আর কেহ বলে,—"তুমি অবুধ যে ভাই!
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি ॥"৫৮৪॥
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে,—"জানিলাঙ সকল কারণ ॥৫৮৫॥
যত বড় বড় লোক চারিদিক্ হৈতে।
সবেই আইসেন অবধূতের দেখিতে ॥৫৮৬॥
কোন দিক্ হইতে কোন রাজার লস্কর।
আসিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর ॥৫৮৭॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ ॥৫৮৮॥
এবা নহে, কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে ॥৫৮৯॥
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি' থাকি ভাই ॥"৫৯০॥
এত বলি' দস্যুগণ গেল নিজ-ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে ॥৫৯১॥
নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ববিঘ্ন খণ্ডে তাহা সবার স্মরণে ॥৫৯২॥
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে ॥৫৯৩॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁর দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে ॥৫৯৪॥
সর্ব্বগণ-সহ বিঘ্ননাথ যাঁর দাস।
যাঁর অংশ রুদ্র করে জগত-বিনাশ ॥৫৯৫॥
যাঁর অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কারে তান ভয় ॥৫৯৬॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥৫৯৭॥
সর্ব্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—রোহিণী-কুমার ॥৫৯৮॥
কর্পূর, তাম্বূল প্রভু করেন চর্ব্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে জগজন-মন ॥৫৯৯॥

অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্ব্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্ত-গোষ্ঠীসনে ॥৬০০॥
আরবার যুক্তি করি' পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে ॥৬০১॥
দৈবে সেই দিনে মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা-ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার॥৬০২॥
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ।
দশ-পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন ॥৬০৩॥
প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহ চাহিতে না পারে॥৬০৪॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥৬০৫॥
কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে
তারে কামড়াই' মারে ॥৬০৬॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥৬০৭॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা,
নড়িতে না পারে ॥৬০৮॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত-পদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥৬০৯॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর।
সর্ব্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ॥৬১০॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-বৃষ্টি তথি ॥৬১১॥
একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে ॥৬১২॥
শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥৬১৩॥
হেন সে পড়য়ে একো মহাঝন্ঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সবে পাসরি' আপনা॥৬১৪॥

মহাবৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহা-শীতে সভার কম্পিত কলেবর ॥৬১৫॥
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে ॥৬১৬॥
নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া॥৬১৭॥
কতোক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥৬১৮॥
মনে ভাবে বিপ্র—"নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কভু কহে ॥৬১৯॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বর-মায়ায় ॥৬২০॥
আর দিন মহা-অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥৬২১॥
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি ॥৬২২॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর॥"৬২৩॥
এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥৬২৪॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥৬২৫॥
"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু, তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥৬২৬॥
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায় ॥৬২৭॥
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে॥৬২৮॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥৬২৯॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী॥৬৩০॥

সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তার সংসার-বন্ধন ॥৬৩১॥
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু, কর পরিত্রাণ ॥৬৩২॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু, কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু, তবে কৈনু এই শিক্ষা ॥৬৩৩॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ এই হউ মোর আশ ॥"৬৩৪॥
কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি' করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥৬৩৫॥
এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই চক্ষু-বিমোচন ॥৬৩৬॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরণ-প্রভাবে।
ঝড়-বৃষ্টি আর কার দেহে নাহি লাগে ॥৬৩৭॥
কতক্ষণে পথ দেখি' সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হয়ে সবে করিলা গমন ॥৬৩৮॥
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥৬৩৯॥
দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে ॥৬৪০॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি' শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬৪১॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত-মণি ॥৬৪২॥
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি' বাহু তুলি' দণ্ডবৎ হয় ॥৬৪৩॥
আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥৬৪৪॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে ॥৬৪৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা'-আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥৬৪৬॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি' এইমত বলে ঘনে ঘন ॥৬৪৭॥
দেখি' হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেন এমত চরিত ॥"৬৪৮॥
কেহ বলে,—"মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥"৬৪৯॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন ॥"৬৫০॥
বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥৬৫১॥
প্রভু বলে,—"কহ দ্বিজ, কি তোমার রীত।
বড় ত' তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত ॥৬৫২॥
কি দেখিলা, কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥"৬৫৩॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥৬৫৪॥
গড়াগড়ি' যায় পড়ি' সকল অঙ্গনে।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় আপনা'-আপনে ॥৬৫৫॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিদ্যমানে ॥৬৫৬॥
"এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নাম সে 'ব্রাহ্মণ'—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার ॥৬৫৭॥
নিরন্তর দুষ্টসঙ্গে করি ডাকাচুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥৬৫৮॥
মোরে দেখি' সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥৬৫৯॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥৬৬০॥
এক দিন সাজি' বহু লই' দস্যুগণ।
হরিতে আইলু মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন ॥৬৬১॥
সেদিন নিদ্রায় প্রভু, মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে ॥৬৬২॥

আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাঙ খাঁড়া-ছুরি-ত্রিশূল কাচিয়া ॥৬৬৩॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ সেইদিনে।
সর্ব্ব বাড়ী আছে বেড়ি' পদাতিকগণে ॥৬৬৪॥
একেক পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায় ॥৬৬৫॥
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ গৃহ-মাঝে আনন্দে শয়নে ॥৬৬৬॥
হেন সে পাপিষ্ঠচিত্ত আমা'-সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার ॥৬৬৭॥
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।'
এত ভাবি' সেদিন গেলাঙ সেইমতে ॥৬৬৮॥
তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাঙ।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাঙ ॥৬৬৯॥
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই' সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই' সবে পড়িলাঙ নানাস্থানে ॥৬৭০॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাঘাতে।
সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥৬৭১॥
মহা-যমযাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ ॥৬৭২॥
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্তভাবে সবেই স্মরণ ॥৬৭৩॥
হইল সবার তবে চক্ষু-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ॥৬৭৪॥
আমি-সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা ॥৬৭৫॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি' যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥"৬৭৬॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূতরায় ॥৬৭৭॥
শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম ॥৬৭৮॥

দ্বিজ বলে,—"প্রভু, এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায় ॥৬৭৯॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায় ॥"৬৮০॥
শুনি' অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্ব ভক্তগণ ॥৬৮১॥
প্রভু বলে,—"দ্বিজ, তুমি ভাগ্যবন্ত বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥৬৮২॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে ॥৬৮৩॥
পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি ॥৬৮৪॥
শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি ॥৬৮৫॥
পরহিংসা, ডাকা-চুরি, সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥৬৮৬॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ ॥৬৮৭॥
যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥"৬৮৮॥
এত বলি' আপন-গলায় মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥৬৮৯॥
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন ॥৬৯০॥
কাকু করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৬৯১॥
"অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন!
মুঞি পাতকীরে দেহ' চরণে শরণ ॥৬৯২॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈবে গতি ॥"৬৯৩॥
নিত্যানন্দ প্রভুবর—করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক-উপর ॥৬৯৪॥

চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥৬৯৫॥
সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে আসি' লইল চৈতন্যশরণ ॥৬৯৬॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥৬৯৭॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ ॥৬৯৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণা-সাগর ॥৬৯৯॥
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায় ॥৭০০॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥৭০১॥
যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু, যে কম্প, যে বা পুলক হুঙ্কার ॥৭০২॥
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥৭০৩॥
ভজ ভজ ভাই, হেন প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥৭০৪॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥৭০৫॥
দস্যুগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥৭০৬॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে ॥৭০৭॥
তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি-গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে ॥৭০৮॥
খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥৭০৯॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ॥৭১০॥

বড়গাছি-গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাই পারি সমুচ্চয় ॥৭১১॥
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ॥৭১২॥
কারো কোন কর্ম্ম নাই সঙ্কীর্ত্তন-বিনে।
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥৭১৩॥
বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার ॥৭১৪॥
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু-কম্প-পুলক—যতেক অনুরাগ ॥৭১৫॥
সবার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সঙ্কীর্ত্তন ॥৭১৬॥
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥৭১৭॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা ॥৭১৮॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁর যাঁর।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥৭১৯॥
যাঁর যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ-গোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার ॥৭২০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥৭২১॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয় ॥৭২২॥
যাঁর বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে ॥৭২৩॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥৭২৪॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁর খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত ॥৭২৫॥
রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥৭২৬॥

প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস।
যাঁর দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥৭২৭॥
প্রেমরসসমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥৭২৮॥
পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম ॥৭২৯॥
গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥৭৩০॥
পুরন্দর-পণ্ডিত—পরম শান্ত-দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥৭৩১॥
নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৩২॥
ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ ॥৭৩৩॥
প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥৭৩৪॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥৭৩৫॥
জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম।
স-পার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ ॥৭৩৬॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম ॥৭৩৭॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥৭৩৮॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥৭৩৯॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥৭৪০॥
সদাশিব-কবিরাজ—মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র—পুরুষোত্তমদাস-নাম ॥৭৪১॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে ॥৭৪২॥

উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার ॥৭৪৩॥
মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥৭৪৪॥
চতুর্ভুজপণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৫॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁর ॥৭৪৬॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥৭৪৭॥
বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৮॥
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥৭৪৯॥
গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেম-রসময় ॥৭৫০॥
মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার।
যাঁর ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥৭৫১॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়—মনোহর, নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন ॥৭৫২॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥৭৫৩॥
সহস্র সহস্র একো সেবকের গণ।
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন-প্রাণ ॥৭৫৪॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম।
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম ॥৭৫৫॥
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি' যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে ॥৭৫৬॥
সর্ব্বশেষভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥৭৫৭॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী' ॥৭৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৭৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-চরিতবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥১॥
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্ব-দাস-সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ ॥২॥
বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥৩॥
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রতি-মতি ॥৪॥
সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥৫॥
অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥৬॥
দেখি' রাম-নিত্যানন্দপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস ॥৭॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন ॥৮॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিশ্বাস ॥৯॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তার বড় দৃঢ়-ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি ॥১০॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে ॥১১॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে ॥১২॥
দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥১৩॥
বিপ্র বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন ॥১৪॥
মোরে যদি 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥১৫॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত' না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ ॥১৬॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্বজন।
কর্পূর-তাম্বূল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ ॥১৭॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা, রূপা, মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥১৮॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস ॥১৯॥
দণ্ড ছাড়ি' লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥২০॥
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার ॥২১॥
'বড়লোক' বলি' তাঁরে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে ॥২২॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার? প্রভু, কহ শ্রীবদনে ॥"২৩॥
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে ॥২৪॥
শুনিঞা বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর ॥২৫॥
"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্ময় ॥২৬॥

(ভাঃ ১১/২০/৩৬)—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥২৭॥

যাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহদর্শন হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের আত্মদর্শন করায় সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ-পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাতে সেই একান্ত আসক্ত-ভক্তগণের বিধি-নিষেধজনিত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না।

"পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল॥২৮॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥২৯॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তার॥৩০॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ॥"৩১॥

(ভাঃ ১০/৩৩/২৯,৩০)—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥৩২॥

হে রাজন্, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান তেজস্বী পুরুষ-দিগেরও সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ও স্ত্রীসন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দূষণীয় নহে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু
মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্
যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥৩৩॥

ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন, মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

"এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥৩৪॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥৩৫॥
ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥৩৬॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥৩৭॥
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি' চিত্ত করিলা আসিতে॥৩৮॥
'কি দক্ষিণা দিব?' বলিলেন গুরু-প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি॥৩৯॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে॥৪০॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া॥৪১॥
পরম অদ্ভুত শুনি' এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান॥৪২॥
দৈবে এক দিন রাম-কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া॥৪৩॥
'শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর!
তুমি দুই আদি নিত্য-শুদ্ধ কলেবর॥৪৪॥
সর্ব্বজগতের পিতা—তুমি দুই-জন।
মুঞি জানোঁ তুমি-দুই পরম-কারণ॥৪৫॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়॥৪৬॥

তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার ॥৪৭॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিঞা দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ॥৪৮॥
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত হয় তাহা'-সবারে দেখিতে ॥৪৯॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি' দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥৫০॥
এইমত আমারেও কর' পূর্ণকাম।
আনি' দেহ' মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥'৫১॥
শুনি' জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি' গেলা বলির ভবন ॥৫২॥
নিজ-ইষ্ট-দেব দেখি' বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ ॥৫৩॥
গৃহ-পুত্র-দেহ-বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি' দিলা সব ॥৫৪॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করে পাদ-পদ্ম ধরি' বলি কান্দে ॥৫৫॥
'জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ ॥৫৬॥
জয় সখ্য গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত-ধন-মন-প্রাণ ॥৫৭॥
যদ্যপিহ শুদ্ধসত্ত্ব দেব-ঋষিগণ।
তা'-সবারো দুর্ল্লভ তোমার দরশন ॥৫৮॥
তথাপি হেন সে প্রভু, কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥৫৯॥
অতএব শত্রু-মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥৬০॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষ-স্তন।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥৬১॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে ॥৬২॥
যোগেশ্বর সব যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে ॥৬৩॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্বলোকনাথ!
গৃহ-অন্ধ-কূপে মোরে না করিহ পাত ॥৬৪॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই' বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া ॥৬৫॥
তোমার দাসের সঙ্গে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥'৬৬॥
রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এই মত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥৬৭॥
ব্রহ্ম-লোক শিব-লোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে ॥৬৮॥
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥৬৯॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
পাদ-পদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার ॥৭০॥
'আজ্ঞা কর প্রভু মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥৭১॥
যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥'৭২॥
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥৭৩॥
প্রভু বলে,—'শুন শুন বলি-মহাশয়!
যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয় ॥৭৪॥
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥৭৫॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া ॥৭৬॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ-কারণ ॥৭৭॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা'-সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥৭৮॥

প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥৭৯॥
দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি' কন্যা-প্রতি করিলেন চিত ॥৮০॥
তাহা দেখি' হাসিলেন এই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥৮১॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ভবাস ॥৮২॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তার ঘরে ॥৮৩॥
তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥৮৪॥
তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার ॥৮৫॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥৮৬॥
জন্ম হইতে অশেষপ্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥৮৭॥
দেবকী এ সব গুপ্ত-রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলি' তা'-সবারে গণে ॥৮৮॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি' আইলাঙ তোমা'-স্থান ॥৮৯॥
দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥'৯০॥
প্রভু বলে,—'শুন শুন বলি মহাশয়!
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয় ॥৯১॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥৯২॥
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥৯৩॥
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥৯৪॥
মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারো বিঘ্ন ধরে ॥৯৫॥
মোর ভক্ত-প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে ॥'৯৬॥

তথাহি (বরাহপুরাণে)—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥৯৭॥*

'মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥'৯৮॥

তথাহি (হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩/৭৬)—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥৯৯॥

যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপা-পাত্র নহে।

'তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিলুঁ গোপ্য-কথা ॥'১০০॥
শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥১০১॥
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সম্মুখে দিলেন আনি' পুরস্কার করি' ॥১০২॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিঞা দিলেন ততক্ষণ ॥১০৩॥
মৃতপুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥১০৪॥
ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি' পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান ॥১০৫॥
দণ্ডবৎ হই' সবে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে ॥১০৬॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া ॥১০৭॥

*অন্ত্য ৩য় অঃ ৪৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

'চল চল দেবগণ, যাহ নিজ-বাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস ॥১০৮॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥১০৯॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥১১০॥
ব্রহ্মাস্থানে গিয়া মাগি' লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ ॥'১১১॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি' সেই ছয় জন।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥১১২॥
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি'।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণ নিজ-পুরী ॥১১৩॥
"কহিলাঙ এই বিপ্র, ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা ॥১১৪॥
নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি॥১১৫॥
অলৌকিক-চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥১১৬॥
পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁর অবতার।
যাঁহা হৈতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার ॥১১৭॥
তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥১১৮॥
না বুঝিয়া নিন্দে তাঁর চিরত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥১১৯॥
চল বিপ্র, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি' তুমি সবারে বুঝাও ॥১২০॥
পাছে তাঁরে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যম-ঘরে ॥১২১॥
যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে॥১২২॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"১২৩॥

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—
গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥১২৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণকমল ব্রহ্মার বন্দনীয়।

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন ॥১২৫॥
নিত্যানন্দ-প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস ॥১২৬॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি' নবদ্বীপে।
সর্ব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে ॥১২৭॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁরে করিলা প্রসাদ ॥১২৮॥
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার ॥১২৯॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥১৩০॥
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর ॥১৩১॥
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"১৩২॥
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"১৩৩॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যাঁর যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥১৩৪॥
যে-সে-কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে ॥১৩৫॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ ॥১৩৬॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥১৩৭॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥১৩৮॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥১৩৯॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৪০॥
তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তামা' না পাসরি ॥১৪১॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার ॥১৪২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণনং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥১॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥২॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় শ্রীদামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥৩॥
জয় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনোহারী ॥৪॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥৫॥
হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দসাগরে ॥৬॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥৭॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুল-নগরে ॥৮॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি'।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥৯॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥১০॥
আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায় ॥১১॥
পরম-বিহ্বল পারিষদ-সব-সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে ॥১২॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥১৩॥
এইমত সর্ব্বপথ প্রেমানন্দ-রসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে ॥১৪॥
কমলপুরেতে আসি' প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥১৫॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন হুঙ্কার ॥১৬॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥১৭॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি' ভক্তবৃন্দ ॥১৮॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র ॥১৯॥
প্রভু আসি' দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥২০॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥২১॥

শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি॥২২॥

তথাহি—

গৃহ্লীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥২৩॥*

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য",—বলে গৌরচন্দ্র॥২৪॥
এই শ্লোক পড়ি' প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি'।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি॥২৫॥
নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি' পরম সম্ভ্রমে॥২৬॥
দেখি' নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন॥২৭॥
'হরি' বলি' সিংহনাদ লাগিলা করিতে।
প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে॥২৮॥
দুইজন প্রদক্ষিণ করে দুঁহাকারে।
দুঁহে দণ্ডবত হই' পড়েন দুঁহারে॥২৯॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি' করে আনন্দ-ক্রন্দন॥৩০॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি' যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ জিনি' দুঁহার গর্জ্জন॥৩১॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুইজনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥৩২॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি' বর্ণেন দুঁহারে।
দুঁহারেই দুঁহে যোড়হস্তে নমস্করে॥৩৩॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥৩৪॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহে আর নাই।
সবে করে করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি॥৩৫॥
কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস॥৩৬॥

*অন্ত্য ৬ষ্ঠ ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি'।
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥৩৭॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি—ঈশ্বর অনন্ত॥৩৮॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥৩৯॥
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥৪০॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা' হৈতে হৈল এবে সবার মোচন॥৪১॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে॥৪২॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥৪৩॥
তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥৪৪॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্ত্তন-সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥৪৫॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর॥৪৬॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে॥"৪৭॥
তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥৪৮॥
"প্রভু হই' তুমি যে আমারে কর' স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥৪৯॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার॥৫০॥
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু, আছে তোমা'-স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥৫১॥
মন-প্রাণ সবার ঈশ্বর প্রভু, তুমি।
তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি॥৫২॥

আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা ॥৫৩॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, ছান্দ-দড়ি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনিধর্ম্ম ছাড়ি' ॥৫৪॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥৫৫॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে ॥৫৬॥
তোমার নর্ত্তক আমি, নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥৫৭॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ—তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম ॥"৫৮॥
প্রভু বলে,—"তোমার যে দেহে অলঙ্কার।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥৫৯॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার ॥৬০॥
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে ॥৬১॥
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ ॥৬২॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ ॥৬৩॥
মুঞিও ত' তোমার অঙ্গে ভক্তি-রস বিনে।
অন্য নাহি দেখোঁ কভু কায়-বাক্য-মনে ॥৬৪॥
নন্দগোষ্ঠি-রসে তুমি বৃন্দাবন-সুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥৬৫॥
ইহা দেখি' যে সুকৃতি চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥৬৬॥
বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ ॥৬৭॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥৬৮॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন ॥৬৯॥
সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি।
সর্ব্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠি-ভক্তি ॥৭০॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥"৭১॥
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ, অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত ॥৭২॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥৭৩॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা ॥৭৪॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখনে দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥৭৫॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ দুইজন।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ॥৭৬॥
নিত্যানন্দস্বরূপও প্রভু-ইচ্ছা জানি'।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসিমণি ॥৭৭॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ॥৭৮॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর হৃদয়।
বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মা, শিব সব এই কয় ॥৭৯॥
না বুঝি', না জানি' মাত্র সবে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অন্যের কি কথা ॥৮০॥
এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এই কথা না কহেন একজন-ঠাঞি ॥৮১॥
হেন সে তাঁহার রঙ্গ,—সবেই মানেন।
"আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন ॥৮২॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা।
'মুনিধর্ম্ম করি' কৃষ্ণ ভজিবে সর্ব্বথা ॥৮৩॥
বেত্র, বংশী, বর্হা, গুঞ্জামালা, ছাঁদ-দড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনিধর্ম্ম ছাড়ি' ॥"৮৪॥

কেহ বলে,—“ভক্তনাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া—অধিক সবার ॥৮৫॥
গোপ-গোপী-ভক্তি—সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা, শিব ঈশ্বর-সকল ॥৮৬॥
অতি কৃপা-পাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥৮৭॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৪৭/৬৩)—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥৮৮॥

আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের চরণরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গানদ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে।

এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥৮৯॥
অন্যোঽন্যে বাজায়েন ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥৯০॥
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল।
কখনো কখনো বাজে আনন্দ-কন্দল ॥৯১॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥৯২॥
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু, অঙ্গুলি, চরণ ॥৯৩॥

তথাহি (ভাঃ ৪/৭/৫৩)—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥৯৪॥

যেরূপ কোনও পুরুষ মস্তক ও হস্তাদি নিজ অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না, তদ্রূপ আমার অনুরক্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতা ও জীবনিচয়কে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া সকল দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান করিতেছেন।

তথাপিহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বথা ॥৯৫॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব।
সবে মিলি' এই মত্র গায়েন মহত্ত্ব ॥৯৬॥
আবির্ভাব হইতেছে যে-সব শরীরে।
তাঁ'-সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥৯৭॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে ॥৯৮॥
ইতিমধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥৯৯॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥১০০॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি'।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১০১॥
তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥১০২॥
নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥১০৩॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১০৪॥
জগন্নাথ দেখি' মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহ্বল হই' গড়াগড়ি' যায় ॥১০৫॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥১০৬॥
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন।
সবা' দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥১০৭॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব জানিঞা ॥১০৮॥
নিত্যানন্দ দেখি', যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস ॥১০৯॥

যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি।
সবে কহে,—
"এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই ॥"১১০॥
নিত্যানন্দস্বরূপো সবারে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১১১॥
তবে জগন্নাথ হেরি' হর্ষ সর্ব্ব-গণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥১১২॥
নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥১১৩॥
গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত ॥১১৪॥
আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে॥১১৫॥
দেখি' শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥১১৬॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর ॥১১৭॥
দুঁহে মাত্র দেখিয়া দুঁহার শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১১৮॥
অন্যোঽন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোঽন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুঁহার ॥১১৯॥
দোঁহে বলে,—"আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।"
দোঁহে বলে,—
"আজি হৈল জীবন সফল ॥"১২০॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥১২১॥
হেন সে হইল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দ্দিকে পড়ি' কান্দে সর্ব্ব দাস॥১২২॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥১২৩॥
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥১২৪॥

নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিতগোসাঞি॥১২৫॥
তবে দুই-প্রভু স্থির হই' একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনে ॥১২৬॥
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ-প্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন—"আজি ভিক্ষা ইথি॥"১২৭॥
নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে।
এক মান চাউল আনিঞাছেন যতনে॥১২৮॥
অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি' আনিঞাছে গৌড় হৈতে॥১২৯॥
আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি' দিলা গদাধরের গোচর ॥১৩০॥
"গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন॥"১৩১॥
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নে ত' এমত তণ্ডুল দেখি' নাঞি॥১৩২॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া॥১৩৩॥
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥"১৩৪॥
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসেন গদাধর।
বস্ত্র লই' গেলা গোপীনাথের গোচর ॥১৩৫॥
দিব্য-রঙ্গ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥১৩৬॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা॥১৩৭॥
কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি' আনিয়া করিলা এক পাক॥১৩৮॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি' বাটি তায় দিলা লোণজল॥১৩৯॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল-নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্ ॥১৪০॥

গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥১৪১॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি'।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥১৪২॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব ॥১৪৩॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"কেন গদাধর!
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? ১৪৪॥
আমি ত' তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥১৪৫॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ॥"১৪৬॥
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর।
মগ্ন হইলন সুখ-সাগর-ভিতর ॥১৪৭॥
সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥১৪৮॥
সর্ব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে।
ভক্তি করি' প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে॥১৪৯॥
প্রভু বলে,—"তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া॥"১৫০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥১৫১॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে ॥১৫২॥
প্রভু বলে,—"এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥১৫৩॥
গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক ॥১৫৪॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥১৫৫॥
বুঝিলাঙ বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি॥"১৫৬॥
এই মত সন্তোষেতে হাস্য-পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥১৫৭॥
এ-তিন-জনের প্রীতি এ-তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥১৫৮॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥১৫৯॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে বা যে শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে ॥১৬০॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে॥১৬১॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে ॥১৬২॥
হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতূহলে ॥১৬৩॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥১৬৪॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল সবে মাত্র সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৬৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৬৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-কাননবিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য ॥১॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তিলভ্য হয় ॥২॥

এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন।
আচার্য্যগোসাঞি আদি যত ভক্তগণ ॥৩॥
শ্রীরথযাত্রার আসি' হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয় ॥৪॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥৫॥
আচার্য্যগোসাঞী অগ্রে করি' ভক্তগণ।
সবে নীলাচল-প্রতি করিলা গমন ॥৬॥
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥৭॥
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যাঁর গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥৮॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধনাশ ॥৯॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চৈঃস্বরে যাঁরে স্মরি' গৌরচন্দ্র কান্দে ॥১০॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥১১॥
চলিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যাঁর সঙ্গে কথা কয় ॥১২॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস যাঁর সিন্ধুকূলে বাস ॥১৩॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥১৪॥
চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দসেন-আদি লৈয়া আপ্তগণ ॥১৫॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।
দশদিক্ হয় যাঁর স্মরণে নির্ম্মল ॥১৬॥
চলিল গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষ মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভুসনে ॥১৭॥
চলিলেন আঁখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস।
'রত্নবাহু' যাঁরে প্রভু করিল প্রকাশ ॥১৮॥

সদাশিবপণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি ॥১৯॥
পুরুষোত্তমসঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে ॥২০॥
'হরি' বলি' চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান্।
প্রভু-নৃত্যে যে দেউটী ধরেন সাবধান ॥২১॥
নন্দন-আচার্য্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে ॥২২॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি' খাইলেন গৌরহরি ॥২৩॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যাঁর জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥২৪॥
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান ॥২৫॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ॥২৬॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহল-মুষল ॥২৭॥
জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত ॥২৮॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আনি' শ্রীহরিবাসরে ॥২৯॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান্ মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয় ॥৩০॥
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
'বাপ' বলি' যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ॥৩১॥
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যাঁর ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥৩২॥
ভবরোগ-বৈদ্যসিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যাঁর দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৩৩॥
চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যাঁরে না লঙ্ঘিল সর্প-বিষে ॥৩৪॥

চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
অক্রূর করিয়া যাঁরে গৌরচন্দ্র কয় ॥৩৫॥
প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত ॥৩৬॥
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা আই দেখি' চলিলা সত্বর ॥৩৭॥
অনন্ত চৈতন্যভক্ত—কত জানি নাম।
চলিলেন সবে দিব্য আনন্দের ধাম ॥৩৮॥
আই-স্থানে ভক্তি করি' বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥৩৯॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সব লৈলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত ॥৪০॥
সর্ব্বপথে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে ॥৪১॥
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন-জন ॥৪২॥
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥৪৩॥
যে স্থানে রহেন আসি' সবে বাসা করি'।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥৪৪॥
শুন শুন আরে ভাই, মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান্ ॥৪৫॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ সকল।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচল ॥৪৬॥
কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি' সবে দণ্ডবত হৈয়া ॥৪৭॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময় ॥৪৮॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ॥৪৯॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ পাঠায়ে যাঁরে কটক পর্য্যন্ত ॥৫০॥
"শয়নে আছিলুঁ, ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার হুঙ্কারে ॥৫১॥
অদ্বৈত-নিমিত্ত মোর এই অবতার।"
এই মত মহপ্রভু বলে বারবার ॥৫২॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত ॥৫৩॥
"আইলা অদ্বৈত" শুনি' শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাড়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি ॥৫৪॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞি।
চলিলেন হরিষে কাহারো বাহ্য নাই ॥৫৫॥
সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ, কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ, শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর ॥৫৬॥
কাশীশ্বর-পণ্ডিত, আচার্য্য-ভগবান্।
শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র—প্রেমভক্তির প্রধান ॥৫৭॥
পাত্র শ্রীপরমানন্দ, রায়-রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতি গোবিন্দ ॥৫৮॥
ব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীরূপ-সনাতন।
রঘুনাথবৈদ্য, শিবানন্দ, নারায়ণ ॥৫৯॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ ॥৬০॥
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
কি ছোট, কি বড় সবে করিলা পয়ান ॥৬১॥
পরানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে।
বাহ্য-দৃষ্টি, বাহ্য-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে ॥৬২॥
শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব্ব বৈষ্ণব-সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারনালাতে ॥৬৩॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ॥৬৪॥
দূরে দেখি' দুই গোষ্ঠী অন্যোহন্যে সব।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব ॥৬৫॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥৬৬॥

শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি' নিজ-প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত ॥৬৭॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর ॥৬৮॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কে বা কারে করে।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে ॥৬৯॥
কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি' সবে করে হরিধ্বনি ॥৭০॥
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অদ্বৈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত ॥৭১॥
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে ॥৭২॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন ॥৭৩॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন ॥৭৪॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥৭৫॥
শ্লোক পড়ি' অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার ॥৭৬॥
যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা, কিছু নাহি স্ফুরে ॥৭৭॥
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি' ডাকে বারবার॥৭৮॥
হেন সে হইল অতি উচ্চ-হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি ॥৭৯॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও 'হরি' বলে করয়ে ক্রন্দন ॥৮০॥
সর্ব্বভক্তগোষ্ঠী অন্যোঽন্যে গলা ধরি'।
আনন্দে রোদন করে বলে 'হরি হরি' ॥৮১॥
অদ্বৈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাঁহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥৮২॥

মহা-উচ্চধ্বনি মহা করি' সঙ্কীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ ॥৮৩॥
কোথা কে বা নাচে কে বা কোন্ দিকে গায়।
কে বা কোন্ দিকে পড়ি' গড়াগড়ি' যায়॥৮৪॥
প্রভু দেখি' সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম মঙ্গল ॥৮৫॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত করিয়া কোলাকোলি।
নাচে দুই মত্তসিংহ হই কুতূহলী ॥৮৬॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি' জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীতি-মনে ॥৮৭॥
ভক্তনাথ, ভক্তবশ, ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন ॥৮৮॥
জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ॥৮৯॥
আজ্ঞামালা দেখি' হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায় ॥৯০॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে ॥৯১॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি' উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥৯২॥
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি'।
"জন্ম জন্ম যেন প্রভু, তোমা' না পাসরি॥৯৩॥
কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী হই' যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা ॥৯৪॥
এই বর দেহ' প্রভু করুণা-সাগর!"
পাদপদ্ম ধরি' কান্দে সব অনুচর ॥৯৫॥
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥৯৬॥
তাঁ-সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥৯৭॥
'জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান।'
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥৯৮॥

এইমত বাদ্য-গীত-নৃত্য-সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন সবাই চলিয়া প্রভুর সনে ॥৯৯॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস ॥১০০॥
আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে ॥১০১॥
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥১০২॥
হরিধ্বনি কোলাহল মৃদঙ্গ-কাহাল।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥১০৩॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥১০৪॥
মহা-জয়-জয়-শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৫॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে।
উত্তরিলা আসি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥১০৬॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে।
মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সঙ্কীর্ত্তনে ॥১০৭॥
দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥১০৮॥
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥১০৯॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥১১০॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥১১১॥
প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥১১২॥
শুন ভাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥১১৩॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি'।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥১১৪॥
সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি'।
পরস্পর করে ধরি' হইলা মণ্ডলী ॥১১৫॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥১১৬॥
'কয়া কয়া' বলি' করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে ॥১১৭॥
গোকুলের শিশুভাব হইল সবার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার ॥১১৮॥
বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥১১৯॥
অদ্বৈত, চৈতন্য দুঁহে জল-ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা-কুতূহলী ॥১২০॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥১২১॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিনজনে জলযুদ্ধ কারো হারি নাই ॥১২২॥
দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুই জনে করেন হুঙ্কার ॥১২৩॥
দুই সখা—বিদ্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥১২৪॥
শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥১২৫॥
এই মত অন্যোঽন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-উল্লাসে সবে হইলা বিহ্বল ॥১২৬॥
শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায় ॥১২৭॥
সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি' ॥১২৮॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া সে-স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে ॥১২৯॥
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥১৩০॥

ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায়।
কিছু নাহি হয়, সবে দুঃখমাত্র পায় ॥১৩১॥
সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন-কুতূহলে ॥১৩২॥
যত 'মহাজন',—নাম সন্ন্যাসি-সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল বিরল ॥১৩৩॥
আরো বলে,—"চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি'।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি ॥১৩৪॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম্ম।
নাচিবে, কাঁদিবে একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম ॥"১৩৫॥
তাহাতেই যে-সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তাঁরা বলে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন ॥"১৩৬॥
কেহ বলে,—'জ্ঞানী', কেহ বলে,—'বড় ভক্ত'।
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ত্ব ॥১৩৭॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥১৩৮॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই' শ্রীচৈতন্য-রায় ॥১৩৯॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥১৪০॥
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার-কারণে।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে-পঠনে ॥১৪১॥
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা' লৈয়া ॥১৪২॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন ॥১৪৩॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥১৪৪॥
অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধু-মধ্যে সবে ভাসে ॥১৪৫॥
দুইদিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি' দেখি' ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত ॥১৪৬॥
কাশীমিশ্র আনি' জগন্নাথের গলার।
মালা আনি' অঙ্গভূষা কৈলেন সবার ॥১৪৭॥
মালা লয় প্রভু মহাভয়-ভক্তি করি'।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী ॥১৪৮॥
বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥১৪৯॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত ॥১৫০॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥১৫১॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥১৫২॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥১৫৩॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥১৫৪॥
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥১৫৫॥
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে ॥"১৫৬॥
যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥১৫৭॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া ॥১৫৮॥
সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে ॥১৫৯॥
তলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন ॥১৬০॥
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া ॥১৬১॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥১৬২॥

জগন্নাথ দেখি' জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠী-সঙ্গে গৌরহরি ॥১৬৩॥
যে ভক্তের যেন-রূপ-চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥১৬৪॥
পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু-পাছে ॥১৬৫॥
যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে ॥১৬৬॥
শ্বেতদ্বীপবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥১৬৭॥
শ্রীমুখে অদ্বৈতচন্দ্র বার বার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে॥"১৬৮॥
রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু,—তোমার কারণে॥"১৬৯॥
এ সব বৈষ্ণব-অবতারে অবতারী।
প্রভু অবতরে ইহা-সবে অগ্রে করি' ॥১৭০॥
যেরূপে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ।
সেইরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন ॥১৭১॥
তাঁহারা যেরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥১৭২॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ॥১৭৩॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম-পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে ॥১৭৪॥

তথাহি (পাদ্মোত্তরখণ্ডে ২৫৭/৫৭,৫৮)—

যথা সৌমিত্র-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥১৭৫॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥১৭৬॥

যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্ব-তন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্ব্বক্ষণ ॥১৭৭॥
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্ত-সঙ্গে তারে মিলে গৌর-ভগবান্॥১৭৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
জলক্রীড়াদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত ॥১॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥২॥
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৩॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥৪॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥৫॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥৬॥
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন ॥৭॥

শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি ॥৮॥
নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥৯॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥১০॥
প্রেমযোগে সেইমত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন ॥১১॥
একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা,—"আজি ভিক্ষা কর ইথি॥১২॥
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু, রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে॥"১৩॥
প্রভু বলে,—"যে জন তোমার অন্ন খায়।
'কৃষ্ণ-ভক্তি', 'কৃষ্ণ' সে-ই পায় সর্ব্বথায়॥১৪॥
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥১৫॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন ॥১৬॥
শুনিঞা প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥১৭॥
পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥১৮॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই' হরষিতা ॥১৯॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥২০॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি' হৃদয়ে বিজয় ॥২১॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
যতেক প্রকার করে যেন চিত্তে স্ফুরে ॥২২॥
'শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি' ইহা জানি'।
নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি'॥২৩॥
আচার্য্য রান্ধেন, পতিব্রতা কার্য্য করে।
দুই জনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে ॥২৪॥
অদ্বৈত বলেন,—"শুন কৃষ্ণদাসের মাতা!
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা॥২৫॥
যত কিছু এই মোরা করিলুঁ সম্ভার।
কোন্‌রূপে প্রভু সব করেন স্বীকার ॥২৬॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥২৭॥
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি'॥২৮॥
সবেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভু-সঙ্গে সব আসি' প্রীতে করেন ভিক্ষা॥"২৯॥
অদ্বৈত চিন্তেন মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি' করেন বিজয় ॥৩০॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে ॥"৩১॥
এইমত মনে চিন্তে অদ্বৈত-আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি' সেই কার্য্য ॥৩২॥
ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥৩৩॥
যে-সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে।
তাঁরা সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥৩৪॥
হেনকালে মহা-ঝড়-বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে ॥৩৫॥
শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিকে বাজে ঝন্‌ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥৩৬॥
সর্ব্বদিক্ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥৩৭॥
হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে॥৩৮॥
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥৩৯॥

যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কারো কেবা গেলা কতি ॥৪০॥
এথা শ্রীঅদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি' থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ॥৪১॥
ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥৪২॥
সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥৪৩॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে।
এইমত মনে ধ্যান করেন অদ্বৈতে ॥৪৪॥
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয় ॥৪৫॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি' প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি' অদ্বৈত-সম্মুখে ॥৪৬॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি'।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ॥৪৭॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৮॥
হরিষে করেন পত্নীসহিতে সেবন।
পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন ॥৪৯॥
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥৫০॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে ॥৫১॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥৫২॥
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা? ৫৩॥
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার ॥"৫৪॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—"শুনহ আচার্য্য!
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য? ৫৫॥
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক।
সকলি বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥"৫৬॥
যত দেন শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু সব খায়।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৫৭॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, প্রভু সব করেন স্বীকার ॥৫৮॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম ॥৫৯॥
পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥৬০॥
"আজি ইন্দ্র, জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় 'বৈষ্ণব'॥৬১॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্পজল।
আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল॥"৬২॥
প্রভু বলে,—"আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি।
কি হেতু ইহা? কহ দেখি মোর প্রতি॥"৬৩॥
অদ্বৈত বলেন,—"তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥"৬৪॥
প্রভু বলে,—"আর কেনে লুকাও আচার্য্য!
যত ঝড়-বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য॥৬৫॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাৎ।
মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশীলাপাত ॥৬৬॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাত ॥৬৭॥
যে লাগি' ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥৬৮॥
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি' এই তোমার মন ॥৬৯॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ-ইচ্ছা করিবা সফল ॥৭০॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ॥৭১॥

ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্ শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি॥৭২॥
কৃষ্ণ না করেন যাঁর সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা॥৭৩॥
কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ॥৭৪॥
যম, কাল, মৃত্যু যাঁর আজ্ঞা শিরে ধরে।
যাঁর পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে॥৭৫॥
যে-তোমা'-স্মরণে সর্ব্ববন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ॥৭৬॥
তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥"৭৭॥
অদ্বৈত বলেন,—"তুমি সেবক-বৎসল।
কায়-মনো-বাক্যে আমি ধরি এই বল॥৭৮॥
সর্ব্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর—'মোরে না ছাড়িবা কোন কালে'॥"৭৯॥
এইমত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে॥৮০॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥৮১॥
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥৮২॥
হরি-শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥৮৩॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন—তেন চৈতন্য-অদ্বৈত॥৮৪॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কয়।
জগতের ত্রাণ লাগি' কৃপালু হৃদয়॥৮৫॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যাঁর।
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁর॥৮৬॥
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥৮৭॥

অদ্বৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্॥৮৮॥
এই মত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে।
ভিক্ষা করি' সবারেই পূর্ণকাম করে॥৮৯॥
সর্ব্বগোষ্ঠী লই' নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥৯০॥
দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা, আই দেখি' আইলা সত্বরে॥৯১॥
দামোদর দেখি' প্রভু আনিয়া নিভৃতে।
আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥৯২॥
প্রভু বলে,—"তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?"৯৩॥
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি' ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥৯৪॥
"কি বলিলা গোসাঞি, আইর ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু, তুমি কোন্ কাজে॥৯৫॥
আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি॥৯৬॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥৯৭॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥৯৮॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥৯৯॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞি।
'বিষ্ণুভক্তি' যাঁরে বলে, সে-ই দেখ আই॥১০০॥
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি' জিজ্ঞাস আমারে॥১০১॥
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই' শব্দপ্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"১০২॥
দামোদর-মুখে শুনি' আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দের নাহি সীমা॥১০৩॥

দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি' প্রেমরসে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥১০৪॥
"আজি দামোদর, তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা ॥১০৫॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি-সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি তার ॥১০৬॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছোঁ পৃথিবীতে।
তান ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে ॥১০৭॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর!
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥"১০৮॥
দামোদরপণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি'।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বসিলেন গৌরহরি ॥১০৯॥
আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥১১০॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
'কহ বন্ধুসব, কি কুশলে আছে সবে?'১১১॥
'কুশল' শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
'ভক্তি আছে' করি' বার্ত্তা লয়েন সবারে॥১১২॥
ভক্তিযোগ থাকে, তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥১১৩॥
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই, তার সব অমঙ্গল ॥১১৪॥
অন্ন-খাদ্য নাহি যার—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত॥১১৫॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা'-স্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা করিয়াছেন আপনে ॥১১৬॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥১১৭॥
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর ॥১১৮॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি' বলেন "গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই॥১১৯॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার ॥"১২০॥
প্রভু বলে,—"জান, 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষ-নাম যে গ্রহণ করে ॥১২১॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥"১২২॥
শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥১২৩॥
"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"১২৪॥
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্ব-দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে॥১২৫॥
হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥১২৬॥
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥১২৭॥
প্রভু বলে,—"যে-জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥"১২৮॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা ॥১২৯॥
নিজ-গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।
'ভক্তি, জ্ঞান' দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে॥১৩০॥
প্রভু বলে,—"জ্ঞান, ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত' করি' দঢ়॥"১৩১॥
কতক্ষণে ভারতী বিচার করি' মনে।
কহিতে লাগিল, গৌরসুন্দরের স্থানে॥১৩২॥
ভারতী বলেন,—"মনে বিচারিল তত্ত্ব।
সবা' হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব॥"১৩৩॥
প্রভু বলে,—"জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
'জ্ঞান বড়' করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥"১৩৪॥
ভারতী বলেন,—"তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার ॥১৩৫॥

বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি' অবোধে সে অন্য পথে যায়॥১৩৬॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস।
সনকাদি করি' যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস॥১৩৭॥
প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রূর, উদ্ধব।
'মহাজন' হেন নাম যত আছে সব॥১৩৮॥
'ভক্তি' সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
'জ্ঞান' বড় হৈলে 'ভক্তি' মাগে কি কারণে?১৩৯॥
বিনা বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি' ভক্তি কেনে মাগে অনুক্ষণ॥১৪০॥
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান॥"১৪১॥

তথাহি (ভাঃ ১০/১৪/৩০)—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥১৪২॥

হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজন্মেই হউক, কিংবা পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতম-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব-সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহা-ভাগ্য লাভ হউক।

"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা' সেবিয়ে সর্ব্বথা॥১৪৩॥
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তিমাত্র চায়॥"১৪৪॥

তথাহি (বিষ্ণুপুরাণ ১/২০/১৮)—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥১৪৫॥
স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ, ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াঽস্তু মে॥১৪৬॥

হে প্রভো অচ্যুত, আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই যোনিতেই যেন তো-মাতে আমার নিরন্তর অস্খলিতা ভক্তি বিরাজিত থাকে।

আমি নিজকর্ম্মফলানুসারে যে যে যোনি-তেই গমন করি না কেন, হে হৃষীকেশ, সেই সেই যোনিতেই তোমাতে আমার অচলা ভক্তি হউক।

তথাহি (ভাঃ ১০/৪৭/৬৭)—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥১৪৭॥

আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে কর্ম্মবশতঃ যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্ব্বত্রই যেন মঙ্গলানুষ্ঠান-দ্বারা আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী আসক্তি লাভ হয়।

"অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন-পথ সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ॥"১৪৮॥

তথাহি (মহাভারত বনপর্ব্ব ৩১৩/১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১৪৯॥

তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে মহাজন বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে 'শাস্ত্র-পথ' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

'ভক্তি বড়' শুনি' প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি' গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥১৫০॥
প্রভু বলে,—"আমি কতদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥১৫১॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্র-ভিতরে॥"১৫২॥
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীতমনে ॥১৫৩॥
প্রভু বলে,—"যার মুখে নাহি ভক্তিকথা।
তপ, শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা ॥"১৫৪॥
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৫৫॥
রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য-কীর্ত্তন-গর্জ্জন ॥১৫৬॥
একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই' অতি ॥১৫৭॥
"শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥১৫৮॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি ॥১৫৯॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা'-সবা' লাগি' যে গৌরাঙ্গ-অবতার॥১৬০॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন-হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥১৬১॥
নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও॥"১৬২॥
প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সবার এই ডর ॥১৬৩॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৬৪॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল ॥১৬৫॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥১৬৬॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥১৬৭॥
"শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর!
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর॥"১৬৮॥
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥১৬৯॥
কেহ বলে,—"জয় জয় শ্রীশচীনন্দন।"
কেহ বলে,—"জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ॥১৭০॥
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥"১৭১॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ—পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম্ম-নাম ॥১৭২॥

শ্রীরাগঃ

"পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি' যায়,
দেখরে চৈতন্য-অবতারা।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি',
সঙ্কীর্ত্তনে করেন বিহারা ॥১৭৩॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিতভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনা'-রসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ধ্রু॥১৭৪॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া।
জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ' ছায়া॥"১৭৫॥
এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' শ্রীগৌর-চরণ ॥১৭৬॥
নব-অবতারের নূতন পদ শুনি'।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি ॥১৭৭॥

কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥১৭৮॥
পরম উদ্দাম শুনি' কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইলা ন্যাসিমণি ॥১৭৯॥
প্রভু দেখি' ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥১৮০॥
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সব চৈতন্য-বিজয় ॥১৮১॥
নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
'মুঞি কৃষ্ণদাস' বই না বলয়ে আর ॥১৮২॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।
'ঈশ্বর' করিয়া বলিবেক 'দাস' বিনে ॥১৮৩॥
তথাপিহ সবে অদ্বৈতের বল ধরি'।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি ॥১৮৪॥
ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি'।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥১৮৫॥
সবা' শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বাসায় চলিলা শুনি' আপন-কীর্ত্তন ॥১৮৬॥
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥১৮৭॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সবে দেখে—প্রভু আছে কীর্ত্তন-ভিতরে ॥১৮৮॥
মত্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায় ॥১৮৯॥
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥১৯০॥
এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥১৯১॥
এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥১৯২॥
নৃত্য-গীত করি' সবে মহা-ভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥১৯৩॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ-কীর্ত্তন শুনিয়া।
সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥১৯৪॥
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥"১৯৫॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চাহেন কারো ভিতে ॥১৯৬॥
ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥১৯৭॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিলা,—"অয়ে বৈষ্ণব-সকল! ১৯৮॥
অহে অহে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার!
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥১৯৯॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন ॥"২০০॥
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন,—"গোসাঞি!
জীবের স্বতন্ত্র-শক্তি মূলে কিছু নাই ॥২০১॥
যেন করায়েন, যেন বলায়েন ঈশ্বরে।
সে-ই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে ॥"২০২॥
প্রভু বলে,—"তুমি-সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, কেনে তারে করহ বিদিত ॥"২০৩॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে ॥২০৪॥
প্রভু বলে,—"কি সঙ্কেত কৈল হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত' ভাঙ্গিয়া ॥"২০৫॥
শ্রীবাস বলেন,—"হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি' এই কহিলাঙ ॥২০৬॥
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেই মত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে ॥২০৭॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥২০৮॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি' তাঁরে ॥২০৯॥

হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত ॥২১০॥
আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥"২১১॥
সর্ব্বকাল ভক্তজয় বাড়ান ঈশ্বরে।
হেনকালে অদ্ভুত হইল আসি' দ্বারে ॥২১২॥
সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥২১৩॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী ॥২১৪॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥২১৫॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতূহলী ॥২১৬॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসিরূপধারী।
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট-মুরারি ॥২১৭॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্বজগতের উপকারী ॥২১৮॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ॥২১৯॥
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু, এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥২২০॥
মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে।
এইমত গায় প্রভু, সকল সংসারে ॥২২১॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ!
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥২২২॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে ॥"২২৩॥
প্রভু বলে,—"তুমি নিজশক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে জানিলাঙ ইহা ॥২২৪॥
তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত!
জানিলাঙ—তুমি সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ॥"২২৫॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয়।
এ তান স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয় ॥২২৬॥
হাস্যমুখে সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সবে চলিলা বাসায় ॥২২৭॥
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে 'কৃষ্ণ' করি' গায়েন সকল ॥২২৮॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥"২২৯॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া ॥২৩০॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তুভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥২৩১॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময় ॥২৩২॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে ॥২৩৩॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয় ॥২৩৪॥
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥২৩৫॥
প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥২৩৬॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি' হরিধ্বনি ॥২৩৭॥
হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান ॥২৩৮॥
সাকর-মল্লিক, আর রূপ—দুই ভাই ॥
দুই-প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি ॥২৩৯॥
দূরে থাকি' দুই ভাই দণ্ডবত করি'।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি' ॥২৪০॥
"জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য ॥২৪১॥

জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম-সন্ন্যাসি-রূপধারী ॥২৪২॥
জয় জয় সঙ্কীর্ত্তন-বিনোদ অনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-আদি-মধ্য-অন্ত ॥২৪৩॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥২৪৪॥
তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও প্রভু, সংসারের মাঝে॥২৪৫॥
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ-নিজ-হিত॥২৪৬॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ ॥২৪৭॥
রাজপাত্র করি' মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য-জনম কেনে দিলা ॥২৪৮॥
যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে॥২৪৯॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ তোর নাম লৈয়া॥২৫০॥
যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষপাত্র যেন হঙ তার দ্বারে ॥"২৫১॥
এইমত রূপ-সনাতন—দুই ভাই।
স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি॥২৫২॥
কৃপাদৃষ্ট্যে প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥২৫৩॥
প্রভু বলে,—"ভাগ্যবন্ত তুমি-দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি' সংসার-বন্ধন ॥২৫৪॥
বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার ॥২৫৫॥
প্রেম-ভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৬॥
ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥"২৫৭॥

শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৮॥
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥"২৫৯॥
প্রভু বলে,—"শুন শুন আচার্য্য-গোসাঞি!
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই ॥২৬০॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি', কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া ॥২৬১॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দোঁহেরে।
জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥২৬২॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে?"২৬৩॥
অদ্বৈত বলেন,—"প্রভু! সর্ব্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি॥২৬৪॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যারে কৃপা কর' যার দ্বারে ॥২৬৫॥
কায়-মনো-বচনে মোহার এই কথা।
এ-দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা ॥"২৬৬॥
শুনি' প্রভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥২৬৭॥
দবিরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা॥২৬৮॥
অদ্বৈতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈতে আছে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥২৬৯॥
কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক' গিয়া ॥২৭০॥
তোমা'-সবা' হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সবারে গিয়া দেহ' ভক্তিরস ॥২৭১॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা' থাকিবারে স্থল করিহ বিরল॥"২৭২॥
সাকরমল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন অবধূত থুইলেন নাম ॥২৭৩॥

অদ্যাপিহ দুই ভাই—রূপ-সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন ॥২৭৪॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার ॥২৭৫॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ত্ব ॥২৭৬॥
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা করিলা সন্তোষে ॥২৭৭॥
যে ভক্ত যে বস্তু—যাঁর যেন অবতার।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যাঁর অংশে জন্ম যাঁর॥২৭৮॥
যাঁর যেন মত পূজা যাঁর যে মহত্ত্ব।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥২৭৯॥
একদিন প্রভু বসিয়াছে স্বপ্রকাশে।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে॥২৮০॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে॥২৮১॥
প্রভু বলে,—"শ্রীনিবাস, কহ ত' আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অদ্বৈতেরে॥"২৮২॥
মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয়॥"২৮৩॥
অদ্বৈতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন।
শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥২৮৪॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥২৮৫॥
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ! ২৮৬॥
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্ব্বমতে।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে॥২৮৭॥
এত বড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি॥"২৮৮॥
এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥২৮৯॥

সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥২৯০॥
"বালকেরে বাপ, শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥"২৯১॥
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি' দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥২৯২॥
প্রভু বলে,—"তোহারা বালক শিশু মোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূরে গেল মোর॥২৯৩॥
মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন॥"২৯৪॥
প্রভু বলে,—"অহে শ্রীনিবাস মহাশয়!
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥২৯৫॥
শুক-আদি করি' সব বালক উহার।
নাড়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সবার ॥২৯৬॥
অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার॥২৯৭॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥"২৯৮॥
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু-বাক্য শুনি' হৈল অতি হরষিত ॥২৯৯॥
মহাভয়ে কম্প হই' বলেন শ্রীবাস।
"অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ মোরে নাথ ॥৩০০॥
তোমার অদ্বৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য দাসে॥৩০১॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥৩০২॥
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে যে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥৩০৩॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে ॥৩০৪॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিলুঁ তোমারে প্রভু সত্য করি' অতি॥"৩০৫॥

তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে ॥৩০৬॥
পরমরহস্য এ সকল পুণ্যকথা!
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা ॥৩০৭॥
যার যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যে বা আগে, যে বা পাছে যার যেন শক্তি ॥৩০৮॥
সবার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর-রায়।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায় ॥৩০৯॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অভিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি ॥৩১০॥
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার ॥৩১১॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার ॥৩১২॥
বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ ॥৩১৩॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত ॥৩১৪॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম ॥৩১৫॥
পূর্ব্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ-শ্রবণ ॥৩১৬॥
সবে শাস্ত্র-কর্ত্তা সবে মহা-তপোধন।
অন্যোহন্যে লাগিল ব্রহ্ম-বিচার-কথন ॥৩১৭॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান? বিচারেন মুনির সমাজে ॥৩১৮॥
কেহ বলে,—'ব্রহ্মা বড়', কেহ, 'মহেশ্বর'।
কেহ বলে,—'বিষ্ণু বড় সবার উপর' ॥৩১৯॥
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ' ॥৩২০॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ-তত্ত্ব জানিবারে ॥৩২১॥

"ব্রহ্মার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়!
সর্ব্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময় ॥৩২২॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি' আমা'-সবাকার ॥৩২৩॥
তুমি যে কহিবা' সে-ই সবার প্রমাণ।"
শুনি' ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান ॥৩২৪॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি' রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥৩২৫॥
পুত্র দেখি' ব্রহ্মা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা ॥৩২৬॥
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি' না শুনেন বাপের বচন ॥৩২৭॥
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার ॥৩২৮॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর-ব্যবহার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥৩২৯॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা ॥৩৩০॥
সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পায়ে ধরি'।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি, এমত ক্রোধ করি?" ৩৩১॥
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাই' যেন অগ্নি সুসাম্য হৈলা ॥৩৩২॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে ॥৩৩৩॥
ভৃগু দেখি' মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী-সঙ্গে আদর করিয়া ॥৩৩৪॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥৩৩৫॥
ভৃগু বলে,—"মহেশ, পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥৩৩৬॥
ভূত, প্রেত, পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে ॥৩৩৭॥

যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থি-ধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার॥৩৩৮॥
তোমার পরশে স্নান করিতে যুয়ায়।
দূরে থাক, দূরে থাক, অয়ে ভূতরায়!"৩৩৯॥
পরীক্ষা নিমিত্তে ভৃগু বলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥৩৪০॥
ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ॥৩৪১॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যেহেন সংহার-মূর্ত্তিধর॥৩৪২॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আথেব্যথে দেবী আসি' ধরিলেন হাতে॥৩৪৩॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
"জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু, এত ক্রোধ করি?"৩৪৪॥
দেবীবাক্যে লজ্জা পাই' রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকণ্ঠ—কৃষ্ণঘর॥৩৪৫॥
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥৩৪৬॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি' অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে॥৩৪৭॥
ভৃগু দেখি' মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহা-প্রীত হৈয়া॥৩৪৮॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন॥৩৪৯॥
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন চন্দন॥৩৫০॥
অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁর স্থানে॥৩৫১॥
"তোমার শুভ-বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম মোরে ইহা॥৩৫২॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল॥৩৫৩॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥৩৫৪॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥৩৫৫॥
এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই' কুতূহলী॥৩৫৬॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে নিজ-বক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম॥"৩৫৭॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যবহার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—সকলের পার॥৩৫৮॥
দেখি' মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর॥৩৫৯॥
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥৩৬০॥
বাহ্য পাই' প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই' লাগিলা নাচিতে॥৩৬১॥
হাস্য, কম্প, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার॥৩৬২॥
"সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।"
এই সত্য বলি' নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥৩৬৩॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যবহার।
প্রেমভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥৩৬৪॥
ভক্তিজড় হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রু-ধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে॥৩৬৫॥
সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া॥৩৬৬॥
ভৃগু দেখি' সবে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু কার কোন্ দেখিলে ব্যবহার॥৩৬৭॥
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সবার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান্॥৩৬৮॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনের ব্যবহার।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার॥৩৬৯॥

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥৩৭০॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন যাঁহার অধিকার ॥৩৭১॥
কর্ত্তা-হর্ত্তা-রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥৩৭২॥
ধর্ম্ম, জ্ঞান, পুণ্যকীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥৩৭৩॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয় ॥"৩৭৪॥
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তনবিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥৩৭৫॥
ভৃগুর বচন শুনি' সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা, 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ' ॥৩৭৬॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ।
"সংশয় ছিণ্ডিয়া তুমি ভাল কৈলা মন॥"৩৭৭॥
কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ়-মনে।
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে ॥৩৭৮॥
সিদ্ধ-বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কার ॥৩৭৯॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি' করিলেন চরণ-প্রহার ॥৩৮০॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁর অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে ॥৩৮১॥
'অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার'।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥৩৮২॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥৩৮৩॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয় ॥৩৮৪॥
বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥৩৮৫॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয় ॥৩৮৬॥
অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তার নাহিক নিস্তার ॥৩৮৭॥
অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম ॥৩৮৮॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥৩৮৯॥
সবে ইথে দেখি এক মহা-প্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার ॥৩৯০॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন ॥৩৯১॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন-দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥৩৯২॥
ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার ॥৩৯৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩৯৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
অদ্বৈতমহিমা-বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ভরত্ন ধর্ম্মসনাতন ॥১॥
জয় সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় গৌরাঙ্গগোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল ॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে ॥৪॥
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইল সম্মুখে ॥৫॥
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি'।
হাসি' অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥৬॥
সন্তোষে বলেন প্রভু,—"কহত' আচার্য্য!
কোথা হৈতে আইলা, করিয়া কোন্ কার্য্য?"৭॥
অদ্বৈত বলেন,—"দেখিলাঙ জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত ॥"৮॥
প্রভু বলে,—"জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা, কহ দেখি তাহা ॥"৯॥
অদ্বৈত বলেন,—"আগে দেখি' জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥"১০॥
'প্রদক্ষিণ' শুনি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি' বলেন প্রভু,—
"তুমি হারিলা হারিলা ॥"১১॥
আচার্য্য বলেন,—"কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাও, তবে জিনিহ আমারে ॥"১২॥
প্রভু বলে,—"সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণ-ব্যবহার ॥১৩॥
যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥১৪॥
আমি যত-ক্ষণ ধরি' দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথা'ত ॥১৫॥
কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে ॥"১৬॥
করযোড় করি' বলে আচার্য্য গোসাঞি।
"এ-রূপে সকল হারি
তোমার সে ঠাঞি ॥১৭॥
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ এই নাহি তোমা'-বিনে ॥১৮॥
তুমি সে ইহার প্রভু, এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥"১৯॥
শুনিঞা হাসেন সর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডল।
'হরি' বলি' উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥২০॥
এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্বকথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥২১॥
একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥২২॥
"ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥২৩॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার ॥"২৪॥
প্রভু বলে,—"তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে ॥২৫॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"২৬॥
গদাধর বলে,—"তিঁহো না আছেন এথা।
তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা ॥"২৭॥
প্রভু বলে,—"তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমার মিলিয়া দিবে বিধি ॥"২৮॥
সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি—জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল ॥২৯॥
এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥৩০॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় মোর মনে।
বুঝিলাঙ তুমি আকর্ষিয়া আন তানে ॥"৩১॥
এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে ॥৩২॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥৩৩॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥৩৪॥

আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম-গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর ॥৩৫॥
ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয় ॥৩৬॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥৩৭॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥৩৮॥
মূর্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইঁহা-সবা'-সনে ॥৩৯॥
দামোদরস্বরূপের উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, পড়ে সেইক্ষণ ॥৪০॥
সন্ন্যাসি-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয় ॥৪১॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥৪২॥
দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীত-রসময়।
যাঁর ধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥৪৩॥
অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে।
কপটীর রূপে যেন বুলেন নগরে ॥৪৪॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ্ ॥৪৫॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ॥৪৬॥
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥৪৭॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥৪৮॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন ॥৪৯॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে ॥৫০॥

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥৫১॥
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নাম ॥৫২॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥৫৩॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ॥৫৪॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন, ডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল ॥৫৫॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥৫৬॥
দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা ॥৫৭॥
একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥৫৮॥
দেখিয়া অদ্বৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া ॥৫৯॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি' ভাসে ॥৬০॥
সেই ক্ষণে কূপ হৈল নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥৬১॥
এ কোন্ অদ্ভুত, যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে ॥৬২॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি' সর্ব্বভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কতক্ষণে ॥৬৩॥
পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
"কি বল, কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে ॥৬৪॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্ব্বজ্ঞপ্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে ॥৬৫॥
শ্রীমুখের শুনি' অতি-অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসেন অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ॥৬৬॥

এই মতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে ॥৬৭॥
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ॥৬৮॥
বিদ্যানিধি দেখি' প্রভু হাসিতে লাগিলা।
"বাপ আইলা, বাপ আইলা"
বলিতে লাগিলা ॥৬৯॥
প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল ॥৭০॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি' করেন ক্রন্দন ॥৭১॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥৭২॥
ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি-প্রীতে প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ ॥৭৩॥
দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুইজনে হৈল দেখা ॥৭৪॥
দুইজনে চাহেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি, ঠেলাঠেলি,
ফেলাফেলি ॥৭৫॥
কেহো কারে না পারেন, দুঁহে মহাবলী।
করায়েন, হাসেন, গৌরাঙ্গ কুতূহলী ॥৭৬॥
তবে বাহ্য পাই' প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
"কতোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি॥"৭৭॥
শুনি' প্রেমনিধি মহা-সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি' প্রভু-নিকটে রহিলা ॥৭৮॥
গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি-স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥৭৯॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেম-সীমা ॥৮০॥
যাঁর কীর্ত্তি বাখানে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস।
যাঁর কীর্ত্তি বলেন মুরারি, হরিদাস ॥৮১॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে ॥৮২॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।
না বুঝি কি অদ্ভুত চৈতন্য-কৃপা-পাত্র ॥৮৩॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥৮৪॥
বিদ্যানিধি রাখি' প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে ॥৮৫॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র ॥৮৬॥
দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।
অন্যোঽন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণরস-কথারঙ্গে ॥৮৭॥
যাত্রা আসি' বাজিল 'ওড়ন-ষষ্ঠী' নাম।
নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্ ॥৮৮॥
সে দিন মাণ্ডুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে।
তান যেই ইচ্ছা সেইমত দাসে করে ॥৮৯॥
শ্রীগৌরসুন্দরো লই' সর্ব্বভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন ॥৯০॥
মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজায়ে বিশাল ॥৯১॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি' রহে মকর-পর্য্যন্ত ॥৯২॥
বস্ত্র লাগি' হইতে লাগিল রাত্রিশেষে।
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু দেখি' প্রেমে ভাসে ॥৯৩॥
আপনেই উপাসক, উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন, তান কৃপা বিনে ॥৯৪॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে ॥৯৫॥
পট্ট-নেত—শুক্ল, পীত, নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে ॥৯৬॥
বস্ত্র লাগি' হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ, শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥৯৭॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি' ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে ॥৯৮॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি' সর্ব্বগোষ্ঠী-সঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সুখ-রঙ্গে ॥৯৯॥
বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥১০০॥
যাঁর যে বাসায় সবে করিলা গমন।
বিদ্যানিধি দামোদর-সঙ্গে অনুক্ষণ ॥১০১॥
অন্যোঽন্যে দুঁহার যতেক মনঃকথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা ॥১০২॥
মাণ্ডুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥১০৩॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
"মাণ্ডুয়া-বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥১০৪॥
এ দেশে ত' শ্রুতি-স্মৃতি-সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনা ধৌতে মণ্ডবস্ত্র পরে?"১০৫॥
দামোদরস্বরূপ কহেন,—"শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা ॥১০৬॥
শ্রুতি-স্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রার এইমত সর্ব্বকাল এথা ॥১০৭॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥"১০৮॥
বিদ্যানিধি বলে,—"ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম, সেবকে কেনে করে॥১০৯॥
পূজা-পাণ্ডা, পশুপাল, পড়িছা, বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা ॥১১০॥
জগন্নাথ—ঈশ্বর; সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে ॥১১১॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥১১২॥
রাজপাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ডুয়া-বস্ত্র দেন নিজ-শিরে॥"১১৩॥

দামোদরস্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই!
হেন বুঝি, ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥১১৪॥
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার ॥"১১৫॥
বিদ্যানিধি বলে,—"ভাই, শুন এক কথা।
পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা ॥১১৬॥
তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ-গুলাও ব্রহ্ম হৈল থাকি' নীলাচলে॥১১৭॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার।
সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার!"১১৮॥
এত বলি' সর্ব্বপথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যেহেন হাস্যাবেশযুক্ত হৈয়া ॥১১৯॥
দুই সখা হাতাহাতি করিয়া হাসেন।
জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন ॥১২০॥
সবে না জানেন সর্ব্বদাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যাঁর যত অনুরাগ ॥১২১॥
ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে ॥১২২॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥১২৩॥
এইমত রঙ্গে-ঢঙ্গে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যাঁর যথা বাসা ॥১২৪॥
ভিক্ষা করি' আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি' সবে থাকিলা শয়নে॥১২৫॥
সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥১২৬॥
স্বপনে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ-বলাই আসি' হৈলা বিজয় ॥১২৭॥
ক্রোধরূপ জগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তাঁরে চড়ায়েন মুখে ॥১২৮॥
দুই ভাই মিলি' চড় মারে দুই গালে।
হেন দড় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥১২৯॥

দুঃখ পাই' বিদ্যানিধি 'কৃষ্ণ রক্ষ' বলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি' পড়ে পদতলে ॥১৩০॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি!"
প্রভু বলে,—
"তোর অপরাধের অন্ত নাঞি ॥১৩১॥
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি ॥১৩২॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে ॥১৩৩॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ॥১৩৪॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ডুয়া-কাপড়-স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া ॥"১৩৫॥
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই' মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি' শ্রীচরণে ॥১৩৬॥
"সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম' পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ, প্রভু বলিলুঁ তোমারে ॥১৩৭॥
যে মুখে হাসিলুঁ প্রভু, তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু,
ভাল কৈলা মোরে ॥১৩৮॥
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ॥"১৩৯॥
প্রভু বলে,—"তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া ॥"১৪০॥
স্বপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি প্রেমদৃষ্টি করি'।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম-হরি ॥১৪১॥
স্বপ্ন দেখি' বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় দেখি' সব হাসিতে লাগিলা ॥১৪২॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি' প্রেমনিধি বলে,—"বড় ভাল ভাল ॥১৪৩॥
যেন কৈলুঁ অপরাধ, তার শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই কৈলেন প্রভু, অল্পে এড়াইলুঁ ॥"১৪৪॥
দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা ॥১৪৫॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন—তাহানেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে ॥১৪৬॥
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত ॥১৪৭॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥১৪৮॥
স্বপ্নে দণ্ড পায়, কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয় ॥১৪৯॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
যে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে ॥১৫০॥
তাঁর বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেহো না কহে কিছু অভক্তজনেরে ॥১৫১॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা-হিংসা করে ॥১৫২॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা-হিংসা করে দেখি, স্বপ্ন নাহি পায়ে ॥১৫৩॥
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তারা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ ॥১৫৪॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায় ॥১৫৫॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে ॥১৫৬॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
এ প্রসাদে সবে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে ॥১৫৭॥
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে ॥১৫৮॥
প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া ॥১৫৯॥
প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১৬০॥

"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠে কি কারণে?"১৬১॥
বিদ্যানিধি বলে,—"ভাই, হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি' বৈস॥"১৬২॥
দামোদর আসি' দেখে—তান দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল॥১৬৩॥
দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে,—"একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলে ব্যথা॥"১৬৪॥
হাসিয়া বলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
"শুন ভাই, কালি গেল যতেক সংশয়॥১৬৫॥
মাণ্ডুয়া-বস্ত্রেরে যে করিলুঁ অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান॥১৬৬॥
আজি স্বপ্নে আসি' জগন্নাথ-বলরাম।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম॥১৬৭॥
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এত বলি' গালে চড়ায়েন দুই জন॥১৬৮॥
গালে বাজিয়াছে যত অঙ্গুলের অঙ্গুরি।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি॥১৬৯॥
এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হইতে পারি॥১৭০॥
এই কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই, মানিল হৃদয়ে॥১৭১॥
ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অন্ধকূপে॥"১৭২॥
বিদ্যানিধি-প্রতি দেখি' স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয়॥১৭৩॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দ-হাস॥১৭৪॥
দামোদরস্বরূপ বলেন,—"শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই॥১৭৫॥
স্বপ্নে আসি' শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে॥"১৭৬॥
হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্র-দিন না জানেন কৃষ্ণকথা-রসে॥১৭৭॥
হেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে 'বাপ'॥১৭৮॥
পাদস্পর্শ-ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান॥১৭৯॥
এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দেন বিস্তর॥১৮০॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥১৮১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥১৮২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-লীলা-বর্ণনং
নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-ঠক্কুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্॥

ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের

গৌড়ীয়-ভাষ্য-শেষ-বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌরসুন্দর-বর লীলা তাঁর মনোহর
নিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ।
আচার্য্য অদ্বৈত আর গদাধর-শক্তি তাঁর
পঞ্চতত্ত্ব ভক্ত শ্রীনিবাস॥
পতিতপাবন-শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরকিশোরপ্রেষ্ঠ
পতিতজনের তাঁরা গতি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী-নামে মাতা
বিশ্বম্ভরপদে যাঁর মতি॥
বৃন্দাবন সুত তাঁর করুণার পারাবার
'শ্রীচৈতন্যভাগবত' যাঁর।
নিত্যানন্দ-শেষভৃত্য হরিজনসেবা-কৃত্য
বুঝা'ল যে সর্ব্বসার-সার॥
বৈষ্ণব-মহিমা যত বর্ণিলেন সুসঙ্গত
তাহার তুলনা কোথা' নাই।
বৈষ্ণব-বিরোধি-জন সতত তাপিত মন
মূল্যহীন সেই ভস্ম ছাই॥
নিতাই-বিমুখজনে দয়া-পাত্র তারে গণে
পদাঘাত করে তার শিরে।
এহেন দয়াল বীর নাহি ত্রিভুবনে ধীর
লয়ে যায় বিরজার তীরে॥
মূঢ়জন না বুঝিয়া অহঙ্কারে মত্ত হিয়া
'ক্রোধী' বলি' করয়ে স্থাপন।
বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বুঝয়ে ভণ্ড
নীচচিত্ত করিয়া গোপন॥
'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য' নাম ভক্তজন-সেবা-কাম
লিখি, ছাড়ি' কপটাদি ছল।
ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে প্রভু মোরে সদা পালে
চিত্তে দেয় যথোচিত বল॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিমত
কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ।
নিরন্তর পাঠফলে কুবুদ্ধি যাইবে চ'লে
কৃষ্ণপ্রেমে লভিবে প্রমোদ॥
নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম নহে কভু ভক্তিধাম
বৈষ্ণব-সেবায় নাহি ভোগ।
ভক্তসেবা-ফলে প্রেম সেই মূল্যবান্ ক্ষেম
বিগত হইবে সর্ব্বরোগ॥
লীন হইবার আশা চালিলে কপটপাশা
দূরে যা'বে সকল মঙ্গল।
স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ভক্তি-বলে হয় ক্ষয়
ভাগবত-ভজন-কৌশল॥
শ্রীবার্ষভানবী আশ তাঁহার দয়িতদাস
ভাষ্য-লেখকের পরিচয়।
ভকতিবিমুখ জন বিষয়েতে ক্লিষ্টমন
তবু যাচে প্রভু পদাশ্রয়॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাঝ নবদ্বীপ তীর্থরাজ
মায়াপুর গৌরজন্মস্থল।
তথায় চৈতন্যমঠ নাহি বসে যথা শঠ
গৌরজনে করিয়া সম্বল॥
ভকতিবিনোদ-দাস- সঙ্গে মোর সদা বাস
তাঁদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি'।
চারিশত-ছ'চল্লিশে সমাপিনু জ্যৈষ্ঠশেষে
উটকামণ্ডের শৈলোপরি॥
ভাষ্যরচনার কালে ভক্তগণ মোরে পালে
গৌরব-সম্ভ্রমে মোরে ছলে।
অবকাশ সদা দিয়া ভক্তিপথে চালাইয়া
স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে॥

শ্রীগৌরাঙ্গভক্তগণ শ্রীভক্তিবিনোদ-জন
তাঁদের চরণে মোর গতি।
ভাষ্যলিখনের ব্যাজে ত্রিদণ্ডিসেবক-সাজে
রহু যেন নিত্যসেবা-মতি॥